

ধন্মপদট্ঠকথা

[বৌদ্ধ গম্পা]

অষ্টম খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

পালি সদ্ভূতপটকের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' শুদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সবঙ্গিসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সুতরাং ধম্মপদকে মানুষের জীবন-বেদ বলিলেও অতুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অট্ঠকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক ৩০৫টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুণি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।

প্রথম ২০টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ)। ইহার পর হইতে ডঃ স্নকোমল চৌধুরী কৃত সমূল বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে মোট ১৯২টি উপাখ্যান ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য অষ্টম খণ্ডে মোট ৫০টি উপাখ্যান প্রকাশিত হইতেছে।

ধম্মপদটীকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

অষ্টম অঙ্ক

[পকিণ্ণক, নিরয়, নাগ, উল্হা এবং ভিক্খু বগ্গ]

(বাংলা অনুবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part VIII)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৪১১ : জুলাই, ২০০৪

বদ্বন্দ্ব : ২৫৪৭

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : দুইশত টাকা (Rs. 200/-)

ISBN. 81-87032-50-2

উৎসর্গ

আমার পরম উপকারী ও নিত্য শ্রুভানুধ্যায়ী সম্প্রতি পরলোকগত
অগ্রজপ্রতিম মনীন্দ্র চন্দ্র সিন্‌হা (জন্মস্থানঃ লাকসাম) ও তদীয় পত্নী
শ্রদ্ধেয়া নমিতা বৌদির নামে এই গ্রন্থখানি সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল।

—সুকোমল চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে প্রকীর্তক বর্গ, নিরয় বর্গ, নাগবর্গ, তৃষ্ণাবর্গ ও ভিক্ষুবর্গের সমূল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ড. চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪এ। ষত শীঘ্র সম্ভব অবশিষ্ট কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

নিভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টা গ্রুটি রাখি নাই। তথাপি কিছ্ মদ্রণ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই গ্রুটি উপেক্ষা করিবেন। ‘জানা প্রিণ্টিং কনসার্ন’ এর শ্রীপশ্চানন জানা আমাদের ধন্যবাদার্থ যেহেতু তিনি অল্পদিনের মধ্যে এই খণ্ড মদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী
কোলকাতা
• আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৪১১

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

সংক্ষিপ্তসারঃ

পকিল্লকগংগো :

এই 'পকিল্লক' শব্দের অর্থ 'বিবিধ'। এই বর্ণটি পুস্তকের মধ্যস্থলে না দিয়া সর্বশেষে দিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। ইহা ছাড়া এই বর্ণের শ্লোক-গদ্যলিতে বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। একেকটি গাথা একেকটি ভাবের দ্যোতক। ইহার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি বিপুল সুখের আশায় স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখ ও নিবর্ণিক আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য ইচ্ছুক, সে ব্যক্তি উপোসথ শীল গ্রহণ করিয়া বিকাল ভোজন^১ পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে পরিণামে সুখী হইতে পারে না। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিত্য তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যাহারা কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও প্রমত্ত হয়, তাহাদের কামান্নব সমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহারা কায়গতানু-স্মৃতিতে রত থাকেন এবং কর্তব্যকর্মে রত থাকিয়া সর্বদা জাগ্রত ও স্মৃতিমান হন তাহাদের আশ্রয়সমূহ দৈনন্দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি মার্তাপত্যকে^২ (তৃষ্ণা ও মান) ও ক্ষত্রিয় রাজত্বকে^৩ (শাস্বত-ও উচ্ছেদ দৃষ্টি) হত্যা করিয়া সানুচর রাষ্ট্রের^৪ (দ্বাদশ আয়তনের) বিনাশ সাধন করিয়া পাপশূন্য হন। রাগদ্বेष-পরায়ণ অসাধু ব্যক্তি ভগবানের সন্নিহিতে থাকিলেও রাগিষ্কপ্ত শরের ন্যায় অদৃশ্য থাকে, কিন্তু শীলবান ও সংযমী ভিক্ষু হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে অবস্থান করিলেও জনসমাজে তাহার গুণপনার কথা রাষ্ট্র হয়। যিনি ত্রিষু ভাবনায় রত থাকেন এবং অহিংসক তিনি সর্বদা জাগ্রত হইয়া অবস্থান করেন। বৈরাগ্যজীবনে তৃপ্তিলাভ করা সহজ ব্যাপার নহে, সংসারজীবন বন্ধনবহুল, অসং সংসর্গ কষ্টদায়ক, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখময়। সেইজন্য পুনর্জন্ম বন্ধ করিবার জন্য সংযম অভ্যাস করা উত্তম।^৫ বিস্তবান ব্যক্তি শীল ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে যেখানে গমন করে সেখানেই পূজা সম্মান লাভ করে। সংপূরুষগণ বহু দূরে অবস্থান করিলেও তাহাদের গুণপনা পণ্ডিত সমাজে বিস্তারলাভ করে।

নিরলস সাধক ভিক্ষু একাকী বনভূমিতে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া মৃত্তির আশ্বাদ অনুভব করেন। অসাধু ব্যক্তি সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াও সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

নিরয়গংগা :

মিথ্যাবাদী ও পরনিন্দক উভয় ব্যক্তিই নরকগামী হয়। যাহার পাপের মাত্রা অল্প সে অল্পকাল, এবং যাহার পাপের মাত্রা অধিক সে দীর্ঘকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। যে অসাধু ব্যক্তি কাষায় বসন ধারণ করিয়াও অসংযমী হয় সে ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগ করে। দংশীল ও অসংযমী শ্রমণের লোকের অন্ন ধ্বংস করার চাইতে অগ্নিশিখাতুল্য তপ্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। পরদারসেবী দংশীল ব্যক্তি চারিপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। যথা : (১) মহা অপদৃশ্য সঙ্কল্প, (২) শাস্তিহীন শয়ন, (৩) নিন্দাভাজন, এবং (৪) মৃত্যুর পর নরকে গমন। পরদার সেবী ব্যক্তি স্বতঃপন্থায়ী শারীরিক তৃপ্তির জন্য পরদার সেবন করিয়া বহু প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। সেইজন্য পরদারসেবন করা অনর্দচিত। তদ্রূপ দংশীল ব্যক্তি হীনভাবে শ্রামণ্য জীবন যাপন করিয়া বহু অপদৃশ্য প্রসব করে।

উদাসীন, আলস্যপরায়ণ, অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ব্যক্তির শ্রামণ্য জীবনে সাফল্য লাভ অসম্ভব। দৃষ্কর্মের চাইতে সূক্ষ্ম করাই শ্রেয়ঃ। কারণ দৃষ্কর্মের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিতে হয়। সূক্ষ্মের ফল আনন্দ-চিত্তে অনুভব করা যায়।^{১৭} যাহারা নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ তাহারা ইহ জীবনে অসুখী ও মৃত্যুর পর দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়। যাহারা সংযমী ও শ্রদ্ধাশীল ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা ইহজীবনে বহু প্রশংসালভ করেন এবং পরজন্মে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। রাজা যেমন সীমাস্ত ও অভ্যন্তর ভাগ সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করে তদ্রূপ ভিক্ষুগণও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও মনোদ্বার সুরক্ষিত করিয়া পার্থিব তৃষ্ণা হইতে মনকে নিবৃত্ত করেন। যাহারা অভয়দর্শী, নির্লজ্জ ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ তাহারা বিচারহীন দ্বাস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নরকে গমন করিয়া বহু দুঃখ ভোগ করে। যাহারা দোষকে দোষ এবং নির্দোষকে নির্দোষ এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা মৃত্যুর পর সুর্গতি লাভ করেন।

নাগবগ্গো :

নিন্দা প্রশংসা জাগতিক মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহাতে বিচলিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। এই বর্গের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে হস্তিরাজ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্নিঃসৃত শরকে হেলায় সহ্য করে সেইরূপ বুদ্ধ তথাগতও দর্জনের কটুবাণ্যও সহ্য করেন। কারণ জগতে অধিকাংশ লোক দুষ্টশীল। সুশীল ব্যক্তির সংখ্যা জগতে বিরল। এই বিষয় চিন্তা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধু ব্যক্তির দূর্ব্যবহারে বিচলিত হন না।^১ নীরবে তাহাদের কটুবাণ্য এড়াইয়া চলেন। দুর্দমনীয় হস্তী অথবা অশ্বকে দমন করার চাইতে আত্মদমন কঠিন। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আত্মদমন করিয়া আর্থমাগে আরোহণ করতঃ নির্বাণের আশ্বাদ উপলব্ধি করেন। যে ব্যক্তি অলস ও অতিশয় লালসাপরায়ণ সে গৃহপালিত স্তূলকায় শৃঙ্খলের ন্যায় বারংবার শয়ন পরিবর্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। সে অনিত্য দুঃখ অনাত্ম লক্ষণ যুক্ত স্মৃতি উৎপাদন করিতে পারে না। অপ্রমাদপরায়ণ জ্ঞানীব্যক্তি পক্ষে নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় নিজেকে কলুষরূপ পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হন।

প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত বন্ধু পাওয়া গেলে হৃষ্টচিত্তে স্মৃতিমান হইয়া তাহার সঙ্গে মেলামেশা করা শ্রেয়ঃ। যদি উপযুক্ত, নিজের চাইতে উত্তম অথবা নিজের সমান বন্ধু লাভ করা না যায় তবে মাতঙ্গারণ্যবাসী হস্তিরাজের ন্যায় একাকী বিচরণ করাই উত্তম। কারণ অসং সংসর্গের দ্বারা বহু অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। পাপাচরণরত মূর্খের সহবাস সর্বথা পরিত্যাজ্য।

প্রয়োজনকালে বন্ধুর সাহচর্য সুখকর। যথালোভে সন্তুষ্ট থাকা পণ্ডিতের লক্ষণ। পুণ্যানুষ্ঠানকারী ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর মহাসুখ লাভ হয়। সর্বপ্রকার দুঃখের বিনাশ সাধন সুখকর।^২ মাতৃসেবা ও পিতৃসেবা হিতকর, শ্রমণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা সুখাবহ। শীলপালন সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক। লোক ও লোকোত্তর প্রজালাভী ব্যক্তির শ্রদ্ধা নিশ্চল হয়। প্রজ্ঞা ও ধ্যানসাধনা অলৌকিক শক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। পাপাচরণ ও বিষয়াসক্তি উন্নতির পরিপন্থী। এইজন্য পাপাচরণ পরিত্যাগ এবং সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন জ্ঞানলাভের পক্ষে হিতকর।

ভগ্নহাবগগো :

তৃষ্ণা বা তণ্‌হা মানুষ্যের পরম শত্রু । এই যথেষ্টা বিচরণকারী তৃষ্ণাকে বশীভূত করিতে না পারিলে জগতের কোন কার্যই যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে । মালদ্ব লতা যেমন যে বৃক্ষে বর্ধিত হয় সেই বৃক্ষেরই সর্বনাশ সাধন করে তদ্রূপ ষড়্‌দ্বারে^১ উৎপন্ন তৃষ্ণাও বর্ধিত হইয়া মানুষ্যের সর্বনাশ সাধন করে । ফলমূল্যাহারী বানর যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ্যপ্রদান করে সেইরূপ কামনা বাসনায় বশীভূত মানব জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদুঃখ ভোগ করে । বৃক্ষের শিখর সমূলে উৎপাটিত না হইলে যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে সেইরূপ তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ উচ্ছিন্ন না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা দূরীভূত হয় না ।^২ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্ব-প্রকার তৃষ্ণা দূরীভূত না হইলে ভবাস্ত্রের জন্ম, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ পুনঃ পুনঃ আনয়ন করে । যাহার তৃষ্ণা বলবতী তাহার শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় সাফল্যলাভ সম্ভবপর নহে । ষড়্‌েন্দ্রিয় দ্বারে^৩ রূপ প্রভৃতি তৃষ্ণা অবলম্বন করিয়া মোহান্ধ মানব পঞ্চস্কন্ধে জড়িত হইয়া বহুদুঃখ ভোগ করে ।

নির্বাণমার্গগামী পণ্ডিত ব্যক্তি অহংমার্গজ্ঞানে চারি আর্ষসত্য^৪ উপলব্ধি করিয়া দশবিধ সংযোজন ও সপ্তবিধ রাগসঙ্গ ত্যাগ করেন । পণ্ডিত ব্যক্তিগণ লৌহ, কাষ্ঠ, অথবা শৃংখলের বন্ধনকে শ্রেষ্ঠ বন্ধন মনে করেন না, পুত্র দারার প্রতি আসক্তিরূপ বন্ধনকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া অভিহিত করেন । কারণ পূর্বোক্ত বন্ধন দূর্লভ্য বটে, উহা মানবকে অধোদিকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু আসক্তিরূপ বন্ধন শূন্য দূর্লভ্য নহে উহা মানবকে নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া বহু দুঃখের কারণ ঘটায় । এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বহু-দুঃখদায়ক কামসুখ পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করেন । যাহারা আসক্তিপরায়ণ তাহারা স্বীয়জালে আবদ্ধ উর্গনাভের ন্যায় তৃষ্ণাজালে নিমজ্জিত । অনাসক্ত ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাজাল ছিন্ন করিয়া অনাগারিক বৈরাগ্য জীবন যাপন করেন । তাহারা সম্মুখে, পশ্চাতে, মধ্যভাগে অবস্থিত সর্বপ্রকার তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া বিমুক্তচিত্ত হইয়া বিহার করেন ।

মারবিজয়ী সর্বস্ত্র বুদ্ধ সর্বধর্মে নির্লিপ্ত ও বিমুক্তচিত্ত হন । তিনি স্বয়ং আর্ষসত্য সমূহ উপলব্ধি করিয়া সর্বমানবের সর্বস্ত্র শাস্তা হইয়া

ইহলোকে বিহার করেন। সর্বপ্রকার দানের অপেক্ষা ধর্মদান উত্তম। ধর্মই উত্তম রস, অমৃতের স্বাদ অত্যধিক এবং তৃষ্ণাক্ষয়েই সর্বদঃখের বিনাশ হয়। তৃণ যেমন শস্যের ক্ষতিকারক সেইরূপ রাগ, দ্বেষ, মোহও মানুষ্যের পরম ক্ষতিকারক। সেইজন্য রাগ, দ্বেষ, মোহ ও আসক্তিবিহীন মানুষ্যকে দান করাই শ্রেয়ঃ। কারণ ইহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়।

ভিক্ষুবগ্গো :

ভিক্ষু মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ সর্বপ্রকার রূপ দর্শন করিয়া তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া কোন অবস্থাতেই আসক্তি প্রকাশ করেন না। সেইরূপ শ্রোত্রদ্বারে শব্দ, ঘ্রাণদ্বারে গন্ধ, জিহ্বাদ্বারে রসানুভব করিয়া আকৃষ্ট হন না। তিনি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার সর্বথা পরিত্যাগ করেন। মিথ্যা, ককর্শ, ভেদবাক্য ও সম্প্রলাপ ত্যাগ করেন, লোভ, দ্বেষ মোহের অধীন হইয়া কোন কার্য করেন না। তিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সংযত হইয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, ধ্যানপরায়ণ ও সন্তুষ্টিচিন্ত হন। ভিক্ষু বাক্যে সংযত, অচঞ্চল হইয়া অর্থ ও ধর্মসম্মত বাক্য প্রয়োগ করেন। তিনি সংচিন্তা, সংসাধনা ও ধর্মানুসরণে রত হন। তিনি কখনও সঙ্কম্প হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি নিজের লাভকে উপেক্ষা করিয়া দুর্লভ বস্তুর প্রতি স্পৃহা প্রকাশ করেন না। ভিক্ষু অস্পলাভী হইয়া নিরলসভাবে অধ্যাত্মসাধনায় তৎপর হন। সর্বপ্রকার নামরূপের প্রতি যাহার কোন প্রকার মমত্ব বা আসক্তি নাই তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। মৈত্রীভাবনাপরায়ণ, বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন, সংস্কারমুক্ত প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুই নিবাণ সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যিনি পঞ্চ বিষয় ত্যাগ (পঞ্চ জহে),^{১৩} পঞ্চ বিষয় ছিন্ন (পঞ্চ ছিন্দে),^{১৪} পঞ্চ বিষয় ভাবনা (পঞ্চদুস্তির ভাবযে)^{১৫} এই পঞ্চ বিষয়ের অতীত হইয়াছেন (পঞ্চ সঙ্গাতিগো) তিনি ওষোত্তীর্ণ বলিয়া কথিত হন। ভিক্ষু কোনদিন প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পঞ্চকামগুণে লিপ্ত হন না। তিনি স্কন্ধসমূহের বিলয় ও উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া নিবাণ উপলব্ধ ব্যক্তির ন্যায় চিত্তে অপার আনন্দ ও প্রীতिलाভ করেন। তিনি সন্তুষ্টিচিন্ত ও প্রাতিমোক্ষ-সংবরণশীল^{১৬} হন এবং প্রজ্ঞাবান, নিরলস ও কল্যাণমিত্রের ভজনা করিয়া

আনন্দবহুল হইয়া অবস্থান করেন । তিনি শাস্ত্রকায়, শাস্ত্রবাক্য, শাস্ত্রচিহ্ন এবং সমাধিপরায়ণ হইয়া বিহার করেন । এইরূপ শীলাচার সম্পন্ন আনন্দ-বহুল উপশাস্ত্র ভিক্ষু বুদ্ধশাসন অলঙ্কৃত করেন । যে তরুণ ভিক্ষু আত্ম-নির্ভরশীল, স্মৃতিমান, বুদ্ধশাসনে প্রচেষ্টাপরায়ণ তিনি অর্হৎফলে বিভূষিত হইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে উদ্ভাসিত করেন ।

পাদটীকা

* ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত ।

১। **পাতিমোক্ষ** পাচিস্তিয়া নং ৮ ; **সুমঙ্গলবিলাসিনী** পৃ. ১৪৬.

উপোসথ গ্রহণকারী ব্যক্তি বিকালে ভোজন করিতে পারে না । বৌদ্ধমতে সূর্যোদয় হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপোসথ গ্রহণকারীরা ভোজন করিতে পারেন । ইহার পর তাহাদের কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ । ইচ্ছা করিলে তাঁহারা কয়েক প্রকার পানীয় (কাগজী লেবুর রস প্রভৃতি) গ্রহণ করিতে পারেন ।

২। **মাতা—তৃষ্ণা, পিতা—মান** । তৃষ্ণাকে মাতা বলা হইয়াছে । তাহার কারণ জগতে প্রাণীদের পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করাইবার জন্য তৃষ্ণাই দায়ী । ‘আমি অমর রাজার পুত্র’ ইত্যাদি মান করতঃ মানুষ্য বহুপ্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদন করে । এইজন্য মানকে পিতা আখ্যা দেওয়া হয় ।

৩। ‘ক্ষত্রিয় রাজ’ বলিতে শাস্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিতে বুঝায় । এই দুই প্রকার দৃষ্টির বশীভূত হইয়া মানুষ্য সংসার জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে ।

৪। ‘সান্দর রাষ্ট্র’ বলিতে দ্বাদশ আয়তন বুঝায় । দ্বাদশ আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য তৃষ্ণার অন্দরূপে অভিহিত হয় । পথে আক্রান্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অর্হৎ জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা পঞ্চ নীবরণকে নিঃশেষে হত্যা করিয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন ।

৫। “দুঃসম্বজ্ঞং দুঃখভিরমং দুঃখাবাসা ঘরা দুঃখা,
দুঃক্খো সমানসংবাসো দুঃক্খান্দপতিতকগ্গ,
তস্মা ন চক্কগ্গ সিষা ন চ দুঃক্খান্দপতিতো সিষা।”

শ্লোক নং ৩০২

৬। “অকতং দুঃক্কতং সেয্যো পচ্ছা তপতিত দুঃক্কতং,
কতং চ সুক্কতং সেয্যো যং কস্মা নান্দতম্পতি।” শ্লোক নং ৩১৪

৭। “অহং নাগোব সঙ্গামে চাপাতো পতিতং সরং,
অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং দুঃস্সীলো হি বহুজ্জনো।”

শ্লোক নং ৩২০

৮। “অখম্‌হি জাতম্‌হি সুখা সহায়্যা,
তুট্‌ঠী সুখা যা ইতরীতরেন ;
পদুৎ‌এং সুখং জীবিতসম্বসম্‌হি
সম্বসস দুঃকখসস সুখং পহানং।” শ্লোক নং ৩৩১

৯। চক্ষুদ্বার, শ্রোত্রদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়দ্বার এবং মনোদ্বার।

১০। “যথাপি মূলে অন্দপদ্দবে দল্‌হে,
ছিম্মোপি রুদক্খো পদনরোব রুহতি ;
এবম্‌পি তণ্‌হান্দসযে অন্‌দহতে,
নিম্বন্ততী দুঃক্খমিদং পদনপ্পদনং।” শ্লোক নং ৩৩৮

১১। চারি আৰ্ষসত্য নিম্নরূপ : (১) দুঃখ, (২) দুঃখের কারণ,
(৩) দুঃখ নিরোধ এবং (৪) দুঃখ নিরোধের উপায়।

১২। রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পাঁচটি উর্দ্ধ-
ভাগীয় সংযোজন। এইগুলি অহংত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রহীণ হয়।

১৩। চক্ষু শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় অথবা সংকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা,
শীলব্রত পরামস, দ্বেষ (ব্যাপাদ)। ইহাদিগকে নিম্নভাগীয় সংযোজন বলে।
এইগুলি স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ফল লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহীণ হয়।

১৪। উর্দ্ধভাগীয় সংযোজন প্রহীণ করার নিমিত্ত পাঁচটি বিষয়ের
ভাবনা করা দরকার। সেই পাঁচটি বিষয় হইল : শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও

সমাধি। ভবতৃষ্ণা ক্ষয় করার নিমিত্ত এইগুলি পদনঃ পদনঃ অনুশীলন ও অনুধ্যান করা প্রয়োজন। যাহারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে লিপ্ত না হইয়া সর্বদা শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় রত থাকেন তিনিই নিম্ন ও উচ্চভাগীয় সংযোজন সমূহ অতিক্রম করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ‘ওষোত্তীর্ণ’ বলিয়া কথিত হন।

১৫। ‘প্রাতিমোক্ষ’ বিনয়পিটকের অন্তর্গত একখানি সংকলন গ্রন্থ। ইহাতে ভিক্ষুদের অবশ্য প্রতিপাল্য শীল সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। শীলের সংখ্যা ২২৭। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—পারাজিকা, সংঘা-দিসেস, অনিষত, নিস্‌সগগিয়, পাচিস্তিয়, পাটিদেসনিয়, সেখিয় এবং অধিকরণ সমথ।

সূচীপত্র

প্রকীরণক বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। স্বকীয় পূর্বকর্মের	"	১
২। কুরুট ডিম্বখাদিকার	" ...	২২
৩। ভিন্দয় ভিন্দদের	" ...	২৬
৪। লকুটক ভিন্দয় স্থবিরের	" ...	৩০
৫। দারুশাকটিক পুত্রের	" ...	৩৪
৬। বজ্রপদন্তক ভিন্দুর	" ...	৪২
৭। চিত্ত গৃহপতির	" ...	৪৮
৮। ছোট সুভদ্রার	" ...	৫০
৯। একবিহারী ভিন্দুর	" ...	৬০
মল্লক বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। সুন্দরী পরিব্রাজিকার	" ...	৬৩
২। দক্ষরিতফলপীড়িতের	" ...	৭০
৩। বগ্গদমদাতারিয়ার ভিন্দুর	" ...	৭৩
৪। খেমকশ্রেষ্ঠপুত্রের	" ...	৭৫
৫। দাবিনীত ভিন্দুর	" ...	৭৯
৬। ঈষাপরায়ণার	" ...	৮৩
৭। আগন্তুক ভিন্দুগণের	" ...	৮৬
৮। নিগ্রহগণের	" ...	৯০
৯। তীর্থিক শ্রাবকগণের	" ...	৯৩
নাগ বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। আত্মদাস্ত	" ...	৯৭
২। হস্ত্যাচার্যপূর্বক ভিন্দুর	" ...	১০৩
৩। পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণের	" ...	১০৬
৪। পসেনদি কোশলের	" ...	১১৭
৫। সান্দ্র শ্রামণের	" ...	১২১
৬। পাবেয়্যক হস্তীর	" ...	১৩১
৭। বহু ভিন্দুর	" ...	১৩৪
৮। মারের	" ...	১৪১

ভূকা বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। কপিল মৎস্যের	"	১৪৮
২। শূকরছানার	"	১৬১
৩। বিভ্রান্ত ভিক্ষুর	"	১৭১
৪। বন্ধনাগারের	"	১৭৫
৫। ক্ষেমা থেরীর	"	১৮১
৬। উগ্রসেনের	"	১৮৬
৭। চুল্ল-ধনুগ্গহ পণ্ডিতের	"	১৯৮
৮। মারের	"	২০৭
৯। উপক আজীবকের	"	২১১
১০। শত্রু-প্রশ্নের	"	২১৪
১১। অপদ্রবক শ্রেষ্ঠির	"	২২২
১২। অক্ষুরের	"	২২৮

ভিক্ষু বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। পশু ভিক্ষুর	"	২৩২
২। হংসঘাতক ভিক্ষুর	"	২৩৮
৩। কোকালিকের	"	২৪৫
৪। ধর্ম্মারাম স্থবিরের	"	২৪৯
৫। বিপক্ষ সেবক ভিক্ষুর	"	২৫৩
৬। পণ্ডাগ্রদাতা ব্রাহ্মণের	"	২৫৮
৭। বহুভিক্ষুর	"	২৬৪
৮। পশুশত ভিক্ষুর	"	২৮৩
৯। সন্তকায় স্থবিরের	"	২৮৫
১০। নঙ্গলকুল স্থবিরের	"	২৮৮
১১। বক্রালি স্থবিরের	"	২৯৩
১২। সন্মন-শ্রামণের	"	২৯৭

২১ । গকিণ্ণকবগ্গো

অন্তনোপুস্ককম্মবধু । ১

‘মত্তাসদুখপরিচ্ছাগা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লুবনে
বিহরন্তো অন্তনো পদুস্ককম্মং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎত্রিহ সময়ে বেসালী ইন্ধা অহোসি ফীতা বহুজনা
আকিণ্ণমনুস্সা । তথ হি বারেন বারেন রজ্জং কারেস্তানং
খত্তিয়ানংষেব সত্তসতাধিকানি সত্তসহস্সানি সত্ত চ খত্তিয়া
অহেসদুং । তেসং বসনথায় তত্তকায়েব পাসাদা তত্তকানেব
কুটাগারানি উষ্যানে বিহারথায় তত্তকায়েব আরামা চ
পোক্খরুণিয়ো চ অহেসদুং । যা অপরেন সময়েন
দুৰ্ভিক্ষা অহোসি দুস্সস্সা । তথ ছাতকভয়েন পঠমং
দুগ্গতমনুস্সা কালমকংসু । তেসং তেসং তথ তথ

*

*

*

২১ । গ্লকীর্ণক বর্গ

স্বকীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যান । ১ ।

‘স্বল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ হেতু’—ইত্যাদি ধর্মদেদশনা শাস্ত্রা বেগুবনে
অবস্থানকালে নিজের এক পূর্বজন্মের কর্মকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

একসময় বৈশালী ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, বহুজনপূর্ণ এবং
পথঘাট (সর্বদা) বহু মনুষ্যাকীর্ণ । সেখানে পালাক্রমে রাজত্ব করিয়াছেন
সাত হাজার সাতশত সাত জন ক্ষত্রিয় । তাঁহাদের বসবাসের জন্য সমপরিমাণ
প্রাসাদ, সমপরিমাণ কুটাগার এবং (তাঁহাদের) উদ্যান-বিহারের জন্য সম-
পরিমাণ আরাম এবং পুষ্করিণী ছিল । একবার সেখানে দুর্ভিক্ষ হইল,
শস্যাদির অভাব ঘটিল । সেখানে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রথমে দুর্গত
মানুষেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইল । যত তত বিক্ষিপ্ত তাহাদের মৃতদেহের

ছড়িডিতানং কুণপানং গন্ধেন অমনদ্দস্সা নগরং পবিসিংসদ্দ ।
 অমনদ্দস্সপদ্দবেন বহুতরা কালমকংসদ্দ । তেসং কুণপগন্ধ-
 পটিক্কুলতায় সত্তানং অহিষাতরোগো উপপিজ্জি । এবং
 দ্ধাভিক্কভয়ং অমনদ্দস্সভয়ং রোগভয়ান্ন্তি তীণি ভয়ানি
 উপপিজ্জিংসদ্দ ।

নগরবাসিনো সন্নিপতিত্বা রাজানং আহংসদ্দ—‘মহারাজ,
 ইমস্মিং নগরে তীণি ভয়ানি উপপন্নানি, ইতো পদ্বষে যাব
 সত্তমা রাজপরিবট্টা এবরুপং ভয়ং নাম ন উপপন্নপদ্বষং ।
 অধম্মিকরাজদুঃখী কালে এবরুপং ভয়ং উপপজ্জতীতি ।
 রাজা সন্হাগারে সবেসং সন্নিপাতং কারেত্বা ‘সচে মে
 অধম্মিকভাবো অথি, তং বিচিনথা’তি আহ । বেসালি-
 বাসিনো সত্ত্বং পবোণি বিচিনন্তা রুণ্ণে কণ্ঠি দোসং
 অদিস্সা, ‘মহারাজ, নথি তে দোসো’তি বত্বা ‘কথং নু খো
 ইদং অম্হাকং ভয়ং বদপসমং গচ্ছেয্যা’তি মন্তয়িংসদ্দ । তথ

*

*

*

গন্ধে অমনদ্দস্যগণ নগরে প্রবেশ করিল । অমনদ্দস্যের উপদ্রবে বহুলোক প্রাণ
 দিল । মৃতদেহের প্রতিকূল গন্ধে মনদ্দস্যগণ অহিষাতরোগে (=এক প্রকার
 প্লেগ যাহাতে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা দেয়) আক্রান্ত হইল । এই প্রকারে দ্ধাভিক্ক
 ভয়, অমনদ্দ্য ভয় এবং রোগভয়—এই তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হইল ।

নগরবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া রাজাকে জানাইল—‘মহারাজ, এই নগরে
 তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে । ইতিপূর্বে সপ্তম রাজবংশের রাজত্বকাল
 পর্যন্ত এইরূপ ভয় উৎপন্ন হয় নাই । অধার্মিক রাজাদেরই রাজত্বকালে
 এইরূপ ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ রাজা সভাগৃহে সকলকে সম্মিলিত
 করিয়া বলিলেন—‘যদি আমার কোন অধার্মিকভাব থাকে, আপনারা বিচার
 করুন ।’ বৈশালীবাসিগণ প্রথম হইতে সূরু করিয়া বর্তমান পর্যন্ত রাজার
 সমস্ত কিছু বিচার করিয়াও রাজার কোন দোষ না দেখিয়া বলিল—‘মহারাজ,
 আপনার কোন দোষ নাই ।’ তখন তাহারা মন্ত্রণায় বসিল—‘কিভাবে

একটোই ‘বলিক্স্মেন আয়াচনায় মঙ্গলকিরিষাষা’তি বদন্তে
সব্বস্মি তং বিধিং কত্বা পটিবাহিতুং নাসক্খিৎসু ।
অথঞ্ঞে এবমাৎসু—‘ছ সথারো মহান্দভাবা, তেসু
ইধাগতমত্তেসু ভয়ং ব্দপসমেষ্যা’তি । অপরে ‘সম্মাসম্বুদ্ধো
লোকে উস্পন্নো । সো হি ভগবা সম্বসত্ত্বহিতায় ধম্মং
দেসেতি, মহিদ্ধিকো মহান্দভাবো । তস্মিং ইধ আগতে
ইমানি ভয়ানি ব্দপসমেষ্যা’ন্তি আহংসু । তেসং বচনং
সব্বেপি অভিনন্দিত্বা ‘কহং নু খো সো ভগবা এতরহি
বিহরতী’তি আহংসু । তদা পন সথা উপকট্ঠায় বস্সুপ-
নায়িকায় রঞ্ঞো বিম্বিসারস্স পটিঞ্ঞং দত্ত্বা বেল্লবনে
বিহরতি । তেন চ সময়েন বিম্বিসারসমাগমে বিম্বিসারেন
সন্ধিং সোতাপত্তিফলং পত্তো মহালি নাম লিচ্ছবী তস্সং
পরিসায়ং নিসিন্নো হোতি ।

*

*

*

আমাদের এই ভয়ের উপশম হইবে ?’ কেহ কেহ বলিল ‘বলি কর্মের দ্বারা’,
কেহ বা বলিল ‘দেবগণের নিকট প্রার্থনার দ্বারা’, অন্য কেহ বা বলিল
‘মঙ্গলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা’ । কিন্তু সমস্ত প্রকার বিধি প্রয়োগ করিয়াও
ভয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল না । তখন অন্যরা বলিল—‘ছয়জন মহা-
প্রভাবশালী শাস্ত্রা আছেন, তাঁহারা এখানে আসা মাত্রই ভয় দূরীভূত হইবে ।’
অন্যরা বলিল—‘জগতে সম্যক্সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন । সেই ভগবান
সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য ধর্মদেশনা করিতেছেন । তিনি মহাঋদ্ধিসম্পন্ন
এবং মহাপ্রভাবশালী । তিনি এখানে আসিলে এই সকল ভয় দূরীভূত
হইবে । সকলেই তাহাদের বচনকে অভিনন্দিত করিয়া বলিল—‘সেই ভগবান
এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন ?’ তখন বসাবাস সন্নিকট হওয়াতে
শাস্ত্রা রাজা বিম্বিসারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বেগুবনে অবস্থান করিতে-
ছিলেন । সেই সময় বিম্বিসার-সমাগমে বিম্বিসারের সহিত সোতাপত্তিফল-
প্রাপ্ত মহালি নামক লিচ্ছবীও সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন ।

বেসালিবাসিনো মহন্তং পল্লাকারং সজ্জেন্না রাজানং
 বিম্বিসারং সঞ্ণাপেত্তা ‘সথারং ইধানেন্থা’তি মহালিণেব
 লিচ্ছবিং পুরোহিতপদন্তং পহিণিংসু । তে গন্ত্বা রঞ্ণাপে
 পল্লাকারং দত্ত্বা তং পবতিং নিবেদেত্তা, ‘মহারাজ সথারং
 অম্হাকং নগরং পেসেত্তা’তি যাচিংসু । রাজা ‘তুম্হেব
 জানাত্থা’তি ন সম্পটিচ্ছ । তে ভগবন্তং উপসঙ্কমিত্বা
 বন্দিদ্বা যাচিংসু—‘ভস্তু, বেসালিয়ং তীণি ভয়ানি
 উম্পন্নানি, তানি তুম্হেসু আগতেসু বদপসমিস্সন্তি, এথ,
 ভস্তু, গচ্ছামা’তি । সথা তেসং বচনং সুত্তা আবজ্জেন্তো
 ‘বেসালিয়ং রতনসুত্তে বদন্তে সা রক্খা চক্কবালানং কোটি-
 সতসহস্সং করিস্সতি, সুত্তপরিয়োসানে চতুরাসীতিয়া
 পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো ভবিস্সতি, তানি চ ভয়ানি
 বদপসমিস্সন্তী’তি এত্তা তেসং বচনং সম্পটিচ্ছ ।

*

*

*

বৈশালীবাসিগণ জাঁকজমকপূর্ণ উপঢৌকন সাজাইয়া মহালি লিচ্ছবী
 এবং পুরোহিতপদকে রাজা বিম্বিসারের নিকট পাঠাইলেন এবং অনুরোধ
 জানাইলেন—‘শাস্তাকে এখানে লইয়া আসুন ।’ তাঁহারা ষাইয়া রাজার জন্য
 আনীত উপঢৌকন রাজাকে দিয়া নিবেদন করিলেন—‘মহারাজ, শাস্তাকে
 আমাদের নগরে প্রেরণ করুন ।’ রাজা ‘আপনারাই শাস্তাকে জানান’ বলিয়া
 স্বয়ং অনুমতি দিলেন না । তাঁহারা ভগবানের নিকট ষাইয়া বন্দনা করিয়া
 প্রার্থনা করিলেন—‘ভস্তু, বৈশালীতে তিন প্রকার ভয় উৎপন্ন হইয়াছে ।
 আপনি আসিলে সেই সকল ভয় দূরীভূত হইবে । ভস্তু, চলুন বাই ।’
 শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—‘বৈশালীতে ‘রতনসুত্ত’ পাঠ
 করিলে তাহা শত সহস্র কোটি চক্কবালকে অভিভূত করিবে এবং সুত্তপাঠ শেষ
 হইলে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইবে । সেই সকল ভয়ও
 দূরীভূত হইবে’—এবং তাঁহাদের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন (অর্থাৎ
 তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন) ।

রাজা বিম্বিসারো ‘সথারা কির বেসালিগমনং সম্পটিচ্ছিত’-
স্তি সদ্ধা নগরে ঘোসনং কারেত্বা সথারং উপসংকমিত্বা ‘কিং,
ভন্তে, বেসালিগমনং সম্পটিচ্ছিত’স্তি পদুচ্ছিত্বা ‘আম,
মহারাজা’তি বুদ্ধে ‘তেন হি, ভন্তে, আগমেথ, তাব মগ্গং
পটিষাদেঙ্গসামী’তি বদ্ধা রাজগহঙ্গস চ গঙ্গায় চ অন্তরে
পণ্ডযোজনভূমিং সমং কারেত্বা যোজনে যোজনে বিহারং
পতিট্ঠাপেত্বা সথদু গমনকালং আরোচেসি। সথা পণ্ঠহি
ভিক্খুসতোহি সন্ধিং মগ্গং পটিপজ্জি। রাজা যোজনন্তরে
জল্পমন্তেন ওধিনা পণ্ডবল্লানি পদুফানি ওকিরাপেত্বা ধজ-
পটাককদলীআদীন উঙ্গাপেত্বা ভগবতো ছত্তাতিচ্ছত্তং
কত্বা ত্বে সেতচ্ছত্তানি একমেকঙ্গ ভিক্খুনো একমেকং
সেতচ্ছত্তং উপরি ধারেত্বা সপরিবারো পদুফগন্ধাদীহি
পদুজং করোন্তো সথারং একেকঙ্গিং বিহারে বসাপেত্বা মহা-

*

*

*

রাজা বিম্বিসার ‘শান্তা নাকি বৈশালীতে যাইবার সম্মতি প্রদান
করিয়াছেন’ শূন্যিয়া নগরে ঘোষণা করাইয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, বৈশালীতে যাইবার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন কি?’

‘হ্যাঁ মহারাজ।’

‘ভন্তে, তাহা হইলে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার গমনমার্গ সজ্জিত
করিতেছি।’ বলিয়া রাজগৃহ এবং গঙ্গার মাঝখানে পণ্ডযোজন ভূমি
সমান করাইয়া যোজনে যোজনে বিহার (=বিশ্রামাগার) প্রতিষ্ঠাপিত
করাইয়া শান্তাকে গমনকাল জানাইলেন। শান্তা পণ্ডশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া
যাত্রা করিলেন। রাজা প্রতি যোজন মার্গে জানুপ্রমাণ গভীর পণ্ডবর্ণের
পদুপরাশি ছড়াইয়া দিলেন। ধজা-পতাকা-কদলীবৃক্ষাদি প্রোথিত করাইলেন।
ছোট এবং বড় দাইটি শ্বেতচ্ছত্র ভগবানের মন্তকোপরি ধারণ করিয়া এবং
প্রত্যেক ভিক্ষুর মন্তকোপরি এক একটি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া সপরিবার
পদুপগন্ধাদির দ্বারা পূজা করিতে করিতে শান্তাকে এক একটি বিহারে বিশ্রাম

দানাদীর্ঘি দত্তা পণ্ডিহ দিবসেহি গঙ্গাতীরং পাপেহ্ম তথ
 নাবং অলঙ্করোন্তো বেসালিকানং সাসনং পেসেসিস—‘মগ্গং
 পটিয়াদেহ্মা সখ্ণ পচ্ছদগ্গমনং করোন্তু’তি । তে ‘দিগ্গণং
 পূজং করিস্সামা’তি বেসালিয়া চ গঙ্গায় চ অন্তরে তি-
 যোজনভূমিং সমং কারেহ্মা ভগবতো চতুর্দহি সেতচ্ছত্তোহি
 একমেকস্স ভিক্খুনো দ্বীহি দ্বীহি সেতচ্ছত্তোহি ছত্তাতি-
 ছত্তানি সজ্জহ্মা পূজং কুরুমানা আগম্মা গঙ্গাতীরে
 অট্ঠংসু । বিম্বিসারো হে নাবা সঙ্ঘাটেহ্মা মণ্ডপং কারেহ্মা
 পদ্পদামাদীহি অলঙ্কারাপেহ্মা সঙ্ঘবরতনময়ং বুদ্ধাসনং
 পঞ্ঞাপেসিস । ভগবা তস্মিং নিসীদি । ভিক্খুপি
 নাবং অভির্দহিহ্মা ভগবন্তং পরিবারেহ্মা নিসীদিংসু । রাজা
 অনুগচ্ছন্তো গলম্পমাণং উদকং ওতরিহ্মা ‘যাব, ভন্তে, ভগবা
 আগচ্ছতি, তাবাহং ইধেব গঙ্গাতীরে বসিস্সামী’তি বহ্মা

*

*

*

করাইয়া মহাদানাদি প্রদান করিয়া পাঁচ দিনে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া
 সেখানে নৌকা সজ্জিত করিয়া বৈশালবাসীদের সংবাদ পাঠাইলেন—‘গমন-
 মার্গ প্রস্তুত করিয়া শাস্তার প্রত্যাগমন করুন ।’ তাঁহারও ‘দ্বিগ্গণ পূজা
 করিব’ বলিয়া বৈশালী এবং গঙ্গার মাঝখানে ত্রিযোজন ভূমি সমান করিয়া
 ভগবানের উপরে চারিটি শ্বেতচ্ছত্র এবং অন্যান্য ভিক্ষুদের প্রত্যেকের
 মস্তকোপরি দুইটি দুইটি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া ছোট বড় ছত্রসমূহ সজ্জিত
 করিয়া ‘এইগুলি দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিব বলিয়া’ আঁসিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত
 হইলেন । বিম্বিসার দুইটি নৌকা একত্রে বাঁধিয়া তাহার উপরে মণ্ডপ সজ্জিত
 করিয়া পদ্পদামাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া সর্বরত্নময় বুদ্ধাসন প্রস্তুত করিলেন ।
 ভগবান তাহাতে উপবেশন করিলেন । ভিক্ষুগণও নৌকায় আরোহণ করিয়া
 ভগবানকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন । রাজা (শাস্তার) অনুগমন
 করিতে করিতে গলঃপ্রমাণ জলে নামিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, যতদিন আপনি
 ক্ষিরিয়া না আঁসিবেন ততদিন আমি এই গঙ্গাতীরেই অবস্থান করিব’ বলিয়া

নাবং উযোজেষ্টা নিবন্তি । সখা যোজনমন্তং অন্ধানং গঙ্গায়
গন্ত্বা বেসালিকানং সীমং পাপর্দণি ।

লিচ্ছবীরাজানো সখারং পচ্দুগন্ত্বা গলপ্পমাণং উদকং
ওতরিষ্বা নাবং তীরং উপনেষ্বা সখারং নাবাতো ওতারয়িংসু ।
সখারা ওতরিষ্বা তীরে অক্কন্তমত্তেষেব মহামেষো উট্ঠহিষ্বা
পোক্খরবস্সং বস্সি । সস্বথ জল্পুপ্পমাণউরুপ্পমাণ-
কটিপ্পমাণাদীনি উদকানি সন্দন্তানি সস্বকুণপানি গঙ্গং
পবেসয়িংসু, পরিসুদ্ধো ভূমিভাগো অহোসি । লিচ্ছবী-
রাজানো সখারং যোজনে যোজনে বসাপেষ্বা মহাদানং দত্ত্বা
দিগুণং পূজং কেরোন্তা তীহি দিবসেহি বেসালিং
নয়িংসু । সেক্কো দেবরাজা দেবগণপরিবৃত্তো আগমাসি,
মহেসক্খানং দেবানং সন্নিপাতেন অমনুস্সা যেভুষ্যেন
পলয়িংসু । সখা সায়ং নগরদ্বারে ঠহ্বা আনন্দথেরং

*

*

*

শাস্তার নৌকা যাত্রা করাইয়া স্বয়ং প্রত্যাবর্তন করিলেন । শাস্তা গঙ্গাপথে
যোজনমাত্র পথ ঘাইয়া বৈশালীবাসীদের সীমায় উপস্থিত হইলেন ।

লিচ্ছবিরাজগণ শাস্তার প্রত্যুদগমন করিতে গলঃপ্রমাণ জলে অবতরণ
করিয়া নৌকাকে তীরে আনয়ন করিয়া শাস্তাকে নৌকা হইতে নামাইয়া
লইলেন । শাস্তা (নৌকা হইতে) নামিয়া ভূমিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে
মহামেষ উৎখিত হইয়া অস্বাভাবিক বারিবর্ষণ করিল । সর্বত্র কোথাও জানু-
প্রমাণ, কোথাও উরুপ্রমাণ, কোথাও বা কটিপ্রমাণ জল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত
মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া লইয়া গেল । সমস্ত ভূমিভাগ পরিশুদ্ধ হইয়া গেল ।
লিচ্ছবিরাজগণ শাস্তাকে এক যোজন অন্তরে বিশ্রাম করাইয়া মহাদান দিয়া
দ্বিগুণ পূজা করিতে করিতে তিন দিনের মাথায় বৈশালীতে আনয়ন
করিলেন । দেবরাজ শত্রু দেবগণপরিবৃত্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ।
মহেশাখ্য (= ঋদ্ধিমান্) দেবগণের উপস্থিতিতে অমনুষ্যগণ সকলেই পলায়ন
করিল । শাস্তা সন্ধ্যাবেলায় নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া আনন্দস্ববিরকে বলিলেন—

আমন্তেসি—‘ইমং, আনন্দ, রতনসদ্বৃত্তং উগ্গণ্‌হিত্বা লিচ্ছবী-
কুমারোহি সন্ধিং বিচরন্তো বেসালিয়া তিগ্গং পাকারানং অন্তরে
পরিবৃত্তং করোহী’তি ।

থেরো সখারা দিন্নং রতনসদ্বৃত্তং উগ্গণ্‌হিত্বা সখদ্‌ সেলময়-
পত্তেন উদকং আদায় নগরদ্বারে ঠিতো পণিধানতো পট্‌ঠায়
তথাগতস্স দস পারমিয়ো দস উপপারমিয়ো দস পরমথ-
পারমিয়োতি সমতিংস পারমিয়ো পণ্ড মহাপরিচ্চাগে
লোকথচরিয়া ঐগাতথচরিয়া বুদ্ধথচরিয়াতি তিস্সো
চরিয়াযো পচ্ছিমভবে গব্‌ভবোদ্ধন্তিং জাতিং অভিনিক্‌খমনং
পধানচরিয়ং বোধিপল্লঙ্কে মারাবিজয়ং সৰ্ব্বণ্‌ঞদ্‌ত্‌ঞ্‌ঞাণ-
পটিবেধং ধম্মচক্রপবত্তনং নবলোকুত্তরধম্মে তি সস্বেপিমে
বুদ্ধগদুণে আবজ্জেক্‌হা নগরং পবিসিহ্বা তিযামরন্তিং তীসদ্‌
পাকারন্তুরেসদ্‌ পরিবৃত্তং করোন্তো বিচরি । তেন ‘ষংকিণ্‌ণী’-

*

*

*

‘হে আনন্দ, এই রতনসদ্বৃত্তী শিখিয়া লইয়া লিচ্ছবিকুমারদের সঙ্গে পরিক্রমা
করিতে করিতে বৈশালীর তিন প্রাকারের অভ্যন্তরে ‘পরিবৃত্তসদ্বৃত্ত’রূপে পাঠ
কর ।’

আনন্দস্বরির শাস্তা-প্রদত্ত রতনসদ্বৃত্ত শিখিয়া শাস্তার শিলাময় পাত্রে জল
লইয়া নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া (বোধিলাভের জন্য) প্রণিধান হইতে সদ্বৃত্ত
করিয়া তথাগতের দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা ও দশ পরমার্থপারমিতা
—এই সমগ্রিংশং পারমিতা, (তথাগতের) পণ্ড মহা পরিত্যাগ, লোকার্থ চৰ্যা,
জ্ঞাতার্থ চৰ্যা এবং বুদ্ধত্ব চৰ্যা—এই তিন প্রকার চৰ্যা, অস্তিম্ভবে মাতৃগর্ভে
প্রবেশ, জন্ম, মহাভিনিস্ক্রমণ (=গৃহত্যাগ), প্রধান চৰ্যা (=কঠোর
তপস্যা), বোধিপৰ্য্যঙ্কে মারাবিজয়, সৰ্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানলাভ, ধৰ্মচক্র প্রবর্তন,
নব লোকোত্তর ধৰ্ম—ইত্যাদি সকল বুদ্ধগদুণ স্মরণ করিতে করিতে নগরে
প্রবেশ করিয়া রাত্রির ত্রিষামে বৈশালীর প্রাকারাভ্যন্তরে ‘রতনসদ্বৃত্ত’পরিবৃত্ত-পাঠ
করিতে করিতে বিচরণ করিলেন । তিনি ‘ষংকিণ্‌ণ’ কথাটি উচ্চারণ করা

তি বদন্তমন্তেষেব উদ্ধং খিত্তউদকং অমনদুস্সানং উপরি পতি ।
 ‘যানীধ ভূতানী’তি গাথাকথনতো পট্ঠায় রজতবটংসকা
 বিয় উদকবিন্দুনি আকাসেন গন্ত্বা গিলানমনদুস্সানং উপরি
 পতিংসু । তাবদেব বদুপসন্তরোগা মনুস্সা উট্ঠায়দুট্ঠায়
 থেরং পরিবারেসু । ‘যংকিণ্ডী’তি বদন্তপদতো পট্ঠায়
 পন উদকফদুসিস্তেহি ফদুট্ঠফদুট্ঠা সবেষে অপলায়ন্তা
 সঙ্কারকদুট্ঠাভিত্তিপদেসাদিনিস্সিতা অমনদুস্সা তেন তেন
 দ্বারেন পলায়িংসু । দ্বারানি অনোকাসানি অহেসু ।
 তে ওকাসং অলভন্তা পাকারং ভিন্দিত্বাপি পলায়িংসু ।
 মহাজনো নগরমন্ত্বে সন্তাগারং সম্বগন্ধেহি উপলিম্পেত্বা
 উপরি সুবল্লতারকাদিবিচিত্তং বিতানং বন্ধিত্বা বদুস্সানং
 পঞ্ণাপেত্বা সথারং আনেসি । সথা পঞ্ণপেত্বা আসনে
 নিসীদি । ভিক্ষুসম্মেহাপি লিচ্ছবীগণোপি সথারং পরি-

*

*

*

মাত্রই উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্ত জল অমনদুস্সাগণের উপরে পতিত হইল । ‘যানীধ ভূতানী’
 ইত্যাদি গাথা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে রজতশুল্ল পদুপমাল্যের ন্যায় জলবিন্দু-
 সমূহ আকাশপথে ঘাইয়া রোগগ্রস্ত মনদুস্সাগণের উপর পতিত হইল । তৎক্ষণাৎ
 রোগমুক্ত মনদুস্সাগণের একে একে গাত্রোখান করিয়া স্থবিরকে পরিবৃত্ত
 করিল । ‘যং কিণ্ডী’ এই কথাটি উক্ত হইবার মূহূর্ত্ত হইতে যে সকল অমনদুস্সা
 পলায়ন করে নাই, আবজ্জনারাশি, গৃহকট, গৃহভিত্তি প্রদেশাদিতে আত্ম-
 গোপন করিয়াছিল—তাহারা উদকাঘাতে জর্জরিত হইয়া যে যে দ্বার দিয়া
 ইচ্ছা পলায়ন করিল । নগরদ্বার পর্যাপ্ত না থাকায় এবং পলায়নের পথ না
 পাইয়া তাহারা প্রাকার ভেদ করিয়া পলায়ন করিল ।

বিশাল জনতা নগরমধ্যস্থিত গণভবনটিকে সমস্ত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা
 উপলিপ্ত করিয়া, উপরে সুবর্ণতারকাদিচিত্রিত বিতান বন্ধন করিয়া বদুস্সান
 সম্বন্ধিত করিয়া শান্তাকে আনয়ন করিলেন । শান্তা প্রজ্ঞপ্তাসনে উপবেশন
 করিলেন । ভিক্ষুসম্মেহ এবং লিচ্ছবীগণ শান্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া আসন

বারেহা নিসীদি। সক্রো দেবরাজা দেবগণপরিবৃত্তো
পতিরূপে ওকাসে অট্ঠাসি। থেরোপি সকলনগরং অন-
চরিত্ত্বা বৃপসন্তরোগেন মহাজনেন সন্ধিং আগম্বা সথারং
বন্দিত্ত্বা নিসীদি। সথা পরিসং ওলোকেহা তদেব রতন-
সুত্তং অভাসি। দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং
ধম্মাভিসময়ো অহোসি। এবং পদ্বনদিবসেপীতি সত্তাহং
তদেব রতনসুত্তং দেসেহা সম্বভয়ানং বৃপসন্তভাবং ঞ্জহা
লিচ্ছবীগণং আমন্তেহা বেসালিতো নিক্খমি। লিচ্ছবী-
রাজানো দিগুণং সঙ্কারং করোন্তা পদ্বন তীহি দিবসেহি
সথারং গঙ্গাতীরং নয়ংসু।

গঙ্গায় নিম্বত্তনাগরাজানো চিস্তেসুত্তং—‘মনুস্সা তথাগতস্স
সঙ্কারং করোন্তি, ময়ং কিং ন করোমা’তি। তে সুবল্ল-
রজতমণিময়া নাবাযো মাপেহা সুবল্লরজতমণিময়ে পল্লকে

*

*

*

গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ শত্রু দেবগণপরিবৃত্ত হইয়া শূন্য উপযুক্ত স্থানে
অবস্থান করিলেন। আনন্দস্থবিরও সকল নগর অনুবিচরণ করিয়া রোগমুত্ত
মনুষ্যগণের সহিত আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।
শাস্তা পরিষদ্ অবলোকন করিয়া সেই রতনসুত্তই ভাষণ করিলেন। দেশনা-
বসানে চতুরশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইল। এইভাবে পরের দিন,
তার পরের দিন—ক্রমান্বয়ে সাতদিন ধরিয়া সেই রতনসুত্ত দেশনা করিয়া
সমস্ত প্রকার ভয় অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া লিচ্ছবীগণকে আমন্ত্রিত করিয়া
বৈশালী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লিচ্ছবীরাজগণ দ্বিগুণ সংকার প্রদর্শন
করিয়া পদ্বনায় তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করিয়া শাস্তাকে গঙ্গাতীরে লইয়া
আসিলেন।

গঙ্গায় উপস্থিত নাগরাজগণ চিস্তা করিলেন—‘মনুষ্যগণ তথাগতের সংকার
করিতেছে, আমরা কেন করিব না?’ তাঁহারা সুবর্ণময়, রজতময় এবং মণি-
ময় নৌকাসমূহ প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ-রজত-মণিময় পর্বাঙ্কসমূহ সজ্জিত

পঞ্চাংগাপেছা পঞ্চবল্লপদমসঙ্কলং উদকং করিহা, ‘ভস্বে, অম্‌হাকম্পি অনঙ্গহং করোথা’তি অন্তনো অন্তনো নাবং অভিরুহণথায় সথারং যাচিংসু। ‘মনুস্সা চ নাগা চ তথাগতস্স পূজং করোন্তি। ময়ং পন কিং ন করোমা’তি ভূমট্ঠকদেবোপি আদিং কহ্বা যাব অকনিট্ঠব্রহ্মলোকা সস্বে দেবা সঙ্কারং করিংসু। তথ নাগা যোজনিকানি ছত্তাতিছত্তানি উক্খিপংসু। এবং হেট্ঠা নাগা ভূমিতলে রুদ্বক্খগচ্ছপস্বতাদীসু ভূমট্ঠকা দেবতা, অন্তলিক্খে আকাসট্ঠদেবাতি নাগভবনং আদিং কহ্বা চক্রবালপরিষন্তেন যাব ব্রহ্মলোকা ছত্তাতিছত্তানি উস্সাপিতানি অহেসুং। ইত্তন্তরেসু ধজা, ধজন্তরেসু পটাকা, তেসং অন্তরন্তরা পুস্প-দামবাসচুগ্গধমাদীহি সঙ্কারো অহোসি। সম্বলঙ্কারপটি-মণ্ডিতা দেবপুত্তা ছণ্ণবেসং গহেহা উৎসাসযমানা আকাসে

*

*

*

করিয়া পঞ্চবর্ণের পশ্মদ্বারা নদীর জল আচ্ছাদিত করিয়া—‘ভস্বে, আমাদের অনঙ্গহ করুন’—বলিয়া নিজ নিজ নৌকায় আরোহণ করার জন্য শাস্তাকে যাচুংগা করিলেন। ‘মনুষ্যাগণ এবং নাগেরা তথাগতের পূজা করিতেছে, আমরা কেন করিব না’ ভাবিয়া ভূমিবাসী দেবগণ হইতে সুরূ করিয়া অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল দেবগণ তথাগতের সৎকার করিলেন। নাগগণ এক যোজন-উচ্চ ছত্রের পর ছত্র আকাশে উড়াইলেন। অধোভাগে বসবাসকারী নাগগণ তদ্রূপ ভূমিতলে (ছত্রের পর ছত্র) উড়াইলেন। ভূমিবাসী দেবগণ বৃক্ষ, গুহ্ম ও পর্বতাদিতে, আকাশস্থ দেবগণ অন্তরীক্ষে, এই ভাবে নাগভবন হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রবালের মধ্যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ছত্রের পর ছত্র উড়াইলেন। ছত্রসমূহের মধ্যস্থলে ধজা, ধজাসমূহের মধ্যস্থলে পটাকা, তাহাদের ভিতরে ভিতরে পুস্পদাম, সুবাসিত চূর্ণ ও সুবাসিত ধূপের দ্বারা তথাগতের সৎকার করা হইল। সর্বাঙ্গপ্রতিমণ্ডিত দেবপুত্রগণ উৎসব-বেশ ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে আকাশে বিচরণ

বিচরিতংসু। তয়ো এব কির সমাগমা মহন্তা অহেসুং
—যমকপাটিহারিষসমাগমো দেবোরোহণসমাগমো অয়ং
গঙ্গোরোহণসমাগমোতি।

পরতীরে বিম্বিসারোপি লিচ্ছবীহ কতসঙ্কারতো দিগদুগং
সঙ্কারং সত্ত্বেজ্জা ভগবতো আগমনং উদিক্খমানো
অট্ঠাসি। সথা গঙ্গায় উভোসু পম্পেসু রাজ্জনাং মহন্তং
পরিচ্চাগং ওলোকেহা নাগাদীনণ্ড অজ্জাসয়ং বিদিহা
একেকায় নাবায় পণ্ডপণ্ডিভিক্খুসতপরিবারং একেকং
নিম্মিতবুদ্ধং মাপেসি। সো একেকসু সেতচ্ছত্তসু চেব
কম্পরুদ্ধক্খমসু চ পদ্পদামসু চ হেট্ঠা নাগগণপরিবত্তো
নিসিন্নো হোতি। ভূমট্ঠকদেবতাদীসুপি একেকস্মিৎ
ওকাসে সপরিবারং একেকং নিম্মিতবুদ্ধং মাপেসি। এবং
সকলচক্রবালগৰ্ভে একালঙ্কারে একুসসবে একছণ্ণেয়েব চ
জাতে সথা নাগানমনুগ্গহং করোন্তো একং রতননাবং

*

*

*

করিতেছিলেন। তিন প্রকার সমাগম সর্ববৃহৎ ছিল—যমকপ্রাতিহার্য সমাগম,
দেবাবরোহণ সমাগম এবং এই গঙ্গাবরোহণ সমাগম।

পরতীরে রাজা বিম্বিসারও লিচ্ছবীদের দ্বারা কৃত সংকার অপেক্ষা দ্বিগুণ
সংকার সঞ্জিত করিয়া ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শাস্তা
গঙ্গার উভয়তীরে রাজাদের মহাদান দেখিয়া নাগাদিরও অধ্যাশয় জানিয়া
প্রতিটি নৌকায় পণ্ডশত ভিক্ষু-পরিবার এবং একজন নির্মিত-বুদ্ধের ব্যবস্থা
করিলেন। তিনি এক একটি শ্বেতছত্র, কম্পবৃক্ষ এবং পদ্পদামের নীচে
নাগগণপরিবৃত্ত হইয়া সমাসীন ছিলেন। ভূমিবাসী দেবতাদের জন্যও
অনুরূপভাবে পণ্ডশত ভিক্ষু-পরিবার এবং নির্মিত-বুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন।
[সমগ্র চক্রবালাভ্যন্তরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন] এইভাবে
যখন মনে হইতেছিল সমগ্র চক্রবালগৰ্ভে যেন একই উৎসব, একই সজ্জা এবং
একই সমারোহ চলিতেছে, তখন শাস্তা নাগগণকে অনুগৃহীত করিবার জগ্য

অভিরূহি । ভিক্ষুসদৃশ একেকো একেকমেব অভিরূহি ।
নাগরাজানো বুদ্ধপ্রমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নাগভবনং পবেসেত্বা
সম্বরন্তি সখা সন্তিকে ধম্মকথং সুত্বা দূতীয়দিবসে
দিশ্বেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন বুদ্ধপ্রমুখং ভিক্ষু-
সঙ্ঘং পরিবিসংসদ । সখা অনন্মোদনং কত্বা নাগভবনা
নিক্খমিত্বা সকলচক্রবালদেবতাহি পূজয়মানো পণ্ডিহ
নাবাসতেহি গঙ্গানদিং অতিক্রমি ।

রাজা পচুঙ্গত্ত্বা সখারং নাবাতো ওতারেত্বা আগমনকালে
লিচ্ছবীহি কতসংকারতো দিগ্ধং সংকারং কত্বা পূরিম্নয়ে-
নেব পণ্ডিহ দিবসেহি রাজগহং অভিনেসি । দূতীয়দিবসে
ভিক্ষু পিণ্ডপাতপটিক্ত্বা সায়হসময়ে ধম্মসভায় সন্নি-
সিত্বা কথং সমুট্ঠাপেসদুং—‘অহো বুদ্ধানং মহানুভাবো,
অহো সখরি দেবমনুস্সানং পসাদো, গঙ্গায় নাম ওরতো চ

*

*

*

একটি রত্নময় নৌকায় আরোহণ করিলেন । ভিক্ষুগণও এক একজন এক একটি
নৌকায় আরোহণ করিলেন । নাগরাজগণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নাগভবনে
প্রবেশ করাইয়া সারারাত ধরিয়া শাস্তার ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় দিবসে
দিব্য খাদ্যভোজ্যের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন ।
শাস্তা দানানন্মোদন করিয়া নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলচক্রবাল-
দেবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া পণ্ডিত নৌকায় করিয়া গঙ্গানদী অতিক্রম
করিলেন ।

রাজা প্রত্যাগমন করিয়া শাস্তাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইয়া
আগমনকালে লিচ্ছবীগণের দ্বারা কৃতসংকারের দ্বিগুণ সংকার করিয়া পূর্বের
ন্যায় পাঁচ দিনে (শাস্তাকে) রাজগৃহে লইয়া আসিলেন । দ্বিতীয় দিবসে
ভিক্ষুগণ পিণ্ডপাতশেষে সায়হসময়ে ধর্মসভায় সন্মিলিত হইয়া এই কথা
উত্থাপিত করিলেন—‘অহো, বুদ্ধগণের কি মহা প্রভাব ! অহো শাস্তার প্রতি
দেবমনুষ্যগণের কি শ্রদ্ধা ! গঙ্গার এপারে এবং ওপারে অর্ধযোজন পথে

পারতো চ অট্টষোজনে মগ্গে বুদ্ধগতেন পসাদেন রাজ্জুহি সমতলং ভূমিং কহ্মা বালুকা ওকিগ্গা, জল্লুমন্তেন ওধিনা নানাবল্লানি পুস্পানি সন্থতানি, গঙ্গায় উদকং নাগান্দু-
ভাবেন পণ্ডবল্লোহি পদুমোহি সঙ্কল্লং, যাব অকনিট্টভবনা ছত্তাতিছত্তানি উস্সাপিতানি, সকলচক্রবালগব্ভং একা-
লঙ্কারং একুস্সবং বিয় জাত'ন্তি । সখা আগন্হা 'কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরুহি কথায় সন্নিসিন্না'তি পদুচ্ছিত্তা 'ইমায় নামা'তি বুদ্ধে 'ন, ভিক্খবে, এস পুজ্জাসক্কারো ময়্যহং বুদ্ধান্দুভাবেন নিব্বত্তো, ন নাগদেবব্রহ্মান্দুভাবেন ।
অতীতে পন অস্পমত্তকপরিচ্চাগান্দুভাবেন নিব্বত্তো'তি বহ্মা ভিক্খুহি যাচিতো অতীতং আহরি ।

অতীতে তক্কসিলায়ং সণ্ঠেখা নাম ব্রাহ্মণো অহোসি । তস্স

*

*

*

বুদ্ধগত শ্রদ্ধার দ্বারা (প্রণোদিত হইয়া) নৃপগণের দ্বারা ভূমি সমতল করা হইয়াছে, বালুকা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, জানুমাগ্গ গভীর নানাবর্ণের পুষ্প বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গঙ্গার জল নাগগণের প্রভাবে পণ্ডবর্ণের অসংখ্য পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, (পৃথিবীতল হইতে আরম্ভ করিয়া) অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছয় (রাশি) উদ্ভীন করা হইয়াছে, সকল চক্রবালগর্ভে যেন একই সজ্জা, একই উৎসব সমুৎপন্ন হইয়াছে ।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে (ভস্তু)।’

‘হে ভিক্ষুগণ, এই পূজা সংকার আমার বুদ্ধগুণপ্রভাবে বা নাগদেবব্রহ্মাগণের প্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই । আমার অতীত জন্মের সামান্যতম দানের প্রভাবে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে ।’ ভিক্ষুগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা অতীতের সেই ঘটনা বিবৃত করিলেন ।

অতীতে তক্কশিলায় শণ্ঠ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার ষোড়শ-

পদন্তো সদসীমো নাম মাগবো সোলসবস্সদুন্দেসিকো এক-
 দিবসং পিতরং উপসঙ্কমিত্বা আহ—‘ইচ্ছামহং, তাত,
 বারাগসিং গন্ড্বা মন্তে অঙ্কায়িতু’ন্তি । অথ নং পিতা আহ—
 ‘তেন হি তাত, অসদুকো নাম ব্রাহ্মণো মম সহায়কো, তস্স
 সন্তিকং গন্ড্বা অধীষস্স’তি । সো ‘সাধু’তি পটিস্সদুগিত্বা
 অনদ্পদুস্সেন বারাগসিং গন্ড্বা তং ব্রাহ্মণং উপসঙ্কমিত্বা
 পিতরা পহিতভাবমাচিক্খি । অথ নং সো ‘সহায়কস্স মে
 পদন্তো’তি সম্পটিচ্ছিত্বা পটিপস্সদ্ধদরথং ভদ্দকেন দিবসেন
 মন্তে বাচেতুমারভি । সো লহুগ্গ গণ্হন্তো বহুগ্গ গণ্হন্তো
 অন্তনো উগ্গাহিতুগ্গাহিতং সুবল্লভাজনে পক্খিত্তসীহতেল-
 মিব অবিনস্সমানং ধারেস্তো ন চিরস্সেব আচারিয়স্স
 সস্সমুখতো উগ্গগ্হিতব্বং সব্বং উগ্গগ্হিত্বা সঙ্কায়ং
 করোস্তো অন্তনো উগ্গাহিতসিপ্পস্স আদিমঙ্কামেব পস্সতি,
 নো পরিয়োসানং ।

*

*

*

বর্ষীয় পুত্র সদসীমমাগব একদিন পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—‘পিতঃ,
 আমার ইচ্ছা বারাগসীতে যাইয়া মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিব ।’ তখন পিতা
 তাঁহাকে বলিলেন—‘তাহা হইলে বৎস, আমার ঐ ব্রাহ্মণবন্ধুর নিকট যাইয়া
 অধ্যয়ন কর ।’ পুত্র ‘বেশ, তাহাই ‘হউক’ বলিয়া পিতাকে সম্মতি দিয়া ক্রমে
 বারাগসী যাইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার
 পিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন । তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ‘তুমি আমার
 বন্ধুপুত্র’ বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া পথের ক্রান্তি দূরীভূত হইলে এক
 শুভদিনে তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন । যদুবক স্বতপদিনের
 মধ্যে নিজের অধিগত বিদ্যা সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত সিংহতৈলের ন্যায় অক্ষয়ভাবে
 ধারণ করিতে করিতে অচিরেই আচার্যের নিকট হইতে শিক্ষণীয় সমস্ত কিছু
 শিক্ষা করিয়া হৃদয়ঙ্গত করিয়া নিজে অধিগত বিদ্যার শেষ দেখিতে পাইলেন
 না, শৃঙ্গু আদি এবং মধ্যভাগই দেখিলেন ।

সো আচারিয়ং উপসঙ্কমিত্বা ‘অহং ইমস্স সিম্পস্স আদিম-
 ষ্মমেব পস্সামি, নো পরিযোসান’তি বত্তা আচারিয়েন
 ‘অহম্পি তাত, ন পস্সামী’তি বদন্তে ‘অথ কো, আচারিষ,
 পরিযোসানং জানাতী’তি পদুচ্ছিত্বা ‘ইমে, তাত, ইসয়ো
 ইসিপতনে বিহরন্তি, তে জানেযাদুং, তেসং সন্তিকং উপসঙ্ক-
 মিত্বা পদুচ্ছস্দ’তি আচারিয়েন বদন্তে পচেকবদুকে উপসঙ্ক-
 মিত্বা পদুচ্ছি—‘তুম্হে কির পরিযোসানং জানাতা’তি ?
 ‘আম, জানামা’তি । ‘তেন হি মে আচিক্খথা’তি ? ‘ন ময়ং
 অপব্বজিতস্স আচিক্খাম । সচে তে পরিযোসানেনথো
 পব্বজস্সদ’তি । সো ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিত্বা তেসং সন্তিকে
 পব্বজি । অথস্স তে ‘ইদং তাব সিক্খস্সদ’তি বত্তা ‘এবং

*

*

*

তিনি তখন আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘আমি এই
 শিক্ষার আদি এবং মধ্যভাগই দেখিতেছি, অন্তোভাগ দেখিতেছি না ।’ আচার্যও
 বলিলেন—‘বৎস, আমিও দেখিতেছি না ।’

‘হে আচার্যদেব, কে ইহার অন্ত জানেন ?’

‘হে বৎস, ঋষিপুত্রনে ঋষিগণ বাস করেন, তাঁহারাই জানিয়া থাকিবেন ।
 তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা কর ।’—এইভাবে আচার্যের দ্বারা
 উক্ত হইয়া তিনি (ঋষিপুত্রনে) প্রত্যেকবুদ্ধগণের নিকট উপস্থিত হইয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আপনারা কি এই শিক্ষার অন্ত জানেন ?’

‘হ্যাঁ জানি ।’

‘তাহা হইলে আমাকে বলুন ।’

‘যাহারা প্রব্রজিত নহে তাহাদের আমরা বলি না । যদি তোমার শিক্ষার
 অন্ত জানিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে ।’ তিনিও
 ‘বেশ, তাহাই হউক’ বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রব্রজ্যা
 গ্রহণ করিলেন । তাঁহারা তখন তাঁহাকে ‘এখন হইতে ইহাই শিক্ষা কর’

তে নিবাসেতস্বং, এবং পারদুপিতস্ব'ন্তি আদিনা নয়েন
 আভিসমাচারিকং আচিক্খিংসু। সো তথ সিক্খন্তো
 উপনিষসম্পন্নত্তা নচিরস্সেব পচেচকসম্বোধিং অভিসম্বদ-
 ভিহ্বা সকলবারাগসীনগরে গগনতলে পদুম্বচন্দো বিষ পাকটো
 লাভঙ্গযসঙ্গম্পত্তো অহোসি, সো অম্পায়দুসংবত্ননিকস্স
 কম্মস্স কতত্তা ন চিরস্সেব পরিণিব্বাযি। অথস্স পচেচক-
 বুদ্ধা চ মহাজনো চ সরীরকিচ্চং কহা ধাতুয়ো চ গহেহ্বা
 নগরদ্বারে থুপং কারেসুং।

সঙেথাপি ব্রাহ্মণো 'পদুত্তো মে চিরং গতো, পবত্তিমস্স
 জানিস্সামী'তি তং দট্ঠকামো তক্কসিলাতো নিক্খমিহ্বা
 অনদুপদুস্বেন বারাগসিং পহ্বা মহাজনকারং সন্নিপতিতং
 দিস্স্বা 'অক্কা ইমেসু একোপি মে পদুত্তস্স পবত্তিং জানি-

*

*

*

বলিয়া—‘তোমাকে এইভাবে অন্তবাস পরিধান করিতে হইবে, এইভাবে
 বহির্বাস পরিধান করিতে হইবে। ইত্যাদি উপায়ে আনুপূর্বিকভাবে
 শিক্ষাপদসমূহ শিক্ষা দিলেন। তিনি সেখানে শিক্ষা করিতে করিতে যেহেতু
 তিনি (বোধিলাভের) উপনিশ্রয়সম্পন্ন ছিলেন তাই অচিরেই প্রত্যেকসম্বোধি
 (অর্থাৎ প্রত্যেকবুদ্ধদ্বয়) লাভ করিয়া সকল বারাগসিনগরে আকাশে
 পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইলেন এবং শ্রেষ্ঠ লাভ ও ষণের অধিকারী
 হইলেন। অম্পায়দুসংবত্ননিক কর্ম করিয়াছেন বলিয়া তিনি অচিরেই
 পরিণিবারণ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণ এবং নগরবাসীগণ তাঁহার
 দেহ সৎকার করিয়া অস্থিধাতুসমূহ সংগ্রহ করিয়া নগরদ্বারে স্তূপ নির্মাণ
 করাইলেন।

শঙথ ব্রাহ্মণও চিন্তা করিলেন—‘বহুদিন হইল আমার পুত্র বারাগসী
 গিয়াছে, কি হইল জানিতে হইবে’ এবং স্বয়ং পুত্রদর্শনকামনায় তক্কশিলা
 হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে বারাগসীতে আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন এবং সম্মিলিত মহাজনকায়কে দেখিয়া ‘নিশ্চয়ই ইহাদের মধ্যে কেহ
 আমার পুত্রের ব্যাপার জানিবে’ চিন্তা করিয়া তাহাদের নিকট ষাইয়া

স্বতীতি উপসংকমিহা পুচ্ছি—‘সুসীমো নাম মাগবো ইধাগমি, অপি নু খো তস্স পবত্তিং জানাথা’তি ? ‘আম, ব্রাহ্মণ, জানাম, অসুদুস্স ব্রাহ্মণস্স সন্তিকে তয়ো বেদে সজ্জায়িত্বা পব্বজিত্বা পচেকসম্বেধিং সচ্ছিকত্বা পরি-
নিব্বুতো, অয়মস্স থুপো পতিট্ঠাপিতো’তি । সো ভূমিং হথেন পহরিত্বা রোদিহা কন্দিহা তং চেতিয়ঙ্গণং গম্বা তিণানি উদ্ধরিত্বা উত্তরসাটকেন বালুকং আহরিত্বা চেতিয়-
ঙ্গণে আকিরিত্বা কম্ভলুতো উদকেন পরিঞ্ফেসিত্বা বনপুঞ্ফেহি পুজ্জং কত্বা সাটকেন পটাকং আরোপেত্বা থুপস্স উপরি অন্তনো ছত্তকং বন্ধিত্বা পক্কামি ।

সখা ইদং অতীতং আহরিত্বা ‘তদা ভিক্ষবে, অহং সম্বেথা ব্রাহ্মণো অহোসিং । ময়া সুসীমস্স পচেকবুদ্ধস্স চেতিয়-
ঙ্গণে তিণানি উদ্ধটানি, তস্স মে কম্মস্স নিস্সন্দেন

*

*

*

জিজ্ঞাসা করিলেন—‘সুসীম নামক মাগব এখানে আসিয়াছিল, তোমরা তাহার কোন সংবাদ জান কি ?’

‘হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, জানি । ঐ ব্রাহ্মণের নিকট ত্রিবেদ শিক্ষা করিয়া প্রব্রজিত হইয়া প্রত্যেকসম্বেধি লাভ করিয়া সম্প্রতি পরিনিবৃত্ত হইয়াছেন । তাঁহার জন্যই এই স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।’ ব্রাহ্মণ মাটিতে লুটাইয়া রোদন করিয়া ক্রন্দন করিয়া চৈত্যাঙ্গনে যাইয়া চারিপাশ্ব হইতে তৃণসমূহ উৎপাটিত করিয়া উত্তরশাটকের দ্বারা বালুকা আহরণ করিয়া চৈত্যাঙ্গণে ছড়াইয়া দিয়া কম্ভলু হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে সিঞ্জন করিয়া বনপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া, নিজের শাটককে পতাকারূপে স্তূপের চতুষ্পাশ্বে বিছাইয়া দিয়া নিজের ছত্র স্তূপের উপরে বাঁধিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন ।

শাস্ত্রা এই অতীতের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তখন আমিই ছিলাম শঙ্খ ব্রাহ্মণ । আমিই সুসীম প্রত্যেকবুদ্ধের চৈত্যাঙ্গন হইতে তৃণসমূহ উৎপাটিত করিয়াছিলাম । আমার সেই অতীত কর্মের ফল

অট্টযোজনমগ্নং বিহতখাগ্‌দুকষ্টকং কত্বা স্ফুট্য সমতলং
করিংসু । ময়া তথ বালদুকা ওকিগ্না, তস্ম মে নিস্সন্দেন
অট্টযোজনমগ্নে বালদুকা ওকিরিংসু । ময়া তথ বন-
কুসুমোহি পূজা কতা, তস্ম মে নিস্সন্দেন অট্টযোজনমগ্নে
নানাবগ্নানি পদুফানি ওকিগ্নানি, একযোজনট্টানে গঙ্গায়
উদকং পণ্ডবগ্নোহি পদুমোহি সঞ্জুং । ময়া তথ কমন্ডলু-
উদকেন ভূমি পরিষ্ফাসিতা, তস্ম মে নিস্সন্দেন বেসালিয়ং
পোক্‌খরবস্মং বস্মি । ময়া তথ পটাকা আরোপিতা,
ছত্ৰকণ্ঠ বন্ধং, তস্ম মে নিস্সন্দেন যাব অকনিট্টভবনা
ধজপটাকছত্ৰাতিছত্ৰাদীহি সকলচক্রবালগভং একুসবং বিয়
জাতং । ইতি খো, ভিক্‌খবে, এস পূজাসঙ্কারো ময়ং নেব
বুদ্ধানুভাবেন নিস্সত্তো ন নাগদেবানুভাবেন, অতীতে

*

*

*

স্বরূপ এই জন্মে (দেবমনুষ্যাগণ) আমার জন্য অর্ধযোজন পথ গোঁজ-
কাটামুস্ত করিয়া শূন্য এবং সমতল করিয়াছিল । আমিই সেখানে (ঐ স্তূপের
চতুষ্পার্শ্বে) বালদুকা ছড়াইয়া দিয়াছিলাম । তাহারই ফলস্বরূপ এখন আমার
জন্য অর্ধযোজন পথে বালদুকা আকীর্ণ করা হইয়াছে । আমি (সেই স্তূপে)
বনপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলস্বরূপ অর্ধযোজন পথে
আমার জন্য নানা বর্ণের পুষ্প আকীর্ণ করা হইয়াছে । একযোজন পরিমিত
গঙ্গার জল পণ্ডবর্ণের পশ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে । (আমি সেই
স্তূপে) কমন্ডলু হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলাম তাহারই
ফলস্বরূপ বৈশালীতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল । আমি (সেই স্তূপে) পটাকা
বিছাইয়া দিয়াছিলাম, ছাতা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম । তাহারই পরিণামে পৃথিবী-
প্রদেশ হইতে অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্যন্ত স্থানে ধ্বজা-পটাকা-ছত্র-চন্দ্রাতপাদি
দ্বারা সমগ্রচক্রবালগভং এমনভাবে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল । মনে হইতছিল
যেন সর্বত্র একই উৎসব হইতেছে । হে ভিক্ষুগণ, এই পূজা-সংকার আমার
বুদ্ধগুণপ্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই, নাগ-দেব-ব্রহ্মাদের প্রভাবে উৎপন্ন হয় নাই,

পন অম্পমত্তকপরিচাগানুভাবেনা'তি বহা ধম্মং দেসেসন্তো
ইমং গাথমাহ—

‘মত্তাসদুখপরিচাগা, পস্সে চে বিপদলং সদুখং ।

চজে মত্তাসদুখং ধীরো, সম্পস্সং বিপদলং সদুখ’ন্তি ।

২৯০ ।

তথ ‘মত্তাসদুখপরিচাগাতি’ ‘মত্তাসদুখন্তি’ পমাণষড়ন্তকং
পরিন্তসদুখং বদুচ্চতি, তস্স পরিচাগেন । ‘বিপদলং সদুখন্তি’
উলারং সদুখং নিস্বানসদুখং বদুচ্চতি, তং চে পস্সেযাতি
অথো । ইদং বদুত্তং হোতি—একঞ্জিহ ভোজনপাতিং
সজ্জাপেত্বা ভুঞ্জন্তস্স মত্তাসদুখং নাম উপ্পজ্জতি, তং পন
পরিচ্ছজ্জিত্বা উপোসথং বা করোন্তস্স দানং বা দদন্তস্স
বিপদলং উলারং নিস্বানসদুখং নাম নিস্বত্ততি । তস্মা সচে
এবং তস্স মত্তাসদুখস্স পরিচাগা বিপদলং সদুখং পস্সতি,

*

*

*

অতীতে সামান্যমাত্র যে ত্যাগকর্ম (দানকর্ম) করিয়াছিলাম তাহারই প্রভাবে
উৎপন্ন হইয়াছে’—বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যদি স্বল্পমাত্র সদুখ পরিত্যাগহেতু বিপদল সদুখের সম্ভাবনা দেখা যায়,
তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিপদল সদুখের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া সামান্য সদুখ
(অবশ্যই) ত্যাগ করিবেন ।’
—ধম্মপদ, শ্লোক ২৯০ ।

অম্বয় : ‘মত্তাসদুখপরিচাগা’ । ‘মত্তাসদুখং’ অর্থাৎ প্রমাণষড়ন্ত সামান্যসদুখ,
তাহার পরিত্যাগের দ্বারা । ‘বিপদলং সদুখং’ বিপদল সদুখ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে
নিবাণসদুখ । সেই সদুখের যদি সম্ভাবনা থাকে । ইহা উক্ত হইয়াছে—একটি
ভোজনপাত্র সন্তুজত করিয়া ভোজনকারীর অল্পমাত্র সদুখ লাভ হইতে পারে ।
তাহা ত্যাগ করিয়া যদি উপোসথ পালন করা যায়, দান দেওয়া যায় তাহা
হইলে বিপদল প্রকৃত নিবাণসদুখ উৎপন্ন হইতে পারে । তাই যদি এইরূপ
সামান্যসদুখ পরিত্যাগের দ্বারা কাহারও বিপদল সদুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে,

অথেষ্টং বিপদলং স্ধং সম্মা পস্সন্তো পিডিতো তং মত্তা-
স্ধং চজেয়্যতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

অন্তনোপদ্বকস্মবথু পঠমং ।

*

*

*

তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিপদল স্ধকে সম্যক্ভাবে কামনা করিয়া
অল্পস্ধ ত্যাগ করিবেন ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ স্বকীয় পূর্বকর্মের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কুঙ্কটঅণ্ডখাদিকাবথু । ২

‘পরদুঃখপূর্ণধানেনাতি’ ইমং ধর্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো একং কুঙ্কটঅণ্ডখাদিকং আরম্ভ কথেসি ।

সাবাথিয়া কির অবিদুরে পণ্ডুরং নাম একো গামো,
তথেকো কেবটো বসতি । সো সাবাথিং গচ্ছন্তো অচিরবতিয়ং
কচ্ছপঅণ্ডানি দিম্বা তানি আদায় সাবাথিং গন্ত্বা একস্মিং
গেহে পচাপেত্বা খাদন্তো তস্মিং গেহে কুমারিকার্যাপি একং
অণ্ডং অদাসি । সা তং খাদিত্বা ততো পট্ঠায় অণ্ডং
খাদনীয়ং নাম ন ইচ্ছি । অথস্সা মাতা কুঙ্কটীয়া বিজাতট্ঠা-
নাতো একং অণ্ডং গহেত্বা অদাসি । সা তং খাদিত্বা
রসতণ্ণহায় বদ্ধা ততো পট্ঠায় সয়মেব কুঙ্কটীয়া অণ্ডানি
গহেত্বা খাদতি । কুঙ্কটী বিজাতবিজাতকালে তং অন্তনো

•

•

•

কুঙ্কটডিম্বখাদিকার উপাখ্যান । ২ ।

‘পরকে দুঃখ দিয়া’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
এক কুঙ্কটডিম্বখাদিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীর নিকটে পণ্ডুর গ্রামে একজন ধীবর বাস করিত । সে শ্রাবস্তীতে
যাইবার সময় অচিরবতী নদীতে কচ্ছপের ডিম দেখিয়া সেইগুলি লইয়া
শ্রাবস্তীতে পৌঁছিয়া একটি গৃহে সেই ডিমগুলি সিন্ধ করিয়া খাইবার সময়
ঐ গৃহের একটি বালিকাকেও একটি ডিম খাইতে দিয়াছিল । সেই বালিকা
ঐ ডিম খাইবার পর হইতে অন্য কিছু খাইতে চাহিত না । তখন তাহার
মাতা কুঙ্কটীর ডিম্বপ্রসব স্থান হইতে একটি ডিম আনিয়া তাহাকে খাইতে
দিল । বালিকা তাহা খাইয়া আরও লোভাতুরা হইল এবং তাহার পর হইতে
কুঙ্কটীর ডিম স্বয়ং লইয়া খাইয়া ফেলিত । কুঙ্কটী দেখিল যে যখনই সে
ডিম্ব প্রসব করে তখনই ঐ মেয়েটি খাইয়া ফেলে । স্বভাবতই সেই বালিকার

অ'ডানি গহেহা খাদিস্তং দিস্বা তায় উপদ্দুতা আঘাতং
 বন্ধিত্বা 'ইতো দানি চুতা যক্খিনী হুহা তব জাতদারকে
 খাদিতং সমথা হুহা নিব্বত্তেয'স্তু পথনং পট্ঠপেহা কালং
 কহা ভস্মিংষেব গেহে মজ্জারী হুহা নিব্বত্তি । ইতরাপি
 কালং কহা তথেব কুঙ্কটী হুহা নিব্বত্তি । কুঙ্কটী অ'ডানি
 বিজাযি, মজ্জারী আগন্ত্বা তানি খাদিত্বা দূতীয়স্মি ততি-
 যস্মি খাদিয়েব । কুঙ্কটী 'তয়ো বারে মম অ'ডানি খাদিত্বা
 ইদানি স্মি খাদিতুকামাসি, ইতো চুতা সপদত্তকং তং
 খাদিতুং লভেয'স্তু পথনং কহা ততো চুতা দীপিনী হুহা
 নিব্বত্তি । ইতরাপি কালং কহা মিগী হুহা নিব্বত্তি ।
 তস্মা বিজাতকালে দীপিনী আগন্ত্বা তং সন্ধিং পদত্তোহি
 খাদি । এবং খাদস্তা পণ্ডসু অন্তভাবসতেসু অণ্ড-
 মণ্ড-এস্স দক্খং উম্পাদেহা অবসানে একা যক্খিনী
 হুহা নিব্বত্তি, একা সার্বাথিয়ং কুলধীতা হুহা নিব্বত্তি ।

*

*

*

প্রতি কুঙ্কটীর ক্রোধ জন্মিল । সে তখন প্রার্থনা করিল—‘পরজন্মে আমি
 যেন রাক্ষসী হইয়া তোমার সমস্ত সন্তানকে খাইতে সমর্থ হই ।’ তারপরই
 কুঙ্কটীর মৃত্যু হইল এবং ঐ গৃহেই মাজারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । সেই
 বালিকাও মৃত্যুর পর সেই গৃহে কুঙ্কটী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । কুঙ্কটী
 ডিম পাড়ে, ঐ মাজারী তাহা খাইয়া ফেলে । এইভাবে তিনবার একই ঘটনা
 ঘটিল । তখন কুঙ্কটী প্রতিজ্ঞা করিল—‘পরপর তিনবার তুমি আমার ডিম-
 গুলি খাইয়া এখন আমাকে খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ । এইস্থান হইতে চ্যুত
 হইয়া আমি যেন তোমার সন্তানাদি সহ তোমাকে খাইতে সমর্থ হই ।’ তার
 পর সে মৃত্যুর পর স্বীপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । মাজারীও মৃত্যুর পর
 মৃগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । মৃগী সন্তানপ্রসবকালে স্বীপিনী আসিয়া
 সন্তান সহ তাহাকে খাইয়া ফেলিল । এইভাবে একে অন্যকে খাইতে খাইতে
 পরপর পাঁচশত জন্মে পরস্পরের দ্বন্দ্ব উৎপাদন করিয়া অবশেষে একজন
 যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, অন্যজন শ্রাবস্তীতে এক কুলকন্যারূপে জন্ম-
 গ্রহণ করিল ।

ইতো পরং 'ন হি বেরেন বেরানী'তি গাথান্ন বদ্ব্তনয়্যেনেব
বেদিতস্বং । ইধ পন সখা 'বেরণ্ণ'হি অবেরেন উপসম্মতি,
নো বেরেনা'তি বহ্বা উভিন্নম্পি ধম্মং দেসেস্তু ইমং
গাথম্মাহ—

‘পরদুঃখপূর্ণপথানেন, অতনো সুখমিচ্ছতি ।

বেরসংসঙ্গসংসট্ঠো, বেরা সো ন পরিমুচ্ছতী'তি ।

२७७ ।

তথ্য ‘পরদুঃখপূর্ণপাথনে’তি পরিস্মিং দুঃখপূর্ণপাথনে,
পরস্মি দুঃখপূর্ণপাথনে’তি অথো। ‘বেরসংসঙ্গসংসট্-
ঠো’তি যো পদুগলো অক্লোজনপচ্ছক্লোজনপহরণপটিহরণা-
দীনং বসেন অণ্ড্‌ঞমণ্ড্‌ঞং কতেন বেরসংসঙ্গেন
সংসট্‌ঠো। ‘বেরা সো ন পরিমুচ্ছতী’তি নিচ্ছকালং
বেরবসেন দুঃখমেব পাপদুগাতী’তি অথো।

[ইহার পরের ঘটনার জন্য ধ্বন্যপদটুঁকধার ১/৫ সংখ্যক উপাখ্যান
অর্থাৎ 'কালিষাঙ্কিণীর উপাখ্যান' দ্রষ্টব্য]

এখানে শাস্তা 'অবৈরিতার দ্বারাই বৈরিতার উপশম হয়, বৈরিতার দ্বারা নহে' ইত্যাদি বলিয়া উভয়ের নিকট ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যে পরকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ ইচ্ছা করে সেই বৈরসংসর্গ-সৃষ্ট
ব্যক্তি বৈর হইতে মুক্ত হইতে পারে না।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২১।

অম্বয় : ‘পরদুঃখপূর্ণধানে’ অন্যের দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা। ‘বৈর-সংসঙ্গসংসৃষ্ট’ যে ব্যক্তি আক্রোশ-প্রত্যাক্রোশ, প্রহার-প্রতিপ্রহার ইত্যাদিবশে পরস্পরকে বৈরসংসর্গের দ্বারা সংসৃষ্ট করে। ‘বৈরা সো ন পরিমুক্ততি’ নিত্যকাল বৈরবশে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। বৈর হইতে সে মুক্ত হইতে পারে না।

দেসনাবসানে ষক্খিনী সরণেসু পতিট্ঠায় পণ্ডসীলানি
সমাদিয়িত্বা বেরতো মুচ্ছি, ইতরাপি সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠাহি, সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

কুৰুটৰ্টিডম্বখাদিকাবথু দদতিয়ং ।

*

*

*

দেশনাবসানে ষাক্ষিণী শ্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পণ্ডসীল পালন করিয়া
বৈরিতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল । অন্যজনও সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল । উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ কুৰুটৰ্টিডম্বখাদিকার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ভদ্রিয়ারিক্‌খুবখ্‌ । ৩

‘যেহি কিস্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা ভদ্রিয়ং নিস্সায়
জাতিয়াবনে বিহরন্তো ভদ্রিয়ে ভিক্‌খু আরব্ধ কথেসি ।
তে কির পাদুকাম্‌ডনে উষ্‌ব্‌ত্তা অহেসুং । যথাহ—‘তেন
থো পন সময়েন ভদ্রিয়া ভিক্‌খু অনেকবিহিতং পাদুক-
ম্‌ডনান্দুযোগমন্দুয্‌ত্তা বিহরন্তি, তিগপাদুকং করোন্তিপি
কারাপেন্তিপি, ম্‌জ্জপাদুকং করোন্তিপি কারাপেন্তিপি,
পম্বজপাদুকং হিস্তালপাদুকং কমলপাদুকং কম্বলপাদুকং
করোন্তিপি কারাপেন্তিপি, রিণ্ণন্তি উদ্দেশং পরিপচ্ছং
অধিসীলং অধিচিত্তং অধিপঞ্‌ঞ্‌ন্তি । ভিক্‌খু তেসং
তথাকরণভাবং জানিহ্বা উম্মায়িহ্বা সথ্‌দু আরোচেসুং ।

*

*

*

ভদ্রিয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান । ৩ ।

‘যে কৃত্য’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভদ্রিয় প্রদেশের জাতিয়াবনে
অবস্থানকালে ভদ্রিয় ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

ঐ ভিক্ষুগণ পাদুকাম্‌ডনে (পাদুকায়ে অলঙ্কৃত করায়) অভ্যস্ত ছিলেন ।
বলা হইয়াছে—‘সেই সময় ভদ্রিয় ভিক্ষুগণ নানা প্রকার পাদুকা-অলঙ্করণে
অভ্যস্ত ছিলেন । যেমন তৃণপাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন, অন্যদের দ্বারাও
প্রস্তুত করাইতেন । মৃৎপাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন,
অন্যদের প্রস্তুত করাইতেন । তদ্রূপ বকলজপাদুকা, হিঁতালজপাদুকা,
কমলতৃণজপাদুকা, কম্বলপাদুকা নিজেরাও প্রস্তুত করিতেন, অন্যদের
দ্বারাও প্রস্তুত করাইতেন । তাঁহারা ধর্মীয় শিক্ষা, পরিপচ্ছা, অধিশীল,
অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন । ভিক্ষুগণ তাঁহাদের
কীর্তিকলাপের কথা জানিয়া বিরক্ত হইয়া শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা সেই

সখা তে ভিক্খু গরহিহা, ‘ভিক্খবে, তুম্হে অঞ্ঞেন
কিচ্চেন আগতা অঞ্ঞস্মিংয়েব কিচ্চে উষ্যন্তা’তি বহ্বা
ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘ষঞ্ছি কিচ্চং অপবিদ্ধং, অকিচ্চং পন করীযতি ।

উত্তলানং পমত্তানং, তেসং বড্ঢন্তি আসবা । ২৯২ ।

‘ষেসং সুসম্মারদ্ধা, নিচ্চং কায়গতা সতি ।

অকিচ্চং তে ন সেবন্তি, কিচ্চে সাতচ্চকারিনো ।

সতানং সম্পজ্ঞানানং, অথং গচ্ছন্তি আসবা’তি । ২৯৩ ।

তথ ‘ষঞ্ছি কিচ্চন্তি’ ভিক্খুনো হি পব্বজিতকালতো
পট্ঠায় অপরিমাণসীলক্খন্ধগোপনং অরঞ্ঞাবাসো
ধুতঙ্গপরিহরণং ভাবনারামতাতি এবমাদীনি কিচ্চং নাম ।
ইমেহি পন ষং অন্তনো কিচ্চং, তং অপবিদ্ধং ছিদ্ভিতং ।
‘অকিচ্চন্তি’ ভিক্খুনো ছত্তম’ডনং উপাহনম’ডনং পাদুক-

ভিক্কুদের নিন্দা করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্কুগণ, তোমরা এক কাজের জন্য
আসিয়া নিজেদের অন্য কাজে নিযুক্ত করিতেছ’—এবং ধর্মদেশনাকালে এই
গাথাধ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যাহাদের দ্বারা কৃত্য পরিত্যক্ত অথচ অকৃত্য কর্ম সম্পাদিত হয় সেই উদ্ধত
ও প্রমত্তগণের আশ্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

‘যাহাদের কায়গত স্মৃতি নিতাই সুখভ্যস্ত, তাহারা কদাপি অকৃত্যের
সেবা করেন না, সততই কৃত্যকর্মে রত থাকেন । ঈদৃশ স্মৃতিমান্ প্রাজ্ঞদের
আশ্রবসমূহ অন্তর্মিত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৯২-২৯৩ ।

অন্বয় : ‘ষং হি কিচ্চং’ ভিক্কু প্রব্রজিতকাল হইয়া সদরু করিয়া
অপরিমাণ শীল-পালন, অরণ্যবাস, ধুতাস্ত্রবস্ত্র সংরক্ষণ এবং ধ্যানধারণায়
আত্মনিয়োগ করিবে—এইগুলিই তাহার কৃত্য । কিন্তু এই ভিন্দয় ভিক্কুগণ
নিজেদের যাহা কৃত্য তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন । ‘অকিচ্চং’ ছত্তম’ডন,

পত্রখালকধর্মকরণকায়বন্ধনঅংসবন্ধকমণ্ডনং অকিচ্চং নাম ।
 য়েহি তং কয়বতি, তেসং মাননলং উক্খিপিহা চরণে
 উন্নলানং সতিবোম্সগেন পমত্তানং চত্তারো আসবা বড্-
 স্তীতি অথো । ‘সুসমারদ্ধাতি’ সুপঙ্গহিতা । ‘কায়গতা
 সতী’তি কায়ানুপম্সনাভাবনা । ‘অকিচ্ছান্তি’ তে এতং
 ছত্তমণ্ডনাদিকং অকিচ্চং ন সেবান্তি ন করোন্তীতি অথো ।
 ‘কিচ্চেতি’ পব্বজিতকালতো পট্ঠায় কত্তবেব অপরিমাণ-
 সীলক্খন্ধগোপনাদিকে করণীয়ে । ‘সাতচ্চকারিনোতি’
 সততকারিনো অট্ঠিতকারিনো । তেসং সতিয়া অবিম্প-
 বাসেন সতানং সাথকসম্পজ্ঞেং সম্পায়সম্পজ্ঞেং
 গোচরসম্পজ্ঞেং অসম্মোহসম্পজ্ঞেং চতুহি সম্পজ্ঞে-
 ণ্ণেহি সম্পজ্ঞানানং চত্তারোপি আসবা অথং গচ্ছন্তি,
 পরিক্খয়ং অভাবং গচ্ছন্তীতি অথো ।

*

*

*

উপাহনমণ্ডন, পাদদুকা-পাত্র-স্থালী-ধর্মকরক (জলছাকনীর ব্যবস্থা সহ জল-
 পাত্র)-কায়বন্ধন-অংসবন্ধন-মণ্ডন হইতেছে অকৃত্য । যাহারা এইসব
 করিয়া থাকে তাহারা অহংকারী, উদ্ধত, স্মৃতিশ্রষ্ট এবং প্রমত্ত । তাহাদের
 চারিপ্রকার আশ্রব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । ‘সুসমারদ্ধা’ সু-উপধারিত, সুঅভ্যস্ত ।
 ‘কায়গতা সতি’ কায়ানুপশ্যনা ভাবনা । ‘অকিচ্চং’ তাঁহারা ঈদৃশ ছত্র-
 মণ্ডনাদি অকৃত্য সম্পাদন করেন না । ‘কিচ্চে’ প্রব্রজিত কাল হইতে আরম্ভ
 করিয়া কতব্যে অপরিমাণ শীলস্কন্ধাদি রক্ষাদিকরণীয়ে । ‘সাতচ্চকারিনো’
 সততকারিগণ, নিরন্তরকর্মকারিগণ । তাঁহাদের স্মৃতি সর্বদা জাগ্রত থাকার
 জন্য চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞ্য (বিশেষ উপলক্ষ) তাঁহাদের অধিগত হয়, যথা
 সার্থকসম্প্রজ্ঞ্য (অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্প্রজ্ঞ্য), সম্পায়-সম্প্রজ্ঞ্য
 (অর্থাৎ উপযুক্ততা বিষয়ে সম্প্রজ্ঞ্য), গোচর-সম্প্রজ্ঞ্য (অর্থাৎ ধ্যানের
 গোচরীভূত করা বিষয়ে সম্প্রজ্ঞ্য) এবং অসম্মোহ-সম্প্রজ্ঞ্য । এই চারি
 প্রকার সম্প্রজ্ঞ্য যাহারা অধিগত করিয়াছেন তাঁহাদের চারিপ্রকার আশ্রব
 অন্তর্মিত হয়, পরিস্কয় প্রাপ্ত হয় ।

দেসনাবসানে তে ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্ঠহিংসু, সম্পত্তা-
নম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

ভন্দিয়বথু ততিয়ং ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । উপস্থিত
জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ ভন্দিয় ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



লকুণ্ডকভূদিয়থেয়বখ্ । ৪

‘মাতরন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো লকুণ্ডকভূদিয়থেয়ং আরব্ভ কথেসি ।

একদিবসএহি সম্বহুলা আগন্তুকা ভিক্খু সথারং দিবাট্-
ঠানে নিসিন্নং উপসঙ্কমিহা বন্দিহা একমন্তং নিসীদিংসু ।
তস্মিং খণে লকুণ্ডকভূদিয়থেরো ভগবতো অবিদুরে
অতিক্রমতি । সথা তেসং ভিক্খুনং চিত্তাচারং ঐহা
ওলোকেহা ‘পস্সথ, ভিক্খবে, অয়ং ভিক্খু মাতাপিতরো
হন্তা নিন্দুক্খো হুহা ষাতীণি বহা তেহি ভিক্খুহি
‘কিং নু থো সথা বদতী’তি অএহ্‌এমএহ্‌এহ্‌ মদুখানি
সংসয়পক্খন্দেহি, ‘ভস্তু, কিং নামেতং বদেথা’তি বদন্তে
তেসং ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

*

*

*

লকুণ্টক ভূদিয় স্থবিরের উগাখ্যান । ৪ ।

‘মাতাকে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে লকুণ্টক ভূদিয় স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন অনেক আগন্তুক ভিক্ষু শাস্তা যেখানে দিবাবিহারের জন্য উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশ্বে উপবেশন করিলেন । সেই সময় লকুণ্টক ভূদিয় স্থবির ভগবানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন । শাস্তা ঐ সকল (আগন্তুক) ভিক্ষুগণের চিত্তাচার জানিয়া লকুণ্টক স্থবিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—
‘ভিক্ষুগণ, দেখ, এই ভিক্ষু মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া দুঃখহীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।’ ‘শাস্তা কি বলিতেছেন’—বলিয়া ভিক্ষুগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সংশয়ান্বিত হইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্তু, আপনি ইহা কি বলিতেছেন ?’ শাস্তা তখন তাঁহাদের ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘মাতাং পিতরং হন্থা, রাজানো ধ্বংসং কৰ্ম্মতঃ।’

‘মাতাং পিতরং হন্থা, অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো’তি। ২৯৪।

‘মাতাং পিতরং হন্থা’ আয়সাধকেন আয়দ্বক্তকেন সহিতং। এতৎ
‘মাতাং পিতরং হন্থা জনেতি পদ্বিসং’স্তি বচনতো তীসন্ ভবেসন্
সহানং জননতো তৎ হা মাতা নাম। ‘অহং অসদ্বক্সস নাম
ব্রাহ্মণো বা রাজমহামন্তস্স বা পদ্বন্তো’তি পিতরং নিম্নসায়
অস্মিমানস্স উপপত্তজনতো অস্মিমানো পিতা নাম।
লোকো বিয় রাজানং যস্মা সৰ্ব্বদিত্টিগতানি ধ্বংস-
তুচ্ছদিত্টিয়ো ভজন্তি, তস্মা ধ্বংসতুচ্ছদিত্টিয়ো
ধ্বংসং কৰ্ম্মতঃ রাজানো নাম। দ্বাদশাযতনানি বিখ্যতট্টেইন
রট্টাঙ্গিস্তা রট্টং নাম। আয়সাধকো আয়দ্বক্তকপদ্বিসো
বিয় ভীষ্মিস্তো নন্দিরাগো অনূচরো নাম। ‘অনীঘোতি’

‘মাতা (= তৃষ্ণা), পিতা (= অহংকার), দুইজন ক্ষত্রিয় রাজা (= শাম্বত-
দৃষ্টি ও উচ্ছদদৃষ্টি) এবং সানূচর রাষ্ট্রকে (= ইন্দ্রিয় ও বিষয়ানুরাগকে)
বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণ অনীঘ (= পাপমুক্ত) হন।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২৯৪।

অর্থঃ ‘সানূচরং’ আয়সাধক আয়দ্বক্তকের সহিত। এখানে—‘তৃষ্ণা
পদ্বন্তো জন্ম দেয়’ এই বচন অনুসারে ঐভাবে সত্ত্বগুণের জন্মদাত্রী তৃষ্ণাই
মাতা। ‘আমি অমৃত রাজা বা রাজমহামাত্রের পুত্র’—এখানে পিতার কারণে
অস্মিমান উৎপন্ন হয় বলিয়া অস্মিমান (= অহংকার) হইতেছে পিতা।
যেমন রাজাকে সর্বশ্রেণীর লোক ভজনা করে, সেইরূপ জগতে যত প্রকার
মতবাদ আছে সেইগুলিকে শাম্বত ও উচ্ছদ দৃষ্টির অন্তর্গত করা হয়।
সুতরাং উক্ত মতবাদসমূহকে ক্ষত্রিয় রাজস্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ
প্রকারের আয়তন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তুল্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহাদের রাষ্ট্র
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় নন্দীরাগ বা
পদ্বন্তঃপদ্বন্তঃ অভিনন্দনকারিণী বিষয়াসক্তিতে অনূচররূপে অভিহিত করা

নিম্ভদুন্ধো । ‘ব্রাহ্মণো’তি খীগাসবো । এতেসং তণ্হাদীনং
অরহত্তমংগঞাণাসিনা হতত্তা খীগাসবো নিম্ভদুন্ধো হুত্তা
যাতীতি অয়মেথথো ।

দেসনাবসানে তে ভিক্খু অরহত্তে পতিট্ঠহিংসু ।

দুত্তিয়গাথারপি বথু পুৱরিমসাদিসমেব । তদা হি সথা
লকুণ্ডকভান্দিয়থেরমেব আরব্ভ কথেসি । তেসং ধম্মং
দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মাতরং পিতরং হন্তা, রাজানো দ্বে চ সোখিয়ে ।

বেয়ম্মপণ্ডমং হন্তা, অনীঘো য়াতি ব্রাহ্মণো’তি । ২৯৫ ।

তথ ‘দ্বে চ সোখিয়ে’তি দ্বে চ ব্রাহ্মণে । ইমিস্সা গাথায়
সথা অন্তনো ধম্মিস্সরতায় চ দেসনারিধিকুসলতায় চ

●

●

●

হইয়াছে । ‘অনীঘো’ দঃখহীন । ‘ব্রাহ্মণো’ ক্ষীগাম্ভব অহং । অহংভুমাগরূপ
জ্ঞানাসি দ্বারা এই সকল তৃষ্ণাকে ক্ষয় করিয়া ক্ষীগাম্ভব দঃখহীন হয় এই
অর্থ ।

দেসনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অহংভু প্রতীষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় গাথার বস্তুও পুৱের ন্যায় । তখন শাস্তা লকুণ্ডক ভান্দিয়
স্ববিরকেই উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । তাহাদের ধর্মদেশনা করা
কালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘তৃষ্ণারূপ মাতা, অহংকাররূপ পিতা, শাম্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টিরূপ দুইজন
প্রোক্তিয় রাজা এবং পঞ্চ ব্যাঘ্ররূপ ধ্যানাবরণসমূহ (কাম, হিংসা, আলাস্য,
ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও সন্দেহ) উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ নিম্পাপ হন ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২৯৫ ।

অম্বয় : ‘দ্বে চ সোখিয়ে’ দুইজন ব্রাহ্মণকে । এই গাথার দ্বারা শাস্তা স্বীয়
ধর্মেশ্বরতা ও দেশনারিধিকুশলতার দ্বারা শাম্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি এই

সম্ভবতঃ ছেদা দিট্ঠিয়ো হে ব্রাহ্মণরাজানো চ কথ্য কথ্যেতি ।
‘বেয়গ্ঘপণ্ডমস্তু’ এতৎ ব্যাখ্যানদুর্চারিতো সম্পটিভয়ো দৃষ্টপটি-
পন্থো মণ্ণো বেয়গ্ঘো নাম, বিচিকিচ্ছানীবরণম্পি তেন
সদিসতায় বেয়গ্ঘং নাম, তং পণ্ডমং অস্মাতি নীবরণ-
পণ্ডকং বেয়গ্ঘপণ্ডমং নাম । ইদং বেয়গ্ঘপণ্ডমং অরহন্ত-
মগ্গপ্রাণাসিনা নিম্মেসং হন্ত্বা অনীঘোব য়াতি ব্রাহ্মণোতি
অয়মেত্থো । সেসং পদ্বিরমসাদিসমেবাতি ।

লকুণ্ডকভাস্কর্যস্থাবরবন্ধু চতুর্থং ।

*

*

*

দ্বিবিধ মতবাদকে ব্রাহ্মণ-রাজস্বয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ‘ব্যাঘ্রপণ্ডমং’
যে পথে ব্যাঘ্র থাকে, যে পথে ভয়সঙ্কুল, যে পথে দৃষ্টপ্রতিপন্ন সেই পথকে
‘বেয়গ্ঘ’ বলা হইয়াছে । পণ্ডনীবরণের মধ্যে সংশয়-নীবরণকে ব্যাঘ্র বলা
হইয়াছে । ইহা পণ্ডম বলিয়া নীবরণপণ্ডকে ব্যাঘ্রপণ্ডম বলা হইয়াছে । এই
ব্যাঘ্রপণ্ডমকে অহংমার্গরূপ জ্ঞানাসির দ্বারা নিঃশেষে হত্যা করিয়া (দুরীভূত
করিয়া) ব্রাহ্মণ ‘অনীঘ’ (= সর্বদঃখমুক্ত) হইয়া বিচরণ করেন—এই অর্থ ।
অবশিষ্ট পদ্বিগাথাসদৃশ ।

॥ লকুণ্টক ভাস্কর্য স্থাবরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

দারুশাকটিকগুণ্ডবধু । ৫

‘সদুপবদ্বাক্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা বেলদ্বনে বিহরন্তো দারুশাকটিকস্স পদন্তং আরব্ভ কথেসি ।

রাজগহস্মিঞ্‌হি সম্মাদিট্ঠিকপদন্তো মিচ্ছাদিট্ঠিক-
পদন্তোতি দে দারুকা অভিক্‌খণং গুলকীলং কীলন্তি ।
তেসদু সম্মাদিট্ঠিকপদন্তো গুলং খিপমানো বুদ্ধানুস্সতিং
আবজ্জেক্‌খা ‘নমো বুদ্ধস্সা’তি বহ্বা বহ্বা গুলং খিপতি ।
ইতরো তিথিয়গুণে উদ্‌দিসিহ্বা ‘নমো অরহন্তান’ন্তি বহ্বা
বহ্বা খিপতি । তেসদু সম্মাদিট্ঠিকস্স পদন্তো জিনাতি,
ইতরো পন পরাজয়তি । সো তস্স কিরিয়ং দিম্বা ‘অয়ং
এবং অনুস্সরিহ্বা এবং বহ্বা গুলং খিপন্তো মমং জিনাতি,
অহম্পি এবরুপং করিস্সামী’তি বুদ্ধানুস্সতিয়ং পরিচয়ম-
কাসি । অথেকদিবসং তস্স পিতা শকটং যোজেক্‌খা দারুনং

*

*

*

দারুশাকটিক গুল্লের উগাখ্যান । ৫ ।

‘সদুপবদ্বাক্তি’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক
কাষ্ঠবাহকের পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

রাজগৃহে সম্যগ্‌দৃষ্টিকপুত্র এবং মিথ্যাদৃষ্টিকপুত্র নামে দুইজন বালক
সর্বদা গুড়ক (মার্বেল-বল) খেলিয়া দিন কাটাইত । তাহাদের মধ্যে সম্যগ্‌-
দৃষ্টিকপুত্র গুড়ক ক্ষেপনকালে ‘বুদ্ধকে নমস্কার’ বলিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া
ক্ষেপণ করিত । অন্যজন তীর্থিকদের গুণের কথা স্মরণ করিয়া ‘অরহন্ত-
গণকে নমস্কার’ বলিয়া গুড়ক ক্ষেপণ করিত । উভয়ের মধ্যে সম্যগ্‌দৃষ্টিক-
পুত্র সর্বদা জয়ী হইত, অন্যজন পরাজিত হইত । পরাজিত বালক এই
ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিল—‘এ এইপ্রকারে বুদ্ধানুস্মৃতি করিয়া আমাকে
বারবার পরাজিত করিতেছে, আমিও ঐরূপ করিব’ এবং সে বুদ্ধানুস্মৃতির
সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিল । একদিন তাহার পিতা শকট যোজনা করিয়া

অথায় গচ্ছন্তো তস্মি দারকং আদায় গচ্ছা অটীবয়ং দারদ্বনং
সকটং পদ্রেত্বা আগচ্ছন্তো বহিনগরে সদুসানসামন্তে উদক-
ফাসদুকট্ঠানে গোণে মোচেত্বা ভর্ত্তবিস্সংগমকাসি । অথস্স
তে গোণা সায়ন্থসময়ে নগরং পবিসন্তেন গোগণেন সাক্কিং
নগরমেব পবিসিংসু । সাকটিকোপি গোণে অনুবন্ধন্তো
নগরং পবিসিহা সায়ং গোণে দিস্সা আদায় নিক্খমন্তো
দ্বারং ন সম্পাপুণি । তস্মিএহি অসম্পত্তেষেব দ্বারং
পিহিতং ।

অথস্স পদন্তো এককোব রত্তিভাগে সকটস্স হেট্ঠা
নিপজ্জিহ্বা নিম্মং ওক্কমি । রাজগহং পন পকতিযাপি
অমনুস্সবহুলং । অযণু সদুসানসান্তিকে নিপন্নো । তথ
নং হে অমনুস্সা পস্সিংসু । একো সাসনস্স পটিকডকো
মিচ্ছাদিট্ঠিকো, একো সম্মাদিট্ঠিকা । তেসু মিচ্ছা-

*

*

*

কাষ্ঠের সম্মানে যাইবার সময় ছেলেকেও লইয়া অটবীতে যাইয়া কাষ্ঠের দ্বারা
শকট পূর্ণ করিয়া ফিরিবার সময় নগরের বাহিরে শ্মশানের নিকট অনেক
জলবিশিষ্ট স্থানে গরুদের মৃত্ত করিয়া আহারকৃত্য সম্পন্ন করিল ।
সন্ধ্যাকালে নগরের দিকে গমনরত গরুদের সঙ্গে এই গরুদ্বয়ও মিলিয়া গেল
এবং নগরে প্রবেশ করিল । শাকটিকও গরুদ্বয়কে সন্ধান করিতে করিতে
গরুর পালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যার সময় গরুদ্বয়কে
দেখিতে পাইয়া তাহাদের লইয়া ফিরিবার সময় নগরদ্বার খুঁজিয়া পাইল না ।
সে পৌঁছিবার পূর্বেই নগরদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ।

এইদিকে তাহার পুত্র একাকী রাগিভাগে শকটের নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া
পড়িল । রাজগৃহ বরাবরই অমনদুষ্যবহুল অর্থাৎ অমনদুষ্যের উপদ্রব খুব
বেশী ছিল । বালকটিও শ্মশানের নিকটেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল । দুইজন
অমনদুষ্য তাহাকে দেখিতে পাইল । একজন ছিল বুদ্ধশাসনের বিরোধী

দিট্ঠিকো আহ—‘অয়ং নো ভক্খো, ইমং খাদিস্সামা’তি । ইতরো ‘অলং মা তে রুচ্চী’তি নিবারেতি । সো তেন নিবারিয়মানোপি তস্স বচনং অনাদিষিহা দারকং পাদেসদু গহেহা আকড্টি । সো বুদ্ধানুস্মতিয়া পরিচিতত্তা তস্মিং খণে ‘নমো বুদ্ধস্সা’তি আহ ।

অমনুস্সো মহাভয়ভীতো পটিক্কমিহা অট্ঠাসি । অথ নং ইতরো ‘অম্হেহি অকিচ্চং কতং, দণ্ডকস্মং অস্স করোমা’-তি বহা তং রক্খমানো অট্ঠাসি । মিচ্ছাদিট্ঠিকো নগরং পবিসিহা রঞ্ণে ভোজনপাতিং পদ্রেহা ভোজনং আহরি । অথ নং উভোপি তস্স মাতাপিতরো বিষ হুহা উপট্ঠাপেহা ভোজেহা ‘ইমানি অক্খরানি রাজাব পস্সতু মা অঞ্ণে’তি তং পবত্তিং পকাসেস্সা যক্খানুভাবেন ভোজনপাতিয়ং অক্খরানি ছিন্দিহা পাতিং দারদুসকটে পক্খাপিহা সৰবরত্তিং আরক্খং কহা পক্কমিংসু ।

*

*

*

মিথ্যাদৃষ্টিক অন্যজন সমাগ্দ্দৃষ্টিক । উভয়ের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিক বলিল—‘এ আমাদের ভক্ষ্য, চল আমরা উহাকে ভক্ষণ করি ।’ অন্যজন ‘এইরূপ করিও না’ বলিয়া তাহাকে নিবারিত করিল । বারণ করা সত্ত্বেও তাহার কথায় আমল না দিয়া মিথ্যাদৃষ্টিক বালকটির পা ধরিয়া টানিল । বালক বুদ্ধানুস্মৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছিল । তাই সে বলিল—‘নমো বুদ্ধস্স’ (বুদ্ধকে নমস্কার) । অমনুষ্য (বুদ্ধ শব্দ শুনিয়া) মহাভয়ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল । অন্যজন বলিল—‘আমরা অন্যায্য করিয়াছি, অতএব প্রায়শ্চিত্ত করিব’ বলিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল । মিথ্যাদৃষ্টিক নগরে যাইয়া রাজার ভোজনপাত্র পূর্ণ করিয়া ভোজন লইয়া আসিল । তারপর উভয়ে মাতাপিতার স্নেহ দিয়া তাহাকে উঠাইয়া ভোজন করাইয়া ‘এই অক্ষরগুণি শুধু রাজাই যেন দেখেন, অন্য কেহ যেন না দেখে’ বলিয়া সেই ঘটনা বিবৃত করিয়া যক্ষপ্রভাবে ভোজনপাত্রে অক্ষরসমূহ ক্ষোদিত করিয়া পাত্রটি দারদুশকটে নিক্ষেপ করিয়া সারারাত্রি বালকটিকে পাহারা দিয়া (প্রাতঃকালে) চলিয়া গেল ।

পদ্নদিবসে ‘রাজকুলতো চোরোহি ভোজনভাণ্ডং অবহট’ন্তি
কোলাহলং করোন্তা দ্বারানি পিদিহিত্বা ওলোকেস্তা তথ
অপস্শস্তা নগরা নিক্খমিত্বা ইতো চিতো চ ওলোকেস্তা
দারুসকটে সুবল্লপাতিং দিম্বা ‘অয়ং চোরো’তি তং দারকং
গহেত্বা রঞ্বেঞা দস্শেসদুং । রাজা অক্খরানি দিম্বা ‘কিং
এতং, তাতা’তি পদুচ্ছিত্বা ‘নাহং, দেব, জানামি, মাতা-
পিতরো মে আগন্ত্বা রন্তি ভোজেত্বা রক্খমানা অট্ঠংসু,
অহম্পি মাতাপিতরো মং রক্খন্তী’তি নিব্ভযোব নিদ্দং
উপগতো । এত্তকং অহং জানামী’তি । অথস্স মাতা-
পিতরোপি তং ঠানং আগমংসু । রাজা তং পবন্তি এত্বা
তে তযোপি জনে আদায় সথু সন্তিকং গন্ত্বা সস্বং
আরোচেত্বা ‘কিং নু খো, ভন্তে, বুদ্ধানুস্মৃতি এব রক্খা
হোতি, উদাহু ধম্মানুস্মৃতি আদযোপী’তি পদুচ্ছি ।

*

*

*

পরের দিন ‘রাজবাড়ী হইতে চোরেরা ভোজনভাণ্ড চুরি করিয়াছে’ বলিয়া
কোলাহল করিতে করিতে নগরদ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে কাহাকেও না
দেখিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এদিক-সেদিক তাকাইতে তাকাইতে দারু-
শকটে সুবর্ণখালী দেখিয়া ‘এই চোর’ বলিয়া বালকটিকে ধরিয়া লইয়া
রাজাকে দেখাইলেন । রাজা তাহাতে ক্ষোদিত অক্ষরসমূহ দেখিয়া ‘বৎস, এই
সব কি ?’ জিজ্ঞাসা করিলে বালকটি বলিল—‘মহারাজ, আমি জানি না ।
আমার মাতাপিতা আসিয়া রাত্রে আমাকে ভোজন করাইয়া আমাকে পাহারা
দিয়াছিলেন । আমিও আমার মাতাপিতা আমাকে রক্ষা করিতেছেন ভাবিয়া
নির্ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি । আমি এইটুকু মাত্র জানি ।’ অনন্তর বালকের
মাতাপিতাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । রাজা সমস্ত ঘটনা জানিয়া
তিনজনকে লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, বুদ্ধানুস্মৃতিই কি একমাত্র রক্ষামন্ত্র, না ধর্মানু-
স্মৃতি প্রভৃতিও রক্ষামন্ত্র ।’ তখন শাস্তা বলিলেন—‘মহারাজ, কেবল বুদ্ধানু-

অপ্সস সথা ‘মহারাজ, ন কেবলং বুদ্ধানুস্মৃতিষেব রক্খা,
যেসং পন ছাব্বিধেন চিত্তং সুভাবিতং, তেসং অঞ্ঞ্ঞেন
রক্খাবরণেন বা মন্তোসধৌহি বা কিচ্চং নখী’তি বহ্বা ছ
ঠানানি দস্सेস্তো ইমা গাথা অভাসি ।

‘সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি, সদা গোতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, নিচ্চং বুদ্ধগতা সতি । ২৯৬ ।

‘সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি, সদা গোতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, নিচ্চং ধম্মগতা সতি । ২৯৭ ।

‘সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি, সদা গোতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, নিচ্চং সত্ত্বগতা সতি । ২৯৮ ।

‘সুপ্পবুদ্ধং পবুজ্জ্বন্তি, সদা গোতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, নিচ্চং কায়গতা সতি । ২৯৯ ।

স্মৃতিই রক্ষামন্ত্র নহে, ছয়প্রকারে যাহাদের চিত্ত সুভাবিত, তাহাদের অন্য
কোন রক্ষাবরণ বা মন্ত্রোষধের প্রয়োজন নাই ।’ তারপর সেই ছয় প্রকার বিধি
প্রদর্শনকালে শান্তা এই গাথাসমূহ ভাষণ করিয়াছিলেন ।

১। যাঁহাদের স্মৃতি দিব্যরাশি নিত্য বুদ্ধগত, সেই গোতম শ্রাবকগণ
সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

২। যাঁহাদের স্মৃতি দিব্যরাশি নিত্য ধর্মগত, সেই গোতম শ্রাবকগণ
সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

৩। যাঁহাদের স্মৃতি দিব্যরাশি নিত্য সত্ত্বগত, সেই গোতম শ্রাবকগণ
সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

৪। যাঁহাদের কায়গতা স্মৃতি দিব্যরাশি সক্রিয়, সেই গোতম-শ্রাবকগণ
সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

‘সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বাস্তি, সদা গৌতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, অহিংসায় রতো মনো । ৩০০ ।

‘সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বাস্তি সদা গৌতমসাবকা ।

যেসং দিবা চ রন্তো চ, ভাবনায় রতো মনো’তি । ৩০১ ।

তথ ‘সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বাস্তী’তি বুদ্ধগতং সতিং গহেত্বা
সুপন্তা, গহেত্বাযেব চ পবুজ্বন্তা সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বাস্তি
নাম । ‘সদা গৌতমসাবকাসি’ গৌতমগৌতমস বুদ্ধস
সবনন্তে জাতন্তা তস্মৈব অনুসাসনিয়া সবনতায়
গৌতমসাবকা । ‘বুদ্ধগতা সতীতি’ যেসং ‘ইতিপি
সো ভগবা’তি—আদিপ্পভেদে বুদ্ধগুণে আরম্ভ
উপপজ্জমানা সতি নিচ্চকালং অথি, তে সদাপি
সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বন্তীতি অথো । তথা অসক্কোন্তা
পন একাদিবসং তীসু কালেসু দ্বীসু কালেসু একস্মিংশি

*

*

*

৫ । যাহাদের মন দিবারাতি অহিংসায় নিরত, সেই গৌতম-শ্রাবকগণ
সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন ।

৬ । যাহাদের মন দিবারাতি ভাবনায় (ধ্যানে) রত থাকে, সেই গৌতম-
শ্রাবকগণ সতত উত্তমরূপে জাগ্রত আছেন । ধম্মপদ, শ্লোক ২৯৬-৩০১ ।

অর্থঃ ‘সদৃশবুদ্ধং পবুজ্বাস্তি’—বুদ্ধগত স্মৃতি লইয়া শয়ন করিবার
সঙ্গে সঙ্গেই প্রবুদ্ধ হয়, জাগ্রত হয় বলিয়া বলা হয় দিবারাতি জাগ্রত থাকে ।
‘তদা গৌতমসাবকা’ গৌতমগৌতমসম্পন্ন বুদ্ধের ধর্ম প্রবাহে জাত হইয়া তাঁহারই
অনুশাসনী শ্রবণহেতু বলা হয় গৌতম শ্রাবক । ‘বুদ্ধগতা সতি’ যাহাদের
‘ইতিপি সো ভগবা’ ইত্যাদি প্রভেদে বুদ্ধগুণাবলী স্মরণহেতু উপদ্যমান
স্মৃতি নিত্য জাগ্রত থাকে, তাঁহারা সর্বদা দিবারাতি জাগ্রত থাকেন বলা
হয় । তদ্রূপ সম্ভব না হইলে অন্তত দিনে তিনবার, দুইবার এমন কি

বজ্জিপুত্তকভিক্কুখুবথু । ৬

‘দুপ্পবজ্জন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেসালিং নিম্মসায় মহাবনে বিহরন্তো অঞ্‌ঞতরং বজ্জিপুত্তকং ভিক্কুখং আরব্ভ কথেসি । তং সম্ভায় বদন্তং—অঞ্‌ঞতরো বজ্জিপুত্তকো ভিক্কু বেসালিয়ং বিহরতি অঞ্‌ঞতরস্মিং বনসণ্ডে, তেন থো পন সময়েন বেসালিয়ং সম্বরন্তিহণো হোতি । অথ থো সো ভিক্কু বেসালিয়া তুরিয়তালিত-বাদিতনিম্বেসসন্দং সত্ত্বা পরিদেবমানো তায়ং বেলায়ং ইমং গাথং অভাসি—

‘এককা ময়ং অরঞ্‌ঞে বিহারাম,
অপবিদ্ধং বনস্মিং দারুকে ।

এতাদিসিকায় রত্তিয়া,

কোসদু নামম্‌হেহি পাপিয়ো’তি ॥

[সংযুতনিকায় ১. ১. ২২৯]

*

*

*

বজ্জিপুত্তক ভিক্কুর উগাখ্যান । ৬ ।

‘প্রজ্যা দুঃসাধা’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে মহাবনে অবস্থানকালে জনৈক বজ্জিপুত্তক ভিক্কুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—জনৈক বজ্জিপুত্তক ভিক্কু বৈশালীতে কোন এক বনে বাস করিতেছিলেন । সেই সময় বৈশালীতে সারারাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিতেছিল । তখন সেই ভিক্কু বৈশালীর তুষ-তাড়িত-বাদিত-নিষেধ শব্দ শুনিয়া পরিদেবনা করিতে করিতে ঐ সময় এই গাথাটি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘পরিত্যক্ত কাষ্ঠের ন্যায় আমরা অরণ্যে একাকী বিহার করিতেছি । এইরূপ রাত্রিতে আমরা ব্যতীত পাপী (এইস্থলে দুর্ভাগা) আর কেই বা আছে ?’

(স. নি. ১. ১. ২২৯) ।

সো কিয় বজ্জিরট্টে রাজপদন্তো ধারেন সম্পত্তং যজ্ঞং
 পহার্য পশ্চাৎজিতো বেসালিয়ং চাতুমহারাজিকোহি সন্ধিং একা-
 বন্ধং কহ্মা সকলনগরে ধজপটাকাদীহি পটিমণ্ডিতে কোম্ভ-
 দিয়া পদ্বন্মায় সম্বরন্তিং ছণ্ণব্বারে বত্তমানে ভেরিয়াদীনং
 তুরিয়ানং তালিতানং নিঘোসং বীণাদীনং বাদিতানং
 সন্দং সদ্ধা যানি বেসালিয়ং সত্ত রাজসহস্সানি সত্ত রাজ-
 সতানি সত্ত রাজানো, তত্তকা এব চ নেসং উপরাজসেনা-
 পতিআদয়ো, তেসু অলঙ্কতপটিয়ন্তেসু নক্কন্তুকীলনথায়
 বীথিং ওতিম্বেসু সট্ঠিহথে মহাচঙ্কমে চঙ্কমমানো
 গগনমম্বে ঠিতং পদ্বন্মচন্দং দিস্সা চঙ্কমকোটিয়ং ফলকং
 নিস্সায় ঠিতো বেঠনালঙ্কারবিরহিতত্তা বনে ছন্ডিত-
 দারুকং বিয় অন্তভাবং ওলোকেহ্মা 'অথি নু থো অঞ্ণো
 অম্বেহি লামকতরো'তি চিন্তেত্তো পকতিয়া আরঞ্ণো-

* * * * *

তিনি (সেই বজ্জপদন্তক ভিক্ষু) বজ্জিরাষ্ট্রে রাজপদন্ত ছিলেন । তাঁহার
 রাজত্ব করার সময় উপস্থিত হইলে তিনি প্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত
 হইয়াছিলেন । এক পূর্ণিমা রাত্রিতে বৈশালীতে সারারাত্রি ব্যাপী উৎসবের
 আয়োজন করা হইয়াছিল । চাতুমহারাজিক দেবলোকের ন্যায় সমগ্র নগরীকে
 ধ্বজাপতাকার দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল । ভেরী-তাড়িত-তুয়াদির
 নিঘোষ, বীণাদি বাদ্যযন্ত্রসমূহের শব্দ শুনিয়া বৈশালীর সাত হাজার সাত
 শত সাত জন রাজা এবং তত সংখ্যক উপরাজ-সেনাপতি প্রভৃতি উৎসবে
 যোগদানোপযোগী শ্রেষ্ঠ সাজে সজ্জিত হইয়া নক্ষত্রকীড়ার জন্য (অর্থাৎ
 উৎসবে যোগদান করার জন্য) রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তখন সেই
 ভিক্ষু ষাট্ঠিহস্তপরিমিত চক্রমণস্থানে চক্রমণ করিতে করিতে গগনমধ্যস্থ পূর্ণ-
 চন্দ্র দেখিয়া চক্রমণকোটির ফলকের নিকট দাঁড়াইয়া নিজের দিকে তাকাইলেন ।
 উৎসবের সাজসজ্জা-বিরহিত নিজেকে বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মনে
 করিয়া চিন্তা করিলেন—

কাদিগুণঘনুত্তোপি তস্মিং খণে অনভিরতিয়া পীলিতো
এবমাহ । সো তস্মিং বনসন্ডে অধিবথায় দেবতায় 'ইমং
ভিক্খুং সংবেজেস্সামী'তি অধিম্পায়েন—

‘এককোব জ্জ অরএত্তে বিহরসি, অপবিদ্ধংব

বনস্মিং দারুকে ।

তস্স তে বহুকা পিহয়ন্তি, নেরয়িকা বিয়

সংগগামিন’ন্তি ॥

[সংযুক্তনিকায়, ১, ১, ২২৯]

বদন্তং ইমং গাথং সদুত্তা পদ্বাদিবসে সথারং উপসংকমিত্বা
বন্দিত্বা নিসীদি । সথা তং পবন্তিৎ এত্তা ঘরাবাসস্স
দুকেতং পকাসেতুকামো পণ্ডদুকেতানি সমোধানেত্তা ইমং
গাথমাহ—

*

•

•

‘আমাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট আর কেহ আছে কি ?’ আরণ্যকাদিগুণঘনুত্ত
হইলেও (অর্থাৎ অরণ্যে থাকিয়া ধ্যান করার যোগ্যতা থাকিলেও) সেই
মুহুর্তে নিরানন্দের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন । সেই
বনে বসবাসকারী দেবতা চিন্তা করিলেন—‘এই ভিক্ষুকে শাস্ত করিয়া ধ্যানে
তৎপর করিব’ এবং ঐ অভিপ্রায়ে বলিলেন—

‘তুমি একাকী অরণ্যে বাস করিতেছ, যেন বনে পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ড । কিন্তু
নৈরয়িকগণ যেমন স্বর্গগামীদের ঈর্ষা করে (কারণ তাহারা স্বর্গে যাইতে
পারিতেছে না), তদ্রূপ তোমাকেও সকলে ঈর্ষা করিতেছে (যেহেতু
তাহারা তোমার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে না) । [স. নি. ১. ১. ২২৯]

এই গাথা শুনিয়া সেই ভিক্ষু পরের দিন শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । শাস্তা সেই ব্যাপার
অবগত হইয়া গৃহবাসের দৃংখকে প্রকট করিবার জন্য পণ্ড দৃংখের সম্মুখে
এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘দম্পত্বজ্জং দরুভিরমং, দরুাবাসা ঘরা দখা ।

দক্খো সমানসংবাসো, দক্খান্দপতিতক্গদু ।

তস্মা ন চক্গদু সিয়া, ন চ দক্খান্দপতিতো

সিয়া’তি । ৩০২ ।

তথ ‘দম্পত্বজ্জন্তি’ অম্পং বা মহন্তং বা ভোগক্খন্ধণেব
ঞাতিপরিবট্টণ পহায় ইমস্মিং সাসনে উরং দত্তা পত্বজ্জং
নাম দক্খং । ‘দরুভিরমন্তি’ এবং পত্বজিতেনাপি
ভিক্খাচারিয়ায জীবিতবুত্তিং ঘটেন্তেন অপরিমাণসীলক্-
খন্ধগোপনধম্মান্দধম্মম্পটি পত্তিপদুরণবসেন অভিরমিতুং
দক্খং । ‘দরুাবাসাতি’ যস্মা পন ঘরং আবসন্তেন রাজদনং
রাজকিচ্চং, ইস্সরানং ইস্সরকিচ্চং বহিতব্বং, পরিজনা চেব
ধম্মিকা সমণব্রাহ্মণা চ সঙ্গহিতব্বা । এবং সন্তেপি ঘরাবাসো
ছিদ্দঘটো বিয় মহাসমুদ্দো বিয় চ দম্পদুরো । তস্মা

*

*

*

‘প্রজ্ঞা দঃসাধ্য ও দরুভিরম্য (নিরানন্দময়) ; গাহ’স্থ্য জীবন দঃসাধ্য
ও দঃখময় । অসমান লোকের সঙ্গে বাস দঃখজনক । [জন্মান্তরের] পথিক
দঃখে পতিত হয় । সুতরাং পথিক, পুনর্জন্মের পথে যাইয়া দঃখে পতিত
হইও না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩০২ ।

অম্বয় : ‘দম্পত্বজ্জং’ অম্প বা বেশী ভোগৈশ্বর্য ও জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ
করিয়া এই বুদ্ধশাসনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া প্রজ্ঞা গ্রহণ
দঃখজনক । ‘দরুভিরমং’ এইরূপ প্রব্রজিতের দ্বারা ভিক্ষাচার্য্য দ্বারা
জীবিকানিবাহ, অপরিমাণ শীলস্কন্ধপালন, ধর্মানুধর্মপ্রতিপত্তি পদুরণবশে
দঃখময় (= দরুভিরম্য) । ‘দরুাবাসা’ যেহেতু গাহ’স্থ্য জীবন যাপন করিলে
রাজাদের রাজকৃত্য, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ধনোৎপাদন কর্ম, পরিবারবর্গের ভরণ-
পোষণ, ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের উপকার সাধন ইত্যাদি অন্যতম কর্তব্য
পালন করিতে হয় । তথাপি গৃহবাস ছিদ্রযুক্ত ঘট ও মহাসমুদ্রতুল্য নিতাই
অপূর্ণ থাকে । তাই ঘরাবাসকে দরুাবাস বলা হইয়াছে, কারণ

ঘরাবাসা নামেতে দুঃখাবাসা দুঃখা আবিসিতুং, তেনেব
 কারণেন দুঃখাতি অথো । ‘দুঃখো সমানসংবাসোতি’
 গিহিনো বা হি যে জাতিগোত্ৰকুলভোগেহি পঞ্চজিতা বা
 সীলাচারবাহুসচ্চাদীহি সমানাপি হুয়া ‘কোসি ত্বং, কোস্মি
 অহ’ন্তি আদীন বহু অধিকরণপসদ্বতা হোন্তি, তে
 অসমানা নাম, তেহি সন্ধিং সংবাসো দুঃখাতি অথো ।
 ‘দুঃখান্দুপতিতক্গ’তি যে বটুসংখাতং অন্ধানং পটিপন্নত্তা
 অন্ধগু, তে দুঃখে অনুপতিতাব । ‘তস্মা ন চক্গদ্ব’তি
 যস্মা দুঃখান্দুপতিতভাবোপি দুঃখো অন্ধগুভাবোপি,
 তস্মা বটুসংখাতং অন্ধানং গমনতায় অন্ধগু ন ভবেয়্য,
 বদন্ত্পকারেন দুঃক্খেন অনুপতিতোপি ন ভবেয়্যাতি
 অথো ।

*

*

*

‘দুঃখে বাস করিতে হয় ।’ ‘দুঃখো সমানসংবাসো’ গৃহী হউক
 বা জাতি-গোত্র-কুলশীলত্যাগী প্রব্রজিতই হউক তাহারা শীলাচার-বহু
 শাস্ত্রজ্ঞানে সমান হইলেও ‘তুমি কে, আমিই বা কে?’ ইত্যাদি
 বলিয়া বিবাদাপন্ন হয় । বাহারা অসমান, তাহাদের সহিত সহবাস
 দুঃখময় । ‘দুঃখান্দুপতিতক্গ’—সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু)
 মার্গে প্রতিপন্ন বলিয়া অধঃগু, তাহারা দুঃখে পতিত হইয়াছে
 ইহা মনে করিতে হইবে । ‘তস্মা ন চ অধঃগু’—যেহেতু দুঃখান্দু-
 পতিতভাবও দুঃখ, অধঃগুভাবও দুঃখ তাই সংসারপথে গমনের দ্বারা অধঃগু
 হইবে না, তদ্রূপ দুঃখে অনুপতিতও হইবে না । [অর্থাৎ এই সংসারে পুনঃ
 পুনঃ জন্মগ্রহণ করাও দুঃখজনক । সেইজন্যই সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক
 নিবৃত্তি সাধন পূর্বক নির্বাণপথের যাত্রী হইয়া পরম শান্তিতে বাস করা
 উচিত ।

দেশনাবসানে সো ভিক্ষু সপ্পসু ঠানেসু দসিসিতে দদুক্ষে
 নিব্বিন্দন্তো পণ্ডোরম্ভাগিযানি পণ্ড উদ্ধম্ভাগিযানি
 সংযোজনানি পদালেহা অরহন্তে পতিট্ঠহীতি ।

বজ্জপদন্তকভিক্ষুবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু পাঁচ প্রকার দৃষ্টিতে বিরক্ত হইয়া পণ্ড অধোভাগীয়
 সংযোজন (যথা, সঙ্কায়াদিট্ঠি, বিচিকিচ্ছা, সীলম্বত-পরামাস, কামরাগ,
 ব্যাপাদ) এবং পণ্ড উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (যথা, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান,
 উদ্ধম্ভ, অবিজ্জা) এই দশ প্রকার সংযোজন বা বন্ধনকে পদদলিত করিয়া
 অহং প্রাপ্তি হইলেন ।

॥ বজ্জপদন্তক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



চিন্তগৃহগতিবধু । ৭

‘সন্ধোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো চিন্ত-
গহপতিং আরব্ভ কথেসি । বথু বালবগ্গে ‘অসন্তং
ভাবনমিচ্ছেয্য’তি গাথাবগ্গনায় বিথারিতং । গাথাপি
তথেব বদন্তা । বদন্তেহেতং তথ—

‘কিং পন ভন্তে, এতস্স তুম্হাকং সন্তিকং আগচ্ছন্তস্সেবায়ং
লাভসক্কারো উপ্পজ্জতি, উদাহু অএংএথ গচ্ছন্তস্সাপি
উপ্পজ্জতী’তি । ‘আনন্দ মম সন্তিকং আগচ্ছন্তস্সাপি
অএংএথ গচ্ছন্তস্সাপি তস্স উপ্পজ্জতেব । অয়এহি
উপাসকো সন্ধো পসন্নো সম্পন্নসীলো, এবরুপো পদুংগলো
যং যং পদেসং ভজতি, তথ তথেবস্স লাভসক্কারো নিব্বত্ত-
তী’তি বহু ইমং গাথমাহ—

*

*

*

চিন্তগৃহগতির উপাখ্যান । ৭ ।

‘শ্রদ্ধাবান’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চিন্তগৃহ-
পতিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই উপাখ্যান ‘বালবর্গে’
‘অসন্তং ভাবনমিচ্ছেয্য’ ইত্যাদি গাথাবর্গনায় (ধম্মপদ, স্লোক ৭৩) বিস্তারিত
হইয়াছে । সেখানে উক্ত হইয়াছে—

‘ভন্তে, এই উপাসকের লাভসংকার কি আপনার নিকট আসিলেই উৎপন্ন
হয়, নাকি অন্যত্র যাইলেও উৎপন্ন হয় ?’

‘আনন্দ, আমার নিকট আসিলেও উৎপন্ন হয়, অন্যত্র যাইলেও উৎপন্ন
হয় । এই উপাসক শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, শীলসম্পন্ন,—এইরূপ ব্যক্তি যেখানেই
যান না কেন, সেখানেই তাঁহার জন্য লাভসংকার উৎপন্ন হয় ।’—ইহা বলিয়া
শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সন্ধো সীলেন সম্পন্নো, যসোভোগসম্পিতো ।

যং যং পদেসং ভজতি, তথ তথৈব পূজিতো’তি ॥ ৩০৩ ॥

তথ ‘সন্ধোতি’ লৌকিয়লোকুত্তরসন্ধায় সমন্বাগতো ।
‘সীলেনা’তি আগারিয়সীলং, অনাগারিয়সীলন্তি দুর্বিধং
সীলং । তেসু ইধ আগারিয়সীলং অধিম্পেতং, তেন
সমন্বাগতোতি অথো । ‘যসোভোগসম্পিতো’তি যদিহসো
অনর্থপিণ্ডকাদীনং পণ্ডউপাসকসতপরিবারসংঘাতো
আগারিয়যসো, তাহিসেনেব যসেন ধনধণ্ডাংগাদিকো চেব
সন্তুবিধারিয়ধনসংঘাতো চাতি দুর্বিধো ভোগো, তেন
সমন্বাগতোতি অথো । যং যং ‘পদেসন্তি’ পূর্বাখ্যাদীসু
দিসাসু এবরূপো কুলপুত্রো যং যং পদেসং ভজতি, তথ
তথ এবরূপেন লাভসংকারেন পূজিতোব হোতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীন পাপদুর্গংসুতি ।

চিন্তাগৃহপতিবথু সন্তমং ।

‘শ্রদ্ধাবান, শীলসম্পন্ন, যশস্বী ও ধনবান পুরুষ যে যে প্রদেশে উপস্থিত
হন, সেখানেই তিনি সম্মানিত হন ।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ৩০৩ ।

অর্থ : ‘সন্ধো’—লৌকিয় ও লোকোত্তর শ্রদ্ধার দ্বারা সমন্বিত ।
‘সীলেন’ আগারিয়শীল এবং অনাগারিয় শীল—এই দ্বিবিধ শীল । ইহাদের
মধ্যে এখানে আগারিয় শীলই অভিপ্রেত ইহার দ্বারা সমন্বিত । ‘যসোভোগ-
সম্পিতো’—যেমন অনর্থপিণ্ডক প্রভৃতি পণ্ডশত উপাসক-পরিবার
আগারিয় যশসম্পন্ন, তাহঁদের দ্বারা—দুই প্রকার ভোগের দ্বারা, যেমন
ধনধান্যাদিক ভোগ এবং সন্তুবিধ-আর্থধন ভোগ-সমন্বিত এই অর্থ । ‘যং
যং পদেসং’ পূর্বাধি দিক সমূহে এইরূপ কুলপুত্র যেখানেই গমন করুন না
কেন, সেখানেই ঐদৃশ লাভসংকারের দ্বারা পূজিত হন ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ চিন্তাগৃহপতির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

চুলসুভদ্রাবধু । ৮

‘দূরে সন্তোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
অনার্থপিণ্ডিকস্স ধীতরং চুলসদুভদ্রং নাম আরব্ধ
কথেসি ।

অনার্থপিণ্ডিকস্স কির দহরকালতো পট্ঠায় উগ্ননগরবাসী
উগ্না নাম সেট্ঠিপদন্তো সহায়কো অহোসি । তে একা-
চরিয়কুলে সিম্পং উগ্নগহস্তা অঞ্‌ঞম্‌ঞ্‌ঞ্‌ কতিকং
করিংসু ‘অম্‌হাকং বয়ম্পত্তকালে পদন্তধীতাসু জাতাসু যো
পদন্তস্স ধীতরং বারোতি, তেন তস্স ধীতা দাতম্বা’তি ।
তে উভোপি বয়ম্পত্তা অন্তনো অন্তনো নগরে সেট্ঠিট্ঠানে
পতিট্ঠাহিংসু । অথেকস্মিং সময়ে উগ্নসেট্ঠি বণিজ্জং
পষোজ্জেন্তো পণ্ণহি সকটসতোহি সাবখিং অগমাসি । অনাথ-
পিণ্ডিকো অন্তনো ধীতরং চুলসদুভদ্রং আমন্তেহা, ‘অম্ম

ছোট সুভদ্রার উপাখ্যান । ৮ ।

‘সংপদরুষ দূরে থাকিয়াও’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে অনার্থপিণ্ডিকের কন্যা ছোট সুভদ্রাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তরুণ বয়স হইতেই উগ্ননগরবাসী উগ্ন নামক শ্রেষ্ঠপুত্র অনার্থপিণ্ডিকের
বন্ধু ছিলেন । তাঁহারা একই আচার্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করাকালে পরস্পর
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—‘আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তিকালে যখন পুত্র-কন্যা জন্ম-
গ্রহণ করিবে, তখন যে পুত্রের জন্য অন্যের কন্যা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে
কন্যা দান করিতে হইবে ।’ তাঁহারা উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ নগরে
শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । একবার উগ্নশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যের প্রয়োজনে
পশ্চত শকট লইয়া প্রাবলীতে আসিলেন । অনার্থপিণ্ডিক নিজকন্যা ছোট
সুভদ্রাকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—‘মা, তোমার পিতা উগ্নশ্রেষ্ঠ আসিয়াছেন

পিতা তে উগ্গসেট্ঠি নাম আগতো, তস্স কত্ত্বস্বকিচ্ছং
সস্বং তব ভারো'তি আণাপেসি । সা 'সাধু'তি পটি-
স্সদুগ্গিহ্বা তস্স আগতদিবসতো পট্ঠায় সহথেনেব সুপব্য-
জনাদীনি সম্পাদেতি, মালাগন্ধবিলেপনাদীনি অভিসংখ-
রোতি, ভোজনকালে তস্স নুহানোদকং পটিষাদাপেহ্বা
নুহানকালতো পট্ঠায় সস্বকিচ্ছানি সাধুকং করোতি ।
উগ্গসেট্ঠি তস্সা আচারসম্পত্তিং দিম্বা পসন্নচিত্তো এক-
দিবসং অনাথপিণ্ডিকেন সন্ধিং সুখকথায় সন্নিসিন্নো 'ময়ং
দহরকালে এবং নাম কতিকং করিমহা'তি সারেহ্বা চুল-
সদুভদ্রং অন্তনো পদন্তস্সথায় বারেসি । সো পন পকতিযাব
মিচ্ছাদিট্ঠিকো । তস্সা দসবলস্স তমথং আরোচেহ্বা
সথারা উগ্গসেট্ঠিস্সদুপনিস্সয়ং দিম্বা অনুএঽএহাতো
ভরিযায় সন্ধিং মন্তেহ্বা তস্স বচনং সম্পটিচ্ছহ্বা দিবসং

*

*

*

তাঁহার কৰ্তব্যকৃত্য সমস্তই তোমার ভার ।' কন্যাও 'বেশ, তাহাই হউক'
বলিয়া পিতার আদেশ পালন করিয়া উগ্রশ্রেষ্ঠি আসার দিন হইতে স্বহস্তে
সুপ-ব্যজনাদি প্রস্তুত করিত, মালা-গন্ধ-বিলেপনাদির ব্যবস্থা করিত,
ভোজনকালে তাঁহার জন্য স্নানোদকের ব্যবস্থা করিয়া স্নানকাল হইতে
সৰ্বকৃত্য ভালভাবে সম্পন্ন করিত ।

উগ্রশ্রেষ্ঠি তাহার আচারসম্পত্তি দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া একদিন অনাথ-
পিণ্ডিকের সঙ্গে বসিয়া সুখদুঃখের আলোচনাকালে 'আমরা তরুণবয়সে
এইরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম' বলিয়া স্মরণ করাইয়া ছোট স্ৰুভদ্রাকে তাঁহার
পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিলেন । উগ্রশ্রেষ্ঠি ছিলেন স্বভাবে মিথ্যাদৃষ্টিক ।
তাই অনাথপিণ্ডিক এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন, শাস্তা উগ্রশ্রেষ্ঠির উপ-
নিশ্রয়-সম্পত্তি দেখিয়া অনুমতি দেওয়াতে শ্রেষ্ঠি ভাষার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া
কথা দিলেন এবং বিবাহের দিন ধার্য করিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠি যেমন কন্যা
বিশাখাকে (মিগার শ্রেষ্ঠির পুত্র পদুৰ্ণবর্ধনকুমারের হস্তে) মহাসমারোহে এবং

ববথপেহা ধীতরং বিসাখং দহা উষ্যোজেন্তো ধনঞ্জযসেট্ঠি
 বিয় মহন্তং সঙ্কারং কহা সুভদ্দং আমন্তেহা ‘অম্ম, সসদুর-
 কুলে বসন্তিয়া নাম অন্তোঅপিং বহি ন নীহরিতম্বো’তি
 ধনঞ্জযসেট্ঠিনা বিসাখায় দিননয়েনব দস ওবাদে দহা ‘সচে মে
 গতট্ঠানে ধীতু দোসো উপ্পজ্জতি, তুম্হেহি সোধেতম্বো’
 তি অট্ঠকুটুম্বিকে পাটিভোগে গহেহা তস্সা উষ্যোজন-
 দিবসে বুদ্ধপ্পমুখস্স ভিক্কুসঙ্ঘস্স মহাদানং দহা পুরিম-
 ভবে ধীতরা কতানং সুচরিতানং ফলবিভূতিং লোকস্স
 পাকটং কহা দস্সেসন্তো বিয় মহন্তেন সঙ্কারেন ধীতরং
 উষ্যোজেসি। তস্সা অনুপদম্বেন উগ্ননগরং পত্তকালে
 সসদুরকুলেন সন্ধিং মহাজনো পচ্ছদ্গমনমকাসি।

সাপি অন্তনো সিরিবিভবং পাকটং কাতুং বিসাখা বিয়
 সকলনগরস্স অন্তানং দস্সেসন্তী রথে ঠহা নগরং পবিসিহা

*

*

*

বরষাগ্রীর মহা সংকার করিয়া সমর্পণের সময় দশবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন,
 অনার্থপিণ্ডিকও কন্যা সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন—‘মা শ্বশুরকুলে বাস
 করিবার সময় ঘরের আগুন বাহিরে লইয়া যাইও না’... ইত্যাদি দশবিধ
 উপদেশ [ধম্মপদ অট্ঠকথায় বিসাখার উপাখ্যান দ্রষ্টব্য (১/৫২)] দিয়া
 ‘যদি শ্বশুরকুলে আমার কন্যার কোন দোষ উৎপন্ন হয়, তোমরা শুদ্ধ করিয়া
 দিবে’ বলিয়া আটজন কুটুম্বিককে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত করিয়া কন্যার
 শ্বশুরকুল উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া
 পূর্বজন্মে কন্যার দ্বারা কৃত সুকর্মসমূহের ফলবিভূতি জনগণের নিকট
 প্রকটিত করিয়া দর্শন করাইবার ন্যায় মহাসংকার সহকারে কন্যাকে বিদায়
 দিলেন। ক্রমে উগ্ননগর প্রাপ্ত হইলে শ্বশুরকুলের সহিত বিশাল জনতা
 তাহার প্রত্যাগমন করিলেন।

কন্যাও নিজের শ্রীবৈভব প্রকটিত করিবার জন্য বিসাখার ন্যায় সকল
 নগরবাসীকে নিজেকে প্রদর্শিত করিবার জন্য রথে দাঁড়াইয়া নগরে প্রবেশ

নাগরেহি পেসিতে পল্লাকারে গহেহা অনদ্রুপবসেন তেসং
 তেসং পেসেস্তুী সকলনগরং অন্তনো গুণেহি একাবন্ধম-
 কাসী। মঙ্গলদিবসাদীসু পনস্সা সসদুরো অচেলকানং
 সন্ধারং করোস্তো ‘আগন্তা অম্‌হাকং সমণে বন্দত’তি
 পেসেসি। সা লজ্জায় নণ্ণে পস্সিতুং অসক্কোন্তী গন্তুং
 ন ইচ্ছতি। সো পদনপ্পদনং পেসেস্বাপি তায় পটিক্‌খিত্তো
 কুজ্জিহ্বা ‘নীহরথ ন’ন্তি আহ। সা ‘ন সন্ধা মম অকারণেন
 দোসং আরোপেতু’ন্তি কুট্টম্বিকে পক্কোসাপেহা তমথং
 আরোচেসি। তে তস্সা নিদ্দেশভাবং ঞ্জা সেট্‌ঠিং
 সঞ্‌ঞাপেসদুং। সো ‘অয়ং মম সমণে অহিরিকতি ন
 বন্দী’তি ভরিয়ায় আরোচেসি। সা ‘কীদিসা নু থো
 ইমিস্সা সমণা, অতিবিয় তেসং পসংসতী’তি তং পক্কো-
 সাপেহা আহ—

•

*

•

করিয়া নাগরিকগণকর্তৃক প্রেরিত উপদোকনাদি গ্রহণ করিয়া অনদ্রুপভাবে
 উপদোকন তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া সকল নগরবাসীকে নিজ গুণের দ্বারা
 আপন করিয়া লইলেন। মঙ্গল-দিবসসমূহে তাঁহার শব্দর অচেলক
 (=দিগম্বর) সাধুদের সেবাসংকার করা কালে বধুমাতার নিকট সংবাদ
 পাঠাইলেন—‘এখানে আসিয়া আমাদের শ্রমণদের বন্দনা কর।’ কন্যা লজ্জায়
 নগ্ন সন্ন্যাসীদের দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া ঘাইতে চাইলেন না। শব্দর
 পদনঃপদনঃ সংবাদ পাঠাইয়াও বধুমাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ
 হইয়া বলিলেন—‘ইহাকে আমার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দাও।’ স্ভদ্রা
 বলিলেন—‘আমাকে অকারণে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না’ বলিয়া কুট্ট-
 ম্বিকগণকে ডাকাইয়া ঐসব বিষয় তাঁহাদের কণ্‌গোচর করিলেন। তাঁহারা
 কন্যার নিদেষভাব জানিয়া শ্রেষ্ঠিকে বদ্বাইলেন। শ্রেষ্ঠি ভাষাকে জানাইলেন—
 ‘এই বধু আমার শ্রমণদের নিলজ্জ বলিয়া বন্দনা করিতেছে না।’ ভাষা
 ‘তাহার শ্রমণগণই বা কিরূপ, যাহাদের সে এত প্রশংসা করিতেছে?’—বলিয়া
 বধুকে ডাকাইয়া বলিলেন—

‘কীদিসা সমণা তুয়ং, বালং থো নে পসংসসি ।
কিংসীলা কিংসমাচারো, তং মে অক্খাহি পুচ্ছিতাতি ॥

[অঙ্গুত্তরনিকায় অট্টকথা ২. ৪. ২৪]

অথস্সা সুভদ্দা বুদ্ধানণ্ণেব বুদ্ধসাবকানণ্ণ গুণে
পকাসেন্তী—

‘সন্তিন্দ্রিয়া সন্তমানসা, সন্তং তেসং গতং ঠিতং ।

ওকুখিত্তকখু মিতভাণী, তাদিসা সমণা মম ॥

‘কায়কম্মং সুচি নেসং, বাচাকম্মং অনাবিলং ।

মনোকম্মং সুবিসুদ্ধং, তাদিসা সমণা মম ॥

‘বিমলা সত্ত্বমুত্তাভা, সুদ্ধা অন্তরবাহিরা ।

পুণ্ণা সুদ্ধোহি ধম্মেহি, তাদিসা সমণা মম ॥

‘লাভেন উন্নতো লোকো, অলাভেন চ ওনতো ।

লাভালাভেন একট্টা, তাদিসা সমণা মম ॥

*

*

*

‘তোমার শ্রমগণা কীদৃশ, তুমি যে তাহাদের এত প্রশংসা করিতেছ ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল তাহাদের শীলই বা কি, আচারই বা কি ?’

তখন সুভদ্দা বুদ্ধগণ এবং বুদ্ধ শ্রাবকগণের গুণাবলী প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন—

‘আমার শ্রমগণ শাস্তেন্দ্রিয়, শাস্তমানস, তাহাদের গমন, স্থিতি শাস্ত ; তাহারা অধোচক্ষু (হইয়া চলেন) এবং মিতভাষী ।

‘তাহাদের কায়কর্ম বিশুদ্ধ, বাক্কর্ম অনাবিল । মনঃকর্ম সুবিশুদ্ধ... তাদৃশ আমার শ্রমগণ ।

‘তাহারা সত্ত্ব-মুত্তাভার ন্যায় বিমল, ভিতরে বাহিরে শুদ্ধ, শুদ্ধ ধর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ... তাদৃশ আমার শ্রমগণ ।

‘এই জগতের লোকেরা লাভ হইলে অহংকারী হয় ; অলাভ হইলে মূহমান হয় । লাভ এবং অলাভে তাহারা সমতা প্রদর্শন করেন ।... তাদৃশ আমার শ্রমগণ ।

‘যসেন উন্নতো লোকো, অযসেন চ ওনতো ।

যসাযসেন একট্ঠা, তাদিসা সমণা মম ॥

‘পসংসাযন্নতো লোকো, নিন্দাযাপি চ ওনতো ।

সমা নিন্দাপসংসাস, তাদিসা সমণা মম ॥

‘সুথেন উন্নতো লোকো, দুক্খেনাপি চ ওনতো ।

অকম্পা সুখদুক্খেস, তাদিসা সমণা মমা’তি ॥

এবমাদীহি বচনেহি সস্সং তোসেসি ।

অথ নং ‘সক্কা তুব সমণে অম্‌হাকম্পি দস্সেসু’ন্তি বহ্বা

‘সক্কা’তি বদন্তে ‘তেন হি যথা ময়ং তে পস্সাম, তথা

করোহী’তি বদন্তে সা ‘সাধু’তি বদ্বস্পমুখস্স ভিক্খু-

সস্সম্ম মহাদানং সস্সেজ্জা উপরিপাসাদতলে ঠত্ঠা জেত্ঠ-

•

•

•

‘এই জগতের লোকেরা যশ পাইলে অহংকারী হয়, অযশ লাভ হইলে মহ্যমান হয়। যশ এবং অযশে তাঁহারা সমতা প্রদর্শন করে...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ ।

‘এই জগতের লোকেরা প্রশংসা পাইলে অহংকারী হয়, নিন্দালাভ করিলে মহ্যমান হয়। তাঁহারা নিন্দা-প্রশংসায় সমদর্শী।...তাদৃশ আমার শ্রমণগণ ।

‘এই জগতের লোকেরা সুখলাভ করিলে দাম্ভিক হয়, দুঃখলাভ করিলে মহ্যমান হয়। তাঁহারা সুখ-দুঃখে অবিচল থাকেন। তাদৃশ আমার শ্রমণগণ ।’—ইত্যাদি বচনের দ্বারা সুভদ্রা শাস্ত্রভীমাতাকে তুষ্ট করিলেন ।

তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : ‘তুমি তোমার শ্রমণদের আমাদিগকে দেখাইতে পার ?’

‘হ্যাঁ পারি !’

‘তাহা হইলে, ব্যবস্থা কর যাহাতে আমরা তাঁহাদের দর্শন লাভ করি ।’

‘বেশ, তাহাই হউক’—বলিয়া সুভদ্রা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য মহাদান সজ্জিত করিয়া প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া জেতবনান্নিমুখী হইয়া

বনাভিমুখী সঙ্কটং পশুপতিটীতিেন বন্দিত্বা বুদ্ধগুণে
 আবজ্জিত্বা গন্ধবাসপদ্মপুষ্পধুমোহি পূজং কত্ত্বা, 'ভন্তে,
 স্বাতনায় বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিমন্তেমি, ইমিনা মে
 সপ্প্রাণেন সথা নিমন্তিতভাবং জানাতু'তি সুমন-
 পদ্মফানং অট্ট মট্টীষো আকাসে থিপি । পদ্মফানি
 গন্ধা চতুপারিসমজ্জা ধম্মং দেসেন্তস্স সখানো উপরি
 মালাবিতানং হত্ত্বা অট্টংসু । তস্মিং থণে অনার্থপিণ্ড-
 কোপি ধম্মকথং সুত্তা স্বাতনায় সথারং নিমন্তেসি । সথা
 'অধিবুখং ময়া, গহপতি, স্বাতনায় ভত্ত'ন্তি বহা 'ভন্তে,
 ময়া পুরেতরং আগতো নথি, কস্স নু থো বো অধি-
 বুখ'ন্তি বত্তে 'চুলসদ্ভদ্রায়, গহপতি, নিমন্তিতো'তি
 বহা 'ননু ভন্তে, চুলসদ্ভদ্রা দুরে বসতি ইতো বীসতিযো-

*

*

*

সাদরে পশুপতিটীতিের দ্বারা বন্দনা করিয়া বুদ্ধগুণসমূহ স্মরণ করিয়া গন্ধ-
 বাস-পদ্ম-ধূপাদির দ্বারা পূজা করিয়া এই সঙ্কল্প করিয়া আটটি সুমন-
 পদ্ম আকাশে ক্ষেপণ করিলেন—'ভন্তে, আগামীকালের জন্য আমি বুদ্ধ-
 প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিতেছি । এই চিহ্নের দ্বারা (অর্থাৎ উর্ধ্বে
 উৎক্ষিপ্ত অষ্ট সুমনপদ্ম) শাস্তা নিমন্তিতভাব জানুন ।' পদ্মসমূহ যাইয়া
 চারিপারিষদমধ্যে ধর্মদেশনারত শাস্তার মস্তকোপরি মালাবিতানের ন্যায়
 অবস্থান করিল । সেই মূহুর্তে 'অনর্থপিণ্ডকও ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া
 পরদিবসের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । শাস্তা বলিলেন—'হে গৃহপতি,
 আমি ত আগামীকালের জন্য (অন্যত্র) নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছি ।'

'ভন্তে, আমায় আগে নিশ্চয়ই কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই । আপনি কাহার
 নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন ?'

'হে গৃহপতি, আমি ছোট স্বেদ্রার দ্বারা নিমন্তিত হইয়াছি ।'

'ভন্তে, ছোট স্বেদ্রা ত অনেক দূরে থাকে, এই স্থান হইতে বিশশত
 যোজনের মাথায় ।'

জনসতমথকে'তি বদন্তে, 'আম গহপতি, দূরে বসন্তাপি হি
সম্পদ্বিসা অভিমন্থে ঠিতা বিয় পকাসেন্তী'তি বহ্না ইমং
গাথমাহ—

‘দূরে সন্তো পকাসেন্তি, হিমবন্তোব পম্বতো ।
অসন্তেথ ন দিম্সন্তি, রন্তিৎ খিত্তা যথা সরা’তি ।

৩০৪ ।

তথ ‘সন্তোতি’ রাগাদীনং সন্ততায় বদ্বাদযো সন্তা নাম ।
ইধ পন পদ্ববদ্বক্সেদ্ব কতাধিকারা উস্সনকুসলমূলা ভাবিত-
ভাবনা সন্তা সন্তোতি অধিম্পেতা । ‘পকাসেন্তীতি’ দূরে
ঠিতাপি বদ্বানং ঐগণপথং আগচ্ছন্তা পাকটা হোন্তি ।
‘হিমবন্তো বাতি’ যথা হি তিযোজনসহস্সবিথতো পণ্ড-
যোজনসতুস্বেধো চতুরাসীতিষা কূটসহস্সেহি পটিম্মিডতো
হিমবন্তপম্বতো দূরে ঠিতানম্পি অভিমন্থে ঠিতো বিয়

•

•

•

‘হ্যাঁ গহপতি, দূরে থাকিলেও সংপদ্বদ্বগণ সম্মুখে দাড়ায়মান আছেন
বলিয়া প্রতিভাত হয় ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ
করিলেন—

‘সংপদ্বদ্বগণ হিমালয় পর্বতের ন্যায় দূর হইতেও প্রকাশিত হন, কিন্তু
অসং ব্যক্তি রাতে নিষ্কিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্ট হয় না ।’ —ধম্মপদ,
শ্লোক ৩০৪ ।

অম্বয় : ‘সন্তো’ রাগাদিকে শাস্ত করিয়াছেন বলিয়া বদ্বাদিকে ‘সন্ত’
বলা হয় । এই স্থলে অবশ্য পদ্ববদ্বগণের প্রতি কৃতাধিকার, পর্যাপ্ত-কুশল-
মূল, ভাবিতভাবনা সন্তগণকে ‘সন্ত’ বলা হইয়াছে । ‘পকাসেন্তি’—দূরে
স্থিত হইলেও বদ্বগণের জ্ঞানপথে আসিয়া প্রকটিত হয় । ‘হিমবন্তো বা’
যেমন ত্রিসহস্সযোজন বিস্তৃত, পঞ্চশত যোজন উচ্চ, চতুরশীতি সহস্স কূট-
প্রতিম্মিডিত হিমালয় পর্বত দূরে স্থিত হইলেও সম্মুখে বর্তমানরূপে

পকাসেতি, এবং পকাসেন্তীতি অথো । ‘অসন্তেথাতি’
 দিট্ঠধম্মগরুকা বিতিগ্নপরলোকা আমিসচক্খুকা
 জীবিকথায় পস্বজিতা বালপদ্মগলা অসন্তো নাম, তে এথ
 বুদ্ধানং দক্খিণস্স জাণদ্দম্ভলস্স সন্তিকে নিসিন্ধাপি ন
 দিস্সন্তি ন পঞ্ঞাষন্তি । ‘রন্তিৎ খিত্তা’তি রন্তিৎ
 চতুরঙ্গসমম্বাগতে অন্ধকারে খিত্তসরা বিয় তথারুপস্স উপ-
 নিস্সয়ভূতস্স পদ্বহেতুনো অভাবেন ন পঞ্ঞায়ন্তীতি
 অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসুতি ।
 সঙ্কো দেবরাজা ‘সথারা সুভদ্দায় নিমন্তনং অধি-
 বাসিত’ন্তি এত্বা বিস্সকম্মদেবপুত্তং আণাপেসি—‘পণ্ড
 কুটাগারসতানি নিম্মিনিহা স্বে বুদ্ধম্পমুখং ভিক্খুসঙ্ঘং
 উগ্ননগরং নেহী’তি । সো পুন্নদিবসে পণ্ডসতানি
 কুটাগারানি নিম্মিনিহা জেতবনদ্বারে অট্ঠাসি । সত্থা

*

*

*

প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ প্রকাশিত হয় । ‘অসন্তেখ’ যাহারা পার্থিব ভোগসম্পদে
 পরিতৃপ্ত থাকিতে চায়, অথচ পারলৌকিক কতব্যকর্মে অবহেলা করে এবং
 জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রব্রজিত হইয়া থাকে । তাহারা বুদ্ধগণের জানু-
 ম্ভলের নিকটে অবস্থান করিলেও তাহাদের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হয় না ।
 ‘রন্তিৎ খিত্তা’ রাগ্রিবেলায়, চতুরঙ্গসমম্বাগত অন্ধকারে ক্ষিপ্ত শরের ন্যায় তদ্রূপ
 উপনিশ্রয়ভূত ব্যক্তির পদ্বহেতুর অভাবে জানিতে পারে না । [সেই অপকর্মরত
 মূর্খগণ পদ্বহেতুর অভাবে বুদ্ধগণের সঙ্ঘ শ্রবণ করিয়াও
 মার্গফললাভী হইয়া নির্বাণ উপলব্ধি করিতে পারে না ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

দেবরাজ শত্রু ‘সুভদ্দার নিমন্তন স্বীকার করিয়াছেন’ জানিয়া বিশ্বকর্মা
 আদেশ দিলেন—‘পণ্ডত কুটাগার নির্মাণ করিয়া আগামীকল্য বুদ্ধপ্রমুখ
 ভিক্ষুসঙ্ঘকে উগ্ননগরে লইয়া যাও ।’ বিশ্বকর্মা পরের দিন পণ্ডত কুটাগার
 নির্মাণ করিয়া জেতবনদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন । শাস্তা বাছিয়া বাছিয়া

উচ্চিনিদ্রা বিসদ্বন্ধখীণাসবানংযেব পণ্ডসতানি আদায় সপরি-
বারো কূটাগারেসু নিসীদিদ্রা উগ্ননগরং অগমাসি । উগ্ন-
সেট্ঠিপি সপরিবারো সুভদ্রায় দিন্ননষেনেব তথাগতস্স
আগতমগ্গং ওলোকেন্তো সথারং মহন্তেন সিরিবিভবেন
আগচ্ছন্তং দিম্বা পসন্নমানসো মালাদীহি মহন্তং সন্ধারং
করোন্তো সপরিবারো সম্পটিচ্ছিত্তা বন্দিদ্রা মহাদানং দত্তা
পুনঃপুনং নিমন্তেদ্বা সত্তাহং মহাদানং অদাসি । সথাপি স্স
সম্পায়ং সল্লক্খেদ্বা ধম্মং দেসেসি । তং আদিং কত্তা
চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । সথা
'চুলসুভদ্রায় অনঙ্গহণথং ত্বং ইধেব হোহী'তি অনুরুদ্ধ-
থেরং নিবত্তাপেদ্বা সারথিম্বেব অগমাসি । ততো পট্ঠায়
তং নগরং সন্ধাসম্পন্নং অহোসীতি ।

চুলসুভদ্রাবত্ন অট্ঠমং ।

বিশুদ্ধ অহংগণ হইতে পণ্ডিত লইয়া সপরিবার কূটাগারে বসিয়া
উগ্ননগরে গমন করিলেন । উগ্রশ্রেষ্ঠও সপরিবার সুভদ্রা-নির্দেশিত দিশায়
তথাগতের আগমনপথ অবলোকন করিয়া শাস্তাকে মহা গ্রীবৈভবের দ্বারা
আসিতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া মালাদির দ্বারা মহা সংকার করিয়া সপরিবার
শাস্তাকে স্বাগত জানাইয়া বন্দনা করিয়া মহাদান দিয়া পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ
করিয়া এক সত্তাহ যাবত মহাদান প্রদান করিলেন । শাস্তাও তাঁহাকে কুশল-
কর্মাদি সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া ধর্মদৈশনা করিলেন । উগ্রশ্রেষ্ঠ হইতে
সদর করিয়া চতুরশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মবোধ জাগ্রত হইল । শাস্তা—‘ছোট
সুভদ্রাকে অনঙ্গহীত করিবার জন্য তুমি এখানেই থাক’ বলিয়া অনুরুদ্ধ
স্ববিরকে রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন । ইহার পর হইতে সেই নগর-
বাসিগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিল ।

॥ ছোট সুভদ্রার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

একবিহারিখেরবখ । ১

‘একাসনন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো এক-
বিহারিখেরং নাম আরম্ভ কথেসি ।

সো কির থেরো এককোব সেয্যং কম্পতি, এককোব
নিসীদতি, এককোব চক্ষমতি, এককোব তিট্ঠতীতি
চতুপরিসন্তরে পাকটো অহোসি । অথ নং ভিক্খু, ‘ভন্তে,
এবরূপো নামায়ং থেরো’তি তথাগতস্সারোচেসদুং । সথা
‘সাধু সাধু’তি তস্স সাধুকারং দত্তা ভিক্খুনা নাম
পবিবিত্তেন ভবিতব্ব’ন্তি বিবেকে আনিসংসং কথেন্না ইমং
গাথম্মাহ—

‘একাসনং একসেয্যং, একো চরমতন্দিতো ।

একো দময়মত্তানং, বনন্তে রমিতো সিয়া’তি । ৩০৫ ।

একবিহারী ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১ ।

‘একাসন’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক এক-
বিহারী ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু একাকীই শয়ন করিতেন, একাকীই উপবেশন করিতেন,
একাকী চংক্রমণ করিতেন এবং একাকী দণ্ডায়মান হইতেন—ইত্যাদি ঘটনা
চারি পরিষদের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল । তখন ভিক্ষুগণ তথাগতকে
জানাইলেন—‘ভন্তে, এই ভিক্ষু এই প্রকার ।’ শাস্তা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া
তাহাকে সাধুবাদ দিয়া—‘ভিক্ষুদের উচিত জনশূন্য স্থানে থাকা’ বলিয়া
শাস্তা একাকীষের (নিজ’ন স্থানের) সূক্ষ্মের কথা বলিয়া এই গাথাটি
ভাষণ করিলেন—

‘যিনি একাসন নিষগ্ন, একশয্যাশায়ী ও অতন্দ্র একচারী হইয়া একান্তভাবে
নিজেকে দমন করেন, তিনি বনান্তে (নিজ’নবাসে) প্রীতীলাভ করেন ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩০৫ ।

তথ্য 'একাসনং একসেয্যন্তি' ভিক্ষুসহস্রমধ্যে মূলকম্ম-
ট্ঠানং অবিজাহিত্বা তেনেব মনসিকারেণ নিসিন্ধস্স আসনং
একাসনং নাম । লোহপাসাদসদিসেপি চ পাসাদে ভিক্ষু-
সহস্রমধ্যেপি পঞ্-এত্তে বিচিন্নপচ্চথরুপধানে মহারহে
সয়নে সতিং উপট্ঠপেত্বা দক্খিণেন পস্সেন মূলকম্মট্ঠান-
মনসিকারেণ নিপিন্ধস্স ভিক্ষুনো সেয্যা একসেয্যা নাম ।
এবরুপং একাসনং একসেয্যং ভজেথাতি অথো । 'অতন্দি-
তো'তি জঘ্ণবালং নিস্সায় জীবিতকম্পনেণ অকুসীতো হুত্বা
সম্বীরিয়াপথেসু একেব চরন্তোতি অথো । 'একো
দময়ন্তি' রত্তিট্ঠানাদীসু কম্মট্ঠানং অনুষঙ্গিত্বা মগ্গ-
ফলাধিগমবসেন একেব হুত্বা অন্তানং দমেন্তোতি অথো ।
'বনন্তে রমিতো সিয়াতি' এবং অন্তানং দমেন্তো ইত্তি-
পুৱিসসন্দাদীহি পবিবিত্তে বনন্তেষেব অভিরমিতো
ভবেয্য । ন হি সন্ধা আকিণ্ণবিহারিনা এবং অন্তানং
দমেতুন্তি অথো ।

•

•

•

অম্বয় : 'একাসনং একসেয্যং' ভিক্ষুসহস্রমধ্যেও মূল কর্মস্থান ত্যাগ না
করিয়া সেই মনস্কারের দ্বারা নিষগ্ন ব্যক্তির আসন একাসন । লোহপ্রাসাদসদৃশ
প্রাসাদেও ভিক্ষুসহস্রমধ্যে প্রজ্ঞপ্ত বিচিত্র চাদর ও উপাধানযুক্ত মহার্ঘ শয্যায়
স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে মূল কর্মস্থান মনস্কারের দ্বারা
নিপন্ন ভিক্ষুর শয্যা 'একশয্যা' । ঈদৃশ একাসন ও একশয্যার ভজনা কর—
এই অর্থ । 'অতন্দিতো' জঘ্ণাবল হেতু আরম্ভ বীরের দ্বারা জীবিত থাকিয়া
সমস্ত ঈর্ষাপথে একাকীই বিচরণ করেন—এই অর্থ । 'একো দময়ং'—রাত্রি-
স্থানাদিতে কর্মস্থান পালন করিয়া মার্গফল-অধিগমবশে একাকী নিজেকে
দমন করেন । 'বনন্তে রমিতো সিয়া' এইভাবে নিজেকে দমন করিয়া স্ত্রী-
পুত্রাদির শব্দশব্দ্য নির্জন বনান্তে অভিরমিত হইবে । বহুজনাকীর্ণ
হইয়া বিহার করিলে এইভাবে নিজেকে দমন করা সম্ভব নহে ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসু । ততো
পট্ঠায় মহাজনো একবিহারিকমেব পথেসীতি ।

একবিহারিথেরবথু নবমং ।

পকিলকবর্ণবর্ণনা নিট্ঠিতা ।

একবীসতিমো বণ্ণো ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ইহার
পর হইতে জনগণ একবিহারিক ভিক্ষুকেই প্রার্থনা করিতেন—পাইতে
অভিলাষী হইতেন ।

॥ একবিহারী ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

। প্রকীর্তকবর্ণ বর্ণনা সমাপ্ত ।

॥ একবিংশতিতম বর্ণ ॥

২২। নিরুপবগ্গো সুন্দরীপরিব্রাজিকাবধু। ১

‘অভূতবাদী’ ইত্যাদি ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
সুন্দরীং পরিব্রাজিকং আরব্ধ কথেসি।

‘তেন খো পন সময়েন ভগবা সঙ্কতো হোতি গরুদকতো
মানিতো পুজিতো’তি বখু বিখারতো উদানে আগতমেব।
অয়ং পনেন্থ সৎথেপো—ভগবতো কির ভিক্ষুসঙ্ঘস্স চ
পণ্ডনং মহানদীনং মহোঘসাদিসে লাভসঙ্কারে উৎপন্নে হত-
লাভসঙ্কারা অণ্ড্রো’তিথিয়া সুরিষুগমনকালে খজ্জো-
পনকা বিয় নিপ্পভা হুয়া একতো সন্নিপতিত্বা মন্তীয়িসু-
—‘ময়ং সমগ্গস্স গোতমস্স উৎপন্নকালতো পট্টায় হতলাভ-
সঙ্কারা, ন নো কোচি অখিভাবম্পি জানাতি, কেন নু খো

২২। নরক বগ্গ

সুন্দরী পরিব্রাজিকার উপাখ্যান। ১।

‘অভূতবাদী’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সুন্দরী
(নান্নী) পরিব্রাজিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

‘সেই সময় ভগবান সংকৃত, গুরুকৃত, মানিত এবং পূজিত’ ইত্যাদি
উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে ‘উদান’ গ্রন্থে (উদান—৩৮) বর্ণিত হইয়াছে। এখানে
তাহার সারসংক্ষেপ প্রদত্ত হইতেছে—ভগবানের ভিক্ষুসঙ্ঘের পঞ্চ মহানদীর
মহোঘসদৃশ লাভসংকার উৎপন্ন হইলে অন্যতীর্থীগণ লাভসংকারশূন্য
হইয়া সুষোদয়কালে খদ্যোতের (— জোনাকি পোকা) ন্যায় নিপ্প্রভ হইয়া
একত্রে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্ৰণা করিলেন—‘আমরা শ্রমণ গোতমের উৎপত্তিকাল
হইতে লাভসংকারশূন্য হইয়াছি, আমরা জীবিত আছি কি নাই তাহাও

সন্ধিং একতো হুত্বা সমণস্স গোতমস্স অবগ্গং উম্পাদেত্বা
 লাভসঙ্কারমস্স অন্তরধাপেয্যামা'তি । অথ নেসং এতদ-
 হোসি—‘সুন্দরীয়া সন্ধিং একতো হুত্বা সঙ্কদগিস্সামা'তি ।
 তে একদিবসং সুন্দরীং তিথিয়ারামং পবিসিত্বা বন্দিত্বা
 ঠিতং নালপিংসু । সা পুনপ্পুনং সল্লপন্তীপি পটিবচনং
 অলভিত্বা ‘অপি পনয্যা কেনচি বিহেঠিতথা'তি পদুছি ।
 ‘কিং, ভগিনি, সমণং গোতমং অম্হে বিহেঠেত্বা হতলাভ-
 সঙ্কারে কত্বা বিচরন্তং ন পস্সসী'তি ? ‘ময়া এথ কিং কাতুং
 বটুতী'তি ? ‘ত্বং খোসি, ভগিনি, অভিরূপা সোভগ্গ-
 প্পত্তা, সমণস্স গোতমস্স অযসং আরোপেত্বা মহাজনং তব
 কথং গাহাপেত্বা হতলাভসঙ্কারং করোহী'তি । সা তং
 সুত্বা ‘সাধু'তি সম্পটিচ্ছিত্বা পক্কন্তা ততো পট্ঠায়

*

*

*

কেহ খোঁজ করে না । কাহার সহিত মিলিত হইলে আমরা শ্রমণ গোতমের
 দূর্নাম উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার লাভ-সংকার হইতে বঞ্চিত করিতে
 পারি ।’ তখন তাঁহারা চিন্তা করিলেন—‘সুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হইলে
 আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে ।’ তাঁহারা একদিন সুন্দরীর তীর্থকারামে
 প্রবেশ করিলে সুন্দরী বন্দনা করিয়া একপাশেব' দাঁড়াইল, কিন্তু তাঁহারা
 কোন কথা বলিলেন না । সুন্দরী বারবার জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর
 না পাইয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল—‘আমরা কি কাহারও দ্বারা অপমানিত
 হইয়াছেন ?’

‘ভগিনি, তুমি কি দেখিতেছেনা শ্রমণ গোতম আমাদের অপমানিত করিয়া
 লাভসংকারশূন্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন ?’

‘তাহা হইলে এখানে আমাকে কি করিতে হইবে ?’

‘ভগিনি, তুমি হইতেছ অভিরূপা সৌভাগ্যপ্রাপ্তা । তুমি শ্রমণ গোতমের
 নিন্দা প্রচার করিয়া জনগণের আস্থা অর্জন কর এবং শ্রমণ-গোতমকে
 লাভসংকার হইতে বঞ্চিত কর ।’ সুন্দরী এই কথা শুনিয়া ‘বেশ তাহাই
 হউক’ বলিয়া তাঁহাদের সম্মতি প্রদান করিল । তীর্থকগণ চলিয়া গেলেন ।

মালাগন্ধবিলেপনকম্পূরকটুকফলাদীনি গহেত্বা স্মরণ
মহাজনস্স সখ্যং ধম্মদেসনং সুত্বা নগরং পবিসনকালে
জেতবনাভিমুখী গচ্ছতি, ‘কহং গচ্ছসী’তি চ পদুট্টা
‘সমগস্স গোতমস্স সন্তিকং গমিস্সামি । অহঞ্ছি তেন
সন্ধিং একগন্ধকুটিয়ং বসামী’তি বহ্বা অঞ্ঞতরস্মিং
তিথিয়ারামে বসিত্বা পাতোব জেতবনমগ্গং ওতরিত্বা নগরা-
ভিমুখী আগচ্ছন্তী ‘কিং সুন্দরি, কহং গতাসী’তি পদুট্টা
‘সমণেন গোতমেন সন্ধিং একগন্ধকুটিয়ং বসিত্বা তং কিলে-
সরতিয়া রমাপেত্বা আগতাম্হী’তি বদতি ।

অথ তে কতিপাহচ্চয়েন ধুত্তানং কহাপণে দত্বা ‘গচ্ছথ
সুন্দরিং মারেত্বা সমগস্স গোতমস্স গন্ধকুটিয়া সমীপে
মালাকচবরন্তরে নিক্খিপিত্বা এথা’তি বদিংসু । তে তথা
অকংসু । ততো তিথিয়া ‘সুন্দরিং ন পস্সামা’তি কোলাহলং
কত্বা রঞ্ঞো আরোচেত্বা ‘কহং বো আসঙ্কা’তি বদন্তা

*

*

*

তাহার পর হইতে সম্ম্যয় জনগণ শাস্তার ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া নগরে
প্রবেশকালে সুন্দরী মালা-গন্ধ-বিলেপন-কম্পূর-কটুক ফলাদি লইয়া
জেতবনাভিমুখী হইত । ‘সুন্দরি, তুমি কোথায় যাইতেছ ?’ জিজ্ঞাসা
করিলে বলিত—‘শ্রমণ গোতমের নিকট যাইতেছি, আমি তাঁহার সঙ্গে রাতে
একই গন্ধকুটিতে বাস করি ।’ এবং অন্য কোন তীর্থকারামে রাতি
অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালেই জেতবনমাগে অবতরণ করিয়া নগরাভিমুখী
হইত । লোকেরা জিজ্ঞাসা করিত—‘সুন্দরি, তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?’

‘শ্রমণ গোতমের সঙ্গে একই গন্ধকুটিতে রাতি অতিবাহিত করিয়া তাঁহাকে
রতিসম্ভোগের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি ।’

কিছুকাল পরে তীর্থকগণ ধূতদের টাকা দিয়া বলিলেন—‘যাও,
সুন্দরীকে হত্যা করিয়া শ্রমণ গোতমের গন্ধকুটির নিকটে আবর্জনাশূপে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া আইস ।’ তাহারা তাহাই করিল । তখন তীর্থকগণ ‘আমাদের
সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছেনা’ বলিয়া কোলাহল সুরু করিয়া দিলেন এবং
রাজাকে জানাইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনাদের আশঙ্কা কোথায় ?’

‘ইমেসদ্দিবসেসদ্দিভেতবনে বসতি, তথস্সা পবত্তি ন জানামা’তি বহ্বা ‘তেন হি গচ্ছথ, নং বিচিনথা’তি রঞ্ণে অন্ণেত্তাতা অন্তনো উপট্ঠাকে গহেত্তা ভেতবনং গন্ত্বা বিচিনন্তা মালাকচবরন্তরে তং দিস্সা মণ্ডকং আরোপেত্তা নগরং পবেসেত্তা “সমগস্স গোতমস্স সাবকা ‘সথারা কতং পাপকস্সং পটিচ্ছাদেস্সামা’তি সন্দরীং মারেত্তা মালাকচবরন্তরে নিক্কথিপিস্স”তি রঞ্ণে আরোচযিস্স । রাজা ‘তেন হি গচ্ছথ, নগরং আহি’ডথা’তি আহ । তে নগরবীথীস্স ‘পস্সথ সমগানং সাক্যপদ্দিত্তয়ানং কস্স’ন্তি আদীন বহ্বা পদ্দন রঞ্ণে নিবেসনদ্বারং আগমিস্স । রাজা সন্দরীয়া সরীরং আমকস্সানো অট্টকং আরোপেত্তা রক্খাপেসি । সারথিবাসিনো ঠপেত্তা অরিস্সাবকে সেসা যেভুযোন ‘পস্সথ সমগাসং সাক্যপদ্দিত্তয়ানং কস্স’ন্তি

*

*

*

‘এই কয়দিন সে ভেতবনেই থাকিত । তাহার পর তাহার আর কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না ।’

‘তাহা হইলে যান, খোঁজ করুন’—এইভাবে রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা নিজেদের শিষ্যদের লইয়া ভেতবনে যাইয়া খোঁজ করিতে করিতে আবজ্জ’নাস্তূপে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া মণ্ডে উঠাইয়া নগরে আনিয়া—“শ্রমগ গোতমের শ্রাবকগণ ‘শান্তাকৃত পাপকর্ম গোপন করিব’ বলিয়া সন্দরীকে হত্যা করিয়া আবজ্জ’নাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছে” বলিয়া রাজাকে জানাইলেন । রাজা বলিলেন—‘তাহা হইলে যান (সন্দরীর দেহ লইয়া) নগর পরিত্যক্ত করুন ।’ তাঁহারা নগরের সমস্ত শাস্ত্রায় ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইলেন—‘দেখুন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমগদের কর্ম’ ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় রাজার প্রাসাদদ্বারে আসিলেন । রাজা সন্দরীর দেহ শ্মশানে উচ্চবেদীতে স্থাপিত করাইয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন । আশ্রাবকগণ ব্যতিরেকে সকল শ্রাবস্তীবাসী ‘দেখ, শাক্যপুত্রীয় শ্রমগদের কর্ম’ ইত্যাদি বলিয়া নগরের ভিতরে ও বাহিরে

আদর্শনি বহু অন্তোনগরেপি বহিনগরেপি ভিক্খু অক্কো-
সন্তা বিচরন্তি । ভিক্খু তং পবত্তিং তথাগতস্স আরো-
চেসুং । সন্তা 'তেন হি তুম্হেপি তে মনুস্সে এবং পটি-
চোদেথা'তি বহু ইমং গাথমাহ—

‘অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি,

যো বাপি কহা ন করোমি চাহ ।

উভোপি তে পেচ্চ সমা ভবন্তি,

নিহীনকম্মা মনুজা পরথা'তি । ৩০৬ ।

তথ ‘অভূতবাদী’তি পরস্স দোসং অদিম্বাব মনুসাবাদং কহা
তুচ্ছেন পরং অব্ভাচিক্খন্তো । ‘কহা’তি যো বা পন
পাপকম্মং কহা ‘নহং এতং করোমী’তি আহ । ‘পেচ্চ
সমা ভবন্তী’তি তে উভোপি জনা পরলোকং গম্বা নিরয়ং
উপগমনেন গতিয়া সমা ভবন্তি । গতিষেব নেসং
পরিচ্ছিন্না, আয়ু পন নেসং ন পরিচ্ছিন্নং । বহুকণ্ণহি

*

*

*

ভিক্ষুদের তীরভাবে গালাগালি দিতে লাগিল । ভিক্ষুগণ এই ঘটনা
তথাগতকে জানাইলেন । শাস্তা বলিলেন—‘তাহা হইলে তোমরাও মনুষ্যগণকে
এইরূপ জানাও’—এবং এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

“অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে (অন্যায়) করিয়া ‘আমি করি নাই’
বলে, সেও নরকে গমন করে । এই উভয় হীনকর্মা মানুষ্যই পরলোকে
সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩০৬ ।

অন্বয় : ‘অভূতবাদী’ পরের দোষ না দেখিইয়াই মিথ্যা কথা বলিয়া
বৃথা অন্যকে অভিযুক্ত করে । ‘কহা’ যে ব্যক্তি পাপকর্ম করিয়া ‘আমি ইহা
করি নাই’ বলে । ‘পেচ্চ সমা ভবন্তি’—এই উভয়প্রকার ব্যক্তিই পরলোকে
যাইয়া নরকে যাইয়া সমগতি প্রাপ্ত হয় । তাহাদের গতি নির্দিষ্ট, কিন্তু

পাপকম্মং কহ্মা চিরং নিরয়ে পচ্ছসি, পরিত্তং কহ্মা
অপমত্তকম্মেব কালং। যস্মা পন নেসং উত্তিন্নম্পি
লামকমেব কম্মং, তেন বদন্তং—নিহীনকম্মা মনুজা
পরথা'তি। পরথাতি ইমস্স পন পদস্স পদুরতো
পেচ্চপদেন সম্বন্ধো। পেচ্চ পরথ ইতো গন্ত্বা তে নিহীন-
কম্মা পরলোকে সমা ভবন্তীতি অথো। দেসনাবসানে
বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসু'তি।

রাজা 'সুন্দরিয়্যা অঞ্ঞেহি মারিতভাবং জানাথা'তি
পদুরিসে উষ্যোজ়েসি। অথ তে ধুত্তা তেহি কহাপর্গেহি
সুদুরং পিবন্তা অঞ্ঞমঞ্ঞং কলহং করিৎসু। একো
একং আহ—'সুং সুন্দরিং একম্পহারেনেব মারেহ্বা মালাকচ-
বরন্তরে নিক্কথিপিহ্বা ততো লদ্ধকহাপর্গেহি সুদুরং পিবসি,
হোতু হোতু'তি। রাজপদুরিসা তে ধুত্তে গহেহ্বা রঞ্ঞো
দস্সেসু। অথ নে রাজা 'তুম্হেহি সা মারিতা'তি পদুচ্ছি।

*

*

*

আয়ু নির্দিষ্ট নহে। বহু পাপকর্ম করিয়া তাহারা নরকে বহুকাল পক
হয়, অল্প পাপকর্ম করিলে অল্পকাল পক হয়। যেহেতু উভয়েরই কর্ম
পাপকর্ম তাই বলা হইয়াছে—'নিহীনকম্মা মনুজা পরথ'। 'পরথ' এই পদের
পূর্বে 'পেচ্চ' পদের সম্বন্ধ। মরণান্তর (= পেচ্চ) পরলোকে (= পরথ)
এই স্থান হইতে যাইয়া হীনকর্ম মনুষ্যগণ পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয়।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা চরদের নিষ্পত্ত করিয়া বলিলেন—'সুন্দরীকে অন্য কাহারা হত্যা
করিয়াছে, খোঁজ নাও।' তখন সেই ধূর্তগণ (তীর্থকগণ প্রদত্ত) ঐ টাকার
দ্বারা সুরাপান করিয়া পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছিল। একে অন্যকে
বলিল—'তুমি সুন্দরীকে এক আঘাতে হত্যা করিয়া আবজ'নাস্ত্রুপে নিক্ষেপ
করিয়া লম্ব টাকায় সুরাপান করিতেছ। বেশ, বেশ।' রাজপদুরদ্বগণ সেই
ধূর্তদের লইয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমরা সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছ?'

‘আম, দেবা’তি । ‘কেহি মারাপিতা’তি ? ‘অঞ্ঞ-
তিথিষেহি, দেবা’তি । রাজা তিথিষে পক্কোসাপেত্তা
পদ্বিচ্ছি । তে তথেব বদিংসু । তেন হি গচ্ছথ তুম্হে
এবং বদন্তা নগরং আহি’ডথ—‘অয়ং সুন্দরী সমণস্স
গোতমস্স অবল্লং আরোপেতুকামেহি অম্হেহি মারাপিতা,
নেব সমণস্স গোতমস্স, ন সাবকানং দোসো অথি, অম্হা-
কমেব দোসো’তি । তে তথা করিংসু । বালমহাজ্জানো
তদা সন্দহি, তিথিযাপি ধুত্তাপি পদ্বিসবধদ’ডং পাপদ্বিগিং-
সু । ততো পট্ঠায় বুদ্ধানং সঙ্কারো মহা অহোসী’তি ।

সুন্দরীপরিব্রাজিকাবন্ধু পঠমং ।

‘হঁ্যা, মহারাজ ।’

‘কাহাদের কথায় হত্যা করিয়াছ ?’

‘মহারাজ, অন্যতীর্থিকদের কথায় ।’

রাজা তীর্থিকগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহারাও তাহাই
বলিলেন ।

রাজা বলিলেন—“তাহা হইলে আপনারা যান । সমগ্র নগরে এই বলিয়া
পরিভ্রমা করুন—‘এই সুন্দরীকে আমরাই হত্যা করিয়াছি । আমরাই
সুন্দরীকে দিয়া শ্রমণ গোতমের দুর্নাম প্রচার করিয়াছি । শ্রমণ গোতমেরও
কোন অপরাধ নাই, তাঁহার শিষ্যদেরও কোন অপরাধ নাই । আমাদেরই
অপরাধ ।’” তাঁহারা তাহাই করিলেন । মূর্খ জনগণ তখন বিশ্বাস করিল ।
তীর্থিকগণ এবং ধূর্তগণ মনুষ্য হত্যার দণ্ড প্রাপ্ত হইল । ইহার পর ইহঁতে
বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবাসংকার আরও বৃদ্ধি পাইল ।

॥ সুন্দরী পরিব্রাজিকার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

দুচ্চরিতফলপীলিতবধু । ২

‘কাসাবক’ঠা’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
দুচ্চরিতফলানুভাবেন পীলিতে সন্তে আরব্ধ কথেসি ।
আয়স্মা হি মোংগল্লানো লক্খণথেরেন সন্ধিং গিঙ্ককুটা
ওরোহন্তো অট্ঠিসংখলিকপেতাদীনং অন্তভাবে দিস্বা
সিতং করোন্তো লক্খণথেরেন সিতকারণং পদুট্ঠো
‘অকালো, আবদুসো, ইমস্স পঞ্‌ঞস্স, তথাগতস্স সন্তিকে
মং পদুচ্ছেয্যাসী’তি বহ্বা তথাগতস্স সন্তিকে থেরেন পদুট্ঠো
অট্ঠিসংখলিকপেতাদীনং দিট্ঠভাবং আচিক্খিত্বা
‘ইধাহং, আবদুসো, গিঙ্ককুটা পস্বতা ওরোহন্তো অন্দসং
ভিক্খুং বেহাসং গচ্ছন্তং, তস্স সঙ্ঘাটিপি আদিত্তা সম্প-
জ্জলিতা সজ্জোতিভূতা...কাযোপি আদিত্তো’তি আদিনা

*

*

*

দুচ্চরিতফলপীড়িতের উপাখ্যান । ২ ।

‘কাসাবক’ঠা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগুবনে অবস্থানকালে
দুচ্চরিতফলপ্রভাবে পীড়িত সত্ত্বগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

আয়ুস্মান মোদ্‌গল্যায়ন লক্ষণস্থবিরের সঙ্গে গৃধ্রকূট হইতে অবতরণের
সময় কঙ্কালরূপী প্রেতগণকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন । লক্ষণস্থবির ইহার
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—‘আবদুসো, এই প্রশ্নের জন্য এখন
সময় নহে । তথাগতের সম্মুখে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ।
তারপর তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে লক্ষণস্থবির ঐ প্রশ্ন মোদ্‌গল্যায়ন
স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । (মোদ্‌গল্যায়ন বলিলেন —) ‘আবদুসো আমি
গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণের সময় আকাশমার্গে গমনরত ভিক্ষুকে
দেখিয়াছি ষাঁহার সঙ্ঘাটিও আদীপ্ত, প্রজ্বলিত, সজ্জোতিভূত...কাযও

নয়ন সন্ধিং পশুচীবরকায়বন্ধনাদীহি ডব্‌হ্মানে পশু
সহধর্ম্মিকে আরোচেসি । সখা তেসং কস্সপদসবলস্স
সাসনে পব্বজিত্বা পব্বজ্জায় অনুরূপং কাতুং অসক্কোত্তানং
পাপভাবং আচিক্খিত্বা তস্মিং খণে তথ নিসিন্ধানং বহুদনং
পাপাভিক্খদনং দুর্জরিতকস্সস্স বিপাকং দস্সেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘কাসাবক’ঠা বহবো, পাপধম্মা অসঞ্‌ঞতা ।

পাপা পাপেহি কস্মেহি, নিরয়ং তে উপপজ্জরে’তি । ৩০৭ ।

তথ ‘কাসাবক’ঠা’তি কাসাবেন পলিবেঠিতক’ঠা । ‘পাপ-
ধম্মা’তি লামকধম্মা । ‘অসঞ্‌ঞতা’তি কায়াদিসংযম-
রহিতা, তথারূপা পাপপদংগলা অন্তনা কতোহি অকুসল-

*

*

*

আদীপ্ত’ ইত্যাদি রূপে গাত্র-চীবর-কায়বন্ধনাদি সহ দহ্যমান পাঁচজন
সহধর্ম্মিকের কথা তাঁহাকে জানাইলেন । শাস্তা জানাইলেন যে, কাশ্যপবুদ্ধের
সময় তাহারা প্রব্রজিত হইয়া প্রব্রজ্যার অনুরূপ বিধিনিষেধ পালন করিতে
না পারিয়া প্রেত হইয়া দহ্যমান হইতেছে । তারপর সেই মূহূর্তে সেখানে
উপবিষ্ট বহু পাপী ভিক্ষুর দুর্জরিত কর্মের বিপাক প্রদর্শন করিতে যাইয়া
এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘পাপধর্ম্মী (পাপাচারী) ও অসংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কাষায়বস্ত্র
পরিধানকারী হইলেও সেই বহুসংখ্যক পাপীরা পাপকর্মের ফলে নরকে
উৎপন্ন হয় ।’

ধম্মপদ, শ্লোক ৩০৭ ।

অম্বয় : ‘কাসাবক’ঠা’ কাষায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত ক’ঠ যাহাদের ।
‘পাপধম্মা’ হীনধর্ম্মা । ‘অসঞ্‌ঞতা’ কায়াদিসংযমরহিত । তদ্রূপ পাপী
ব্যক্তিগণ স্বকৃত অকুশল কর্মের ফলে নরকে উৎপন্ন হয় । নরকে পশু হইয়া

কস্মেহি নিরয়ং উপপজ্জন্তি, তে তথ পচ্ছিদ্বা ততো চুতা
বিপাকাবসেসেন পেতেসুদপি এবং পচ্ছন্তীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

দুচ্চারিতফলপীলিতবন্ধু দদতিয়ং ।

*

*

*

তাহারা সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বিপাকাবশেষে প্রেতলোকেও উৎপন্ন
হইয়া পক হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ দুচ্চারিতফলপীড়িতের উপাখ্যান ॥



বগ্গুম্মদাতীরিয়ভিক্খুবখ্খু । ৩

‘সেয্যো অযোগদলো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেসালিং উপনিম্মসায় মহাবনে বিহরন্তো বগ্গুম্মদাতীরিয়ে ভিক্খু আরম্ভ কথেসি । বথদ্ উত্তরিমন্নুসসধম্মপারাজিকে আগতমেব ।

তদা হি সথা তে ভিক্খু ‘কিং পন তুম্হে, ভিক্খবে, উদরস্সথায় গিহীনং অঞ্,ঞমঞ্,ঞস্স উত্তরিমন্নুসসধম্মস্স বল্লং ভাসিথা’তি বস্বা তেহি ‘আম, ভন্তে’তি বদন্তে তে ভিক্খু অনেকপরিষায়েন গরহিস্বা ইমং গাথমাহ—

‘সেয্যো অযোগদলো ভুত্তো, তত্তো অগ্গিসিখুপমো ।

যঞে ভুজ্জেষ্য দম্মসীলো, রট্ঠাপিণ্ডমসঞ্,ঞতো’তি । ৩০৮ ।



বগ্গুম্মদাতীরিয়ভিক্কুর উপাখ্যান । ৩ ।

‘সেয্যো অযোগদলো’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে মহাবনে অবস্থানকালে বগ্গুম্মদাতীরিয় ভিক্কুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । ‘উত্তরিমন্নুসসধম্মপারাজিকায়’ (পারাজিকা, ১৯৩ ইত্যাদি) এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ।

তখন শাস্তা সেই ভিক্কুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে ভিক্কুগণ, সত্যই কি তোমরা উদরপূর্তির জন্য গৃহীদের নিকট পরস্পরের উত্তরিমন্নুসধর্মের প্রশংসা করিয়া থাক ?’

‘হঁ্যা ভন্তে ।’

শাস্তা তখন নানা প্রকারে সেই ভিক্কুদের নিন্দা করিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিয়াছিলেন—

“যিনি দংশীল ও অসংযত (ভিক্কু) তাঁহার পক্ষে অগ্নিশিখোপম তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ শ্রেয়ঃ, তথাপি পরদত্ত ভিক্ষাপিণ্ড ভক্ষণ করা অনর্চিত ।”

—ধর্মপদ, শ্লোক ৩০৮ ।

তথ 'ষণ্ডে ভুঞ্জেয্যা'তি যং দৃশ্যসীলো নিশ্চলপদংগলো
 কায়াদীহি অসংগ্ৰহতো রট্ঠবাসীহি সন্ধায় দিনং রট্ঠ-
 পিণ্ডং 'সমগোম্হী'তি পটিজানন্তো গহেহা ভুঞ্জেযা, তন্তো
 আদিত্তো অপিগবল্লো অযোগদুলোব ভুন্তো সেয্যো সন্দর-
 তরো । কিং কারণা ? তম্পচ্চযা হি একোব অন্তভাবো
 ব্যায়েযা, দৃশ্যসীলো পন সন্ধাদেয্যং ভুঞ্জিহা অনেকানিপি
 জাতিসতানি নিরযে পচ্চেয্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুদীতি ।

বঙ্গদুর্দাতারিয়ারিভিক্খবুথু ততিয়ং ।

*

*

*

অম্বয় : 'ষণ্ডে ভুঞ্জেযা' যে নিজেকে শ্রমণ বলিয়া জানে অথচ দৃশ্যশীল,
 নিশীল, কায়াদিতে অসংযত তাহার পক্ষে জনসাধারণ কর্তৃক শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অম-
 ব্যঞ্জন, খাদ্যাভোজ্য ইত্যাদি ভোগ করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ
 করাই উত্তম । কেন ? কারণ ইহাতে একজন্মমাত্র দেহখানি দংশ হইবে ।
 কিন্তু যে দৃশ্যশীল হইয়াও সূক্ষ্মশীল ভিক্ষুরূপে প্রবৃত্তনা করিয়া জনসাধারণের
 শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যাদি পরিভোগ করে, তাহাকে বহু শত জন্ম নরকে দংশভোগ
 করিতে হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ বঙ্গদুর্দাতারিয়ারি ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

খেমকসেট্ঠিগুত্তবথ্ । ৪

চত্তারি ঠানানীর্গিত ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অনাত্ঠাপিণ্ডকস্স ভাগিনেয্যং খেমকং নাম সেট্ঠিপদত্তং
আরব্ভ কথেসি ।

সো কির অভিৰূপো অহোসি, যেভুয্বেন ইথিয়ো তং
দিম্বা রাগাভিভূতা সকভাবেন সন্তাতুং নাসক্খিংসু ।
সোপি পরদারকম্মাভিরতোব অহোসি । অথ নং রত্তিং
রাজপদুরিসা গহেত্বা রঞ্বেণো দস্সেসদুং । রাজা মহা-
সেট্ঠিস্স লজ্জামীতি তং কিণ্ণ অবত্বা বিস্সজ্জাপেসি ।
সো পন নেব বিরমি । অথ নং দুত্তিয়ম্পি ততিয়ম্পি
রাজপদুরিসা গহেত্বা রঞ্বেণো দস্সেসদুং । রাজা বিস্সজ্জা-
পেসিয়েব । মহাসেট্ঠি, তং পবত্তিং সুত্বা তং আদায় সথু

*

*

*

খেমকশ্রেষ্ঠিগুত্তের উপাখ্যান । ৪ ।

‘চত্তারি ঠানানি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
অনাত্ঠাপিণ্ডকের ভাগিনেয় খেমক নামক শ্রেষ্ঠিপদের উদ্দেশ্যে ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

খেমক ছিল সুদর্শন যুবক । চতুর্দিক হইতে যুবতী মেয়েরা তাহাকে
দেখিয়া রাগাভিভূত হইয়া নিজেদের সংবরণ করিতে পারিত না । খেমকও
তাই পরদারকম্মাভিরত ছিল । একদিন রাত্রে রাজপদুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া
রাজার নিকট লইয়া গেল । রাজা মহাশ্রেষ্ঠির প্রতি লজ্জাবশতঃ তাহাকে
কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন । কিন্তু সে তাহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই ।
তখন রাজপদুরুষেরা দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকট
লইয়া গেল । রাজা তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন । মহাশ্রেষ্ঠি সমস্ত
ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাকে লইয়া শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন এবং

সন্তিকং গম্বা তং পবত্তিং আরোচেহা, ‘ভস্কে, ইমস্স ধম্মং দেসেথা’তি আহ। সথা তস্স সংবেগকথং বহা পরদার-সেবনায় দোসং দস্সেসন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো,
আপজ্জতি পরদারূপসেবী।
অপদুণ্ণেলাভং ন নিকামসেয্যং,
নিন্দং ততীয়ং নিরয়ং চতুথং ॥ ৩০৯ ॥

‘অপদুণ্ণেলাভো চ গতী চ পাপিকা,
ভীতস্স ভীতায় রতী চ থোিকিকা।
রাজা চ দণ্ডং গরুদকং পণেতি,
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে’তি ॥ ৩১০

তথ ‘ঠানানী’তি দৃক্খকারণানি। ‘পমত্তো’তি সতি-
বোহস্সংগেন সমন্নাগতো। ‘আপজ্জতী’তি পাপদুর্গতি।
‘পরদারূপসেবী’তি পরদারং উপসেবন্তো উপপথচারী।

শাস্ত্রাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—‘ভস্কে, ইহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।’ শাস্ত্রা তাহার মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করিয়া পরদারসেবায় দোষ প্রদর্শন করিয়া এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন—

“পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ দঃখের চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—অপদুগ্ধাভ, নিদ্রাহীন অতৃপ্ত শয়ন, লোকনিন্দা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হইতেছে নরক গমন। তাহার অপদুগ্ধাভ এবং নরকাদি পাপগতি হয়। ভীত নরনারীর রতিও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সদ্ভরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপদুরুষ) সংসর্গ করিবে না।”

—ধম্মপদ, স্লোক ৩০৯—৩১০।

অর্থ : ‘ঠানানি’—দঃখের কারণসমূহ। ‘পমত্তো’ স্মৃতিভ্রষ্টতা। ‘আপজ্জতি’ প্রাপ্ত হয়। ‘পরদারূপসেবী’ পরদার উপসেবী, বিপথচারী।

‘অপদুঞ্ঞলাভ’ন্তি অকুশললাভং । ‘ন নিকামসেয্য’ন্তি যথা ইচ্ছতি, এবং সেয্যং অলভিত্বা অনিচ্ছিতং পরিশুকমেব কালং সেয্যং লভতি । ‘অপদুঞ্ঞলাভো চা’তি এবং তস্ম অয়ং অপদুঞ্ঞলাভো, তেন চ অপদুঞ্ঞেন নিরয-সংথাতা পাঁপিকা গতি হোতি । ‘রতী চ থোঁকিকা’তি যা তস্ম ভীতস্ম ভীতায় ইচ্ছিয়া সন্ধিং রতি, সাপি থোঁকিকা পরিত্তা হোতি । ‘গরুদক’ন্তি রাজা চ হথচ্ছেদাদিবসেন গরুদকং দণ্ডং পণেতি । ‘তস্মা’তি যস্মা পরদারং সেবন্তো এতানি অপদুঞ্ঞাদীনি পাপদুর্গতি, তস্মা পরদারং ন সেবেয্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে খেমকো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি । ততো পট্ঠায় মহাজনো সুখং বীতিনামেসি । কিং পনস্স পদ্ববকস্মন্তি ? সো কির কস্সপবুদ্ধকালে উত্তমমল্লো হুত্বা ধো সুবল্লপটাকা দসবলস্স কাণ্ণনুত্থুপে আরোপেত্বা পথনং

*

*

*

‘অপদুঞ্ঞলাভং’ অকুশললাভ । ‘ন নিকামসেয্যং’ যথেষ্টা শয়ন করিতে না পারিয়া অনীহঁসত সামান্য সময়মাত্র শয়ন করিতে পারে । ‘অপদুঞ্ঞলাভী চ’ এইভাবে তাহার অপদুগ্যালাভ হয়, সেই অপদুগ্য বা পাপের প্রভাবে নরক নামক পাঁপিকা গতি প্রাপ্ত হয় । ‘রতী চ থোঁকিকা’ ভীত ব্যক্তির ভীতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে রতি তাহাও স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয় । ‘গরুদকং’ রাজাও হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ড প্রদান করে । ‘তস্মা’ যেহেতু পরদার সেবন করিলে এইসব অপদুগ্য লাভ হইয়া থাকে, অতএব, পরদার সেবন করা উচিত নহে ।

দেশনাবসানে খেমক সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহার পর হইতে সে সুখে কালান্তিপাত করিয়াছে । তাহার পদ্ববকর্ম কি ছিল ? সে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে উত্তম মল্লবীর ছিল এবং দুইটি স্বর্ণপতাকা দশবলের (= বুদ্ধের) কাণ্ণনুত্থুপে আরোপিত করিয়া এইরূপ প্রার্থনা

পট্টপেসি ‘ঔপেহা ঐতিসালোহিত্তিখিষো অবসেসা মং
দিম্বা রজ্জস্তুতি । ইদমস্স পদ্বকস্সন্তি । তেন তং
নিব্বত্তানিব্বত্তট্টানে দিম্বা পরেসং ইতিখিষো সৰুভাবেন
সংঠাতুং নাসক্খিংসুতি ।

খেমকসেট্টপদ্বত্তবত্ত চতুথং ।

*

*

*

করিয়াছিল—‘আমার জ্ঞাতি স্ত্রীলোকগণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলে যেন
আমাকে দেখিয়া অনুরাগযুক্তা হয় ।’ ইহাই তাহার পূর্বকর্ম । তাই
তাহায় জন্মজন্মান্তরে তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ নিজেদের সংবরণ
করিতে পারিত না ।

॥ খেমক শ্রেষ্ঠপদ্বত্তের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



দুব্বাচাটিক্‌খুবথু । ৫

‘কুসো যথা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অএঃঞতরং দুব্বাচাটিক্‌খুং আরম্ভ কথেসি ।

একো কির ভিক্‌খু অসংগচ্চ একং তিণং ছিন্দিত্বা কুঙ্করুচে
উপ্পন্নে একং ভিক্‌খুং উপসঙ্কমিত্বা, ‘আবুসো, যো তিণং
ছিন্দতি, তস্ম কিং হোতী’তি তং অন্তনা কতভাবং আরো-
চেত্বা পদুচ্ছি । অথ নং ইতরো ‘ত্বং তিণস্স ছিন্নকারণা
কিণ্ণ হোতী’তি সএঃঞং করোসি, ন এথ কিণ্ণ হোতি,
দেসেত্বা পন মদুচ্চতী’তি বত্বা সয়ম্পি উভোহি হথোহি তিণং
লুণ্ণিত্বা অঙ্গাহেসি । ভিক্‌খু তং পবাত্তিং সথু আরো-
চেসুং । সথা তং ভিক্‌খুং অনেকপরিয়ায়েন বিগরহিত্বা
ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

দুর্বিনীত ভিক্ষুর উগাখ্যান । ৫ ।

‘কুসো যথা’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক
দুর্বিনীত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

জনৈক ভিক্ষু চিন্তা না করিয়া একটি তৃণ ছেদন করিয়া অনুতাপগ্রস্ত
হইয়া একজন ভিক্ষুর নিকট যাইয়া বলিলেন—‘আবুসো, যে তৃণ ছেদন করে
তাহার কি হয় ?’ তিনি নিজের কুকর্মের কথা ঐ ভিক্ষুকে জানাইলেন ।
ঐ ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন—‘তুমি তৃণ ছেদন করাতে তোমার কোন অন্যায়
হইয়াছে কিনা জানিতে ইচ্ছুক । কিন্তু ইহাতে কিছুই হয় না । দেশনা
করিলেই (পাপচিন্তা হইতে) মুক্ত হওয়া যায় ।’ ইহা বলিয়া তিনি নিজে
দুই হাতে তৃণ উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিলেন । ভিক্ষু এই বিষয় শাস্ত্রাকে
জানাইলেন । শাস্ত্রা দ্বিতীয় ভিক্ষুটিকে নানা প্রকারে নিন্দা করিয়া
ধর্মদেশনাকালে এই গাথাগদলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘কুসো যথা দঙ্গাহিতো, হথমেবান্দকন্ততি ।

সামএ-এং দঙ্গপরাট্টং, নিরয়ায়দপকড্‌তি ॥ ৩১১ ॥

‘যং কিণ্ড সিথিলং কম্মং, সংকিলট্টং যং বতং ।

সঙ্কসসরং ব্রহ্মচারিয়ং, ন তং হোতি মহক্ষলং ॥ ৩১২ ॥

‘কয়িরা চে কয়িরাথেনং, দল্‌হমেনং পরকমে ।

সিথিলো হি পরিব্বাজো; ভিয্যো আকিরতে রজ্‌ন্তি ॥

৩১৩ ॥

তথ ‘কুসো’তি যং কিণ্ড তিথিগধারং তিণং অন্তমসো
তালপন্নম্পি, যথা সো কুসো যেন দঙ্গাহিতো, তস্স হথং
অনন্দকন্ততি ফালোতি, এবমেব সমগধম্মসংখাতং সামএ-
এম্পি খণ্ডসীলাদিতায় দঙ্গপরামট্টং ‘নিরয়ায়দপকড্‌তি’
নিরয়ে নিব্বত্তাপেতীতি অথো । ‘সিথিল’ন্তি ওল্লীয়া
করণেন সিথিলগাহং কহ্বা কতং যং কিণ্ড কম্মং ।

*

*

*

“যেমন অসাবধানে গৃহীত কুশত্ব হস্তকেই কতন করে, এইরূপ
দুরাচারিত শ্রামণ্য নরকাভিমুখে আকর্ষণ করে ।

“শিথিল (উদ্যমহীন) কর্ম, কলুষিত ব্রত এবং আশংকা-স্মৃত
(— পরিশর্গকিত) ব্রহ্মচর্যের ফল ভাল হয় না ।

“যদি কুশল কর্ম করিতে হয়, তবে উহা দৃঢ় পরাক্রম সহকারেই করিবে ।
কারণ শিথিলভাবে অনর্দ্রিত সন্ন্যাস অধিকতর রজ্‌স্বই বিকিরণ করে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩১১—৩১৩ ।

অন্বয় : ‘কুসো’ যাহা কিছ্র তীক্ষ্ণধার ত্বণ, এমনকি তালপত্র, কুশ যদি
দঙ্গগৃহীত হয়, গৃহীতার হস্ত কতন করে, তদ্রূপ শ্রমণধর্ম নামক শ্রামণ্যও
যদি শীলভঙ্গাদি কারণে দুরাচারিত হয় তাহা ‘নিরয়ায়দপকড্‌তি’ নরকে
জন্মগ্রহণ করায় । ‘শিথিলং’ আলস্যবশতঃ করণের দ্বারা শিথিলভাবে কৃত

‘সংকলিট্ঠ’ন্তি রেসিয়াদিকেসু অগোচরেসু চরণেন
 সংকলিট্ঠং । ‘সঙ্কম্মসর’ন্তি সঙ্কাহি সরিতম্বং, উপো-
 সথাকিচ্চাদীসু অঞ্‌ঞতরকিচ্চেন সন্নিপতিতম্পি সঙ্ঘং
 দিম্বা ‘অদ্ধা ইমে মম চরিয়ং এত্তা মং উক্খিপতুকামাব
 সন্নিপতিতা’তি এবং অন্তনো আসঙ্কাহি সরিতং উসসিঙ্কিতং
 পরিসসিঙ্কিতং । ‘ন তং হোতী’তি তং এবরূপং সমগধম্ম-
 সঙ্ঘাতং ব্রহ্মচরিয়ং তস্স পুণ্ণালস্স মহপ্পলং ন হোতি,
 তস্স মহপ্পলাভাবেনেব ভিক্ষুদায়কানম্পিস্স ন মহ-
 প্পলং হোতীতি অথো । ‘কয়িরা চে’তি তস্মা যং কম্মং
 করেয্য, তং করেয্যাথেব । ‘দল্‌হমেনং পরক্কমে’তি
 থিরকতমেব কত্তা অবত্তসমাদানো হত্ত্বা এনং কয়িরা ।
 ‘পরিস্বাজো’তি সিথিলভাবেন কতো খণ্ডাদিভাবস্পন্তো
 সমগধম্মো । ‘ভিয্যো আকিরতে রজ্জ’ন্তি অবত্তন্তরে

*

*

*

যাহা কিছু কৰ্ম । ‘সংকলিট্ঠং’ বেশ্যাদি অগোচরে গমনের দ্বারা সংক্লিষ্ট
 (কলুষতার সহিত ব্রতানুষ্ঠান) । ‘সঙ্কম্মসরং’ শঙ্কার দ্বারা স্মৰ্তব্য,
 উপোসথকৃত্যাদি বা অন্য কোন কৃত্যের জন্য একত্রিত সঙ্ঘকে দেখিয়া ‘নিশ্চয়ই
 ইহারা আমার চরিত্র জানিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য একত্রিত
 হইয়াছেন’—এইভাবে নিজের আশঙ্কার দ্বারা স্মৃত উৎশিষ্ট পরিশিষ্ট ।
 (শিষ্ট দোলায়মান চিহ্নে উপোসথাদি পুণ্যকৰ্ম সম্পাদন করিলে মহা
 ফলদায়ক হয় না) । ‘ন তং হোতি’ এইরূপ শিষ্ট শ্রমগধৰ্ম নামক ব্রহ্মচৰ্য
 সেই ব্যক্তির নিকট মহাফলদায়ক হয় না । তাহার মহৎ ফলাভাবের কারণে
 যাহারা এতাদৃশ দংশীল ব্যক্তিকে দান করে, তাহারাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ
 করিতে পারে না । ‘কয়িরা চ’ অতএব, যাহা করিবে দৃঢ়তার সহিত করিবে ।
 ‘দল্‌হমেনং পরক্কমে’ সংকৰ্ম অনুষ্ঠান করিলে দৃঢ় পরাক্রম সহকারে সম্পাদন
 করা উচিত । ‘পরিস্বাজো’ শিথিলভাবে কৃত খণ্ডাদিভাবপ্রাপ্ত শ্রমগধৰ্ম ।
 ‘ভিয্যো আকিরতে রজ্জং’ এইরূপ শ্রমগধৰ্ম অভ্যস্তরে বিদ্যমান রাগরজাদিকে

বিজ্ঞমানং রাগরজাদিং এবরূপো সমগধম্মো অপনেতুং ন
সক্কোতি, অথ খো তস্স উপরি অপরম্পি রাগরজাদিং
আকিরতীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসু, সোপি
ভিক্ষু সংবরে ঠস্থা পছা বিপস্সনং বড্ঢ়েত্বা অরহত্তং
পাপদুগ্ধীতি ।

দুৰ্ঘচাভিক্ষুবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

দূর করিতে সমর্থ হয় না । অধিকন্তু ইহার উপরে আরও অধিক রাগরজাদি
বিকীর্ণ হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই
ভিক্ষু সংবর পালন করিয়া পরে বিপশ্যনা বর্ধিত করিয়া অর্হত্ত প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।

॥ দূর্বিনীত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



ইস্‌ সাপকতিখবখু । ৬

‘অকত’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
 অঞ্‌ঞতরং ইস্সাপকতং ইথিং আরব্ভ কথেসি ।
 তস্সা কির সামিকো একায় গেহদাসিয়া সন্ধিং সন্তবং
 অকাসি । সা ইস্সাপকতা তং দাসিং হথপাদেসু বান্ধিয়া
 তস্সা কল্লাসং ছিন্দিয়া একস্মিং গুল্লহগব্বে পক্খিপিয়া
 দ্বারং পিদিয়া তস্স কস্সস অন্তনা কতভাবং পটিচ্ছাদেতুং
 ‘এহি, অয্য, বিহারং গন্তা ধম্মং সুগণস্সামা’তি সামিকং
 আদায় বিহারং গন্তা ধম্মং সুগন্তী নিসীদি । অথস্সা
 আগম্মকঞাতকা গেহং আগম্মা দ্বারং বিবরিয়া তং বিম্প-
 কারং দিম্বা দাসিং মোচায়িসু । সা বিহারং গন্তা
 চতুপরিসমম্বে ঠিতা তমথং দসবলস্স আরোচেসি । সথা
 তস্সা বচনং সুদ্বা “দুচ্চারিতং নাম ইদং মে অঞ্‌ঞ ন

*

*

*

ঈষাগরায়ণার উপাখ্যান । ৬ ।

‘অকতং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোন এক
 ঈষালু স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাহার স্বামী এক গৃহদাসীর সঙ্গে ব্যাভিচার করিয়াছিল । সে তখন
 ঈষাবশতঃ সেই দাসীকে হাত-পা বাঁধিয়া নাক-কান কাটিয়া একটি গুপ্ত ঘরে
 নিক্ষেপ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং স্বকৃত কর্মকে গোপন করিবার
 জন্য—‘আর্য, চলুন আমরা ধর্মশ্রবণ করিতে যাই’ বলিয়া স্বামীকে সঙ্গে
 লইয়া বিহারে যাইয়া বসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে লাগিল । এদিকে তাহার
 আগম্মক জ্ঞাতিরা গৃহে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাসীর দুরবস্থা দেখিয়া
 তাহাকে মদুস্ত করিল । দাসী বিহারে যাইয়া চারি পরিষদ মধ্যে দাঁড়াইয়া
 ঐ ঘটনা দশবল বুদ্ধকে জানাইল । শাস্তা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন—
 “অল্পমাত্র হইলেও দুষ্টকর্ম করা উচিত নহে এই ভাবিয়া যে ‘অন্যেরা জানে না

জানন্তীৰ্ণিত অপ্পমত্তকম্পি ন কাতম্বং, অণ্ড্ৰ্ণস্মিং
অজানন্তেৰ্পি স্দুচরিতমেব কাতম্বং । পটিচ্ছাদেহা কতম্পি
হি দ্দুচরিতং নাম পচ্ছানদুতাপং কৰোতি, স্দুচরিতং
পামোজ্জমেব জনেতীৰ্ণিত বহা ইমং গাথমাহ—

‘অকতং দ্দুৰুটং সেযো, পচ্ছা তম্পতি দ্দুৰুটং ।

কতং স্দুৰুটং সেযো, যং কহা নানদুতম্পতীৰ্ণিত ॥ ৩১৪ ॥

তথ ‘দ্দুৰুট’স্তি সাবজ্জং অপায়সংবত্তনিকং কম্মং অকতমেব
সেযো বরং উত্তমং । ‘পচ্ছা তম্পতী’ৰ্ণিত তণ্ড্ৰ্ণিহ অন্দ-
স্সরিতান্দুস্সরিতকালে তম্পতিযেব । ‘স্দুৰুট’স্তি অনবজ্জং
পন স্দুখদায়কং স্দুগতিসংবত্তনিকমেব কম্মং কতং সেযো ।
‘যং কহা’ৰ্ণিত যং কম্মং কহা পচ্ছা অন্দুস্সরণকালে ন তম্পতি
নানদুতম্পতি, সোমনস্সজাতোব হোতি, তং কম্মং বরন্তি
অথো ।

*

*

*

আমি কি করিয়াছি ।’ আর অন্যেরা জানুক বা না জানুক স্দুৰুট করা
উচিত । দ্দুৰুট গোপন করিলে পশ্চাত্তাপ হয়, আর স্দুৰুট গোপন
করিলেও পরে স্দুখই প্রদান করে—ইহা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথাটী ভাষণ
করিলেন—

‘দ্দুৰুট না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ দ্দুৰুট পশ্চাতে অনদুতাপ দেয় ; তাদ্শ
সংকৰ্ম করাই শ্রেয়ঃ যাহা করিয়া পরে অনদুতাপ করিতে হয় না ।’

—ধৰ্ম্মপদ, শ্লোক ৩১৪ ।

অন্বয় : ‘দ্দুৰুট’ যে কৰ্ম দোষাবহ ও নরকের দিকে আকৰ্ষণ করে,
সেইরূপ কৰ্ম না করাই উত্তম । ‘পচ্ছা তম্পতি’ কারণ লোকে ইহা পুনঃ
পুনঃ স্মরণ করিয়া সন্তাপ ভোগ করে । ‘স্দুৰুট’ অনবদ্য, স্দুখদায়ক,
স্দুগতিপ্রদায়ী কৰ্ম করাই শ্রেয়ঃ । ‘যং কহা’ যেই কৰ্ম করিয়া পরে অন্দুস্মরণ
কালে অনদুতাপ করিতে হয় না, পুনঃ পুনঃ স্মরণে শান্তি ও আনন্দ আসে,
সেইরূপ সংকৰ্ম অনদুষ্ঠান করা উচিত ।

দেশনাবসানে উপাসকো চ সা চ ইথী সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংস্ৱ । তণ্ড পন দাসিং তথেব ভুজিস্সং কহ্বা
ধম্মচারিনিং করিংস্ৱতি ।

ইস্সাপকতিথিবথ্ৱ ছট্ঠং ।

*

*

*

দেশনাবসানে উপাসক এবং তাহার স্ত্রী সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।
সেই দাসীকেও সেই মন্থহুতে মন্থ করিয়া দিয়া ধর্মচারিণী করা হইল ।

॥ ঈষাপরায়ণার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্বলভিক্খুবথু । ৭

‘নগরং যথা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বহদুলে আগন্তুকে ভিক্খু আরভ্ত কথোসি ।

তে কির একস্মিং পচ্চন্তে বস্সং উপগন্ত্বা পঠমমাসে সুখং বিহরিসু । মস্সিমমাসে চোরা আগন্ত্বা তেসং গোচর-গামং পহরিস্বা করমরে গহেত্বা অগমংসু । ততো পট্ঠায় মনুস্সা চোরানং পটিবাহনথায় তং পচ্চন্তনগরং অভিসঙ্খ-রোন্তা তে ভিক্খু সন্ধচং উপট্ঠাতুং ওকাসং ন লভিসু । তে অফাসু কং বস্সং বসিত্বা বথুদস্সা সথু দস্সনায় সাবখিং গন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদিংসু । সথা তেহি সন্ধিং কতপটিসন্থারো ‘কিং, ভিক্খবে, সুখং

*

*

*

আগন্তক-ভিক্ষুগণের উগাখ্যান । ৭ ।

‘নগরং যথা’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ঘহু আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এই ভিক্ষুগণ একটি প্রত্যস্ত গ্রামে বসবাস উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া প্রথম মাস সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন । মধ্যমমাসে চোরেরা আসিয়া তাঁহাদের গোচরগ্রাম (অর্থাৎ যেই গ্রামে তাঁহারা ভিক্ষা করিতেন) আক্রমণ করিয়া কিছু গ্রামবাসীদের বাঁধিয়া লইয়া গেল । তখন হইতে মনুষ্যেরা প্রত্যস্ত গ্রামটিকে চোরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিত্য প্রহরার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া সুস্থভাবে ঐ ভিক্ষুদের সেবা-সংকার করিতে পারিতেন না । তাঁহারা অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া বসবাসের শেষে শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্যে শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । শাস্তা তাঁহাদের সহিত প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সুখে ছিলে ত ?’

বসিষ্ঠা'তি পদচ্ছিদ্ধা, 'ভন্তে, ময়ং পঠমমাসমেব স্খং
বসিম্হা, মম্বিমমাসে চোরা গামং পহরিংস্, ততো
পট্ঠায় মনুস্সা নগরং অভিসংখরোন্তা সঙ্কচ্চং উপট্ঠাতুং
ওকাসং ন লভিংস্। তস্মা অফাসদুং বস্সং বসিম্হা'তি
বদন্তে 'অলং, ভিক্ষবে, মা চিন্তয়িথ, ফাসদুবিহারো নাম
নিচ্চকালং দুল্লভো, ভিক্ষুনা নাম যথা তে মনুস্সা নগরং
গোপয়িংস্, এবং অন্তভাবমেব গোপয়িতুং বট্টতী'তি বহ্বা
ইমং গাথমাহ—

‘নগরং যথা পচ্ছন্তং, গদুত্তং সন্তরবাহিরং ।

এবং গোপেথ অন্তানং, খণো বো মা উপচ্চগা ।

খণাতীতা হি সোচন্তি, নিরষম্হি সম্পিতা'তি ॥ ৩১৫ ॥

*

*

*

‘ভন্তে, আমরা প্রথম মাস ভালই ছিলাম । মধ্যমমাসে চোরেরা গ্রাম লুণ্ঠন
করিয়াকে । তখন হইতে মনুষ্যগণ নগরে সর্বদা প্রহরার ব্যবস্থা করিতে
যাইয়া আমাদের সেবা-সংকারের প্রতি যত্ন লইতে পারে নাই । তাই আমরা
অতিকণ্টে বসবাস শেষ করিয়াছি ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, চিন্তা করিও না, স্খবিহার সব সময় সুলভ হয় না
যেমন সেই মনুষ্যগণ নগরের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল তদ্রূপ ভিক্ষুর ।
উচিত নিজেকে রক্ষা করা’—এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী ভাষণ
করিলেন—

“প্রত্যন্ত (সীমান্তবর্তী) নগর যেমন অভ্যন্তরে ও বহিঃভাগে সুরক্ষিত
করা হয়, সেইরূপ তোমরা নিজেকে সতত রক্ষা করিও । সময় নষ্ট করিও না ।
যাহাদের সময় নষ্ট হইয়াছে তাহারা নরকে সমাগত হইয়া অনুতাপ করে ।”

তথ 'সন্তরবাহির'ন্তি, ভিক্ষবে, যথা তেহি মনুস্বেহি
 তং পচ্চন্তনগরং দ্বারপাকারাদীনি থিরানি করোন্তেহি
 সঅন্তরং, অট্টালকপরিখাদীনি থিরানি করোন্তেহি সবা-
 হিরন্তি সন্তরবাহিরং সুদুত্তং কতং এবং তুম্হেপি সতিং
 উপট্ঠপেত্বা অজ্জ্বাতিকানি ছ দ্বারানি পিদিহিত্বা দ্বাররক্-
 থিকং সতিং অবিস্সজ্জেত্বা যথা গম্হমানানি বাহিরাণি ছ
 আয়তনানি অজ্জ্বাতিকানং উপঘাতায় সংবত্তন্তি, তথা
 অঙ্গহণেন তানিপি থিরানি কত্বা তেসং অম্পবেসায় দ্বার-
 রক্খিকং সতিং অম্পহায় বিচরন্তা অন্তানং গোপেথাতি
 অথো । 'খণো বো মা উপচ্চগা'তি যো হি এবং অন্তানং ন
 গোপেতি, তং পদুঙ্গলং অয়ং বুদ্ধদুস্পাদখণো মম্বিম্মদেসে
 উপ্পত্তিখণো সম্মাদিট্ঠিয়া পটিলক্কখণো ছন্নং আয়তনানং
 অবেকল্লখণোতি সম্বোপি অয়ং খণো অতিক্কমতি, সো
 খণো তুম্হে মা অতিক্কমতু । 'খণাতীতা'তি যো হি তং

অন্বয় : 'সন্তরবাহিরং'—হে ভিক্ষুগণ, সীমান্ত নগরের মনুষ্যগণ যেমন
 বহিঃশত্রুর আক্রমণভয়ে দ্বারপ্রাকারাদি দ্বারা অভ্যন্তরভাগ এবং পরিখা
 অট্টালিকাদি দ্বারা বহিঃভাগ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরাও স্মৃতিকে
 জাগ্রত রাখিয়া দেহরূপ নগরের ছয় দ্বার (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায় ও
 মনোদ্বার) বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে স্মৃতিরূপ দ্বাররক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত করিবে
 যাহাতে উহারা ছয় প্রকার বাহিরায়তন (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শটব্য ও
 মনোধর্ম) দ্বারা আক্রান্ত হইতে না পারে । 'খণো বো মা উপচ্চগা' যে
 এইভাবে নিজেকে সুরক্ষিত না করে, সে ক্ষণসম্পদ লাভ করিয়াও বৃথা নষ্ট
 করে । ক্ষণসম্পদ কি কি ? বুদ্ধের উৎপত্তিক্ষণ, মধ্যাদেশে উৎপত্তিক্ষণ,
 সমাগদ্বিটীর প্রাদুর্ভাবক্ষণ, ষড়ায়তনের বৈকল্যহীনতার ক্ষণ । এই ক্ষণসম্পদ

খণ্ড অতীতো, তচ্ পদ্মগলে সো চ খণ্ডো অতীতো, তে
নিরযম্‌হি সম্পিতা হৃদ্বা তথ নিব্বাতিত্বা সোচন্তীতি
অথো ।

দেশনাবসানে চ ভিক্ষু উপ্পন্নসংবেগা অরহন্তে পতিট্ঠ-
হিংসুতি ।

সম্বহুলভিক্ষুবথ সত্তমং ।

*

*

*

তোমরা নষ্ট করিও না । ‘খণ্ডাতীতা’ যাহারা সেই ক্ষণ নষ্ট করে তাহারা
নরকে গমনপূর্বক অপারিসমীম দ্বংখ ভোগ করে । অতএব শূভক্ষণ অতিক্রম
করিয়া অনুশোচনায় জর্জরিত হইও না ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ সংবেগ উপ্পন্ন করিয়া অর্হন্তে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিলেন ।

॥ আগন্তুক ভিক্ষুগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

নিগষ্ঠবন্ধ । ৮

‘অলঞ্জিতায়’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
নিগণ্ঠে আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎএহি দিবসে ভিক্কুখু নিগণ্ঠে দিম্বা কথং সমুট-
ঠাপেসদুং, ‘আবুসো, সব্বসো অম্পটিচ্ছন্থেহি অচেলকেহি
ইমে নিগণ্ঠা বরতরা, যে একং পুৱরিমপস্সম্পি তাব পটিচ্ছা-
দেন্তি, সঁহিরিকা মণ্ড্ণে এতে’তি । তং সদুত্তা নিগণ্ঠা
‘ন ময়ং এতেন কারণেন পটিচ্ছাদেম, পংসুৱজাদয়ো পন
পুৱ্ণগলা এব, জীৱিতিন্দ্রিয়পটিবন্ধা এব, তে নো ভিক্খা-
ভাজনেসু মা পতিংসুতি ইমিনা কারণেন পটিচ্ছাদেমা’তি
বত্তা তেহি সন্ধিং বাদপটিবাদবসেন বহুং কথং কথেসদুং ।
ভিক্খু সথারং উপসঙ্কমিত্তা নিসিন্নকালে তং পবত্তিঃ

*

*

*

নিগ্রহ্গণের উপাখ্যান । ৮ ।

‘অলঞ্জিতায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
নিগ্রহ্গণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ নিগ্রহ্দিগকে দেখিয়া কথা সমুদ্বাপিত করিয়াছিলেন
—‘আবুসো, অচেলকগণ (দিগম্বর সন্ন্যাসীগণ) অপেক্ষা এই নিগ্রহ্গণ
শ্রেষ্ঠতর কারণ ইহারা অন্ততঃ সমুদ্বাখ্য ভাগ আবৃত করেন । এই মূর্খনিগণ
একটু লজ্জাশীল বলিয়া মনে হয় ।’ ইহা শুনিয়া নিগ্রহ্গণ বলিলেন—
‘আমরা এই কারণে আচ্ছাদিত করি না, এই যে পাংশু-রজাদি ইহাদেরও
প্রাণ আছে । ইহারাও পুৱ্ণগলবিশেষ । কাজেই ইহারা যাহাতে আমাদের
ভিক্ষাপাত্র পতিত না হয়, তাই আমরা সমুদ্বাখ্য ভাগ আচ্ছাদিত করিয়া থাকি ।’
এইভাবে ভিক্ষুদের সহিত বাদ-বিসংবাদ করিয়া তাঁহারা অনেক কথাই
বলিলেন । ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া উপবেশন করিয়া শাস্তাকে এই বিষয়

আরোচেসুং । সথা ‘ভিক্খবে, অলম্ভিতস্বেন লম্ভিত্বা
লম্ভিতস্বেন অলম্ভমানা নাম দুগ্গতিপরায়ণাব হোন্তী’তি
বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘অলম্ভিতায়ে লম্ভন্তি, লম্ভিতায়ে ন লম্ভরে ।

মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতিং ॥ ৩১৬ ॥

‘অভয়ে ভয়দস্সিনো, ভয়ে চাভয়দস্সিনো ।

মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দুগ্গতি’ন্তি ॥ ৩১৭ ॥

তথ ‘অলম্ভিতায়ে’তি অলম্ভিতস্বেন । ভিক্খাভাজন-
এহি অলম্ভিতস্বেং নাম, তে পন তং পটিচ্ছাদেহা বিচরন্তা
তেন লম্ভন্তি নাম । ‘লম্ভিতায়ে’তি অপটিচ্ছন্নেন হিরি-
কোপীনসেন লম্ভিতস্বেন । তে পন তং অপটিচ্ছাদেহা
বিচরন্তা লম্ভিতায়ে ন লম্ভন্তি নাম । তেন তেসং

*

*

*

জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যাহারা অলম্ভিতব্যস্থানে
লম্ভা করে এবং লম্ভিতব্যস্থানে লম্ভা না করে তাহারা দুগ্গতিপরায়ণ
হয় ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যে স্থলে লম্ভা করিতে নাই এমন স্থলে লম্ভা করে এবং যেখানে লম্ভা
করা উচিত সেখানে লম্ভা করে না, ঈদৃশ শাস্তা দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুগ্গতি
প্রাপ্ত হয় ।

‘যাহারা অভয়ের কার্যে ভয় দর্শন করে, কিন্তু ভয়ের কার্যে নির্ভয় হয়
সেই মিথ্যাবলম্বী ব্যক্তির দুগ্গতি প্রাপ্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩১৬—৩১৭ ।

অশ্বয় : ‘অলম্ভিতায়ে’ অলম্ভিতব্য স্থানে । ভিক্ষাপাত্র হইতেছে
অলম্ভিতব্য । তাহারা ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া বিচরণ করে, অর্থাৎ
অলম্ভিতব্য স্থানে তাহারা লম্ভিত হয় । ‘লম্ভিতায়ে’ যে পুরুষাঙ্গ
লম্ভাজনক স্থান তাহাকে তাহারা অপরিচ্ছন্ন রাখিয়া (আবৃত না করিয়া)
বিচরণ করে অর্থাৎ লম্ভিতব্যস্থানে লম্ভা অনভব করে না । তাহাদের

অলঙ্জিতত্বেন লঙ্জিতং লঙ্জিতত্বেন অলঙ্জিতং তুচ্ছগহণ-
 ভাবেন চ অঞ্ঞথাগহণভাবেন চ মিচ্ছাদিট্ঠি হোতি ।
 তং সমাদিয়িত্বা বিচরন্তা পন তে মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা
 নিরযাদিভেদং দৃগ্গতিং গচ্ছন্তীতি অথো । ‘অভয়ে’তি
 ভিক্ষাভাজনং নিস্সায় রাগদোসমোহমানদিট্ঠিকিলেস-
 দৃচ্চারিতভয়ানং অনৃপজ্জনতো ভিক্ষাভাজনং অভয়ং
 নাম, ভয়েন তং পটিচ্ছাদেন্তা পন অভয়ে ‘ভয়দস্সিনো’
 নাম । হিরিকোপীনঙ্গং পন নিস্সায় রাগাদীনং উপ্পজ্জন-
 তো তং ভয়ং নাম, তস্স অপটিচ্ছাদনেন ‘ভয়ে চাভয়দস্সি-
 নো’ । তস্স তং অযথাগহণস্স সমাদিন্তত্তা মিচ্ছাদিট্ঠি-
 সমাদানা সত্তা দৃগ্গতিং গচ্ছন্তীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু নিগ্গঠা সংবিগ্গমানসা পব্বজিৎসু,
 সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

নিগ্গঠবত্থু অট্ঠমং ।

*

*

*

অলঙ্জিতব্যস্থানে লঙ্জা এবং লঙ্জিতব্যস্থানে লঙ্জাহীনতা মিথ্যাদৃষ্টিই
 নামান্তর । এইরূপ বিবেক-বিচারহীন ব্যক্তিগণ শাস্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া
 নরকগমন করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে । ‘অভয়ে’ ভিক্ষাপাত্র রাগ,
 দ্বেষ, মোহ, শাস্তদৃষ্টি, কলুষ, অসদাচরণ ও মায়া ইত্যাদি কিছুই উপপন্ন হয়
 না, সেইজন্য ভিক্ষাপাত্র ভয়হীন । কিন্তু ভয়ে তাহারা উহাই আচ্ছাদিত করিয়া
 রাখে, অর্থাৎ তাহারা ‘অভয়ে ভয়দর্শী’ । লঙ্জাযন্ত্রস্থান (যেমন পদ্রুদ্বাক্স)
 দ্বারা কাম, রাগ, (= আসক্তি) ইত্যাদি উপপন্ন হইয়া মন কলুষিত করে ।
 কিন্তু ঐ সমস্ত স্থান তাহারা অনাবৃত রাখে । অর্থাৎ তাহারা ‘ভয়ে
 অভয়দর্শী’ । ইহার পরিণাম হইতেছে মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা ।

দেসনাবসানে বহু নিগ্রহ ব্যক্তি সংবিগ্গমানস হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া-
 ছিলেন । উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ নিগ্রহগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

তিথিসারকবন্ধ । ১

‘অবজ্ঞে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
তিথিসাবকে আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিৎএহি সময়ে অএৎএতিথিসাবকা অন্তনো পদুন্তে
সম্মাদিট্ঠিকানং উপাসকানং পদুন্তেহি সন্ধিং সপরিবারে
কীলমানে দিম্বা গেহং আগতকালে ‘ন বো সমণা সকা-
পদুন্তিয়া বন্দিতব্বা, নাপি তেসং বিহারং পবিসিতব্ব’ন্তি
সপথং কারয়িংসু । তে একদিবসং জেতবনবিহারস্স বহি-
দ্বারকোট্ঠকসামন্তে কীলন্তা পিপাসিতা অহেসুং ।
অথেকং উপাসকদারকং ‘ত্বং এথ গন্ত্বা পানীয়ং পিবিহ্বা
অম্হাকম্পি আহরাহী’তি পহিংসু । সো বিহারং
পবিসিত্বা সথারং বন্দিহ্বা পানীয়ং পিবিহ্বা তমথং

*

*

*

তীর্থিক শ্রাবকগণের উগাখ্যান । ১ ।

‘অবজ্ঞে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তীর্থিক
শ্রাবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় অন্য তীর্থিক শ্রাবকগণ নিজেদের পুত্রদের সম্যগ্‌দৃষ্টিক
উপাসকদের পুত্রগণের সহিত সপরিবার খেলা করিতে দেখিয়া তাহারা গৃহে
ফিরিলে—‘তোমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের বন্দনা করিবে না, তাহাদের
বিহারেও প্রবেশ করিবে না বলিয়া শপথ করাইল । একদিন তাহারা জেতবন
বিহারের বহিঃদ্বারকোষ্ঠকের চতুর্দিকে খেলা করিতে করিতে পিপাসাত’
হইল । তখন একজন উপাসকের ছেলেকে—‘তুমি ভিতরে ষাইয়া জল পান
করিয়া আমাদের জন্যও লইয়া আইস’ বলিয়া পাঠাইয়া দিল । সে বিহারে
প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া জল পান করিয়া অন্যদের জন্যও জল

আরোচেসি । অথ নং সথা ‘ত্বমেব পানীয়ং পিবিহ্বা গন্ত্বা ইতরেপি পানীয়পিবনথায় ইধেব পেসেহী’তি আহ । সো তথা অকাসি । তে আগন্ত্বা পানীয়ং পিবিংসু । সথা তে পক্কোসাপেহ্বা তেসং সম্পায়েং ধম্মকথং কথেষ্বা তে অচলসন্ধে কহ্বা সরণেসু চ সীলেসু চ পতিট্ঠাপেসি । তে সকানি গেহানি গন্ত্বা তমথং মাতাপিতুনং আরোচেসুং । অথ নেসং মাতাপিতরো, ‘পুত্তকা নো বিপন্নদিট্ঠিকা জাতা’তি দোমনসস্পত্তা পরিদেবিংসু । অথ তেসং ছেকা সম্বহুলা পিটিবিস্সকা মনুস্সা আগন্ত্বা দোমনসসব্দপসমনথায় ধম্মং কথিয়েংসু । তে তেসং কথং সুহ্বা ‘ইমে দারকে সমগ্গস গোতমস্সেব নিয্যাদেস্সামা’তি মহন্তেন ঐতিগণেন সন্ধিং বিহারং নয়েংসু । সথা তেসং অজ্বাসয়ং ওলোকেহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

লইয়া যাইবার কথা জানাইল । তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘তুমি জল পান করিয়া যাইয়া অন্যদেরও জলপানের জন্য এখানে পাঠাইয়া দাও ।’ সে তাহাই করিল । তাহারাও আসিয়া জল পান করিল । শাস্তা তাহাদের ডাকাইয়া তাহাদের উপযোগী ধর্মকথা ভাষণ করিয়া তাহাদিগকে অচলশ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতাদের সমস্ত ঘটনা জানাইল । তখন তাহাদের মাতাপিতা ‘আমাদের ছেলেরা ভুল পথের স্বীকার হইয়াছে’ বলিয়া দুর্মনা হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল । অনন্তর কয়েকজন বুদ্ধিমান প্রতিবেশী আসিয়া তাহাদের দৌর্মনস্যভাব দূর করিবার জন্য ধর্মোপদেশ দিলেন । তাহারা তাহাদের কথা শুনিয়া ‘এই ছেলেরা আমরা শ্রমণ গোতমের নিকটই লইয়া যাইব’ ভাবিয়া অনেক জ্ঞাতিগণকে সঙ্গে হইয়া তাহাদের বিহারে লইয়া গেল । শাস্তা তাহাদের অধ্যায় জানিয়া ধর্মদেশনা কালে এই দুইটী গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অবজ্ঞে বজ্জমতিনো. বজ্ঞে চাবজ্ঞদস্সিনো ।

মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি দৃগ্গতিং ॥ ৩১৮ ॥

‘বজ্জং বজ্জতো ঐত্ত্বা, অবজ্জং অবজ্জতো ।

সম্মাদিট্ঠিসমাদানা, সত্তা গচ্ছন্তি সৃগ্গতি’ন্তি ॥ ৩১৯ ॥

তথ ‘অবজ্ঞে’তি দসবথুদ্বকায় সম্মাদিট্ঠিষা, তস্সা উপ-
নিস্সয়ভূতে ধম্মে চ । ‘বজ্জমতিনো’তি বজ্জং ইদন্তি
উপ্পন্নমতিনো । দসবথুদ্বকায় মিচ্ছাদিট্ঠিয়া পন তস্সা
উপনিস্সয়ভূতে ধম্মে চ অবজ্ঞদস্সিনো, এতিস্সা অবজ্জং
বজ্জতো বজ্জং অবজ্জতো ঐত্ত্বা গহগসংখাতায় মিচ্ছাদিট্ঠি-
য়া সমাদিনত্তা মিচ্ছাদিট্ঠিসমাদানা সত্তা দৃগ্গতিং
গচ্ছন্তীতি অথো । দৃতিয়গাথায় বদ্ব্তবিপরিযাষেন অথো
বোদিতস্সো ।

*

*

*

“যাহারা অবজ্ঞানীয় বিষয়কে বজ্ঞানীয় মনে করে এবং বজ্ঞানীয় বিষয়কে
অবজ্ঞানীয় মনে করে, সেই সকল মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃগ্গতি প্রাপ্ত
হয় ।

“দোষকে দোষরূপে ও নিদোষকে নিদোষরূপে জ্ঞাত হইয়া যাহারা
সম্যগ্‌দৃষ্টিপরায়ণ হন, তাহারা সৃগ্গতি প্রাপ্ত হন ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩১৮—৩১৯ ।

অন্বয় : ‘অবজ্ঞে’—দশবস্ত্রক সম্যগ্‌দৃষ্টি এবং ইহার উপনিশ্রয়ভূত
ধর্মসমূহ । ‘বজ্জমতিনো’ ইহা বজ্ঞানীয় বলিয়া যাহাদের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত
হইয়াছে । দশবস্ত্রক মিথ্যাদৃষ্টি এবং ইহার উপনিশ্রয়ভূত ধর্মসমূহে
অবজ্ঞানদর্শী । যাহারা মিথ্যাদৃষ্টির (ভ্রান্ত ধারণার) বশবর্তী হইয়া নিদোষ
বিষয়ে দোষদর্শন এবং দোষাবহ বিষয়ে দোষহীনতা দর্শন করিয়া ভ্রান্ত
ধারণায় বশবর্তী হইয়া দোষযুক্ত পাপপন্থা অনুসরণ করে, তাহারা দৃগ্গতি
প্রাপ্ত হইয়া দৃঃখ ভোগ করে ।

(২য় শ্লোক)—পঞ্চাস্তরে যাহারা সত্য দৃষ্টির আশ্রয় করিয়া দোষকে

দেসনাবসানে সৰ্বেষুপি তে তীসু সরগেসু পতিট্ঠায়
অপরাপরং ধম্মং সুগন্তা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠ-
হিংসুতি ।

তিথিসাবকবন্ধু নবমং ।

নিরযবগ্গবন্ননা নিট্ঠিতা ।

দ্বাবীসতিমো বগ্গো ।

*

*

*

দোষরূপে এবং নিদোষ ধর্মকে নিদোষরূপে জ্ঞাত হইয়া সত্যযুক্ত পুণ্য পম্হা
অনুসরণ করিয়া চলেন তাহারা ইহজগতেও সুখী হন এবং মৃত্যুর পরও
সুগতি লাভ করিয়া মহান্ সুখের অধিকারী হইতে পারেন ।

দেশনাবসানে তাহারা সকলেই ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যান্য
ধর্মোপদেশ শুনিয়া সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ তীর্থিক শ্রাবকগণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ নরকবর্ণনা সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশতিতম বর্গ

২০ । নাগবগ্নগো

অন্তদন্তবধু। ১

‘অহং নাগো বা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা কোসম্বিয়ং
বিহরন্তো অন্তানং আরব্ভ কথেসি । বথু অম্পমাদবগ্নগস্স
আদিগাথাবল্লনায় বিখারিতমেব । বদন্তেহেতং তথ—
মার্গন্দিয়া তাসং কিঞ্চি কাতুং অসক্কুণিহ্বা ‘সমগস্স গোতম-
স্সেব কত্তব্বং করিস্সামী’তি নাগরানং লঞ্জং দত্ত্বা ‘সমগং
গোতমং অন্তোনগরং পবিসিহ্বা চরন্তুং দাসকম্মকরপোরি-
সেহি সন্ধিং অক্কোসেহ্বা পরিভাসেহ্বা পলাপেথা’তি
আগাপেসি । মিচ্ছাদিট্ঠিকা তীসু রতনেসু অম্পসন্না
অন্তোনগরং পবিট্ঠং সথারং অনুবন্ধিত্বা ‘চোরোসি বালোসি

*

*

*

২০ । নাগবর্গ

আল্লদান্ত উপাখ্যান । ১ ।

‘অহং নাগো বা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কোশম্বীতে অবস্থানকালে
নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই উপাখ্যান অপ্রমাদবর্ণের
আদিগাথাবর্ণনায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে । সেখানে (ধম্মপদঅট্টকথা-
শ্যামাবতী উপাখ্যান) উক্ত হইয়াছে—

মার্গন্দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে না পারিয়া ‘শ্রমণ গোতমেরই কত’ব্য
করিব (অর্থাৎ শ্রমণ গোতমকেই শিক্ষা দিব)’ বলিয়া নগরবাসিগণকে ঘৃষ
দিয়া আদেশ দিলেন—‘শ্রমণ গোতম নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দাস-কর্মকর
লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া (শ্রমণ গোতমকে) আক্রোশ করিয়া নিন্দা
করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য কর ।’ ঐরকমের প্রতি অপসন্ন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ
ব্যক্তিগণ নগরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শাস্তাকে অনুসরণ করিয়া ‘তুমি চোর, তুমি

মদল্হোসি থেনোসি ওট্ঠোসি গোণোসি গদুভোসি নের-
 য়িকোসি তিরচ্ছানগতোসি, নখি তুষং সুগতি, দুগতি-
 য়েব তুষং পাটিক্খাতি দসহি অক্কোসবথুহি অক্কোসন্তি
 পরিভাসন্তি । তং সুহা আয়স্মা আনন্দো সথারং এতদ-
 বোচ—‘ভন্তে ইমে নাগরা অম্হে অক্কোসন্তি পরিভাসন্তি,
 ইতো অঞ্ঞথ গচ্ছামাতি । ‘কুহিং, আনন্দাতি ?
 ‘অঞ্ঞং নগরং, ভন্তে’তি । ‘তথ মনুস্সেসু অক্কো-
 সন্তেসু পদন কথ গমিস্সামানন্দাতি । ‘ততোপি অঞ্ঞং
 নগরং, ভন্তে’তি । ‘তথ মনুস্সেসু অক্কোসন্তেসু পরি-
 ভাসন্তেসু কুহিং গমিস্সামানন্দাতি । ‘ততোপি অঞ্ঞং
 নগরং, ভন্তে’তি । ‘আনন্দ, ন এবং কাতুং বট্ঠতি, যথ
 অধিকরণং উপ্পন্নং, তথৈব তস্মিং ব্দপসন্তে অঞ্ঞথ
 গন্তুং বট্ঠতি, কে পন তে, আনন্দ, অক্কোসন্তীতি । ‘ভন্তে,

*

*

*

মুখ, তুমি মূঢ়, তুমি স্তেন (— চোর), তুমি উট, তুমি গরু, তুমি গাধা, তুমি
 নারকী, তুমি তিৰ্য্ক্যোনিগত ; তোমার সুগতি নাই, তোমার কপালে
 দুগতিই আছে ।’—এইভাবে দশ প্রকার আক্ৰোশের বিষয় দ্বারা বুদ্ধকে
 আক্ৰোশ করিতে লাগিল এবং বুদ্ধের নিন্দা করিতে লাগিল । তাহা শুনিয়া
 আয়ুস্মান আনন্দ শান্তাকে বলিলেন—‘ভন্তে, এই নগরবাসীগণ আমাদের
 আক্ৰোশ করিতেছে, নিন্দা করিতেছে, চলুন আমরা এই স্থান হইতে অন্যত্র
 যাই ।’ ‘আনন্দ, কোথায় যাইবে ?’ ‘ভন্তে, অন্য নগরে যাইব ।’ ‘আনন্দ, যদি
 সেখানেও লোকেরা আক্ৰোশ করে এবং গালমন্দ করে তখন কোথায় আমরা
 যাইব ।’ ‘ভন্তে, সেই স্থান হইতে অন্য নগরে যাইব ।’ ‘আনন্দ, সেখানেও
 যদি লোকেরা আমাদের আক্ৰোশ করে, গালমন্দ করে তখন কোথায় যাইব ?’
 ‘ভন্তে, সেই স্থান হইতে অন্য নগরে যাইব ।’ ‘আনন্দ, এইরূপ করা উচিত
 নহে । সেখানে বিবাদের উৎপত্তি সেখানেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া অন্যত্র
 যাওয়া উচিত । আনন্দ, কাহার আক্ৰোশ করিতেছে ?’ ‘ভন্তে, দাস-কর্মকর

দাসকন্মকরে উপাদায় সবেব অক্লোসন্তী’তি । ‘অহং,
আনন্দ, সঙ্গামং ওতিগ্নহিথিসদিসো । সঙ্গামং ওতিগ্নহিথিনো
হি চতুর্হি দিসাহি আগতে সরে সহিতুং ভারো, তথিব
বহুর্হি দদুসীলোহি কথিতকথানং সহনং নাম ময্হং
ভারো’তি বহা অন্তানং আরবভ ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা
অভাসি—

‘অহং নাগোব সঙ্গামে, চাপতো পতিতং সরং ।

অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং, দদুসীলো হি বহুজ্জনো ॥

‘দন্তং নয়ন্তি সমিতিং, দন্তং রাজাভিরুহতি ।

দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসসু, যোতিবাক্যং তিতিক্খতি ॥

‘বরমস্সতরা দন্তা, আজানীয়া চ সিন্ধবা ।

কুঞ্জরা চ মহানাগা, অন্তদন্তো ততো বর’ন্তি ॥ ৩২০-৩২২ ॥

*

*

*

হইতে সুদূর করিয়া সকলেই গালমন্দ করিতেছে ।’ ‘আনন্দ, আমি সংগ্রামে
অবতীর্ণ হস্তীসদৃশ । সংগ্রাম অবতীর্ণ হস্তীর দায়িত্ব হইতেছে চতুর্দিক
হইতে আগত শরকে সহ্য করা । তদ্রূপ বহু দৃঃশীল ব্যক্তির দ্বারা কথিত
কথাকে সহ্য করার দায়িত্ব আমার ।’—এই কথা বলিয়া নিজেকে উদ্দেশ্য
করিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

“সংগ্রামে হস্তী যেভাবে ধনুর্নিষ্কিপ্ত শর সহ্য করে, আমিও তেমনই
(দুর্জনের) অতিবাক্য (= দূর্বাক্য) সহ্য করিব ; কারণ দৃঃশীলের
সংখ্যাই অধিক ।

সুশিক্ষিত হস্তী জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাহাতেও রাজা
আরোহণ করেন । মানুষের মধ্যেও যিনি অতিবাক্য (= দূর্বাক্য) সহ্য
করেন, তিনিই দাস্ত এবং সর্বোত্তম । শিক্ষিত অশ্বতর, সিন্ধুদেশজাত আজানেয়
অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ (= হস্তী)—ইহারা শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যিনি
আত্মসংযম করিয়াছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম ।”

তথ 'নাগোবা'তি হখী বিয় । 'চাপতো পতিত'ন্তি ধনুতো
 মনুন্তং । 'অতিবাক্য'ন্তি অট্ট'অনরিয়বোহারবসেন পবন্তং
 বীতিক্কমবচনং । 'তিতিক্ক'খিস্স'ন্তি যথা সঙ্গামাবচরো
 সদ্দন্তো মহানাগো খমো সত্তিপহারাদীনি চাপতো মদ্বিচ্ছা
 অন্তনি পতিতে সরে অবিহঞ্ঞমানো তিতিক্ক'খতি
 এবমেব এবরূপং অতিবাক্যং তিতিক্ক'খিস্সং, সহিস্সামীতি
 অথো । 'দুস্সীলো হী'তি অযঞ্ছি লৌকিয়মহাজনো
 বহুদুস্সীলো অন্তনো অন্তনো রুচিবসেন বাচং নিচ্ছারেত্বা
 ঘট্টেত্তো চরতি তথ অধিবাসনং অজ্জুপেক্ক'খনমেব মম
 ভারো । 'সমিতি'ন্তি উয্যানকীলম'ডলাদীসু মহাজন-
 মজ্জং গচ্ছন্তা দন্তমেব গোণজাতিং বা অস্সজাতিং বা যানে
 যোজেত্বা নয়ন্তি । 'রাজা'তি তথারূপেহেব বাহনেহি
 গচ্ছন্তো রাজাপি দন্তমেব অভিরুহতি । 'মনুস্সেসু'তি
 মনুস্সেসুপি চতুহি অরিয়ম্ভেগিহি দন্তো নিস্সিসেবনোব

*

*

*

অশ্বয় = 'নাগোব' হস্তীয় ন্যায় । 'চাপতো পতিতং' ধনু হইতে মনুন্তং ।
 'অতিবাক্যং' আট প্রকার অনার্য ব্যবহারবশে প্রবৃত্ত ত্যাজ্য বচন ।

'তিতিক্ক'খিস্সং' যেমন সংগ্রামে অবতীর্ণ সন্দাস্ত মহাহস্তী শক্তিপ্রহারাদি
 (= বশা, বল্লম প্রভৃতি শক্তির প্রহার) সহনক্ষম, চাপ হইতে মনুন্ত নিজের
 শরীরে পতিত শরগদালিকে নিরুদ্বেগে সহ্য করে, তদ্রূপ এইরূপ অতিবাক্য
 আমি সহ্য করিব । 'দুস্সীলো হি' এই লৌকিক জনসাধারণ বহু দুঃশীল,
 নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে দুর্বাক্য বলিতে বলিতে বিচরণ করে, তাহাকে
 সহ্য করা এবং তাহাকে জানা আমার দায়িত্ব । 'সমিতিং' উদ্যানকীড়া-
 ম'ডলাদিতে জনগণের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সন্দাস্ত গো-জাতি এবং
 অশ্ব-জাতিকে (শকটে) যোজনা করিয়া লোকে গমন করিয়া থাকে । তদ্রূপ
 বাহনাদি লইয়া যাইবার সময় রাজাও সন্দাস্ত বাহনেই আরোহণ করেন ।
 'মনুস্সেসু' মনুষ্যগণের মধ্যেও চারি আৰ্যমাগের দ্বারা সন্দাস্ত ও শাস্ত

সেট্ঠো। ‘ষোতিবাক্য’ন্তি যো এবরূপং অতিক্রমবচনং
পদনুপদনং বদুচ্চমানস্পি তিতিক্খতি ন পটিপ্পরতি ন
বিহঞ্জেতি, এবরূপো দন্তো সেট্ঠোতি অথো।

‘অস্সতরা’তি বলবায় গদুভেন জাতা। ‘আজানীয়া’তি যং
অস্সদমসারথি কারণং কারেতি, তস্স থিপ্পং জাননসমথ্যা।
‘সিন্ধবা’তি সিন্ধবরট্ঠে জাতা অস্সা। ‘মহানাগা’তি
কুঞ্জরসংখাতা মহাহীখনো। ‘অত্তদন্তো’তি এতে অস্সতরা
চ সিন্ধবা চ কুঞ্জরা চ দন্তাব বরং, ন অদন্তা। যো পন
চতুহি অরিয়মণেগেহি অত্তনো দন্ততায় অত্তদন্তো নিষ্ণি-
সেবনো, অয়ং ততোপি বরং, সম্বেহীপি এতেহি উত্তরিত-
রোতি অথো।

দেসনাবসানে লজ্জং গহেহ্বা বীথিসিঙ্ঘাটকাদীসু ঠহ্বা

*

*

*

মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। ‘ষোতিবাক্য’ যে ব্যক্তি এইরূপ দুর্বাক্য পদনঃ পদনঃ শুনিয়াও
সহ্য করে, প্রতিবাদ করে না, বিরক্ত হয় না, এইরূপ সদাস্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

‘অস্সতরা’ মোটকীর সহিত গদুভের মিলনে জাতকে অশ্বতর বলা হয়।
‘আজানীয়া’ অশ্বদমনকারী সারথি যে পশ্চাৎ প্রয়োগ করে তাহাকে শীঘ্র
জাননসমর্থকে আজানীয় বলা হয়। ‘সিন্ধবা’ সিন্ধবরাষ্ট্রের অশ্বসমূহ।
‘মহানাগা’ কুঞ্জরসদৃশ মহা হস্তীসমূহ। ‘অত্তদন্তো’ এই সকল অশ্বতর,
সিন্ধব এবং কুঞ্জরগণ দান্ত হইলেই ভাল, অদান্ত হইলে নহে। যে ব্যক্তি চারি
প্রকার আশ্রমার্গের দ্বারা নিজেকে দান্ত করিয়াছে বলিয়া আত্মদান্ত এবং
শান্ত, ইনি তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সকল হইতে উত্তরিতর বা
শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ।

দেশনাবসানে ঘৃষ লইয়া বীথি, চৌরাস্তা প্রভৃতি স্থলে দাঁড়াইয়া যে জনতা

অক্লোসন্তো পরিভাসন্তো সর্বোপি সো মহাজনো সোতা-
পত্তিফলাদীনি পাপদুর্গীতি ।

অন্তদন্তবথ্ পঠমং ।

*

*

*

আক্লোশ করিয়াছে, নিন্দা করিয়াছে তাহারা সকলেই স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত
হইয়াছিল ।

॥ আত্মদান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

হুখাচরিয়গুদ্বকভিক্খুবখ্খ । ২

‘ন হি এতেহী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো একং হুখাচরিয়পদ্বকং ভিক্খুং আরব্ধ কথেসি ।

সো কির একদিবসং অচিরবতীনদীতীরে হুথিদমকং ‘একং হুথিং দমেস্সামী’তি অন্তনা ইচ্ছিতং কারণং সিক্খাপেতুং অসক্কোন্তং দিম্বা সমীপে ঠিতে ভিক্খু আমন্তেত্বা আহ—‘আবুসো, সচে অয়ং হুখাচরিয়ো ইমং হুথিং অসদ্-কট্টানে নাম বিজ্জেষ্য, খিম্পমেস ইমং কারণং সিক্খাপেয়্যা’তি । সো তস্স কথং সদ্বা তথা কত্বা তং হুথিং সদন্তং দমেসি । তে ভিক্খু তং পবত্তিং সখ্খ আরো-চেসুং । সখা তং ভিক্খুং পক্কোসাপেত্বা ‘সচ্চং কির তথা এবং বদন্ত’ন্তি পদ্বিচ্ছিত্বা ‘সচ্চং ভন্তে’তি বদন্তে বিগরহিত্বা

•

•

•

হস্ত্যাচাৰ্যপূৰ্বক ভিক্ষুর উগ্যাখ্যান । ২ ।

‘ন হি এতেহি’ ইত্যাদি ধৰ্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক হস্ত্যাচাৰ্যপূৰ্বক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য কৰিয়া ভাষণ কৰিয়াছিলৈন ।

সে একদিন অচিরবতী নদীতীরে জনৈক হস্তীদমনকাৰীকে ‘আমি একটি হস্তী দমন কৰিব’ বলিয়া নিজের ঈশ্বৰ উপায় শিক্ষা দিতে অসমর্থ দেখিয়া নিকটে অবস্থানকাৰী ভিক্ষুদের ডাকিয়া বলিল—‘আবুসো, যদি এই হস্ত্যাচাৰ্য অমুকস্থানে এই হস্তীকে বিন্ধ কৰিতে পারে, তাহা হইলে শীঘ্র সে এই উপায় শিক্ষা কৰিতে পারিবে ।’ সে তাহার কথা শুনিয়া তদ্রূপ কৰিয়া সেই হস্তীকে সদান্ত কৰিল । ভিক্ষুগণ এই বিষয়টা শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন—

‘তুমি কি সত্যই এইরূপ বলিয়াছ ?’

‘সত্য, ভন্তে ।’ তখন ভগবান তাহার নিন্দা কৰিয়া বলিলেন—

কিং তে, মোঘপদুরিস, হিথিয়ানেন বা অঞ্ঞেন বা দন্তেন । ন হি এতেহি যানেহি অগতপদ্বং ঠানং গন্তুং সমথা নাম অথি, অন্তনা পন সুদন্তেন সন্ধা অগতপদ্বং ঠানং গন্তুং, তস্মা অন্তানমেব দমোহি, কিং তে এতেসং দমনেনা'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘ন হি এতেহি যানেহি, গচ্ছেয্য অগতং দিসং ।

যথান্তনা সুদন্তেন, দন্তো দন্তেন গচ্ছতী'তি ॥ ৩২৩ ॥

তস্সথো—যানি তানি হিথিয়াদীনি যানানি, ন হি এতেহি যানেহি কোচি পদুংগলো সুদপিনন্তেনাপি অগতপদ্বন্তা ‘অগত’ন্তি সঙ্খাতং নিব্বানাদিসং তথা গচ্ছেয্য, যথা পদ্ব-
ভাগে ইন্দ্রিয়দমেন অপরভাগে অরিয়মংগভাবনায় সুদন্তেন দন্তো নিব্বিসেবনো সম্পঞ্ঞো পদুংগলো তং অগত-

•

•

•

‘মুর্থ’, হাতীঘোড়া প্রভৃতিকে দমন করিয়া তোমার কি হইবে ? এই সকল যানের দ্বারা তুমি অগতপদ্বস্থানে যাইতে সমর্থ হইবে না । নিজেকে সুদান্ত করিতে পারিলেই অগতপদ্বস্থানে যাইতে পারিবে । অতএব নিজেকেই দমন কর । ইহাদের দমন করিয়া লাভ কি ?’ এই কথা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে অগতস্থানে (অর্থাৎ নির্বাণে) এই সকল যান—হস্তীযান, অশ্বযান (ইত্যাদি) যাইতে পারে না, সেই নির্বাণপারে সম্যক্ আত্মসংযমশীল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি সংযম প্রভাবে অক্লেশে চলিয়া যান ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ৩২৩ ।

অন্বয় : হস্তীযান প্রভৃতি যে সকল যান আছে (অর্থাৎ বাহন আছে) এই সকল কোন যানের দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বপ্নেও ইতিপূর্বে অগতপদ্ব হেতু ‘অগত’ নামক নির্বাণের দিকে যাইতে পারে না, যেমন পদ্বভাগে ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা এবং অপরভাগে আর্ষমার্গভাবনার দ্বারা সুদাস্তের দ্বারা (শান্তার দ্বারা)

পদ্বং দিসং গচ্ছতি, দন্তভূমিং পাপদগ্ধাতি । তস্মা অন্ত-
দমনমেব ততো বরন্তি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগ্ধাতি ।

হথাচার্যপূর্বকভিক্ষুর উপাখ্যান দ্বিতীয় ।

*

*

*

দান্ত শাস্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ঐ অগতপূর্ব দিকে ঘাইতে পারে, দান্তভূমি প্রাপ্ত
হইতে পারে । তাই আত্মদমনকেই অন্যান্য সর্বাঙ্ককে দমন করা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ হস্তাচার্যপূর্বকভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



পরিজিগ্নব্রাহ্মণগুণ্ডবথু । ৩

‘ধনপালো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবখিয়ং বিহরন্তো
অঞ্‌ঞতরস্স পরিজিগ্নব্রাহ্মণস্স পদুত্তে আরব্ব কথেসি ।
সাবখিয়ং কিরেকো ব্রাহ্মণো অট্ঠসতসহস্সবিভবো বয্প-
ত্তানং চতুনং পদুত্তানং আবাহং কহ্বা চত্তারি সতসহস্সানি
অদাসি । অথস্স ব্রাহ্মণিয়া কালকতায় পদুত্তা সম্মন্ত-
য়িসু—‘সচে অয়ং অঞ্‌ঞং ব্রাহ্মণিং আনেস্সতি, তস্সা
কুচ্ছিয়ং নিব্বত্তানং বসেন কুলসন্তকং ভিজ্জিস্সতি, হন্দ
নং ময়ং সঙ্গণ্‌হিস্সামা’তি তে তং পণীতেহি ঘাসচ্ছাদনা-
দীহি উপট্ঠহন্তা হথপাদসম্বাহনাদীনি করোন্তা উপট্ঠ-
হিত্বা একদিবসমস্স দিবা নিন্দাযিত্বা বদুট্ঠিতস্স হথপাদে
সম্বাহন্তা পাটিয়েক্কং ঘরাবাসে আদীনবং বহ্বা ‘ময়ং তুম্‌হে

পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের গুত্রগণের উপাখ্যান । ৩ ।

‘ধনপালো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র প্রাবল্যেতে অবস্থানকালে জনৈক
পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবল্যেতে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁহার ধনসম্পদ ছিল অষ্টশতসহস্র । তিনি
বয়ঃপ্রাপ্ত চারিজন পুত্রের বিবাহ দিয়া চারি শতসহস্র প্রদান করিয়াছিলেন ।
তারপর ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইলে পুত্রগণ মন্ত্রণা করিল—‘যদি পিতা অন্য
একজন ব্রাহ্মণী লইয়া আসেন তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানদের
কারণে পিতার অবশিষ্ট ধন বিনষ্ট হইবে । অতএব, চল আমরা পিতার
মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি’—বলিয়া প্রত্যহ তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট গ্রাসাচ্ছাদনের
ব্যবস্থা করিয়া, হস্তপাদাদি মর্দন করিয়া সেবা করিতে লাগিল । একদিন
পিতা দিবানিদ্রা হইতে উষিত হইলে তাহারা পিতার হস্তপাদ মর্দন করিতে
করিতে একাকী গৃহবাসের অসুবিধার কথা জানাইয়া তাঁহাকে বলিল—

ইমিনা নীহারেন ষাবজীবং উপট্ঠহিস্সাম, সৈসধনম্পি নো
 দেথাতি যাচিংসু। ব্ৰাহ্মণো পুন একেকস্স সতসহস্সং
 দত্ত্বা অন্তনো নিবথপারূপনমত্তং ঠপেত্তা সম্বং উপভোগ-
 পরিভোগং চত্তারো কোট্ঠাসে কত্ত্বা নিষ্যাদেসি। তং
 জেট্ঠপুত্তো কতিপাহং উপট্ঠহি। অথ নং একদিবসং
 নহত্ত্বা আগচ্ছন্তং দ্বারকোট্ঠকে ঠত্ত্বা সুগ্গহা এবমাহ—
 ‘কিং তয়া জেট্ঠপুত্তস্স সতং বা সহস্সং বা অতিরেকং
 দিনং অথি, ননু সবেবসং দ্বে দ্বে সতসহস্সানি দিনানি, কিং
 সৈসপুত্তানং ঘরস্স মঙ্গং ন জানাসীতি। সোপি ‘নস্স
 বসলী’তি কুজ্জিত্ত্বা অণ্ণং ঘরং অগমাসি। ততোপি
 কতিপাহচ্চয়েন ইমিনাব উপায়েন পলাপিতো অণ্ণং
 এবং একঘরম্পি পবেসনং অলভমানো পণ্ডরঙ্গপথজ্জং পথ-
 জিত্ত্বা ভিক্ষায় চরন্তো কালানমচ্চয়েন জরাজিহ্নো দুৰ্বেভাজন-

‘আমরা ষাবজীবন আপনাকে এইভাবেই সেবা করিব। আপনি অবশিষ্ট
 ধন আমাদের হস্তে প্রদান করুন।’ ব্ৰাহ্মণ পুনরায় প্রত্যেক পুত্রকে এক
 শতসহস্র প্রদান করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট গৃহসামগ্রী
 চারভাগ করিয়া পুত্রদের প্রদান করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছুদিন তাঁহার সেবা
 করিল। একদিন তিনি স্নান করিয়া ফিরিবার সময় দ্বারকোষ্ঠকে দাঁড়াইয়া
 পুত্রবধু বলিল—‘আপনি কি জ্যেষ্ঠপুত্রকে একশত বা এক সহস্র অর্থ বেশী
 প্রদান করিয়াছেন? প্রত্যেক পুত্রকে দুই দুই শত-সহস্র করিয়া দেন নাই কি?
 তাহা হইলে অন্য পুত্রগণের নিকট যাইয়া থাকিতেছেন না কেন?’ তিনিও
 ‘বৃষলি, তুই মর’ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য পুত্রের গৃহে চলিয়া আসিলেন।
 কিছুদিন পরে ঐ একই উপায়ে সেই স্থান হইতেও বিতাড়িত হইয়া তৃতীয়
 পুত্রের গৃহে আসিলেন। এইভাবে চলিতে থাকিল। শেষে কোন পুত্রের
 গৃহেই তাঁহার স্থান হইল না। অবশেষে তিনি গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া
 সাধুবশে ভিক্ষাচার্য্য দ্বারা জীবন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে

দুখসেয্যাহি মিলাতসরীরো ভিক্ষায় চরন্তো আগম্ম
পীঠিকায় নিপন্নো নিন্দং ওক্কমিত্তা উট্ঠায় নিসিন্নো
অত্তানং ওলোকেত্বা পুত্তেসু অত্তনো পতিট্ঠং অপস্সন্তো
চিন্তেসি—‘সমণো কিং গোতমো অন্ভাকুটিকো উত্তান-
মুখো সুখসম্ভাসো পটিসন্হারকুসলো সন্ধা সমণং গোতমং
উপসঙ্কমিত্তা পটিসন্হারং লভিতু’ম্ভি । সো নিবাসনপারু-
পনং সন্ঠাপেত্বা ভিক্ষুভাজনং গহেত্বা দণ্ডমাদায় ভগবতো
সন্তিকং অগমাসি । বুদ্ধম্পি চেতং—

অথ খো অণ্ডতরো ব্রাহ্মণমহাসালো লুখো লুখপাবু-
রগো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কাম, উপসঙ্কমিত্তা একমন্তং
নিসীদি । সখা একমন্তং নিসিন্নেন তেন সন্ধিং পটিসন্হারং
কত্বা এতদবোচ—‘কিন্দু ত্বং, ব্রাহ্মণ, লুখো লুখপাবুরগো’-
তি । ‘ইধ মে, ভো গোতম, চত্তারো পুত্তা, তে মং দারেহি

তাঁহার শরীর জরাজীর্ণ হইয়া গেল । দুর্ভোজন এবং দুঃখে (যন্ত্রণ) শয়নের
কারণে শরীর রুদ্র হইল । একদিন ভিক্ষাচর্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া
একটি বোঁজিতে শাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন । ঘুম হইতে উঠিয়া নিজের দিকে
তাকাইলেন এবং পুত্রগণের নিকট তাঁহার কোন স্থান নাই দেখিয়া চিন্তা
করিলেন—‘শ্রমণ গোতম নাকি দয়ালু, স্পষ্টবাদী, সুখসম্ভাষী (ভালভাবে
সকলকে সম্ভাষণ করেন) এবং সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন । আমি শ্রমণ
গোতমের নিকট যাইয়া তাঁহার করুণাপ্রার্থী হইব’ । তিনি অন্তর্বাঁস এবং
বহির্বাঁস উত্তমরূপে পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া দণ্ডহস্তে ভগবানের
নিকট উপস্থিত হইলেন । এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণমহাশাল (অর্থাৎ খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ) তাঁহার রুদ্ধবেশ
এবং রুদ্ধশরীর—তিনি ভগবানের নিকট আসিয়া একপার্শ্বে উপবেশন
করিলেন । শান্তা একপার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁহার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া
বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আপনি রুদ্ধদেহ এবং রুদ্ধবেশী কেন ?’ ব্রাহ্মণ বলিতে
লাগিলেন—‘ভগ্নে, আমার চার পুত্র । তাহারা তাহাদের ভাষাদের কথায়

সংপদুচ্ছ ঘরা নিক্খামেস্তু’তি । ‘তেন হি ত্বং, ব্রাহ্মণ, ইমা
গাথাযো পরিয়াপদুগিত্বা সভায়ং মহাজনকায়ে সন্নিপতিতে
পদুন্তেসু চ সন্নিসিন্বেসু ভাসস্সু—

‘যেহি জাতোহি নন্দিস্সং, যেসণ্ড ভবমিচ্ছিসং ।

তে মং দারোহি সংপদুচ্ছ, সাব বারোন্তি সুকরং ॥

‘অসন্তা কির মং জম্মা, তাত তাতাতি ভাসরে ।

রক্খসা পদুন্তরুপেন, তে জহন্তি বয়োগতং ॥

‘অস্সেব জিন্নো নিম্বেভাগো, খাদনা অপনীয়তি ।

বালকানং পিতা থেরো, পরাগারেসু ভিক্খতি ॥

‘দম্ভাব কির মে সেষো, যণ্ডে পদুত্তা অনস্সবা ।

চ’ডম্পি গোণং বারেতি, অথো চ’ডম্পি কুন্ধরং ॥

*

*

*

আমাকে বহিষ্কার করিয়াছে ।’ শাস্তা বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে
আপনি এই গাথাগদলি শিখিয়া সভাস্থলে অনেক জনসমাগম হইলে এবং
আপনার পুত্রেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলে গাথাগদলি ভাষণ করিবেন—

“যাঁহাদের জন্ম হইলে আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম এবং যাঁহাদের
বাঁচিয়া থাকা আমার অভীষ্ট ছিল, তাহারা আজ পত্নীদের পরামর্শে কুকুর
যেমন শূকরকে তাড়াইয়া দেয় তেমনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে ।

“অসং এবং নীচ পুত্ররূপী ব্রাহ্মসগণ তখন আমাকে ‘বাবা বাবা’ বলিয়া
ডাকিত, এখন তাহারা বয়োবৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে ।”

“জীর্ণ অব্যবহার্য অশ্ব যেমন খাদ্যাভাব হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনি
পুত্রদের এই বৃদ্ধ পিতা (স্বগৃহে আহার হইতে বঞ্চিত হইয়া) পরগৃহে
ভিক্ষা করিতেছে ।”

“আমার অব্যাহত পুত্রগণ অপেক্ষা আমার এই যষ্টিই শ্রেয়ঃ যাহা চ’ড
গরুকে এবং চ’ড কুকুরকে বিভাঙিত করে । অশ্বকারে আমার সম্মুখে থাকিয়া

‘অন্ধকারে পদরে হোতি, গম্ভীরে গাধমেধতি ।

দ’ডম্স আনুভাবেন, খলিহা পতিতিটুতী’তি ॥

সো ভগবতো সন্তিকে তা গাথাষো উগ্গণ্হিহা তথারুপে
ব্রাহ্মণানং সমাগমদিবসে সৰ্বালঙ্কারপটিটমি’ডতেসু পদুন্তেসু
তং সভং ওগাহিহা ব্রাহ্মণানং মজ্জে মহারহেসু আসনেসু
নিসিন্বেসু ‘অয়ং মে কালো’তি সভায় মজ্জে পবিসিহা
হথং উক্খিপিত্ত্বা ‘অহং, ভো, তুম্হাকং গাথায় ভাসিতু-
কামো, সুগিহ্মসথা’তি বহা ‘ভাসম্হু, ব্রাহ্মণ, সুগোমা’তি
বদুন্তে ঠিতকোব অভাসি । তেন চ সময়েন মনুস্সানং বত্তং
হোতি ‘যো মাতাপিতুনং সন্তকং খাদন্তো মাতাপিতরো
ন পোসেতি, সো মারেতম্বো’তি । তস্মা তে ব্রাহ্মণপদুতা
পিতু পাদেসু পতিহা ‘জীবিতং নো, তাত, দেথা’তি
যাচিংসু । সো পিতু হদয়মুদুতায় ‘মা মে, ভো, পদুন্তকে

আমাকে চলিতে সাহায্য করে, গভীর জলে আমার জন্য ঠাই খোঁজে এবং এই
যষ্টির প্রভাবে স্থলিত হইলেও আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হই ।’

[সংযুক্ত নিকায় ৭/২/৪)

তিনি ভগবানের নিকট সেই গাথাগুলি শিখিয়া ব্রাহ্মণদের সমাগমদিবসে
সৰ্বালঙ্কারভূষিত হইয়া তাঁহার পদ্রগণ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণমধ্যে
মহার্ঘ আসনে উপবেশন করিলে ‘ইহাই আমার উপযুক্ত সময়’ মনে করিয়া
তিনি (ব্রাহ্মণ) সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন—‘আপনারা
শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের নিকট কয়েকটি গাথা ভাষণ করিতে ইচ্ছুক ।
শ্রবণ করুন ।’

‘হে ব্রাহ্মণ, ভাষণ করুন, আমরা শুনিব ।’ ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই
ভাষণ করিলেন । সেই কালে মনুষ্যদের বৃত্ত ছিল—‘যে মাতাপিতার নিকট
যাইয়া মাতাপিতার সেবা না করে (মাতাপিতাকে পোষণ না করে), তাহার
দণ্ড মৃত্যু ।’ তাই ভয়ে ব্রাহ্মণপদ্রগণ পিতার পদতলে পতিত হইয়া বলিল—
‘পিতা, আমাদের জীবন দান করুন ।’ পিতার কোমল হৃদয়বৃত্তিবশে তিনি

বিনাসযিথ, পোসেস্সন্টি মন্টি আহ। অথস্স পুন্তে
মনুস্সা আহংসু—‘সচে, ভো, অজ্জ পট্টায় পিতরং ন
সম্মা পটিজ্জঙ্গসথ, ঘাতেস্সাম বো’তি। তে ভীতা
পিতরং পীঠে নিসীদাপেহা সয়ং উক্খিপিহা গেহং নেহা
সরীরং তেলেন অবভজ্জিহা উব্বট্টেহা গন্ধচুপ্পাদীহি ন্হাপেহা
ব্রাহ্মণিয়ো পক্কোসাপেহা ‘অজ্জ পট্টায় অম্হাকং পিতরং
সম্মা পটিজ্জঙ্গথ, সচে তুম্হে পম্মাদং আপজ্জঙ্গসথ,
নিগ্গণ্হিস্সাম বো’তি বহা পণীতভোজনং ভোজেসুং।

ব্রাহ্মণো সুভোজনং সুখসেয্যং আগম্ম কতিপাহচ্চয়েন
সজাতবলো পীণিন্দ্রিয়ো অন্তভাবং ওলোকেহা ‘অয়ং মে
সম্পত্তি সমণং গোতমং নিস্সায় লদ্ধা’তি পল্লাকারথায় একং
দুস্সযুগং আদায় ভগবতো সন্তিকং গম্মা কতপটিসন্হারো
একমন্তং নিসিম্বো তং দুস্সযুগং ভগবতো পাদমূলে

*

*

*

বলিলেন—‘ওহে, আপনারা আমার পুত্রগণকে মারিবেন না। তাহারা
আমাকে পোষণ করিবে।’ তখন মনুষ্যগণ তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন—
‘ওহে যদি অদ্য হইতে তোমরা তোমাদের পিতার পোষণ না কর, তোমাদের
হত্যা করিব।’ তাহারা ভীত হইয়া পিতাকে পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া নিজেরা
তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া তাঁহার শরীরে তৈলমর্দন করিয়া সুবাসিত
দ্রব্য ঘ্রাঙ্কিত করিয়া সুগন্ধ চূর্ণাদি দ্বারা স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণীদের ডাকাইয়া
অদ্য হইতে আমাদের পিতাকে উত্তমরূপে সেবা করিবে, যদি তোমরা বিপরীত
আচরণ কর, তাহা হইলে তোমাদের শাস্তিবিধান করিব।’ বলিয়া উৎকৃষ্ট
ভোজ্যদ্রব্যাদি তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ সুখভোজন ও সুখশয়ন পাইয়া অল্পদিনের মধ্যে শক্তি লাভ
করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশান্ত হইল। একদিন তিনি নিজের দিকে
তাকাইয়া—‘আমার এই সম্পত্তি শ্রমণ গোতমের কারণেই লাভ করিয়াছি’
চিন্তা করিয়া ভগবানকে উপহার দিবার জন্য একজোড়া চীবর লইয়া ভগবানের
নিকট যাইয়া স্বাগতাবিনন্দন লাভ করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া চীবর-

ঠপেত্বা ‘ময়ং, ভো গোতম, ব্রাহ্মণা নাম আচারিয়স্স আচারিয়-
ধনং পরিবেসাম পটিংগহাতু মে ভবং গোতমো আচারিয়ো
আচারিয়ধন’ন্তি আহ। ভগবা তস্স অন্দকম্পায় তং
পটিংগহেত্বা ধম্মং দেসেসি। দেসনাবসানে ব্রাহ্মণো
সরণেসদু পতিট্ঠায় এবমাহ—

‘ভো গোতম, ময়ং পদুত্তেহি চত্তারি ধুবভত্তানি দিন্নানি,
ততো অহং হে তুম্হাকং দম্মী’তি। অথ নং সথা ‘কল্যাণং,
ব্রাহ্মণ, ময়ং পন রুচ্চনট্ঠানমেব গমিস্সামা’তি বত্বা
উষ্যোজেসি। ব্রাহ্মণো ঘরং গন্ত্বা পদুত্তে আহ—‘তাতা,
সমণো গোতমো ময়ং সহায়ো, তস্স মে হে ধুবভত্তানি
দিন্নানি, তুম্হে তস্মিং সম্পত্তে মা পমস্জিখা’তি। তে
‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিংসু।

সথা পদুনিবসে পিণ্ডায় চরন্তো জেট্ঠপদুত্তস্স ঘরদ্বারং

*

*

*

জোড়া ভগবানের পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন—‘হে গোতম, আমরা ব্রাহ্মণগণ
আচার্যকে আচার্যদক্ষিণা দিয়া থাকি। আপনি আমার আচার্য, অতএব
আমার এই আচার্যদক্ষিণা গ্রহণ করুন।’ ভগবান ব্রাহ্মণকে অনঙ্গহীত
করিবার জন্য ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনাবসানে
ব্রাহ্মণ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এইরূপ বলিলেন—‘হে গোতম, আমার
পুত্রগণ আমার জন্য প্রত্যহ চারিটি আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহা হইতে
আমি দুইটি আহার প্রত্যহ আপনাকে দান করিব। শাস্তা তাঁহাকে এই
বলিয়া বিদায় দিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, যাহারা আমাদের সাদরে আহ্বান করে
আমরা তাহাদের নিকট যাই।’ ব্রাহ্মণ গৃহে যাইয়া পুত্রদের বলিলেন—
‘বৎসগণ, শ্রমণ গোতম আমার সহায়। তাঁহাকে আমি নিত্য দুইজনের
আহার দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তিনি আসিলে তোমরা বিরূপ
আচরণ করিও না।’ তাহারা ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া সম্মতি প্রদান
করিল।

শাস্তা পনের দিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্রের গৃহদ্বারে

অগমাসি। সো সথারং দিম্বা পত্তমাদায় ঘরং পবেসেহা
মহারহে পল্লক্ষে নিসীদাপেহা পণীতভোজনমদাসি। সথা
পদুদিবসে ইতরস্স ইতরস্সাতি পটিপাটিয়া সবেসং
ঘরানি অগমাসি। সবে তে তথৈব সন্ধারং অকংসু। এক-
দিবসং জেট্ঠপদুত্তো মঙ্গলে পচ্চুপট্ঠিতে পিতরং আহ—
'তাং কস্স মঙ্গলং দেমা'তি? 'নাহং অঞ্ঞে জানামি,
সমণো গোতমো মঘ্হং সহায়ো'তি। 'তেন হি তং
স্বাতনায় পণ্ণাহি ভিক্ষুসত্তেহি সন্ধিং নিমন্তেথা'তি।
ব্রাহ্মণো তথা অকাসি। সথা পদুদিবসে সপরিবারো তস্স
গেহং অগমাসি। সো হরিতুপলিপ্তে সৰ্ব্বালঙ্কারপটি-
মি'ডিতে গেহে বুদ্ধপ্পমদুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং নিসীদাপেহা
অম্পাদকমধুপায়সেন চেব পণীতেন খাদনীয়েন চ

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে শাস্তাকে দেখিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়া গৃহে
তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া মহার্য পালংকে বসাইয়া উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান
করিল। শাস্তা পরের দিন অন্য পদুত্রের নিকট, তারপর অন্য পদুত্রের নিকট
এইভাবে সকলের গৃহে গমন করিলেন। সকলেই তাঁহাকে তদুপভাবে
সংকার করিল। একদিন কোন এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে
জ্যেষ্ঠপদুত্র পিতার নিকট যাইয়া বলিল—'পিতঃ, মঙ্গলদিবসে আমরা কাহাদের
দান করিব?'

'আমি অন্য কাহারও কথা জানি না, শ্রমণ গোতমই আমাদের বন্ধু।'

'তাহা হইলে তাঁহাকে আগামীকাল্যের জন্য পণ্ডিত ভিক্ষুসহ নিমন্ত্রণ
করুন।'

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। শাস্তা পরের দিন সপরিবার তাঁহার গৃহে
গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ হরিতোপলিপ্ত সৰ্ব্বালঙ্কার প্রতিমি'ডিত গৃহে
বুদ্ধপ্রমদুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বসাইয়া জলশূন্য মধুপায়স এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য

পরিবিসি। অন্তরাভত্তস্মিংস্বেব ব্রাহ্মণস্স চত্তারো পদ্ত্তা
সথ্ধু সন্তিকে নিসীদিহা আহংসু—‘ভো গোতম, ময়ং
অম্‌হাকং পিতরং পটিজ্জগাম ন পমজ্জাম, পস্সাথিমস্স
অত্তভাব’ন্তি।

সথা ‘কল্যাণং বো কতং, মাতাপিতৃপোসনং নাম পোরাণক-
পণ্ডিতানং আচিল্লমেবা’তি বহা ‘তস্স নাগস্স বিম্পবাসেন,
বিয়দ্‌ল্‌হা সল্লকী চ কুটজা চা’তি ইমং একাদসনিপ্যাতে
‘মাতৃপোসকনাগরাজজাতকং’ বিখারেন কথেষা ইমং গাথং
অভাসি—

‘ধনপালো নাম কুঞ্জরো,
কটুকভেদনো দর্নিবারয়ো।
বন্ধো কবলং ন ভুঞ্জতি,
সদ্মরতি নাগবনস্স কুঞ্জরো’তি ॥ ৩২৪ ॥

*

*

*

পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহারকৃত্য সম্পন্ন না হইতেই ব্রাহ্মণের
চারিপদ্র শাস্তার নিকট বসিয়া বলিল—‘হে গোতম, আমরা আমার পিতার
সেবা করি, আমাদের কোন ত্রুটি হয় না। তাঁহার দিকে তাকাইয়াই
দেখুন না।’

শাস্তা বলিলেন—‘তোমাদের কল্যাণজনক কাজই করিয়াছ। প্রাচীন
পণ্ডিতেরাও মাতাপিতার পোষণ করিতেন।’ ইহা বলিয়া ‘সেই হস্তীর
অন্যমনস্কতার কারণে শল্লকী এবং কুটজ উৎপন্ন হইয়াছিল’—ইত্যাদি
একাদশনিপ্যাতে ‘মাতৃপোসকনাগরাজজাতক’ (জাতক সংখ্যা ৪৫৫) বিস্তৃত
ভাবে বর্ণনা করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ধনপাল নামক তীব্রমদম্রাবী দর্নিবার কুঞ্জর অবরুদ্ধ অবস্থায় আহাৰ’
ভক্ষণ করে না। কুঞ্জর তাহার নাগবনকেই স্মরণ করিতে থাকে।’

তথ 'ধনপালো নামা'তি তদা কাসিকরঞ্ঞা হথাচারিয়ং
পেসেত্বা রমণীয়ে নাগবনে গাহাপিতস্স হিথিনো এতং
নামং । 'কট্টকভেদনো'তি তিখিগমদো । হথীনঞ্ঞি
মদকালে কল্লচূলিকা পিভিজ্জন্তি, পকতিয়াপি হিথিনো
তস্মিং কালে অঙ্কুসে বা কুন্ততোমরে বা ন গণেন্তি, চন্ডা
ভবন্তি । সো পন অতিচন্ডাষেব । তেন বদন্তং—'কট্টক-
ভেদনো দদ্বিবারয়ো'তি । 'বন্ধো কবলং ন ভুঞ্জতী'তি সো
বন্ধো হিথিসালং পন নেত্বা বিচিহ্নসাগিয়া পরিক্খিপাপেত্বা
কতগন্ধপরিভন্ডায় উপরি বন্ধাবিচিহ্নবিতানায় ভূমিয়া
ঠাপিতো রঞ্ঞা রাজারহেন নানাগরসেন ভোজনের উপট্-
ঠাপিতোপি কিঞ্চি ভুঞ্জিতুং ন ইচ্ছি, তমথং সন্ধ্যা 'বন্ধো
কবলং ন ভুঞ্জতী'তি বদন্তং । 'সদুমরতি নাগবনস্সা'তি সো
রমণীয়ং মে বসনট্ঠানন্তি নাগবনং সরতি । 'মাতা পন
মে অরঞ্ঞে পদ্রুবিয়োগেন দদুখম্পত্তা অহোসি, মাতা-

•

•

•

অবয় : 'ধনপালো নাম' তখন কাশিরাজের দ্বারা প্রेषিত হস্ত্যাচারের
দ্বারা রমণীয় নাগবনে ধৃত হস্তীর এই নাম । 'কট্টকভেদন' তীক্ষ্ণমদ ।
মদকালে হস্তীদের কর্ণচূড়িকা ভিন্ন হয় কাজেই স্বভাবতঃ তাহারা অক্ষুশ
বা বল্লমের আঘাতকে উপেক্ষা করে এবং চন্ডরূপ ধারণ করে । সে তখন
অতি চন্ড । তাই উক্ত হইয়াছে—'কট্টকভেদনো দদ্বিবারয়ো' । 'বন্ধো কবলং
ন ভুঞ্জতি ।' তাহাকে বাঁধিয়া হস্তিশালায় লইয়া যাইয়া বিচিত্র পদার দ্বারা
চতুর্দিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল । বাঁধানো সদুগন্ধ মেঝের উপর বিচিত্ররকমের
বিতান খাটানো হইয়াছে । রাজযোগ্য নানাগ্রন্থযুক্ত ভোজন রাজার দ্বারা
রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু হস্তী কিছুই ভোজন করিতে ইচ্ছা করিল না ।
তাই বলা হইয়াছে—'বন্ধো কবলং ন ভুঞ্জতী'তি । 'সদুমরতি নাগবনস্স'—
সে 'আমার রমণীয় বাসস্থান' বলিয়া নাগবনের কথাই স্মরণ করিতেছে ।
'আমার মাতা অরণ্যে পদ্রুবিয়োগদুঃখে কাতর । মাতাপিতাকে সেবা করার

পিতুউপট্ঠানধম্মো ন মে পুৱতি, কিং মে ইমিনা ভোজনে-
 নার্তি ধম্মিকং মাতাপিতুউপট্ঠানধম্মমেব সরি। তং পন
 যস্মা তস্মিং নাগবনেষেব ঠিতো সন্ধা পুৱেতুং, তেন বদন্তং
 ‘সুৱরতি নাগবনস্স কুঞ্জরো’তি। সথারি ইমং অন্তনো
 পুৱ্বচরিয়ং আনেহা কথেন্তে কথেন্তেষেব সম্বেপি তে
 অস্সদুধারা পবত্তেহা মদুদুহদয়া ওহিতসোতা ভবিংসু।
 অথ নেসং ভগবা সম্পায়ং বিদিত্বা সচ্চানি পকাসেত্বা ধম্মং
 দেসেসি।

দেসনাবসানে সন্ধিং পুৱত্তেহি চেব সুৱণিসাহি চ ব্রাহ্মণো
 সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহীতি।

পরিজিন্নব্রাহ্মণপুৱত্তবথু ততিয়ং।

•

•

•

ধর্ম আমার পূর্ণ হইতেছে না। আমার এই ভোজনের প্রয়োজন নাই—
 এইভাবে মাতাপিতার সেবা করার ধর্মের কথাই হস্তী স্মরণ করিয়াছিল।
 কেবলমাত্র নাগবনে থাকিয়াই এই সেবাব্যর্থ পূরণ করা সম্ভব। তাই বলা
 হইয়াছে—‘সুৱরতি নাগবনস্স কুঞ্জরো’। শাস্তা যখন এইভাবে নিজের
 পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন সকলেই অশ্রু সঞ্চারণ করিতে পারে
 নাই। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল এবং মনোযোগ সহকারে শাস্তার
 ধর্মদেশনা শুনিতোঁছিল। অনন্তর ভগবান তাহাদের উপকার হইয়াছে জানিয়া
 সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন।

দেশনাবসানে পুত্র-পুত্রবধূগণ সহ সেই ব্রাহ্মণ স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
 হইলেন।

॥ পরিজীর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্রগণের উপাখ্যান ॥

পসেনদিকোসলবখ, । ৪

‘মিদ্ধী যথা হোতী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহ-
রন্তো রাজানং পসেনদিকোসলং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে রাজা তদ্ভুলদোণস্স ওদনং তদুপিয়েন
সুপব্যঞ্জনেন ভুঞ্জতি । সো একদিবসং ভুত্তপাতরাসো ভত্ত-
সম্পদং অবিনোদেহাব সথু সন্তিকং গম্বা কিলন্তরুপো
ইতো চিতো চ সম্পরিবত্ততি, নিন্দায় অভিভুষ্যমানোপি
উজ্জুকং নিপজ্জিতুং অসক্কোন্তো একমন্তং নিসীদি । অথ
নং সথা আহ—‘কিং, মহারাজ, অবিস্সমিহাব আগতো-
সী’তি ? ‘আম, ভন্তে, ভুত্তকালতো পট্ঠায় মে মহাদু-
কখং হোতী’তি । অথ নং সথা, মহারাজ, অতিবহুভোজনং
এবং দুকখং হোতী’তি বহা ইমং গাথমাহ—

পসেনদি কোশলের উগাখ্যান । ৪ ।

‘মিদ্ধী যদা হোতি’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
রাজা পসেনদি কোশলকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় রাজা এক দ্রোণ তদ্ভুলের ভাত তদনুরূপ সুপব্যঞ্জন সহযোগে
ভোজন করিতেন । একদিন তিনি আহারাশ্বে ভাতধ্ম না ধুমাইয়া শাস্ত্রার
নিকট ষাইয়া ক্লাস্ত হইয়া এদিকে-সেদিকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । নিদ্রায়
অভিভূত হইয়া ঋজুভাবে (শুইতে) অসমর্থ হইয়া একপার্শ্বে উপবেশন
করিলেন । তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ, আপনি কি বিশ্রাম ন্য
করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, ভোজনের পর হইতে আমার খুব কষ্ট হইতেছে ।’ তখন
শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ, অতিবহু ভোজনই কষ্টের কারণ’ ইহা
বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘মিদ্ধী’ যদা হোতি মহাঘসো চ,
নিদ্দায়িতা সম্পরিবত্তসায়ী ।

মহাবরাহোব নিবাপপদুট্টো,

পদনপ্পদনং গব্ভমুপেতি মন্দো’তি ॥ ৩২৫ ॥

তথ ‘মিদ্ধী’তি থিনমিদ্ধাভিভূতো । ‘মহাঘসো চ’তি মহাভোজনো আহরহথকঅলংসাটকতত্ত্বটুককাকমাসকভুত্ত-
বমিতকানং অঞ্‌ঞতরো বিয় । ‘নিবাপপদুট্টো’তি কুন্ডকাদিনা স্দকরভত্তেন পদুট্টো । ঘরস্দকরো হি দহর-
কালতো পট্টায় পোসিয়মানো থূলসরীরকালে গেহা বহি
নিক্খমিতুং অলভন্তো হেট্টামণাদীসু সম্পরিবত্তিত্বা
অস্সসন্তো পস্সসন্তো সয়তেব । ইদং বদন্তং হোতি—যদা

*

*

*

‘যখন মনুষ্য স্বভাবতঃ অলস এবং অত্যন্ত ভোজনপটু হয়, তখন সে
নিবাপপদুট্ট গৃহপালিত স্থূল শৃকরের ন্যায় নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ
গড়াগড়ি দেয় । (তজ্জন্য সে অনিত্যাঙ্গি গ্রিলক্ষণসম্পন্ন ভাবনা করিতে
পারে না) এবং (তদ্ব্যতীত) পদনঃ পদনঃ জন্মগ্রহণ করে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৩২৫ ।

অর্থ : ‘মিদ্ধী’ আলস্য-তন্দ্রাভিভূত । ‘মহাঘসো চ’ মহাভোজনকারী
আহরহথক (অতিরিক্ত ভোজনহেতু স্বয়ং আসন হইতে উঠিতে সমর্থ না হইয়া
‘আমার হাত ধরিয়া উঠাও’ যে বলিয়া থাকে), অলংসাটক (অতিরিক্ত ভোজন
হেতু উদর স্ফীতির জন্য স্বয়ং বস্ত্র পরিধান করিতে অক্ষম), তত্ত্বটুক
(উঠিতে অক্ষম হইয়া সেইস্থানেই গড়াগড়ি দেয়), কাকমাসক (কাকের ন্যায়
মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া আহার করে), ভুত্তবমিতক (মুখে ধারণ করিতে
অক্ষম হইয়া বমি করে)—এই পাঁচ প্রকার ব্রাহ্মণেয় ভোজন স্দকর নহে ।

‘নিবাপপদুট্টো’ কুন্ডকাদি শৃকরভোজ্যের দ্বারা পদুট্ট । গৃহপালিত
শৃকর তরুণবয়স হইতে পালিত হইয়া স্থূলশরীরকালে গৃহ হইতে বাহিরে
যাইতে না পারিয়া মণ্ডার নীচে গড়াগড়ি দিয়া (অতিকষ্টে) নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস
যোগে শয়ন করে । এইরূপ উক্ত হইয়াছে—‘যখন মানুষ্য অলস এবং ভোজনপটু

পদ্রিসো মিন্ধী চ হোতি মহাশ্বসো চ, নিবাপপদুট্টো
মহাবরাহো বিয় চ অণ্ড্ৰেণ ইরিয়াপথেন যাপেতুং অস-
ক্কোন্তো নিন্দায়নসীলো সম্পরিবত্তসায়ী, তদা সো
'অনিচ্চং দুঃখং অনত্তা'তি তীণি লক্খণানি মনসিকাভুং
ন সঙ্কোতি । তেসং অমনসিকারা মন্দপণ্ড্ৰেণো পদুপ্পদুং
গম্ভমুপেতি, গম্ভবাসতো ন পরিমুচ্চতীতি । দেশনাবসানে
সথা রণ্ড্ৰেণো উপকারবসেন—

‘মনুজস্স সদা সতীমতো, মত্তং জানতো লঙ্কভোজনে ।

তনুজস্স ভবন্তি বেদনা, সণিকং জীরতি আয়ু

পালয়’ন্তি ॥

ইমং গাথং বস্তা উত্তরমাণবং উপগম্হাপেস্তা ‘ইমং গাথং
রণ্ড্ৰেণো ভোজনবেলায় পবেদেয্যাসি, ইমিনা উপায়েন
ভোজনং পরিহাপেয্যাসী’তি উপায়ং আচিক্খি, সো তথা
অকাসি । রাজা অপরেন সময়েন নালিকোদনপরমতায়

*

*

*

হয়, তখন সে নিবাপপদুট্ট মহাবরাহের ন্যায় অন্য কোন ঈর্ষাপথে গমনে অসমর্থ
হইয়া নিদ্রালু হইয়া ইতস্ততঃ গড়াগড়ি দিতে থাকে । তখন সে ‘অনিত্য-
দুঃখ-অনাত্ম’ এই ত্রিলক্ষণ স্মরণ করিতে পারে না । ইহাদের স্মরণ করিতে
না পারিয়া মন্দপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি পদুঃ পদুঃ জন্মগ্রহণ করে, গর্ভবাস হইতে মৃত্ত
হইতে পারে না । দেশনাবসানে শাস্তা রাজার উপকারের জন্য এই গাথাটী
ভাষণ করিলেন—

‘যে ব্যক্তি সদা স্মৃতিমান এবং ভোজনে যাহার মাত্রা জানা আছে, তাহার
(দুঃখ) বেদনা হ্রাস পায়, (ভুক্ত অন্ন) ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং আয়ুকে
পালন করে ।’—[সংযুক্তনিকায়, ১/১/১২৪] এবং উত্তরমাণবকে গাথা
শিখাইয়া বলিলেন—‘এই গাথা রাজার ভোজনের সময় পাঠ করিবে । এই
উপায়ে রাজার ভোজন হ্রাস করিবে’—এইভাবে উপায় বলিয়া দিলেন ।
উত্তরমাণব তাহাই করিল । পরে নাড়িকমাত্র অন্ন ভোজনে রত থাকিয়া রাজা

সিঁঠতো সদুসল্লহুদকসরীরো সুখম্পত্তো সুখরি উম্পন্ন-
 বিম্বাসো সত্তাহং অসদিসদানং পবত্তেসি । দানানুদমোদনায়
 মহন্তং বিসেসং পাপদুর্গীতি ।

পসেনদিকোসলবথু চতুথং ।

*

*

*

একদিন লঘুশরীরযুক্ত হইয়া শরীরে সুখ অনুভব করিলেন । এই কারণে
 শাস্তার প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়াতে রাজা সপ্তাহকাল ষাবত (বুদ্ধপ্রমুখ
 ভিক্ষুসঙ্ঘকে) অসদৃশদান (—অতুলনীয়) দান দিলেন । দানানুদমোদনের
 সময় জনতা মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

॥ পসেনদি কোশলের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সানুসামণেরবন্ধু । ৫

‘ইদং পদুরে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
সানুং নাম সামণেরং আরব্ভ কথেসি ।
সো কির একিস্সা উপাসিকায় একপদন্তকো অহোসি । অথ
নং সা দহরকালেয়েব পস্বাজেসি । সো পস্বাজিতকালতো
পট্টায় সীলবা অহোসি বত্তসম্পন্নো, আচারিয়দুপস্সায়-
আগন্তুকানং বত্তং কতমেব হোতি । মাসস্স অট্টমে দিবসে
পাতোব উট্টায় উদকমালকে উদকং উপট্টাপেহ্বা ধম্মস্স-
বনগ্গং সম্মজ্জিত্বা আসনং পঞ্ঞাপেহ্বা দীপং জালেহ্বা
মধুরস্সরেন ধম্মস্সবনং ঘোসেতি । ভিক্কু তস্স থামং
ঞহ্বা ‘সরভঞ্ঞং ভণ সামণেরা’তি অজ্জেসন্তি । সো
‘ময়হং হৃদয়বাতো রুজ্জতি, কায়ো বা বাধতী’তি কিণ্ণ
পচ্চাহারং অকহ্বা ধম্মাসনং অভিরাহিত্বা আকাসগগ্গং

* * *

সানু সামণেরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘ইদং পদুরে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে সানু নামক
শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সে ছিল এক উপাসিকার একমাত্র পুত্র । উপাসিকা তাহার তরুণ
বয়সেই তাহাকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন । প্রব্রজিত হওয়ার পর হইতে সে
ছিল শীলবান, ব্রতসম্পন্ন এবং আচার্য-উপাধ্যায়-আগন্তুক ভিক্ষুদের ব্রত
সম্পাদন করিত । প্রতি মাসের অষ্টম দিনে সে সকালেই উঠিয়া উদক-আটকে
উদক স্থাপিত করিয়া, ধর্মশ্রবণের স্থান সম্মার্জিত করিয়া, আসন বিছাইয়া,
দীপ জ্বালিয়া মধুরস্বরে ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা করিত । ভিক্ষুগণ তাহার
ক্ষমতার কথা জানিয়া অনুরোধ করিতেন—‘হে শ্রামণের, তুমি সদুর করিয়া
বল ।’ সে ‘আমার বৃক কাঁপে, শরীরে কষ্ট হয়’ ইত্যাদি কোন অজুহাত না
দিয়া ধর্মাসনে উঠিয়া আকাশ হইতে গঙ্গাকে অবতরণ করানোর ন্যায় সদুর

ওতারেন্তো বিয় সরভঞ্ঞং বহ্বা ওতরন্তো ‘ময্‌হং মাতা-
 পিতুনং ইমস্মিং সরভঞ্ঞে পত্তিং দম্মী’তি বদতি । তস্স
 মনুস্সা মাতাপিতরো পত্তিয়া দিন্‌ভাং ন জানন্তি ।
 অনন্তরত্তভাবে পনস্স মাতা যক্‌খিনী হুত্বা নিম্বত্তা, সা
 দেবতাহি সন্ধিং আগন্ত্বা ধম্মং সুত্বা ‘সামণেরেন দিন্‌পত্তিং
 অনুমোদামি, তাতা’তি বদতি । ‘সীলসম্পন্নো চ নাম
 ভিক্‌খু সদেবকস্স লোকস্স পিযো হোতী’তি তস্মিং
 সামণেরে দেবতা সলজ্জা সগারবা মহাব্রহ্মানং বিয় অঙ্গিক্-
 খন্ধং বিয় চ নং মঞ্ঞন্তি । সামণেরে গারবেন তণ্ড
 যক্‌খিনিং গরুদকং কত্বা পস্সন্তি । তা ধম্মস্সবনযক্‌খ-
 সমাগমাদীসু ‘সানুমাতা সানুমাতা’তি যক্‌খিনিয়া অঙ্গা-
 সনং অণ্ণোদকং অণ্ণপিণ্ডং দেন্তি । মহেসক্‌খাপি
 যক্‌খা তং দিস্সা মণ্ণা ওক্কোমন্তি, আসনা বদ্ট্‌ঠহন্তি ।

*

*

*

করিয়া ঘোষণা করিয়া (ধম্মাসিন হইতে) অবতরণকালে বলিত—‘এই
 সরভঞ্ঞজ্ঞানিত পুণ্য আমি আমার মাতাপিতাকে প্রদান করিতেছি ।’
 লোকেরা বদ্বিতে পারিত না যে সে তাহার পুণ্যফল মাতাপিতাকে দান
 করিতেছে । তাহার পূর্বজন্মের মাতা যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন
 এবং দেবতাদের সঙ্গে আসিয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া বলিতেন—‘বৎস, শ্রামণের-
 প্রদত্ত পুণ্যফল আমি অনুমোদন করিতেছি ।’ ‘শীলসম্পন্ন ভিক্ষু দেবলোক
 সহ মনুষ্যালোকে সকলের প্রিয় হয় ।’ দেবতারা শ্রামণেরের প্রতি লজ্জাশীল,
 শ্রদ্ধাসম্পন্ন । তাঁহারা তাহাকে মহাব্রহ্মা এবং অগ্নিস্কন্ধের ন্যায় মনে করিতেন ।
 শ্রামণেরের প্রতি সম্মানবশতঃ দেবতারা সেই যক্ষিণীকেও শ্রদ্ধার চক্ষে
 দেখিতেন । তাঁহারা ধর্মশ্রবণের সময় এবং যক্ষসমাগমের সময় ‘সানুমাতা
 সানুমাতা’ বলিয়া যক্ষিণীকে অগ্রাসন, অগ্রজল এবং অগ্রপিণ্ড প্রদান
 করিতেন । ঋদ্ধিমান যক্ষগণও তাঁহাকে দেখিলে রাস্তা হইতে সরিয়া
 দাঁড়াইতেন এবং আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেন ।

অথ থো সামণেরো বদ্‌ড্‌টিম্‌ব্বায় পরিপক্কিন্দ্রয়ো অনাভির-
তিয়া পীলিতো অনাভিরতিং বিনোদেতুং অসক্কোন্তো
পরদল্‌হকেসনথো কিলিট্‌ঠনিবাসনপারদপনো কস্সচি
অনারোচেত্বা পত্তচীবরমাদায় এককোব মাতুঘরং অগমাসি ।
উপাসিকা পদ্বত্তং দিস্বা বন্দিদ্বা আহ—‘কিং, তাত, ত্বং
পদ্ববে আচারিষদ্পজ্জাযেহি বা দহরসামণেরেহি বা সন্ধিং
ইধাগচ্ছসি, কস্মা এককোব অজ্জআগতোসী’তি ? সো
উক্কণ্ঠিতভাবং আরোচেসি । সা উপাসিকা নানপ্পকারেন
ঘরাবাসে আদীনবং দস্সেত্বা পদ্বত্তং ওবদমানাপি সঞ্‌ঞা-
পেতুং অসক্কোন্তী ‘অপ্পেব নাম অন্তনো ধম্মতারাপি
সল্লক্‌থেয্যা’তি অনুযোজেত্বা ‘তিট্‌ঠ, তাত, যাব তে
যাগদত্তং সম্পাদেমি, যাগদুং পিবিদ্বা কতভত্তিকচ্চস্স তে
মনাপানি বথানি নীহরিদ্বা দস্সামী’তি বত্বা আসনং

*

*

*

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রামণের ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপক্ক হইল এবং সে দৌর্মনস্যের
দ্বারা পীড়িত হইল এবং দৌর্মনস্যকে দূর করিতে না পারিয়া দীর্ঘকেশনখ ও
ক্লিষ্টনিবাসন-পারদপন হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া পাত্তচীবর লইয়া একাকী
মাতার নিকট চলিয়া গেল । উপাসিকা পদ্বত্তকে দেখিয়া বন্দনা করিয়া
বলিলেন—‘বৎস, তুমি পদ্ববে আচার্য-উপাধ্যায়ের সঙ্গে অথবা তরুণ
শ্রামণেরদের সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতে । অদ্য তুমি একাকী আসিয়াছ
কেন ?’ সে তাহার উৎকণ্ঠিতভাবের কথা জানাইল । সেই উপাসিকা
নানাভাবে গৃহবাসের দোষের কথা জানাইয়া পদ্বত্তকে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও
তাহাকে বদ্বাইতে অসমর্থ হইয়া ‘একদিন নিজের ধর্মতার দ্বারাই সে বদ্বিতে
পারিবে’ মনে করিয়া পদ্বত্তকে বলিলেন—‘বৎস, একটু অপেক্ষা কর, আমি
তোমার জন্য যাগদভাত প্রস্তুত করিতেছি । তুমি যাগদ পান করিয়া আহার-
কৃত্যের শেষে ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া দিব’—বলিয়া আসন বিছাইয়া
দিলেন । শ্রামণের আসন গ্রহণ করিল । উপাসিকা মদ্বহর্তের মধ্যে যাগদ

পঞ্‌ঞাপেত্তা অদাসি । নিসীদি সামণেরো । উপাসিকা
 মদহত্তেনেব যাগদুখজ্জকং সম্পাদেত্তা অদাসি । অথ ‘ভত্তং
 সম্পাদেত্সামী’তি অবিদুৱে নিসিন্না তদুদুলে ধোৱতি ।
 তস্মিং সময়ে সা যক্‌খিনী ‘কহং নু খো সামণেরো, কচ্চি
 ভিক্‌খাহারং লভতি, সো’তি আবজ্জমানা তস্স বিব্ভমিতু-
 কামতায় নিসিন্‌নভাবং এত্তা ‘সামণেরো মে মহেসক্‌খানং
 দেৱতানং অন্তরে লজ্জং উপাদেয়্য, গচ্ছামিস্স বিব্ভমনে
 অন্তরায়ং করিস্সামী’তি আগন্তা তস্স সরীৱে অধিমুচ্চিস্সা
 গীৱং পরিৱত্তেত্তা খেলেন পম্বরন্তেন ভূমিয়ং নিপতি ।
 উপাসিকা পদুত্তস্স তং বিম্পকারং দিস্সা বেগেন গন্তা পদুত্তং
 আলিঙেত্তা উৱুসু নিপজ্জাপেসি । সকলগামৱাসিনো
 আগন্তা বলিকম্মাদীনি করিংসু । উপাসিকা পন পরিদেৱ-
 মানা ইমা গাথা অভাসি—

এৱং শৃঙ্ক খাদ্য তাহাকে দিলেন । তারপর ‘ভাত ৱান্না করিব’ বলিয়া
 নিকটে ৱসিয়া চাউল ধুইতে লাগিলেন । সেই সময় যক্ষিণী—‘শ্রামণের
 কোথায় ? সে ভিক্ষাহার পাইয়াছে কি পায় নাই ?’ চিন্তা করিতে করিতে
 সে বিভ্রান্ত হইয়া প্রৱজ্যা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়া ৱসিয়া আছে জানিয়া—
 ‘শ্রামণের আমাকে ঋদ্ধিমান দেৱগণের মধ্যে লজ্জিত করিবে । আমি যাই
 তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে দিব না ।’ চিন্তা করিয়া আসিয়া তাহার শরীর
 অধিগ্রহণ করিয়া তাহার গ্রীৱা বাঁকাইয়া দিল । তাহার মুখ হইতে লালা
 ঝরিয়া পড়িতেছে । যক্ষিণী তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল । উপাসিকা
 পদুত্তের ঐ দৃদশা দেখিয়া বেগে যাইয়া পদুত্তকে আলিঙ্গন করিয়া কোলে
 শোয়াইয়া দিলেন । সকল গ্রামৱাসিগণ আসিয়া বলিকম্মাদি করিল ।
 উপাসিকা কাঁদিতে কাঁদিতে এই গাথাৱন্য ভাষণ করিলেন—

‘চাতুর্দসিং পঞ্চদসিং, যা চ পক্খস্স অট্ঠমী ।

পাটিহারিয়পক্খণ্ড, অট্ঠঙ্গসুসমাগতং ॥

‘উপোসথং উপবসন্তি, ব্রহ্মচারিয়ং চরন্তি যে ।

ন তেহি যক্খা কীলন্তি, ইতি মে অরহতং সুত্তং ।

সা দানি অজ্জ পস্সামি, যক্খা কীলন্তি সান্দ্রনা’তি ॥

উপাসিকায় বচনং সুত্তা—

‘চাতুর্দসিং পঞ্চদসিং, যা চ পক্খস্স অট্ঠমী ।

পাটিহারিয়পক্খণ্ড, অট্ঠঙ্গসুসমাগতং ।

‘উপোসথং উপবসন্তি, ব্রহ্মচারিয়ং চরন্তি যে ।

ন তেহি যক্খা কীলন্তি, সাহু তে অরহতং সুত্ত’ন্তি ॥

বত্তা আই—

‘সান্দ্রং পবুদ্ধং বজ্জাসি, যক্খানং বচনং ইদং ।

মাকাসি পাপকং কম্মং, আবি বা যদি বা রহো ॥

*

*

*

‘চতুর্দশী, পঞ্চদশী, দুই পক্ষের অষ্টমী, পাটিহারিয় পক্ষ বা অষ্টাঙ্গ সুসমাগত হইলে যাহারা উপোসথ করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে যক্ষগণ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন না । এই কথা আমি অহংগণের মুখে শুনিয়াছি । অদ্য আমি দেখিতেছি যক্ষগণও সান্দ্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছে !’

উপাসিকার কথা শুনিয়া (যক্ষগণী বলিল)—‘চতুর্দশী, পঞ্চদশী, দুই পক্ষের অষ্টমী, পাটিহারিয় পক্ষ এবং অষ্টাঙ্গ সুসমাগত হইলে যাহারা উপোসথ করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, যক্ষগণ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন না । অহংদের নিকট আপনি যথার্থই শ্রবণ করিয়াছেন ।’ তারপর আবার বলিলেন—

‘সান্দ্র প্রবুদ্ধ হইলে তাহাকে বলিও—যক্ষদের ইহাই অভিপ্রায়’ যে ‘তুমি প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপ করিবে না ।’

‘সচে চ পাপকং কম্মং, করিস্সসি করোসি বা ।

ন তে দদুখা পমুত্তাথি, উম্পচ্চাপি পলায়তো’তি ॥

এবং পাপকং কম্মং কথা সকুণস্স বিয় উম্পতিত্বা পলায়-
তোপি তে মোক্খো নথীতি বহু সা যক্খিনী সামগেরং
মুদীং । সো অক্খীনী উম্মীলেত্বা মাতরং কেসে বিকিরিয়
অস্সসন্তুং পস্সসন্তুং রোদমানং সকলগামবাসিনো চ
সন্নিপতিতে দিস্সা অন্তনো যক্খেন গহিতভাবং অজ্ঞানন্তো
‘অহং পদুস্বে পীঠে নিসিন্নো, মাতা মে অবিদুস্বে নিসীদিত্বা
তদ্ভূলে ধোবি, ইদানি পনম্হি ভূমিয়ং নিপন্নো, কিং নু
খো এতন্তি নিপন্নকোব মাতরং আহ—

‘মতং বা অম্ম রোদন্তি, যো বা জীবং ন দিস্সতি ।

জীবন্তং অম্ম পস্সন্তী, কস্মা মং অম্ম রোদসী’তি ॥

*

*

*

যদি পাপ কর্ম এখন বা ভবিষ্যতে কর, তাহা হইলে দুঃখ হইতে তোমার
নিষ্কৃতি নাই, উড়িয়া পলায়ন করিলেও নিষ্কৃতি নাই ।’

[সংযুক্তনিকায় ১০/৫]

‘এইভাবে পাপকর্ম করিয়া পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া পলায়ন করিলেও তোমার
মুক্তি নাই’—এই কথা বলিয়া যক্ষিণী শ্রামণেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন । সে
চোখ খুলিয়া মাতাকে আলুথালুকেশে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে দেখিয়া
এবং সকল গ্রামবাসিগণকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া এবং স্বয়ং যে
যক্ষের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া শোয়া অবস্থাতেই মাতাকে
জিজ্ঞাসা করিল—‘আমি ত পূর্বে পীঠিকায় উপবিষ্ট ছিলাম, আমার মাতা
নিকটে বসিয়া চাউল ধুইতেন, আমি এখন দেখিতেছি মাটীতে শুইয়া
আছি, ব্যাপার কি ?’

‘মা, মৃতের জন্য লোকে রোদন করে, কারণ তাহাকে জীবন্ত দেখা যায়
না । মা, আমাকে জীবন্ত দেখিয়াও আমার জন্য রোদন করিতেছ কেন ?’

[থেরগাথা ৪৪ ; সংযুক্তনিকায় ১০/৫]

অথস্স মাতা বথদুকামকিলেসকামে পহায় পব্বজিতস্স পদন
বিব্ভমনথং আগমনে আদীনবং দস্সেন্তী আহ—

মতং বা পদন্ত রোদন্তি, যো বা জীবং ন দিস্সতি ।

যো চ কামে চর্জিহ্বান, পদনরাগচ্ছতে ইধ ।

তং বাপি পদন্ত রোদন্তি, পদন জীবং মতো হি সো'তি ।

এবং পন বহ্বা ঘরাবাসং কুঙ্কলসদিসণ্ণেব নরকসদিসণ্ণ কহ্বা
ঘরাবাসে আদীনবং দস্সেন্তী পদন আহ—

কুঙ্কলা উব্ভতো তাত, কুঙ্কলং পতিতুমিচ্ছসি ।

নরকা উব্ভতো তাত, নরকং পতিতুমিচ্ছসী'তি ॥

অথ নং, “পদন্ত, ভদ্দং তব হোতু, ময়া পন ‘অয়ং নো
পদন্তকো ডম্হমানো’তি গেহা ভংগং বিয় নীহরিহ্বা বুদ্ধ-

*

*

*

তখন তাহার মাতা বস্ত্রদুকাম এবং ক্লেসকাম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া
পদনরায় বিদ্রাস্ত হইয়া (গৃহবাসের জন্য) আগমন করিলে কি অপরাধ হয়
তাহা প্রদর্শন করিতে ঘাইয়া বলিলেন—

‘বৎস, মৃতের জন্যই লোকে রোদন করে, যেহেতু তাহাকে দেখা যায় না ।
কিন্তু যে কাম্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পদনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে, তাহার
জন্যও রোদন করা হয়, কারণ সে জীবন ধারণ করিলেও মৃত ।’

[সংঘদত্তনিকায়, ১০/৫]

এইভাবে বলিয়া গৃহবাসকে কুঙ্কলসদৃশ (একপ্রকার নরক যেখানে সর্বদা
উষ্ণ ভস্ম বর্ষিত হয়) এবং নরকসদৃশ (যন্ত্রণাদায়ক) বলিয়া গৃহবাস করিলে
কি অপরাধ হয় তাহা প্রদর্শন করিতে পদনরায় বলিলেন—

‘বৎস, তুমি কুঙ্কল (নরক) হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার কুঙ্কলে
পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ । নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার
নরকে পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছ ।’

[সংঘদত্তনিকায় ১০/৫]

তাহার পর পদন্তকে বলিলেন—‘পদন্ত, তোমার কল্যাণ হউক । আমাদের
এই পদন্ত সংসার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে’ দেখিয়া আমি তোমাকে দ্রব্যবৎ গৃহ

সাসনে পস্বজিতো, ঘরাবাসে পদন ডম্বহিতুং ইচ্ছসি ।
অভিধাবথ পরিতায়থ নোতি ইমমথং কস্স উজ্জাপয়াম কং
নিজ্জাপয়ামা’তি দীপেতুং ইমং গাথমাহ—

‘অভিধাবথ ভদন্তে, কস্স উজ্জাপয়ামসে ।

আদিত্তা নীহতং ভণ্ডং, পদন ডম্বহিতুমিচ্ছসী’তি ॥

সো মাতারি কথেন্টিয়া কথেন্টিয়া সল্লক্খেন্না ‘নথি মম্বং
গিহিভাবেন অথো’তি আহ । অথস্স মাতা ‘সাধু, তাতা’তি
তুট্ঠা পণীতভোজনং ভোজেত্বা ‘কতিবস্সেসি, তাতা’তি
পদুচ্ছিত্বা পরিপদুগ্গবস্সভাবং ঞ্জত্বা তিচীবরং পটিয়াদেসি ।
সো পরিপদুগ্গপত্তচীবরো উপসম্পদং লভি । অথস্স
অচিরুপসম্পন্নস্স সখা চিত্তনিগ্গাহে উস্সাহং জনেন্তো

*

*

*

হইতে নিষ্কান্ত করিয়া বুদ্ধশাসনে প্ররাজিত করিয়াছিলাম । আর তুমি আবার
এই গৃহবাসে দম্ব হইতে ইচ্ছা করিতেছ । ‘সম্মুখপানে অগ্রসর হও, আমাদের
পরিচয় কর ।’ কোন কি উপায় আছে যাহাতে আমি তাহার ঘৃণা উৎপাদন
করিতে পারি তাহার প্রতিকূলতা উৎপাদন করিতে পারি ।’ ইহা প্রকাশ
করিতে এই গাথা বলিলেন—

‘ভন্তে, সম্মুখ পানে অগ্রসর হও, তোমার মঙ্গল হউক ; প্রত্বলিত অগ্নি
হইতে বাহির করা দ্রব্য তুমি আবার দম্ব করিতে চাও !’

[সংস্কৃতনিকায়, ১০/৫]

মাতা যখন বারবার এইরূপ বলিতেছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া পুত্র
বলিল—‘আমার আর গৃহবাসের প্রয়োজন নাই ।’ তখন মাতা ‘বৎস, সাধু
সাধু’ বলিয়া তুষ্ট হইয়া পুত্রকে উত্তম খাদ্যভোজ্য ভোজন করাইয়া ‘তোমার
বয়স কত জিজ্ঞাসা করিয়া’ পরিপূর্ণ বর্ষভাব (অর্থাৎ কুড়ি বছর) জানিয়া
গ্রীচীবর দান করিলেন । সে পরিপূর্ণ পাত্রচীবর লইয়া উপসম্পদা
(= ভিক্ষু) লাভ করিল । সে উপসম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তা তাহার
চিত্তদমনের জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে বলিলেন—‘চিত্ত নানা আলম্বনে

‘চিন্তং নামেতং নানারম্মণেসু দীঘরত্তং চারিকং চরন্তং
অনিগ্গাংহন্তস্স সোথিভাবো নাম নথি, তস্মা অঙ্কুসেন
মত্তহাথিনো বিয় চিন্তস্স নিগ্গাংহনে যোগো করণীয়ো’তি
বহা ইমং গাথমাহ—

‘ইদং পদুরে চিন্তমচারি চারিকং

যেনিচ্ছকং যথকামং যথাসুখং ।

তদজ্জহং নিগ্গাহেস্সামি যোনিসো,

হথিষ্পাভিন্নং বিয় অঙ্কুসগ্গহো’তি ॥ ৩২৬ ॥

তস্সথো—ইদং চিন্তং নাম ইতো পদুস্বে রূপাদীসু চ
আরম্মণেসু রাগাদীনং যেন কারণেন ইচ্ছতি, যথেষস্স
কামো উৎপজ্জতি, তস্স বসেন যথ কামং যথারূচি চরন্তস্স
সুখং হোতি, তথৈব বিচরণতো যথাসুখং দীঘরত্তং চারিকং
চারি, তং অজ্জ অহং পভিন্নং মত্তহাথিং হথাচারিয়সত্ত্বাতো

*

*

*

সুদীর্ঘকাল বিচরণ করিতেই থাকে । ইহাকে নিগ্গাহীত (= দাস্ত) করিতে
না পারিলে স্বেচ্ছা নাই । তাই অঙ্কুশের দ্বারা যেমন মত্তহস্তীকে দমন
করে তদ্রূপ চিন্তকে নিগ্গাহীত (= দমিত) করিবার জন্য চেষ্টা করিতে
হইবে—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘এই চিন্ত পূর্বে যথেষ্টরূপে যথাসুখে কাম্যবস্তুতে বিচরণ করিয়াছে ।
অঙ্কুশগ্রাহীর মদমত্তহস্তী দমনের ন্যায় আজ আমি ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে
সম্পূর্ণরূপে দমন করিব ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৩২৬ ।

অন্বয় : এই চিন্ত ইতিপূর্বে রূপাদি আলম্বনসমূহে রাগাসক্ত হইয়া
যেখানে কাম উৎপন্ন হয় সেখানে যথারূচি বিচরণ করিয়া সুখ অনুভব
করিয়া দীর্ঘকাল যথাসুখে বিচরণ করিয়াছে । সেই চিন্তকে অদ্য আমি
সুদক্ষ অঙ্কুশগ্রাহী হস্ত্যাচার্য যেমন অঙ্কুশের দ্বারা দুর্দমনীয় মত্তহস্তীকে

ছেকো অঙ্কুসংগহো অঙ্কুসেন বিয় যোনিসোমনসিকারেণ
নিগ্গহেঙ্গামি, নাস্স বীতক্কমিতুং দঙ্গামীতি ।

দেশনাবসানে সান্দ্রনা সন্ধিং ধম্মঙ্গবনায় উপসঙ্কমন্তানং
বহুং দেবতানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । সোপাযস্মা
তৌপটকং বুদ্ধবচনং উগ্গণ্হিত্বা মহাধম্মকথিকো হুত্বা
বীসবঙ্গসতং ঠত্বা সকলজঙ্গবদ্বীপং সত্ত্বাভেত্বা পরি-
নিব্বায়ীতি ।

সান্দ্রসামগেরবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

দমন করে, তেমনিভাবে উক্ত স্মৃতিসহকারে চিত্তকে নিগ্গহীত (= দমিত)
করিব । ইহাকে আমার অধিকারের বাহিরে যাইতে দিব না ।

দেশনাবসানে সান্দ্র সহ ধর্মশ্রবণের জন্য উপস্থিত বহু দেবগণের
ধর্মভিসময় হইয়াছিল । সেই আয়ুস্মানও (অর্থাৎ সান্দ্র ভিক্ষু) ত্রিপিটক
বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া মহাধর্মকথিক হইয়া বিংশতি বর্ষাধিক একশত বৎসর
অবস্থান করিয়া সকল জঙ্গবদ্বীপকে আলোড়িত করিয়া পরিনির্বাণ লাভ
করিয়াছিলেন ।

॥ সান্দ্র শ্রামণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



পাবেয়্যকহথিবথু । ৬

‘অম্পমাদরতা’তি ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো কোসলরঞ্ঞো পাবেয়্যকং নাম হথিং আরব্ভ কথেসি ।
সো কির হথী তরুণকালে মহাবলো হুত্বা অপরেন সময়েন জরাবাতবেগম্ভাহতো হুত্বা একং মহন্তং সরং ওরুয্হ কললে লঙ্গিহ্বা উত্তরিতুং নাসক্খি । মহাজনো তং দিম্বা ‘এবরুপোপি নাম হথী ইমং দুব্বলভাবং পত্তো’তি কথং সমুট্ঠাপেসি । রাজা তং পবত্তিং সুত্বা হথার্চারিয়ং আণাপেসি—‘গচ্ছ, আচারিয়, তং হথিং কললতো উদ্ধ-
রাহী’তি । সো গম্ভা তস্মিং ঠানে সঙ্গামসীসং দস্বেস্বা সঙ্গামভেরিং আকোটাপেসি । মানজাতিকো হথী বেগেনুট্-

•

•

•

পাবেয়্যক হস্তীর উগাখ্যান । ৬ ।

‘অম্পমাদরতা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজের ‘পাবেয়্যক’ নাম হস্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই হস্তী তরুণকালে খুব বলশালী ছিল, কিন্তু পরে জরাবাতবেগে ক্রিষ্ট হইয়া এক বৃহৎ সরোবরে অবতরণ করিয়া কললে নিমগ্ন হইয়া উপরে উঠিতে সক্ষম হয় নাই । মহাজনেরা তাহাকে দেখিয়া ‘এইরূপ হস্তীও এইরকম দুর্বল হইতে পারে’—ইত্যাদি চর্চা করিতে লাগিল । রাজা ইহা শুনিয়া হস্ত্যাচার্যকে আদেশ দিলেন ‘আচার্য, যাও সেই হস্তীকে কল্লল হইতে উদ্ধার কর ।’ তিনি যাইয়া সেখানে সংগ্রামশীর্ষ প্রদর্শন করিয়া সংগ্রামভেরী বাদন করাইলেন । মানজাতিক (অর্থাৎ মান সম্বন্ধে সজাগ) হস্তী দ্রুতবেগে

ঠায় থলে পতিট্ঠিহ । ভিক্খু তং কারণং দিস্বা সখ্খু
আরোচেসুং । সখা, তেন, ভিক্খবে, হিথিনা পকতি-
পঞ্চদুগতো অন্তা উদ্ধটো, তুম্হে পন কিলেসদুগ্গে
পক্খন্দা । তস্মা যোনিসো পদহিহ্বা তুম্হেপি ততো
অন্তানং উদ্ধরথা'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অপমাদরতা হোথ, সচিত্তমনুদরক্খথ ।

দুগ্গা উদ্ধরথন্তানং, পঞ্চে সন্নোব কুঞ্জরো'তি ॥ ৩২৭ ॥
তথ ‘অপমাদরতা’তি সতিয়া অবিম্পবাসে অভিহতা
হোথ । ‘সচিত্ত’ন্তি রূপাদীসু আরম্মণেসু অন্তনো চিত্তং
যথা বীতিকম্মং ন করোতি, এবং রক্খথ । ‘দুগ্গা’তি যথা
সো পঞ্চে সন্নো কুঞ্জরো হর্থোহি চ পাদোহি চ বায়ামং কহ্বা
পঞ্চদুগ্গতো অন্তানং উদ্ধরিহ্বা থলে পতিট্ঠিতো এবং

উঠিয়া স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল । ভিক্ষুগণ এই ঘটনা দেখিয়া শাস্তাকে
জানাইলেন । শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, সেই হস্তী প্রাকৃতিক পক্ষে
দুর্গত হইয়া নিজেকে উদ্ধার করিয়াছিল । তোমরা ক্লেশদুর্গে পতিত
হইয়াছ । তাই স্মৃতিসহকারে (ক্লেশের বিরুদ্ধে) প্রয়াস চালাইয়া তোমরাও
নিজেদের উদ্ধার কর’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘অপ্রমাদে রত হও, স্বীয় চিত্তকে সাবধানে রক্ষা কর এবং আপনাকে পক্ষে
মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৩২৭ ।

অর্থ : ‘অপমাদরতা’ স্মৃতির অবিপ্রবাসে (স্মৃতির সতত
জাগরুকতায়) অভিহত হও । ‘সচিত্তং’ রূপাদি আলম্বনসমূহে নিজের চিত্ত
ষাহাতে গ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা কর, চিত্তকে রক্ষা কর । ‘দুগ্গা’ যেমন
সেই পঞ্চমগ্ন হস্তী স্বীয় হস্তপাদের দ্বারা প্রয়াস করিয়া পক্ষ হইতে নিজেকে

তুম্‌হেপি কিলেসদগ্‌গতো অন্তানং উদ্ধরথ, নিব্বানথলে
পতিট্‌ঠাপেথাতি অথো ।

দেসনাবসানে তে ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্‌ঠাহিংসদীতি ।

পাবেয়্যকহথিবথু ছট্‌ঠং ।

*

*

*

উদ্ধার করিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমরাও ক্লেশদগ্‌গত, নিজে-
দের উদ্ধারের জন্য প্রয়াস কর, নির্বাণরূপ স্থলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর ।

দেমনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ পারোয়ক হস্তীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্বলভিক্খুবখ্ণু । ৭

‘সচে লভেথা’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা পালিলেয্যকং
নিম্মসায় রক্খিতবনসন্ডে বিহরন্তো সম্বহুলে ভিক্খু
আরম্ভ কথেসি । বথদ্দ যমকবগ্গে ‘পরে চ ন বিজ্ঞানন্তী’তি
গাথাবল্লনায় আগতমেব । বদ্দত্তপ্পহেতং—

তথাগতস্স তথ্ণ হিথিনাগেন উপট্ঠিয়মানস্স বসনভাবো
সকলজম্বদ্বদীপে পাকটো অহোসি । সাবথিনগরতো
‘অনর্থাপিণ্ডকো বিসাথা মহাউপাসিকা’তি এবমাদীন
মহাকুলানি—আনন্দথেরস্স সাসনং পহিণিংসদ্দ ‘সথারং নো,
ভন্তে, দস্সেথা’তি । দিসাবাসিনোপি পণ্ডসতা ভিক্খু
বদ্দট্ঠবস্সা আনন্দথেরং উপসঙ্কমিত্বা ‘চিরস্সদ্দতা নো,
আবদ্বসো আনন্দ, ভগবতো সম্মদ্বথা ধম্মী কথা, সাধদ্দ ময়ং,

•

•

•

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৭ ।

‘সচে লভেথ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পারিলেয়েয়র নিকটে রক্ষিতবনে
অবস্থানকালে অনেক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । এই উপাখ্যান
‘যমকবগ্গে’ ‘পরে চ ন বিজ্ঞানন্তি’ ইত্যাদি গাথা বর্ণনাকালে বিস্তৃতভাবে
বর্ণিত হইয়াছে । বলা হইয়াছে (কোসম্বকবখ্ণু, ধম্মপদ অট্ঠকথা ১/৫)—

সমগ্র জম্বদ্বদীপে এই কথা প্রকটিত হইয়াছিল যে, পারিলেয়েয়র রক্ষিতবনে
হস্তীশ্রেষ্ঠের দ্বারা সেবিত হইয়া তথাগত বসবাস করিয়াছিলেন । শ্রাবস্তীনগর
হইতে অনর্থাপিণ্ডক শ্রোষ্ঠি এবং মহাউপাসিকা বিসাথা এবং অন্যান্য আরও
অনেক বড় বড় পরিবার আনন্দস্থবিরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন—‘ভন্তে,
আমাদের শাস্তাকে দর্শন করান ।’ বসাবাস অতিক্রান্ত হইলে দিগ্‌বিদিক্
হইতে পণ্ডসত ভিক্ষু উপস্থিত হইয়া আনন্দস্থবিরকে প্রার্থনা করিলেন—
‘আবদ্বসো, আনন্দ, বহুদিন হইল আমরা ভগবানের মূখে ধর্মকথা শ্রুতিতে

আবদুসো আনন্দ, লভেয্যাম ভগবতো সম্মুখা ধর্ম্মং কথং
সবনায়াগীত যার্চিংসু। থেরো তে ভিক্ষু আদায় তথ
গম্বা ‘তেমাসং একবিহারিনো তথাগতস্স সন্তিকং এত্ত-
কেহি ভিক্ষুহি সন্ধি উপসঙ্কমনং অযদুত্তন্তি চিন্তেত্বা
তে ভিক্ষু বহি ঠপেত্বা এককোব সথারং উপসঙ্কমি।
পালিলেয্যকো তং দিম্বা দণ্ডমাদায় পক্খন্দি। তং সথা
ওলোকেত্বা ‘অপেহি, অপেহি, পালিলেয্যক, মা বারষি,
বুদ্ধপট্টাকো এসোগীত আহ। সো তথেব দণ্ডং ছণ্ডেত্বা
পত্তচীবরপটিংগহণং আপদুছি। থেরো নাদাসি। নাগো
‘সচে উগ্গাহিতবন্তো ভবিম্সতি, সখু নিসীদনপাসাণফলকে
অন্তনো পরিক্খারং ন ঠপেম্সতী’তি চিন্তেসি। থেরো
পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। বত্তসম্পন্না হি গরুদং আসনে
বা সয়নে বা অন্তনো পরিক্খারং ন ঠপেন্তি।

•

•

•

পাইতোছি না। আবদুসো আনন্দ, খুব ভাল হয় যদি আমরা ভগবানের
মুখে ধর্ম্মদেশনা শ্রুতিবার সৌভাগ্য অর্জন করি।’ তখন আনন্দ স্থবির সেই
ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইয়া—‘তথাগত তিনমাস একাকী বাস
করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এতজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া তথাগতের নিকট
যাওয়া উচিত হইবে না’ চিন্তা করিয়া সেই ভিক্ষুদের বাহিরে রাখিয়া একাকী
শান্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। পারিলেয্যক হস্তী তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ড
লইয়া তাড়া করিল। শান্তা আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন—‘পারিলেয্যক,
সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, বারণ করিও না। এও বুদ্ধসেবক।’ পারিলেয্যক
সেখানেই দণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পাগ্গচীবর গ্রহণ করিবেন কিনা ইঙ্গিত
করিল। স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা করিল—‘যদি ব্রত শিখিয়া থাকে
তাহা হইলে শান্তার বসিবার পাষণফলকে নিজের পাগ্গচীবরাদি রাখিবে না।’
স্থবির পাগ্গচীবর মাটীতেই রাখিলেন। ব্রতসম্পন্ন ভিক্ষুগণ গুরুদেব আসনে
বা শয্যায় নিজেদের পাগ্গচীবরাদি রাখেন না।

থেরো সখারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদি । সখা ‘এককোব
আগতোসী’তি পদুচ্ছিহা পণ্ণহি ভিক্খুসতোহি আগতভাবং
সদুহা ‘কহং পন তে’তি পদুচ্ছিহা ‘তুম্হাকং চিত্তং অজানন্তো
বহি ঠপেহা আগতোম্হী’তি বদন্তে ‘পক্কোসাহি নে’তি
আহ । থেরো তথা অকাসি । সখা তেহি ভিক্খুহি
সন্ধিং পটিসন্হারং কহা তেহি ভিক্খুহি,
‘ভন্তে, ভগবা বুদ্ধসদুখদুমালো চেব খণ্ডিয়সদুখদুমালো চ,
তুম্হেহি তেমাংসং এককেহি তিট্ঠন্তেহি নিসীদন্তেহি চ
দদুস্করং কতং, বত্তপটিবত্তকারকোপি মদুখোদকাদিদায়কোপি
নাহোসি মণ্ড্ণে’তি বদন্তে, ‘ভিক্খবে, পালিলেয়্যকহখি না
মম সৰ্ব্বকিচ্ছানি কতানি । এবরূপণ্ণহি সহায়ং লভন্তেন
এককোব বসিতুং যদুত্তং, অলভন্তস্স একচারিকভাবোব
সেয্যো’তি বহা নাগবণ্ণে ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন । শাস্তা ‘তুমি কি
একাকীই আসিয়াছ’ জিজ্ঞাসা করিয়া পণ্ণশত ভিক্ষু সঙ্গে আসিয়াছে শুনিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তাহারা কোথায় ?’

‘ভস্কে, আপনার মনের কথা না জানিয়া তাহাদিগকে বাহিরে রাখিয়া
আসিয়াছি ।’

‘তাহাদিগকে ডাক ।’

স্থবির তাহাই করিলেন । শাস্তা সেই ভিক্ষুদের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ
করিলেন । ভিক্ষুগণ বলিলেন—‘ভস্কে, ভগবান বুদ্ধ সদ্ধুমার এবং ক্ষণিয়
সদ্ধুমার, এই তিনমাস একাকী এখানে উঠা বসাতে আপনার কতই না কষ্ট
হইয়াছে । মনে হয় রত-প্রতিরতকারকও ছিল না । মদুখোদকদাতাও ছিল
না ।’ বুদ্ধ বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্যকহন্তী আমার সৰ্বকৃত্য
সম্পাদন করিয়াছে । এইরূপ সহায় লাভ করিলে তাহার সঙ্গে বাস করাই
যুক্তিযুক্ত । তাহা না হইলে একাকী বাস করাই শ্রেয়ঃ’—ইহা বলিয়া শাস্তা
এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

‘সচে লভেথ নিপকং সহায়ং,
সন্ধিংচরং সাধুবিহারি ধীরং ।
অভিভূষ্য সৰ্ব্বানি পরিম্ভস্যানি,
চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা ॥ ৩২৮ ॥

,নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং,
সন্ধিংচরং সাধুবিহারি ধীরং ।
রাজাব রট্ঠং বিজিতং পহায়,
একো চরে মাতঙ্গরঞ্ঞেব নাগো ॥ ৩২৯ ॥

‘একস চরিতং সেযো,
নথি বালে সহায়তা ।
একো চরে ন চ পাপানি করিরা,
অম্পোম্সদুকো মাতঙ্গরঞ্ঞেব নাগো’তি ॥ ৩৩০ ॥

অথ ‘নিপক’ন্তি নেপকপঞ্ঞায় সমন্বাগতং । ‘সাধুবিহারি
ধীর’ন্তি ভদ্দকবিহারিং পণ্ডিতং । ‘পরিম্ভস্যানী’তি

*

*

*

‘যদি জ্ঞানবান্ সচ্চারিত্ত ও ধীর সহায় লাভ হয়, তবে সমস্ত বাধাবিল্ল
অভিভূত করিয়া স্মৃতিমান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সহিত বিচরণ করেন ।

‘যদি জ্ঞানবান্ সচ্চারিত্ত ও ধীর সহায় লাভ না হয়, তাহা হইলে বিজিত
রাজ্যত্যাগী রাজার ন্যায় কিংবা মাতঙ্গ হস্তীর ন্যায় একাকী অরণ্যে বিচরণ
করিবে ।’

‘একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, তথাপি মূর্খের সঙ্গে সহবাস করা উচিত
নহে । মাতঙ্গ হস্তী যেভাবে একাকী অরণ্যে বাস করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া
একাকী বিচরণ করিবে । কদাচ পাপ করিবে না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩২৮—৩৩০ ।

অম্বয় : ‘নিপকং’ নিপদ্বণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন । ‘সাধুবিহারি ধীরং’ ভদ্রক
বিহারী, পণ্ডিত । ‘পরিম্ভস্যানি’ তাদৃশ মৈত্রীবিহারী সহায় লাভ করিলে

তাদিসং মেত্তাবিহারিং সহায়ং লভন্তো সীহব্যংঘাদয়ো
পাকটপরিষসে চ রাগভয়দোসভয়মোহভয়াদযো পটিচ্ছন্ন-
পরিষসে চাতি সস্বেব পরিষসে অভিভবিত্বা তেন সন্ধিং
অন্তমনো উপট্ঠিতসতী হুত্বা চরেযা, বিহরেয্যাতি
অথো ।

‘রাজাব রট্ঠ’ন্তি রট্ঠং হিত্বা গতো মহাজনকরাজা বিয় ।
ইদং বদন্তং হোতি—যথা বিজিতভূমিপদেসো রাজা ‘ইদং
রজ্জং নাম মহন্তং পমাদট্ঠানং, কিং মে রজ্জেন কারিতেনা’
তি বিজিতং রট্ঠং পহায় এককোব মহারঞ্ঞং পাবিসিত্বা
তাপসপব্জজং পব্বাজিত্বা চতুস্‌ ইরিয়াপথেসু এককোব
চরতি, এবং এককোব চরেয্যাতি । ‘মাতঙ্গরঞ্ঞেব
নাগো’তি যথা চ ‘অহং থো আকিম্মো বিহরামি হত্থীহি
হিথিনীহি হিথিকলভেহি হিথিচ্ছাপেহি, ছিন্নগানি চেব
তিগানি খাদামি, ওভগ্গোভগ্গণ মে সাখাভঙ্গং খাদন্তি,

*

*

*

সিংহব্যান্ধাদি উপস্থিত ভয়ের কারণ এবং রাগভয়-দ্বेषভয়-মোহভয়াদি
প্রতিচ্ছন্ন ভয়ের কারণ—এইভাবে সকল প্রকার ভয়কে জয় করিয়া তাহার
সহিত আনন্দে স্মৃতিমান্ হইয়া বাস করা যায় ।

‘রাজাব রট্ঠং’ রাজাত্যাগী মহাজনক রাজার ন্যায় । উক্ত হইয়াছে—
যেমন বিজিতভূমিপদেশ রাজা ‘এই রাজ্য মহা বিপদের কারণ, রাজ্য দিয়া
আমার কি হইবে?’ চিন্তা করিয়া বিজিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া একাকীই
মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চারি দিকপথে একাকীই
বিচরণ করেন, তদ্রূপ একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ । ‘মাতঙ্গরঞ্ঞেব নাগো’
যেমন ‘আমি সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করি যেমন হস্তীসমূহ,
হস্তিনীসমূহ, হস্তিকলভসমূহ, হস্তীশাবক সমূহ দ্বারা (পরিবেষ্টিত হইয়া বাস
করি ।) অগ্রভাগ ছিন্ন এমন তৃণ ভক্ষণ করি, আমি শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিলে
অন্যেরা ভক্ষণ করে, আবিলা জল পান করি, অবগাহন করিয়া উঠিলে

আবিলানি চ পানীয়ানি পিবামি, ওগাহা চ মে উত্তিগ্নস্
হৃথিনিয়ো কায়ং উপনিঘংসন্তিয়ো গচ্ছন্তি, যৎনূনাহং
এককোব গণম্‌হা বৃপকট্টো বিহরেয্যন্তি এবং পটি-
সণ্ডিক্‌খিত্বা গমনতো মাতঙ্গোতি লঙ্কনামো ইমস্মিং
অরঞ্‌ঞে অয়ং হৃথিনাগো যুথং পহায় সন্নিবরিয়াপথেসু
এককোব স্দুথং চরতি, এবম্পি একোব চরেয্যতি অথো ।

‘একস্সা’তি পব্বজিতস্স হি পব্বজিতকালতো পট্টায়
একীভাবাভিরতস্স এককস্সেব চরিতং সেয্যো । ‘ন্থি
বালে সহায়তা’তি চুলসীলং মস্মিমসীলং মহাসীলং দস
কথাবত্থানি তেরস ধুতঙ্গগুণানি বিপস্সনাঞাণং চত্তারো
মগ্গা চত্তারি ফলানি তিস্সো বিজ্জা ছ অভিঞ্‌ঞা অমত-
মহানিস্সানন্তি অয়ঞ্‌হি সহায়তা নাম । সা বালে
নিস্সায় অধিগন্তুং ন সঙ্ক্কাতি ন্থি বালে সহায়তা । একো’-
তি ইমিনা কারণেন সন্নিবরিয়াপথেসু এককোব চরেয্য,

•

•

•

হস্তিনীগণ আমার গাত্র ঘর্ষণ করিয়া চলিয়া যায় । অতএব আমি নিশ্চয়ই গণ
হইতে পৃথক হইয়া একাকী বিহার করিব [মহাবঙ্গ ৪৬৭ ; উদান ৩৫]—
এইভাবে ত্যাগ করিয়া গমন করে বলিয়া ‘মাতঙ্গ’ এই নাম লাভ করিয়া এই
অরণ্যে এই হস্তিনাগ (হস্তিশ্রেষ্ঠ) দল ত্যাগ করিয়া সমস্ত ঈর্ষাপথে একাকীই
সুখে বিচরণ করে, তদ্রূপ একাকী বাস করাই শ্রেয়ঃ ।

‘একস্স’ যে প্রব্রজিত তাহার উচিত প্রব্রজিত কাল হইতে একাকী গ্রহণ
করিয়া তাহাতেই অভিরত হইয়া বাস করা । ‘ন্থি বালে সহায়তা’—
চুলশীল, মধ্যমশীল, মহাশীল, দশ কথাবস্তু, তের ধুতঙ্গগুণ, বিপশ্যনা
জ্ঞান, চারিমাগ, চারিফল, ত্রিবিদ্যা, ষড়্‌ভিক্ষা, অমৃতরূপ মহানিবাণ—
ইহারই নাম সহায়তা । ঈদৃশ সহায়তা মূর্খসহবাসে লাভ করা সম্ভব নহে ।
তাই বলা হইয়াছে ‘ন্থি বালে সহায়তা’ । ‘একো’ এই কারণে সর্ব ঈর্ষাপথে
একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ, অল্পমাত্র পাপও সম্পাদন করিবে না । সেই

অম্পমত্তকানিপি ন চ পাপানি কয়িরা । যথা সো অম্পো-
 স্দুক্কো নিরালয়ো ইমস্মিং অরঞেঞ মাতঙ্গনাগো ইচ্ছিতি-
 চ্ছিতট্ঠানে সদ্ধং চরতি, এবং এককোব হুত্তা চরেষ্য,
 অম্পমত্তকানিপি ন চ পাপানি কয়েষ্যাতি অথো । তস্মা
 তুম্হেহি পতিরূপং সহায়ং অলভন্তেহি একচারীহেব
 ভবিতব্বন্তি ইমমথং দম্মেসন্তো সথা তেসং ভিক্ষুদ্বনং
 ইমং ধম্মদেসনং দেসেসি ।

দেসনাবসানে পণ্ডসতাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্ঠ-
 হিংসুতি ।

সম্বহুলভিক্ষুবথু সত্তমং ।

*

*

*

অম্পোংসুক (= তৃষ্ণাবিহীন) নিরালয় মাতঙ্গনাগ এই অরণ্যে যথেষ্ট স্থানে
 সদ্ধেই বিচরণ করে তদ্রূপ একাকী হইয়াই বিচরণ করা উচিত । বিম্ভুমাগ্ন
 পাপও সম্পাদন করিবে না । অতএব; উপযুক্ত সহায় লাভ না করিলে
 তোমাদের একচারী হওয়াই শ্রেয়ঃ—এই কথা প্রদর্শন করিবার জন্য শাস্ত্রা সেই
 ভিক্ষুদের নিকট এই ধর্মদেশনা করিয়াছেন ।

দেশনাবসানে সেই পণ্ডিত ভিক্ষু অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মারবখু । ৮

‘অথম্‌হী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা হিমবন্ত-পদেসে
অরুণ্ণকুটিকায়ং বিহরন্তো মারং আরব্ধ কথেসি ।

তস্মিৎ কির কালে রাজানো মনুস্সে পীলেত্বা রজ্জং
কারেন্তি । অথ ভগবা অধম্মিকরাজ্জুনং রজ্জে দণ্ডকরণ-
পীলিতে মনুস্সে দিম্বা কারুণ্ণ্ণেণ এবং চিন্তেসি—
‘সক্কা নু খো রজ্জং কারেতুং অহনং অঘাতয়ং অজিনং
অজাপয়ং, অসোচং অসোচাপয়ং ধম্মেনা’তি, মারো পাপিমা
তং ভগবতো পরিবিতক্কং ঐত্বা ‘সমণো গোতমো ‘সক্কা নু
খো রজ্জং কারেতু’ন্তি চিন্তেসি, ইদানি রজ্জং কারেতুকামো
ভবিম্সতি, রজ্জং নামেতং পমাদট্ঠানং, তং কারেন্তে সক্কা
ওকাসং লভিতুং, গচ্ছামি উস্সাহমস্স জনেস্সামী’তি

•

•

•

মারের উগাখ্যান । ৮ ।

‘অথম্‌হি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা হিমবন্তপ্রদেশে অরণ্যকুটিকায়
অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই সময় রাজারা মনুষ্যগণকে উৎপীড়িত করিয়া রাজত্ব করিতেন ।
অনন্তর ভগবান অধর্মিক রাজাদের রাজ্যে দণ্ডকরণপীড়িত মনুষ্যগণকে
দেখিয়া করুণাবশতঃ এইরূপ চিন্তা করিলেন—‘হত্যা না করিয়া এবং
না করাইয়া, জয় না করিয়া এবং না করাইয়া, দণ্ডিত না করিয়া
এবং না করাইয়া রাজত্ব করা যায় কি?’ পাপী মার ভগবানের এই
পরিবিতকের কথা জানিয়া ‘শ্রমণ গোতম রাজত্ব করা যায় কিনা চিন্তা
করিতেছেন । নিশ্চয়ই এখন তাঁহার রাজত্ব করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ।
এই রাজত্ব করা হইতেছে প্রমাদস্থান (অর্থাৎ ইহার দ্বারা সহজেই প্রমাদগ্রস্ত
হওয়া যায়) । রাজত্ব করিলে আমি তাঁহাকে আমার বশে আনিতে পারিব ।
অতএব আমি হুঁমাইয়া তাঁহাকে (এই বিষয়ে) উৎসাহিত করিব ।’ —ইহা

‘সুখং যাব জরাসীলং, সুখা সন্ধা পতিট্ঠিতা,
সুখো পঞ্ণায় পটিলাভো, পাপানং অকরণং সুখ’ন্তি ॥

৩৩৩ ॥

তথ ‘অথম্হী’তি পব্বজিতস্মাপি হি চীবরকরণাদিকে বা
অধিকরণব্দপসমাদিকে বা গিহিনোপি কসিকম্মাদিকে
বা বলবপক্খসান্নিস্সিতোহি অভিভবনাদিকে বা কিচ্ছে
উপ্পন্নে যে তং কিচ্ছং নিস্ফাদেতুং বা ব্দপসমেতুং বা
সক্কোন্তি, এবরূপা সুখা সহায়াতি অথো। ‘তুট্ঠী
সুখা’তি যস্মা পন গিহিনোপি সকেন অসন্তুট্ঠা সন্ধিচ্ছে-
দাদীনি আরভন্তি, পব্বজিতাপি নানস্পকারং অনেসনং।
ইতি তে সুখং ন বিন্দন্তিযেব। তস্মা যা ইতরীতরেন
পরিভেন বা বিপদেন বা অন্তনো সন্তকেন সন্তুট্ঠি,
অয়মেব সুখাতি অথো। ‘পদঞ্ণ’ন্তি মরণকালে পন

*

*

*

‘বান্ধক্য পরিস্ত শীলবিশুদ্ধতা (= সচ্চারিত্য) সুখকর, অটল শ্রদ্ধা
সুখকর, প্রজ্জালাভ সুখকর, পাপাচরণ না করাই সুখকর।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৩১—৩৩৩।

অন্বয় : ‘অথম্মি’ প্রব্রজিতের ক্ষেত্রে চীবর প্রস্তুত, পাণ্ডুরঙ্গন, উপস্থিত
বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে এবং গৃহস্থগণের পক্ষে কৃষি, শিল্প ও
গুরুত্বপূর্ণ বিবাদ মীমাংসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাহারা সেই সকল কৃত্য সম্পাদন
করিতে পারে এবং বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারে, তাদৃশ বন্ধুর উপস্থিতি
সুখকর। ‘তুট্ঠী সুখা’ গৃহস্থগণ যেমন স্বীয় ধনে সন্তুষ্টি লাভ করিতে
না পারিয়া, চৌর্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনার্জন করে, প্রব্রজিতগণও
যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্টি না হইয়া যাচ্ঞাবহুল হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে
ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহারা যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে পারে
না। তাই স্বেপার্জিত যথালব্ধ সম্পদে সন্তুষ্টি থাকিলেই পরম সুখ লাভ
করা যায়। ‘পদঞ্ণ’ মৃত্যু উপস্থিত হইলে পুণ্য অনর্দন ও তাদৃশ

যথাশ্বাসয়েন পথরিহ্বা কতপদুণ্ড্ৰকম্মমেব সুখং ।
‘সব্বস্সা’তি সকলস্সপি পন বট্টদুক্কস্স পহানসত্ত্বাতং
অরহন্তমেব ইমস্সিং লোকে সুখং নাম ।

‘মন্ত্বেষ্যতা’তি মাতরি সস্সা পটিপত্তি । ‘পেত্ত্বেষ্যতা’তি
পিতরি সস্সা পটিপত্তি । উভয়েনপি মাতাপিতৃনং উপট্ঠা-
নমেব কথিতং । মাতাপিতরো হি পদুস্তানং অনদুপট্ঠহন-
ভাবং ঞ্জহ্বা অন্তনো সন্তকং ভূমিয়ং বা নিদহন্তি, পরেসং
বা বিস্সজ্জেন্তি, ‘মাতাপিতরো ন উপট্ঠহন্তী’তি নেসং
নিন্দাপি বড্ঢতি, কায়স্স ভেদা গদুথনিরয়েপি নিব্বত্তন্তি ।
যে পন মাতাপিতরো সন্ধচ্চং উপট্ঠহন্তি, তে তেসং
সন্তকং ধনস্সি পাপদুগন্তি. পসংসস্সি লভন্তি, কায়স্স
ভেদা সপ্পে নিব্বত্তন্তি । তস্সা উভয়স্পেতং সুখন্তি
বদন্তং । ‘সামণ্ড্ৰেতা’তি পব্বজিতেসু সস্সা পটিপত্তি ।

*

*

*

কর্মের স্মরণেও বিপুল সুখ লাভ করা যায় । ‘সব্বস্স’ সর্বশেষে অর্হন্ত
লাভ করিয়া সমস্ত ভবদুঃখের অবসান করা হইলে পরম সুখের অধিকারী
হওয়া যায় ।

‘মন্ত্বেষ্যতা’ মাতার সম্যক্ সেবা । ‘পেত্ত্বেষ্যতা’ পিতার সম্যক্ সেবা ।
উভয়ের দ্বারা মাতাপিতার সেবার কথাই বলা হইয়াছে । পুত্রগণের সেবা
পরিচর্যায় কোন কোন মাতাপিতা বঞ্চিত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি মাটীতে পুতিয়া
রাখে, অথবা অপরের হস্তে সমর্পণ করে । মাতাপিতার যথোচিত সেবা-
শুশ্রূষা না করিয়া পুত্রগণ সকলের নিন্দাভাজন হয় এবং মৃত্যুর পর
গৃধনরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে । মাতাপিতৃভক্ত পুত্রগণ উত্তরাধিকার-
সূত্রে পিতৃধন লাভ করে, প্রশংসা লাভ করে এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোক
প্রাপ্ত হয় । অতএব উভয়ক্ষেত্রেই সুখ লাভ করা যায় । ‘সামণ্ড্ৰেতা’
‘প্রব্রজিতগণের পক্ষে সম্যক্ প্রতিপত্তি লাভ হয় । ‘ব্রহ্মণ্ড্ৰেতা’ বাহিতপাপো
তি ব্রাহ্মণো অর্থাৎ বাহার পাপ ধ্বংস হইয়াছে তিনি ব্রাহ্মণ, তাহার ভাব

‘ব্রহ্মঞ্জেতা’রিত বাহিতপাপেস্ বুদ্ধপক্ষেবুদ্ধসাবকেস্ সম্মা পটিপত্তিষেব । উভয়েনপি তেসং চতুর্হি পচ্চর্ষেহি পটিজ্জননভাবো কথিতো, ইদম্পি লোকে সুখং নাম কথিতং ।

‘সীল’ন্তি মণিকুণ্ডলরত্ত্বাদয়ো হি অলংকারা তস্মিং তস্মিং বয়ে ঠিতানংষেব সোভন্তি । ন দহরানং অলংকারো মহল্লককালে, মহল্লকানং বা অলংকারো দহরকালে সোভতি, ‘উন্মত্তকো এস মঞ্জেতা’রিত গরহুপ্পাদনে পন দোসমেব জনেতি । পণ্ডসীলদসসীলাদিভেদং পন সীলং দহরস্সাপি মহল্লকস্সাপি সম্বববেস্ সোভতিষেব, ‘অহো বতায়ং সীলবার্ণিত পসংসুপ্পাদনে সোমনস্সমেব আবহতি । তেন বুদ্ধং—‘সুখং যাব জরা সীল’ন্তি । ‘সদ্ধা পতিট্ঠিতা’রিত লোকিয়লোকুত্তরতো দাবিধাপি সদ্ধা নিচ্চলা হুত্বা পতিট্ঠিতা । ‘সুখো পঞ্ঞায় পটিলাভো’-

*

*

*

ব্রহ্মণ্যতা । এই ক্ষেত্রে পাপশূন্য বুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধ-শ্রাবকগণের পক্ষে সম্যক-প্রতিপত্তির কথা বলা হইয়াছে । অর্থাৎ ‘সামঞ্জেতা’ এবং ‘ব্রহ্মঞ্জেতা’ উভয়ের দ্বারা তাঁহাদের চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-ভৈষজ্য) সেবার কথা বলা হইয়াছে । ইহাও জগতে সুখ নামে কথিত ।

‘সীলং’ মণিকুণ্ডল-রত্ত্বাম্বরাদি অলংকার সেই সেই বয়সেই শোভা পায় । তরুণদের যাহা অলংকার তাহা বার্ষিক্যে, বৃদ্ধদের অলংকার তরুণ বয়সে শোভা পায় না । ‘ইহা মনে হয় উন্মত্ততা’ বলিয়া নিন্দার্হ হয় এবং দৌর্মনস্য উৎপাদন করে । পণ্ডশীল-দশশীলাদিভেদে যে শীল তাহা তরুণ বয়স, বৃদ্ধ বয়স সর্ববয়সেই শোভা পায় । ‘অহো ! এই ব্যক্তি শীলবান্’ এইভাবে প্রশংসিত হইয়া সোমনস্যই উৎপাদন করে । তাই উক্ত হইয়াছে—‘সুখং যাব জরা সীলং’ । ‘সদ্ধা পতিট্ঠিতা’—লোকিয় এবং লোকোত্তর উভয় প্রকার শ্রদ্ধাই অচল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় । সুখোপঞ্ঞায় পটিলাভো’—লোকিয়

তি লোকিয়লোকুত্তরপঞ্ণায় পটিলাভো সদ্ধথো । ‘পাপানং
অকরণন্তি সেতুঘাতবসেন পন পাপানং অকরণং ইমস্মিং
লোকে সদ্ধন্তি অথো ।

দেসনাবসানে বহ্নং দেবতানং ধম্মাভিসমযো অহোসীতি ।

মারবথ্ণ অট্টমং ।

নাগবগ্গবগ্গনা নিট্ঠিতা ।

তেবীসতিম্মো বগ্গো ।

*

*

*

এবং লোকোত্তর প্রজ্জালাভ সদ্ধকর । ‘পাপানং অকরণং’—পাপাচরণে বিমুক্তির
পথ রুদ্ধ হয় । সেইজন্য পাপাচরণ সর্বতোভাবে পরিহার করিলেই পরম
সদ্ধ লাভ হইয়া থাকে ।

দেসনাবসানে বহ্ন দেবগণের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল ।

॥ মারের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ নাগবর্গ বর্গনা সমাপ্ত ॥

॥ ত্রিবিংশতিতম বর্গ ॥



২৪ । তৃণ্ণাবগ্গো

কপিলমচ্ছবন্ধু । ১

‘মনুজস্মাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
কপিলমচ্ছং আরব্ধ কথেসি ।

অতীতে কির কস্সপভগবতো পরিনিব্বৃত্তকালে হে কুল-
ভাতরো নিক্খমিত্তা সাবকানং সন্তিকে পব্বজিৎসু । তেসু
জেট্ঠো সাগতো* নাম অহোসি, কনিট্ঠো কপিলো নাম ।
মাতা পন নেসং সাধিনী নাম, কনিট্ঠভগিনী তাপনা নাম ।
তাপি ভিক্খুনীসু পব্বজিৎসু । এবং তেসু পব্বজিতেসু
উভো ভাতরো আচারিয়পজ্জাযানং বত্তপটিবত্তং কত্তা
বিহরন্তা একাদিবসং, ‘ভন্তে ইমস্মিং সাসনে কতি ধুরানী’-
তি পুচ্ছিত্তা ‘গন্ধধুরং বিপস্সনাধুরণ্ণাতি হে ধুরানী’তি

•

•

•

২৪ । তৃণ্ণাবগ্গ

কপিল মৎস্তের উপাখ্যান । ১ ।

‘মনুজস্মাতি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে একটি
কপিল মৎস্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণকালে দুইজন কুলীন বংশের ভ্রাতা
গৃহত্যাগ করিয়া বুদ্ধ-শ্রাবকদিগের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । তাহাদের
মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল সাগত* এবং কনিষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল কপিল ।
তাহাদের মাতার নাম ছিল সাধিনী এবং কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম ছিল তাপনা ।
তাহারাও ভিক্ষুগণদের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । এইভাবে তাহারা
প্রব্রজিত হইলে উভয় ভ্রাতা আচার্য-উপাধ্যায় ব্রতসমূহ সম্পাদন করিয়া
অবস্থান করিতে করিতে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভণ্ডে, এই (বুদ্ধ)
শাসনে কয়টি ধর্ম (=মার্গ) আছে ?’

* পাঠান্তর ‘সোথন’ ।

সদ্ব্য জেট্টো ‘বিপস্সনাধরং পুরেস্সামী’তি পণ্ড বস্সানি
আচরিষদুপস্সায়ানং সন্তিকে বসিস্সা যাব অরহত্তা কস্সট্-
ঠানং গহেস্সা অরণ্ণং পবিসিস্সা বায়মন্তো অরহত্তং
পাপদুগ্গি। কনিট্টো ‘অহং তাব তরুণো বুদ্ধকালে
বিপস্সনাধরং পুরেস্সামী’তি গম্মধরং পট্টপেহা তীণি
পিটকানি উম্মগ্গি। তস্স পরিযান্তং নিস্সায় মহাপরি-
বারো, পরিবারং নিস্সায় লাভো উদপাদি। সো বাহু-
সচ্চমদেন মন্তো লাভতণ্হায় অভিভূতো অতিপাণ্ডিতমানি-
তায় পরেহি বুদ্ধং কম্পয়ম্পি ‘অকম্পয়’ন্তি বদেতি,
অকম্পয়ম্পি ‘কম্পয়’ন্তি বদেতি, সাবজ্জম্পি ‘অনবজ্জ-
ন্তি, অনবজ্জম্পি ‘সাবজ্জ’ন্তি। সো পেসলোহি ভিক্খুহি
‘মা, আবুসো কপিল, এবং অবচা’তি বহা ধম্মণ্ড বিনয়ণ্ড
দস্সেহা ওবাদিয়মানোপি ‘তুম্হে কিং জানাথ, রিত্তমদুট্টি-

*

*

*

‘গ্রন্থধর এবং বিপশ্যনা ধর।’ ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা ‘আমি
‘বিপশ্যনা ধর পরিপূর্ণ করিব’ বলিয়া পাঁচ বৎসর আচাৰ্য-উপাধ্যায়ের নিকট
থাকিয়া অর্হত্তলাভের কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করতঃ চেষ্টার দ্বারা
অর্হত্ত লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ—‘আমি ত এখন তরুণ, বৃদ্ধ বয়সে
বিপশ্যনাধর পূর্ণ করিব’ বলিয়া গ্রন্থধর গ্রহণ করিয়া ত্রিপিটক শিক্ষা
করিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়নে পারঙ্গম হওয়াতে তাঁহার মহাপরিবার (অনেক
অনুচর) হইল এবং মহাপরিবারের কারণে লাভ-সংকারও উৎপন্ন হইল।
তিনি পাণ্ডিত্যমদে মত্ত হইয়া লাভসংকারে অভিভূত হইয়া অতিপাণ্ডিতম্যা-
তার কারণে অন্যরা কোন কিছু যথার্থ বলিলেও তিনি বলিতেন—‘ঠিক হয়
নাই।’ আর অন্যের কোন কিছু বোঁঠক বলিলে তিনি বলিতেন ‘এইটাই
ঠিক।’ অন্যরা দোষযুক্ত কথা বলিলেও তিনি বলিতেন ‘নিদোষ’ আর নিদোষ
কথা বলিলে তিনি বলিতেন ‘এইটা দোষযুক্ত’। সদাচারী ও দয়ালু ভিক্ষুগণ
তাঁহাকে ‘আবুসো কপিল, এইরূপ বলিও না’ বলিয়া যথার্থ ধর্ম-বিনয়
তাঁহাকে উপদেশ দিলেও তিনি বলিতেন—‘আপনারা কি জানেন? আপনারা

সদিসার্গিত আদীনি বহা খুংসেন্তো বম্ভেন্তো চরতি ।
 অথস্স ভাতু সাগতথেরস্সাপি ভিক্খু তমথং আরোচেসুং ।
 সোপি নং উপসস্কমিত্তা, ‘আবুসো কপিল, তুম্হাদিসা-
 নঞ্ছি সম্মাপটিপত্তি সাসনস্স আযু নাম, তস্সা
 পটিপত্তিং পহায় কম্পিয়াদীনি পটিবাহন্তো মা এবং
 অবচার্গিত ওবদি । সো তস্সপি বচনং নাদিয়ি । এবং
 সন্তেপি থেরো দ্বিত্তিক্খত্তুং ওবদিত্তা ওবাদং অগণ্হন্তং
 ‘নায়ং মম বচনং করোতী’তি এত্বা ‘তেন, আবুসো,
 পঞ্ঞায়িস্সসি সকেন কম্মেনার্গিত বহা পক্কামি । ততো
 পট্ঠায় নং অঞ্ঞে পেসলা ভিক্খু ছুড্ডিয়িসু ।
 সো দুরাচারো হুত্বা দুরাচারপরিবদতো বিহরন্তো এক-
 দিবসং উপোসথগ্গে ‘পাতিমোক্খং উদ্দিস্সসামী’তি
 বীজনিং আদায় ধম্মাসনে নিসীদিত্বা ‘বত্ততি, আবুসো,

*

*

*

ত রিক্কমুদ্ষিসদৃশ (অর্থাৎ অজ্ঞ)’ এইভাবে নানাভাবে তাঁহাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য
 করিয়া সদর্পে বিচরণ করিতে থাকেন । তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাগত
 স্থবিরের ভিক্ষুগণও তাঁহাকে ঐ কথা জানাইলেন । তিনিও তাঁহার নিকট
 উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিলেন—“আবুসো কপিল, তোমাদের মত ভিক্ষুদের
 সদাচরণই (বুদ্ধ) শাসনের আয়ু । অতএব সদাচার ত্যাগ করিয়া ‘মহা
 ষথার্থ’ তাহাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া এইরূপ বলিও না ।” তিনি (= কনিষ্ঠ)
 তাঁহার কথাও রক্ষা করিলেন না । এইরূপ চলিতে থাকিলে (সাগত) স্থবির
 দুই-তিনবার তাঁহাকে উপদেশ দিয়া উপদেশ গ্রহণ না করিলে ‘এ আমার কথা
 শুনিতেছে না’ জানিয়া বলিলেন—‘আবুসো, তুমি স্বকীয় কর্মফল ভোগ
 করিবে’ এবং চলিয়া গেলেন । ইহার পর হইলে সদাচারী ভিক্ষুগণও
 তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ।

তিনি দুরাচারী হইয়া এবং দুরাচারীদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া একদিন
 উপোসথাগারে যাইয়া বলিলেন—‘আমি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য করিব’ এবং
 ব্যক্তনী লইয়া ধম্মাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো,

এথ সন্নিপাতিতানং ভিক্খুদং পাতিমোক্খ'ন্তি পদ্বিচ্ছিত্তা
'কো অথো ইমস্স পটিবচনেন দিন্নেনা'তি তুণ্হীভূতে
ভিক্খু দিম্বা, 'আব্দসো, ধম্মো বা বিনয়ো বা নথি,
পাতিমোক্খেন সদ্দুতেন বা অসদ্দুতেন বা কো অথো'তি
বত্তা আসনা ব্দুট্ঠহি। এবং সো কস্সপস্স ভগবতো
পরিযান্তিসাসনং ওসক্কাপেসি। সাগতথেরোপি তদহেব
পরিনিব্বায়ি। কপিলো আয়ুপরিযোসানে অবী'চিম্হি
মহানিরয়ে নিব্বন্তি। সাপিঙ্গ মাভা চ ভগিনী চ তস্সেব
দিট্ঠান্দগতিং আপজ্জিত্তা পেসলে ভিক্খু অক্কোসিত্তা
পরিভাসিত্তা তথেব নিব্বন্তিৎসু।

তস্মিৎ পন কালে পণ্ডসতা পদ্বিসা গামঘাতকাদীন কত্তা
চোরিকায় জীবন্তা জনপদমনুস্সেহি অনুবদ্ধা পলায়মানা
অরঞ্ৎ পবিসিত্তা তথ কিণ্ড পটিসরণং অপস্সন্তা
অরঞ্ৎতরং আরঞ্ৎএকং ভিক্খুদং দিম্বা বন্দিত্বা 'পটি-

*

*

*

এইখানে উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে প্রাতিমোক্ষ আছে কি? (অর্থাৎ অপরাধ
স্বীকার করার কেহ আছে কি?)' ভিক্ষুগণ তাঁহার কথায় কণ্ঠপাত না
করিয়া নীরব রহিয়াছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন—'আব্দসো, ধর্ম বা বিনয়
বলিয়া কিছই নাই। প্রাতিমোক্ষ শুনিলেও বা কি, না শুনিলেও বা কি!'।
এই বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। এইভাবে তিনি কশ্যপ বুদ্ধের
পরিয়ন্তিসাसनকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। সাগত স্থবির সেইদিনই
পরিনিবাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কপিল আয়ুশেষে অবী'চি মহানরকে উৎপন্ন
হইলেন। তাঁহার মাতা এবং ভগিনীও তাঁহার পশ্ছা অনুসরণ করিয়া সদাচারী
ভিক্ষুদের নিন্দা ও গালমন্দ করিয়া অবী'চি মহানরকে উৎপন্ন হইলেন।

সেই সময় পণ্ডিত ব্যক্তি ডাকাতি করিয়া জীবনধারণ করিত। একদিন
জনপদমনুষ্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা পলায়ন করিতে করিতে
অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও কোন আশ্রয় না পাইয়া একজন আরণ্যিক ভিক্ষুকে

সরগং নো, ভস্তু, হোথা'তি বদিংসু। থেরো 'তুম্‌হাকং সীলসাদিসং পটিসরগং নাম নথি, সবেপি পণ্ডসীলানি সমাদিয়থা'তি আহ। তে 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিয়া সীলানি সমাদিয়িংসু। অথ নে থেরো ওবদি—'ইদানি তুম্‌হে সীলবন্তা, জীবিতহেতুপি বো নেব সীলং অতিক্কমিতব্বং, ন মনোপদোসো কাতব্বো'তি। তে 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিংসু। অথ নে জনপদমনুস্সা তং ঠানং পত্তা ইতো চিতো চ পরি-
যেসমানা তে চোরে দিস্সা সবে তে জীবিতা বোরোপেসুং। তে কালং কত্তা দেবলোকে নিব্বত্তিংসু, চোরজেট্ঠকো জেট্ঠকদেবপদত্তো অহোসি।

তে অনুলোমপটিলোমবসেন একং বুদ্ধন্তরং দেবলোকে সংসরিয়া ইমস্মিং বুদ্ধপ্পাদে সাবখিনগরদ্বারে পণ্ডসত-

*

*

*

দেখিয়া বলিল—'ভস্তু, আমাদের আশ্রয় দিন।' স্থবির বলিলেন—'শীলের মত কোন শ্রেষ্ঠ শরণ নাই। তোমরা কোন পণ্ডশীল রক্ষা কর।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার কথামত শীলসমূহ পালন করিতে থাকে। শেষে স্থবির তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা এখন শীলবান। নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও কখনও শীলভঙ্গ করিবে না, মনঃপ্রদোষ করিবেনা (অর্থাৎ কোন দৃষ্ট চিন্তাকে মনে প্রশ্রয় দিবে না)।' তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল। এদিকে জনপদমনুষ্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া এদিকে-সেদিকে খুঁজিয়া ডাকাতদের দেখিয়া সকলকেই হত্যা করিল। তাহারা মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইল। চোরস্বামী (ডাকাতসদর) জ্যেষ্ঠ দেবপদ্ব হইলেন।

তাঁহারা অনুলোম-প্রতিলোম বশে (অর্থাৎ একবার মনুষ্যালোকে, পরের বার দেবলোকে এইভাবে) অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিয়া এবং এক বুদ্ধান্তর কাল (অর্থাৎ এক বুদ্ধের তিরোধান এবং পরবর্তী বুদ্ধের আবির্ভাবের মাঝখানে) দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তী নগরের

কুলিকে কেবটুগামে নিব্বাসিতুংসু। জেট্টকদেবপুত্তো
 কেবটুজেট্টকস্স গেহে পটিসন্দিং গণ্‌হি, ইতরে ইতরেসু।
 এবং তেসং একদিবসেযেব পটিসন্দিংগহণণ্ড মাতুকুচ্ছিতো
 নিক্‌খমনণ্ড অহোসি। কেবটুজেট্টকো ‘অথি নু থো
 ইমস্মিং গামে অঞ্‌ঞেপি দারকা অজ্জ জাতা’তি পরিযে-
 সাপেহা তেসং জাতভাবং ঞ্জহা ‘এতে মম পুত্তস্স সহায়কা
 ভবিষ্সন্তী’তি সস্বেসং পোসাবনিকং দাপেসি। তে সস্বেপি
 সহপংসুকীলকা সহায়কা হুহ্বা অনপুস্বেন বয্পপত্তা
 অহেসুং। তেসং কেবটুজেট্টকপুত্তোব যসতো চ তেজতো
 চ অঙ্গপদুরিসো অহোসি।

কপিলোপি একং বুদ্ধান্তরং নিরয়ে পচ্চিহা বিপাকাবসেসেন
 তস্মিং কালে অচিরবতিয়া সুবল্লবল্লো দুগ্‌গন্ধমুখো মছেহা
 হুহ্বা নিব্বাসিতু। অথেকদিবসং তে সহায়কা ‘মছেহ বন্দি-

*

*

*

দ্বারে পঞ্চশতকুলিক কৈবতগ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র জ্যেষ্ঠ
 কৈবতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, অন্যান্যরা অন্যান্য গৃহে। এইভাবে
 একই দিনে তাঁহাদের (মাতুকুচ্ছিতে) প্রতিসন্দিগ্রহণ এবং একই দিনে (অর্থাৎ
 সকলে একসঙ্গে) মাতুকুচ্ছি হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। কৈবতস্বামী খোঁজ
 করিলেন—‘এই গ্রামে অদ্য অন্য কোন জাতকের জন্ম হইয়াছে কি?’ তাহারা
 জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া ‘ইহার আমার পুত্রের বন্ধু হইবে’ ভাবিয়া
 তাহারা সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইলেন। জাতকগণ সহ-পাংশুকীড়ক
 বন্ধু (অর্থাৎ শৈশব হইতে একত্রে থাকিয়া) হইয়া ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন।
 তাঁহাদের মধ্যে কৈবতস্বামীর পুত্রই যশ এবং তেজঃ প্রভাবে সকলের মধ্যে
 শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিল।

কপিলও এক বুদ্ধান্তর কাল নরকে পকু হইয়া বিপাকাবশেষে সেই সময়
 অচিরবতী নদীতে সুবর্ণবর্ণসম্পন্ন অথচ মুখে দুগ্‌গন্ধযুক্ত মৎস্য হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিল। একদিন সেই (পঞ্চশত) কৈবতবন্ধুরা ‘মাছ ধরিব’

স্সামা'তি জালাদী'নি গহে'হা নদীয়া থি'পিংস'দু। অথ
 নেসং অন্তোজালং সো ম'ছে পা'বিসি। তং দিস্সা স'বে
 কেবট্‌গামবাসিনো উচ্চাসদ্‌দমকংস'দু—‘প'দুত্তা নো প'ঠমং
 ম'ছে ব'ন্দন্তা সু'বল্লম'চ্ছং ব'ন্দিংস'দু, ইদা'নি সো রাজা বহ'দু-
 ধনং দ'সসতী'তি। তে'পি থো সহাযকা ম'চ্ছং না'বায
 পক'থি'পি'হা না'বং উক'থি'পি'হা র'এ'এ'এ' স'ন্তিকং অগ-
 মংস'দু। র'এ'এ'এ'পি তং দিস্সাব 'কিং এত'ন্তি ব'দুত্তে 'ম'ছে,া
 দেবা'তি আহংস'দু। রাজা সু'বল্লবল্লং ম'চ্ছং দিস্সা 'স'থা
 এত'স্স সু'বল্লবল্লকা'রণং জানি'সসতী'তি ম'চ্ছং গা'হাপে'হা
 ভগবতো স'ন্তিকং অগমা'সি। ম'ছে'ন ম'দুখে বি'বট'মত্তে'যেব
 সকল'জেতবনং অ'তিবি'য় দ'দুগ'গ'ন্ধং অ'হো'সি। রাজা স'থারং
 প'দুচ্ছি—‘ক'স্সা, ভ'ন্তে, ম'ছে সু'বল্লবল্লো জাতো, ক'স্সা চ'স্স
 ম'দুখতো দ'দুগ'গ'ন্ধো বা'যতী'তি ?

অয়ং, মহারাজ, ক'স্সপ'ভগবতো পা'বচ'নে ক'পি'লো নাম

*

*

*

ব'লিয়া জালাদি লইয়া নদীতে ক্লেপণ করিল। সেই ক'পি'ল মংস্য তাহাদের
 জালে ধরা পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সকল কৈবর্ত'গ্রামবাসী আনন্দে চীৎকার
 করিয়া ব'লিল—‘আমাদের প'দুত্তগণ প্রথমে মাছ ধরিতে যাইয়া সোনালী মংস্য
 লাভ করিয়াছে। ইহাকে পাইলে রাজা আমাদের অনেক ধন দিবেন’। সেই
 ব'ন্দুগণ মংস্যটিকে নৌকায় রাখিয়া নৌকা সহ রাজার নিকট উপস্থিত হইল।
 রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এইটা কি ?’

‘মহারাজ, মংস্য।’

রাজা সু'বল্লব'ল্লের মংস্য দেখিয়া ‘শাস্তা ইহার সু'বল্লব'ল্লের কারণ
 জানিবেন’ ভাবিয়া মংস্যটিকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন। মংস্যটির ম'দুখ
 খোলামাত্রই দ'দুগ'গ'ন্ধে সমগ্র জেতবন দূষিত হইল। রাজা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘ভ'ন্তে, ইহার গায়ে'র রং সোনালী, অথচ ইহার ম'দুখ হইতে দ'দুগ'গ'ন্ধ
 নিগ'ত হইতেছে কেন ?’

‘মহারাজ, এই মংস্য ক'শ্যপ ব'দুকের সময়ে ক'পি'ল নামক ভিক্ষু ছিল।

ভিক্‌খু অহোসি বহুস্সুতো মহাপরিবারো লাভতঙ্‌হায়
 অভিভূতো অন্তনো বচনং অগণ্‌হন্তানং অক্কোসকপরি-
 ভাসকো, তস্স চ ভগবতো সাসনং ওসক্কাপেসি, সো তেন
 কস্মেন অবীচিম্‌হি নিব্বত্তিস্সা বিপাকাবসেসেন ইদানি
 মচ্ছো হুস্সা জাতো । যং পন সো দীঘরত্তং বুদ্ধবচনং
 বাচেসি, বুদ্ধস্স চ গুণং কথেসি, তস্স নিস্সন্দেন ইমং
 সুবল্লবল্লং পটিলভি । যং ভিক্‌খুনং অক্কোসকপরিভাসকো
 অহোসি, তেনস্স মদুখতো দদুগ্গন্ধো বাযাতি । ‘কথাপেমি
 নং, মহারাজা’তি ? ‘কথাপেথ, ভন্তে’তি । অথ নং সথা
 পদুচ্ছি—‘ত্বংসি কপিলো’তি ? ‘আম ভন্তে, অহং
 কপিলো’তি । ‘কুতো আগতোসী’তি ? ‘অবীচিমহানির-
 যতো, ভন্তে’তি । ‘জ়েট্‌ঠভাতিকো তে সাগতো কুহিং

সে ছিল পণ্ডিত এবং তাহার অনুচরও ছিল অনেক । সে লাভতঙ্‌কায় অভিভূত
 হইয়া যাহারা তাহার বচন অগ্রাহ্য করিত তাহাদের ভৎসনা এবং নিন্দা
 করিত । এইভাবে সে ভগবান কশ্যপের শাসনের অবমাননা করিয়াছিল ।
 সেই কর্মের বিপাকে সে নরকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপাকাবশেষে এখন মৎস্য
 হইয়া জাত হইয়াছে । যেহেতু সে দীর্ঘকাল বুদ্ধবচন ভাষণ করিয়াছিল এবং
 বুদ্ধের গুণাবলী কীতন করিয়াছিল, ইহারই কারণে সে সুবর্ণবর্ণ ধারণ
 করিয়াছে । যেহেতু সে ভিক্ষুদের ভৎসনা ও নিন্দা করিত তাই তাহার মুখ
 হইতে দর্গন্ধ নির্গত হইতেছে ।

‘মহারাজ, ইহাকে কথা বলাইব কি ?’

‘ভস্বে, কথা বলান ।’

তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কপিল ত ?’

‘হ্যাঁ ভস্বে, আমি কপিল ।’

‘কোথা হইতে আসিয়াছ ?’

‘ভস্বে, অবীচি মহানরক হইতে ।’

‘তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাগত কোথায় গিয়াছে ?’

গতো'তি ? 'পরিনিব্বতো, ভন্তে'তি । 'মাতা পন তে সাধিনী কহ'ন্তি ? 'মহানিরযে নিব্বত্তা, ভন্তে'তি । 'কনিট্ঠভাগিনী চ তে তাপনা কহ'ন্তি ? 'মহানিরযে নিব্বত্তা, ভন্তে'তি । 'ইদানি ত্বং কহং গমিস্সসী'তি ? 'অবীচিমহানিরযমেব, ভন্তে'তি বহ্বা বিম্পটিসারাবভূতো নাবং সীসেন পহরিহ্বা তাবদেব কালং কহ্বা নিরযে নিব্বত্তি । মহাজনো সংবিণ্ণো অহোসি লোমহট্ঠজাতো ।

অথ ভগবা তস্মিং খণে সন্নিপতিতায় পরিসায় চিত্তাচারং ওলোকেহ্বা তণ্খণানুরূপং ধম্মং দেসেতুং 'ধম্মচারিয়ং ব্রহ্মচারিয়ং, এতদাহু বসদন্তম'ন্তি সদন্তনিপাতে 'কপিলাসদন্তং' কথেষ্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘মনুজস্স পমত্তচারিনো, তণ্হা বড্ঢতি মালদ্বা বিয় ।

সো প্লবতী হুরা হুরং, ফলমিচ্ছব বনস্মি বানরো ॥ ৩৩৪ ॥

*

*

*

‘ভন্তে, তিনি পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন ।’

‘তোমার মাতা সাধিনী কোথায় ?’

‘ভন্তে, মহানরকে উৎপন্ন হইয়াছেন ।’

‘তোমার কনিষ্ঠভাগিনী তাপনা কোথায় ।’

‘ভন্তে, সেও মহানরকে উৎপন্ন হইয়াছে ।’

‘এখন তুমি কোথায় যাইবে ?’

‘ভন্তে, অবীচি মহানরকে’ । এই কথা বলিয়া অনুরূপদম্ব হইয়া ম্বীয় মস্তকের দ্বারা নৌকাটিকে প্রহার করিয়া সেই মূহূর্ত্তে মৃত্যুবরণ করিয়া নরকে উৎপন্ন হইল । জনগণ ইহা দেখিয়া উদ্ভিন্ন ও রোমহর্ষণজাত হইল ।

অনন্তর ভগবান সেই মূহূর্ত্তে উপস্থিত পরিষদের চিত্তাচার অবলোকন করিয়া সেই ক্ষণানুরূপ ধর্ম্মদেশনা করিতে যাইয়া (‘গৃহনিষ্কান্ত অনাগারীর) ধর্ম্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যই সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন’ ইত্যাদি ‘সদন্তনিপাতে’ কপিলাসদন্ত (=ধম্মচারিয় সদন্ত) বর্ণনা করিয়া এই গাথাগদলি ভাষণ করিলেন—

‘প্রমত্তচারী মানুষ্যের তৃষ্ণা মালদ্বালতার ন্যায় বৃদ্ধি পায় । বনের ফলান্বেষী বানর যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ্য প্রদান করে, তদ্রূপ প্রমত্ত ব্যক্তিও (তৃষ্ণার প্রেরণায় জন্ম হইতে জন্মান্তরে) ধাবিত হয় ।

‘যং এসা সহতে জন্মী, তংহা লোকে বিসন্তিকা ।

সোকা তস্স পবড্‌টন্তি, অভিবট্‌ঠংব বীরণং ॥ ৩৩৫ ॥

‘যো চেতং সহতে জন্মিং, তংহং লোকে দূরচ্চয়ং ।

সোকা তম্‌হা পপতন্তি, উদবিন্দদ্ব পোক্‌খরা ॥ ৩৩৬ ॥

‘তং বো বদামি ভদ্রং বো, যাবন্তেথ সমাগতা ।

তংহায় মূলং খণথ, উসীরথোব বীরণং ।

মা বো নলংব সোতোব, মারো ভঞ্জি পদ্বনপদ্বনন্তি ॥ ৩৩৭ ॥

তথ ‘পমত্তচারিনো’তি সতিবোহ্মসঙ্গলক্‌খণেন পমাদেন
পমত্তচারিস্স পদ্বংগলস্স নেব ঝানং ন বিপস্সনা ন মংগ-
ফলানি বড্‌টন্তি । যথা পন রদ্বক্‌খং সংসিব্বন্তী
পরিযোনন্ধন্তী তস্স বিনাসায় মালদ্বালতা বড্‌টতি,
এবমস্স ছ দ্বারানি নিস্সায় পদ্বনপদ্বনং উপ্পজ্জনতো তংহা

*

*

*

জগতে এই অপকৃষ্ট বিষয়টিকা তৃষ্ণা যাহাকে অভিভূত করে, তাহার শোক
(সংসারদুঃখ) বর্ষণসিক্ত বীরণ তুণের ন্যায় বৃদ্ধি পায় ।

‘সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দুর্দরিতক্রম্য তৃষ্ণাকে অভিভূত করিতে পারেন,
পশ্চপত্ত হইতে পতিত জলবিদ্বদ্ব ন্যায় তাঁহার শোক অপসৃত হয় ।

‘তোমরা এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত
বলিতেছি উষীরার্থীর বীরণ তুণের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল
খনন কর, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মত মার যেন তোমাদিগকে বারবার
বিধবস্ত না করে ।’
—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৩৪—৩৩৭ ।

অন্বয় : ‘পমত্তচারিনো’ স্মৃতিসাধনায় অসতর্ক প্রযুক্ত মানব ধ্যান,
বিদর্শন কিংবা মার্গফল কিছুই লাভ করিতে পারে না । মালদ্বা লতা
যেমন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরিবেষ্টিত করিয়া বর্ধিত হয় এবং শেষে
বৃক্ষকেই নষ্ট করে, তদ্রূপ প্রযুক্ত মানবের ষড়্‌ইন্দ্রিয়দ্বারে তৃষ্ণা পদ্বনঃ পদ্বনঃ
উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানবকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে ।

বড়্‌তীতি অথো । ‘সো প্লবতী হ্‌রা হ্‌র’ন্তি সো তণ্‌হাবসিকো পদ্‌গলো ভবে ভবে উপ্‌বতি ধাবতি । যথা কিং বিযাতি ? ‘ফলমিচ্ছং বনস্মি বানরো’, যথা রুদ্ধ-ফলং ইচ্ছন্তো বানরো বনস্মিং ধাবতি, তস্স তস্স রুদ্ধ-সাখং গণ্‌হাতি, তং মূর্ধ্‌গ্‌য়া অণ্‌ঞং গণ্‌হাতি, তস্মি মূর্ধ্‌গ্‌য়া অণ্‌ঞং গণ্‌হাতি, ‘সাখং অলভিষ্মা সন্নিসিন্‌নো’তি বন্ত্‌স্বতং নাপজ্জতি, এবমেব তণ্‌হাবসিকো পদ্‌গলো হ্‌রা হ্‌রং ধাবন্তো ‘আরম্মণং অলভিষ্মা তণ্‌হায় অপবন্তং পন্তো’তি বন্ত্‌স্বতং নাপজ্জতি ।

‘য’ন্তি যং পদ্‌গলং এসা লামকভাবেন জম্মী বিসাহারতায় বিসপদ্‌ক্ষতায় বিসফলতায় বিসপরিভোগতায় রূপাদীসু বিসত্ততায় আসত্ততায় বিসত্তিকাত্তি সণ্‌খ্যং গতা ছ্‌দ্বারিক-তণ্‌হা অভিভবতি । যথা নাম বস্সানে পদ্‌নপ্পদ্‌নং বস্সন্তেন দেবেন অভিভট্‌ঠং বীরণতিণং বড়্‌তি, এবং

•

•

•

‘সো প্লবতি হ্‌রাহ্‌রং’ সেই তৃষ্ণা-বশীভূত মানব ভবে ভবে জন্ম-জন্মান্তরে ধাবিত হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করে । কীদৃশ ? ‘ফলমিচ্ছং বনস্মি বানরো’ ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ্য প্রদান করে, বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা গ্রহণ করে, একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি গ্রহণ করে, সেইটিকে ছাড়িয়া আবার আর একটি গ্রহণ করে, ‘শাখা ধারণ না করিয়া বানর চুপচাপ বসিয়া আছে’ এইরূপ ঘটনা ঘটে না । তদ্রূপ তৃষ্ণা-বশীভূত মানব এদিকে সোদিকে ধাবিত হইয়া ‘আলম্বন না পাইলে তৃষ্ণার গতি রুদ্ধ হইল’ তাহার ক্ষেত্রে এই কথা বলার অবকাশ নাই ।

‘যং’ যে মানবকে এই বিষময়ী বধনশীলা ষড়্‌দ্বারিকতৃষ্ণা বিষাহারতা, বিষপদ্‌ক্ষতা, বিষফলতা, বিষপরিভোগতা, রূপাদীতে বিষাক্ততা ও আসত্ততার কারণে বিষাক্তিকা নামে অভিভূত করে । কীদৃশ ? যেমন বর্ষাকালে পদ্‌নঃ

তম্‌স পদ্মগলম্‌স অন্তো বট্‌মূলকা সোকা অভিবড্‌ন্তীতি
অথো ।

‘দূরচ্চয়’ন্তি যো পন পদ্মগলো এবং বদন্তম্পকারং অতিক্র-
মিতুং পর্জাহিতুং দূরতায় দূরচ্চয়ং তগ্‌হং সহতি
অভিভবতি, তম্‌হা পদ্মগলা বট্‌মূলকা সোকা পপতন্তি ।
যথা নাম পোক্‌থরে পদমপত্তে পতিতং উদকবিন্দু ন
পতিট্‌ঠাতি, এবং ন পতিট্‌ঠহন্তীতি অথো ।

‘তং বো বদামী’তি তেন কারণেন অহং তুম্‌হে বদামি ।
‘ভদ্‌দং বো’তি ভদ্‌দং তুম্‌হাকং হোতু, মা অয়ং কপিলো
বিল্ল বিনাসং পাপদুগ্‌থাতি অথো । ‘মূল’ন্তি ইমিস্সা
ছদ্‌ধারিকতগ্‌হায় অরহন্তম্‌গগ্‌ঞাণেন মূলং খণথ । কিং
বিধাতি ? ‘উসীরথোব বীরণং’, যথা উসীরেন অথিকো
পদুরিসো মহন্তেন কুদালেন বীরণং খণতি, এবমস্সা মূলং
খণথাতি অথো । ‘মা বো নলংব সোতোব, মারো ভঞ্জি

*

*

*

পুনঃ মেঘের বর্ষণে সিক্ত বীরণ তৃণ শীঘ্র শীঘ্রই বর্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই
মানবের অভ্যস্তরে সংসার-শোক বাড়িতে থাকে ।

‘দূরচ্চয়ং’ জগতে যে মানব এই দূরতিক্রম্যা ও বর্ধনশীল দৃষ্করা ও
দূরতয়া তৃষাকে অভিভূত করিতে পারে, তাদৃশ মানব হইতে সংসার-শোক
দূরীভূত হয় । কীদৃশ ? যেমন পদ্মপত্রে পতিত উদকবিন্দু প্রতিষ্ঠা লাভ
করে না, তদ্রূপ তাদৃশ ব্যক্তির নিকট সংসার-শোকও প্রতিষ্ঠা লাভ করে না ।

‘তং বো বদামি’ এই কারণে আমি তোমাদের বলিতেছি । ‘ভদ্‌দং বো’
তোমাদের কল্যাণ হউক । এই কপিলের মত বিনাশ প্রাপ্ত হইও না ।
‘মূলং’ অহংক্রমাগ্‌জ্ঞানের দ্বারা এই ষড়্‌ধারিক তৃষ্ণার মূল খনন কর ।
কীদৃশ ? ‘উসীরথোব বীরণং’ উসীরার্থী ব্যক্তি যেমন বৃহৎ কুন্দালের দ্বারা
বীরণ তৃণের মূল খনন করে, তদ্রূপ তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন কর । ‘মা বো
নলং ব সোতোব, মারো ভঞ্জি পুনঃপুনঃ’ নদীস্রোতে জাত নলখাগড়াকে

পদ্বনস্পদ্বন'ন্তি মা তুম্হে নদীসোতে জাতং নলং মহা-
বেগেন আগতো নদীসোতো বিষ কিলেসমারো মরণমারো
দেবপদ্বত্তমারো চ পদ্বনস্পদ্বনং ভজতদ্বীতি অথো ।

দেবসনাবসানে পণ্ডসতানি কেবট্টপদ্বত্তা সংবেগং আপজ্জিহ্বা
দদ্বক্খস্সন্তকিরিষং পথয়মানা সত্থদ্ব সন্তিকে পস্বজ্জিহ্বা ন
চিরস্সেসব দদ্বক্খস্সন্তং কহ্বা সথারা সন্ধিং আনেজ্জবিহার-
সমাপত্তিধম্মপরিভোগেন একপরিভোগা অহেসদ্বন্তি ।

কপিলমচ্ছবত্থদ্ব পঠমং ।

*

*

*

মহাবেগে আগত নদীস্রোত যেমন ছিন্নাভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্বদ্বপ ক্লেশমার
মৃত্যুমার ও দেবপদ্বত্তমার যেন তোমাদের বশীভূত করিয়া পদ্বনঃ পদ্বনঃ
ধব্বংসমদ্বত্থে পতিত না করে ।

দেবসনাবসানে পণ্ডশত কৈবর্ত'পদ্বত্ত ধর্মসংবেগ লাভ করিয়া (সংসার)
দদ্বঃখের অন্তসাধন প্রার্থনা করিয়া শাস্ত্রার নিকট প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই
দদ্বঃখের অন্তসাধন করিয়া শাস্ত্রায় সাহিত আনেজ্জবিহারসমাপত্তিধর্ম
পরিভোগের (অর্থাৎ অহংত্বের) অংশীদার হইলেন ।

॥ কপিল মৎস্যের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

শুকরগোষ্ঠিকাবখু । ২

‘যদ্যপি মূলে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
গুথসুকরপোতিকং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিং কির সময়ে সথা রাজগহং পিণ্ডায় পবিসন্তো
একং সুকরপোতিকং দিম্বা সিতং পাত্বাকাসি । তস্স সিতং
করোন্তস্স মূখবিবরনিগ্গতং দন্তোভাসমণ্ডলং দিম্বা
আনন্দথেরো ‘কো নু থো, ভন্তে, হেতু সিতস্স পাতুক-
ম্মায়া’তি সিতকারণং পুচ্ছি । অথ নং সথা আহ—
‘পস্সসেতং, আনন্দ, সুকরপোতিক’ন্তি ? ‘আম, ভন্তে’তি ।
এসা ককুসন্ধস্স ভগবতো সাসনে একায় আসনসালায়
সামন্তা কুন্ধটী অহোসি । সা একস্স যোগাবচরস্স
বিপস্সনাকম্মট্ঠানং সঙ্ঘাযন্তস্স ধম্মঘোসং সুত্তা ততো

•

•

•

শুকরছানার উপাখ্যান । ২ ।

‘যথাপি মূলে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে একটি
গুথস্মৃতিত শুকরছানাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় শাস্তা রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলে একটি
গুথস্মৃতিত শুকরছানাকে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন । তিনি সস্মিত হাসি
হাসিবার সময় তাঁহার মূখবিবরনির্গত দন্তশোভামণ্ডল দেখিয়া আনন্দ স্থবির
তাঁহার স্মিত হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্তু, আপনার স্মিত হাসির
কারণ কি ?’ তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘আনন্দ, তুমি এই শুকরছানাটিকে
দেখিতেছ কি ?’

‘হ্যাঁ ভস্তু ।’

এই শুকরছানা ভগবান ককুসন্ধের শাসনকালে একটি আসনশালার নিকট
কুন্ধটী ছিল । সে জনৈক যোগাবচরের (ধ্যানী ভিক্ষুর) ‘বিদর্শন কর্মস্থান’

চুতা রাজকুলে নিব্বাতিয়া উষরী নাম রাজধীতা অহোঁসি ।
 সা অপৰভাগে সরীৰবলজট্টানং পবিট্টা পদলবকরাসিং
 দিম্বা তথ পদলবকসঞ্ঞং উপ্পাদেহা পঠমং ধ্যানং পটি-
 লভি । সা তথ যাবতায়ুকং ঠহা ততো চুতা ব্রহ্মলোকে
 নিব্বাতি । ততো চবিহা পদন গতিবসেন আলদলমানা
 ইদানি সদকরযোনিয়ং নিব্বাতি, ইদং কারণং দিম্বা ময়া
 সিতং পাতুকতন্তি । তং সদহা আনন্দথেরম্পমুখা ভিক্খু
 মহন্তং সংবেগং পটিলভিসদু । সথা তেসং সংবেগং
 উপ্পাদেহা ভবতণ্ণায় আদীনবং পকাসেত্তো অন্তর-
 বীথিয়ং ঠিতকোব ইমা গাথা অভাসি—

‘যথাপি মূলে অনুপম্পদবে দল্হে,

ছিম্মোপি রুদ্বখো পদনরেষ রুহতি ।

এবম্পি তণ্ণানুসয়ে অনুহতে,

নিব্বত্ততী দদ্বখমিদং পদনম্পদনং ॥ ৩৩৮ ॥

*

*

*

পূর্ণ করাকালে ধর্মঘোষ শূনিয়া সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া উষরী নামক
 রাজকন্যা হইয়াছিল । একদিন সে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া গুৎকীটসমূহ
 দেখিয়া কীটসংগ্রা উপাদান করিয়া প্রথম ধ্যান লাভ করিল । সে সেই জন্মে
 যথায়কাল থাকিয়া সেখান হইতে চ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপম হইল ।
 সেখান হইতে চ্যুত হইয়া পদনঃ গতিবশে একবার এই জন্ম, আর
 একবার ঐ জন্ম—এইভাবে বহু জন্মশেষে এখন শূকরজন্ম লাভ করিয়াছে ।’
 ইহা দেখিয়া আমি স্মিত হাসিয়াছি ।’ ইহা শূনিয়া আনন্দমুখের প্রমুখ
 ভিক্কুগণ মহাসংবেগ লাভ করিলেন । শাস্তা তাঁহাদের সংবেগ উপাদান
 করিয়া ভবতৃষ্ণার দোষ প্রকাশ করিতে অন্তরবীথিতে (অর্থাৎ রাস্তার মধ্যখানে)
 দণ্ডায়মান হইয়া এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

‘যেমন মূল অখণ্ডিত ও দৃঢ় থাকিলে বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও পদনরায়
 অক্ষুণ্ণিত ও বর্ধিত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণাধার সমুদ্রের না হইলে দ্রব পদনঃ
 পদনঃ আগমন করিয়া থাকে ।

‘যস্ম ছত্রিংশতি সোতা, মনাপসবনা ভূসা ।

মহাবহন্তি দৃশ্ণিট্ঠিঃ, সঙ্কম্পা রাগানিস্সিতা ॥ ৩৩৯ ॥

‘সবন্তি সম্বাধি সোতা, লতা উম্পজ্জ তিট্ঠতি ।

তণ্ণ দিম্বা লতাং জাতং, মূলং পঞ্ণায় ছিন্দথ ॥ ৩৪০ ॥

‘সরিতানি সিনেহিতানি চ,

সোমনস্সানি হোন্তি জন্তুনো ।

তে সাতসিতা সুখেসিনো,

তে বে জাতিজরুপগা নরা ॥ ৩৪১ ॥

‘তসিণায় পদুরক্খতা পজা,

পরিসম্পন্তি সসোব বন্ধিতো ।

সংযোজনসঙ্গসত্তকা,

দদুখমুপেত্তি পদুনপদুনং চিরায় ॥ ৩৪২ ॥

*

*

*

‘যাহার ছত্রিশটি (তৃষ্ণা) স্রোত (তৃষ্ণার অষ্টাদশ বহিঃস্রাব ও অষ্টাদশ আন্তরস্রাব) সুখভোগের নিমিত্ত ধাবমান হয়, তৃষ্ণোন্মত্ত অভিলাষ-তরঙ্গ সেই দৃষ্টিহীন ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে ।

‘তৃষ্ণাস্রোত সর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা সর্বদা অঙ্কুরিত হইতে থাকে ; যখনই সেই লতাকে অঙ্কুরিত হইতে দেখিবে তখনই উহার মূল প্রজ্ঞা দ্বারা ছিন্ন করিবে ।

‘দেহীর পক্ষে সুখ অতি স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সে সকল বস্তুতেই সুখ অন্বেষণ করে ; এই প্রকারের মনুষ্যেরাই সুখ-স্রোতে নিমগ্ন ও সুখান্বেষী হইয়া বারংবার জন্ম ও জরা ভোগ করিয়া থাকে ।

‘জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরিবৃত্ত মনুষ্য ধারংধার (সংসারচক্রে) আবর্তিত হয় ; পশ্চিষ্টয় ও পশ্চিবয়র এই দশ প্রকার শৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পদনঃ পদনঃ দুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

‘তসিণায় পদরুক্ষতা পজা,

পরিসম্পন্নি সসোব বন্ধিতো ।

তস্মা তসিণং বিনোদয়ে,

আকঙ্খন্ত বিরাগমত্তনো’তি ॥ ৩৩৪ ॥

তথ ‘মূলে’তি যস্স রুক্ষস্স চতুস্দু দিসাস্দু চতুধা হেট্ঠা চ উজ্জুকমেব গতে পণ্ডবিধমূলে ছেদনফালনপাচনবিদ্ধানা-
দীনাং কেনচি উপদ্দবেন অনুপদ্দবে থিরপত্ততায় দল্হে
সো রুক্ষো উপরিচ্ছিন্নোপি সাখানাং বসেন পদনদেব
রুহতি, এবমেব ছদ্বারিকায় তণ্হায় অনুসয়ে অরহত্তমগ-
ঞাণেন অনুহতে অসমুচ্ছিন্নে তস্মিং তস্মিং ভবে জাতি-
আদিভেদং ইদং দুক্ষং পদনপদনং নিব্বত্ততিষেবাতি
অথো ।

‘যস্সা’তি যস্স পুণ্ণলস্স ‘ইতি অজ্জান্তিকস্সুপাদায় অট্-
ঠারসু তণ্হাবিচারিতানি বাহিরস্সুপাদায় অট্ঠারস তণ্-

*

*

*

‘জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরিবৃত্ত মনুষ্য বারংবার (সংসারচক্রে)
আবর্তিত হয় ; অতএব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভিক্ষুস্বীয় বৈরাগ্য আকাঙ্ক্ষা
করিবে ।’

—ধম্মপদ, গ্লোক ৩৩৮—৩৪৩ ।

অন্বয় : ‘মূলে’ যে বৃক্ষের চতুর্দিকে এবং অধোভাগে ঋজুগত পণ্ডবিধ
মূল ছেদন-ফালন-পাচন-বিদ্ধনাদি কোন কারণের দ্বারা অনুপদ্রুত হইলে তাহা
স্থির ও দৃঢ় থাকে, ইহার উপরিভাগ অর্থাৎ শাখা-প্রশাখা ছিন্ন হইলেও পদন-
রায় অক্ষুরিত হইয়া শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়া থাকে তদ্রূপ ষড়্‌দ্বারে
উৎপন্ন তৃষ্ণা-অনুশয় অহংমার্গজ্ঞানে সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে ভব হইতে
ভবান্তরে জন্ম-জরা প্রভৃতি দুঃখ পদনঃ পদনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

‘যস্স’ যে ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরিক অষ্টাদশ ও বাহ্যিক অষ্টাদশ—মোট
ছত্রিশটি তৃষ্ণাস্রোত বিদ্যমান তাহার সেই তৃষ্ণাস্রোত মনোমুগ্ধকর রূপাদিতে

হাবিচরিতানী'তি ইমেসং তণ্হাবিচরিতানং বসেন ছন্তিং-
সতিয়া সোতেহি সমন্নাগতা মনাপেসদু রূপাদীসদু আসবতি
পবত্ততীতি মনাপসবনা তণ্হা ভুসা বলবতী হোতি, তং
পদুংগলং বিপন্নঞাণতায় দদুদ্বিট্ঠিং পদুন্নপদুন্নং উপ্পজ্জন-
তো মহন্তভাবেন মহা হুত্বা ঝানং বা বিপস্সনং বা
অনিস্সায় রাগনিস্সিতা সঙ্কপ্পা বহন্তীতি অথো ।

‘সবন্তি সৰ্ব্বাধি সোতা’তি ইমে তণ্হাসোতা চক্খদ্বারা-
দীনং বসেন সৰ্বেসদু রূপাদীসদু আরম্মণেসদু সবনতো,
সৰ্ব্বাপি রূপতণ্হা ধম্মতণ্হাতি সৰ্ব্বভবেসদু বা সবনতো
সৰ্ব্বাধি সবন্তি নাম । ‘লতা’তি পলিবেঠনট্ঠেন সংসিষ্বন-
ট্ঠেন চ লতা বিয়াতি লতা । ‘উপ্পজ্জ তিট্ঠতী’তি ছহি
দ্বারেহি উপ্পজ্জিত্বা রূপাদীসদু আরম্মণেসদু তিট্ঠতি ।
‘তণ্ণ দিসা’তি তং পন তণ্হালতং ‘এথেসা তণ্হা উপ্পজ্জ-

*

*

*

অনুক্ষণ প্রবাহিত হয় বলিয়া তৃষ্ণা অধিকমাত্রায় বলবতী হইয়া থাকে ।
সেই ভ্রাস্তৃষ্টিপরায়াণ ব্যক্তি শমথ ও বিদর্শন ভাবনার অভাবে তৃষ্ণানুশয়
শক্তি সংক্ষেপে সংসারস্রোতে ভাসমান হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগ
করে ।

‘সবন্তি সৰ্ব্বাধি সোতা’ এই তৃষ্ণাস্রোত চক্ষু প্রভৃতি ষড়্ভিঙ্গ দ্বারের মধ্য
দিয়া রূপ প্রভৃতি ষড়্ভিধ আলম্বনের (বিষয় বস্তুর) সাহায্যে তৃষ্ণারূপ
ধারণ করে । তখন ইহা রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা.....ধর্মতৃষ্ণা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত
হয় । তৃষ্ণাস্রোত সর্বদিকে সর্বভাবে সর্বদা প্রবাহিত হয় । অর্থাৎ সর্বদা
নব নব রূপে এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় । ‘লতা’তি । লতা যেমন বৃক্ষকে
পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেরূপ তৃষ্ণাও পঞ্চস্কন্ধকে জড়াইয়া রাখে । ‘উপ্পজ্জ
তিট্ঠতি’ ষড়্ভিঙ্গ হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া রূপ প্রভৃতি আলম্বনে
(বিষয়বস্তুতে) প্রবাহিত হয় । ‘তণ্ণ দিস্বা’ সেই তৃষ্ণালতাকে ‘এইখানে
উৎপদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়’ বলিয়া ইহাকে জাতস্থানবশে দেখিয়া ।

মানা উৎপজ্জতী'তি জাতট্ঠানবসেন দিস্সা । 'পঞ্‌ঞায়'-
তি সথেন বনে জাতং লতং বিয় মঙ্গপঞ্‌ঞায় মূলে
ছিন্দথাতি অথো ।

'সরিতানী'তি অন্দুসটানি পযাতানি । 'সিনেহিতানী'তি
চীবরাদীসদ্‌ পবত্তসিনেহবসেন সিনেহিতানি চ, তণ্‌হাসিনে-
হমক্‌খিতানীতি অথো । 'সোমনস্সানী'তি তণ্‌হাবসি-
কস্স জন্তুনো এবরুপানি সোমনস্সানি ভবন্তি । 'তে
সাত্তিসিতা'তি তে তণ্‌হাবসিকা পদ্‌গলা সাত্তিনিস্সিতা
সুখানিস্সিতা চ হুত্বা সুখেসিনো সুখপরিয়েসিনো ভবন্তি ।
'তে বে'তি যে এবরুপা নরা, তে জাতিজরাব্যাদিমরণানি
উপগচ্ছন্তিয়েবাতি জাতিজরুপগা নাম হোন্তি । 'পজ্জা'তি
ইমে সত্তা তাসকরণেন তসিগাতি সঙ্খ্যং গতায় তণ্‌হায়
পদুরক্‌খতা পরিবারিতা হুত্বা ।

'বন্ধিতো'তি লুদ্‌দেন অরঞ্‌ঞে বন্ধো সসো বিয় পরি-
সম্পত্তি ভায়ন্তি । 'সংযোজনসঙ্গসত্তকা'তি দসবিধেন

*

*

*

'পঞ্‌ঞায়' উৎপন্নশীলা এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া অস্তের সাহায্যে
বনজাত লতা ছেদন করার ন্যায় মার্গপ্রজ্ঞার দ্বারা দেহজাত তৃষ্ণার মূল
উৎপাটন কর—এই অর্থ ।

'সরিতানি' বিস্তৃতিপ্রাপ্ত 'সিনেহিতানি' চীবরাদিতে উৎপন্ন স্নেহবশে
স্নিগ্ধ, তৃষ্ণারূপ স্নেহ দ্বারা ঘৃষ্ণিত এই অর্থ । 'সোমনস্সানি' তৃষ্ণাবশিক
ব্যক্তির ঈদৃশ সুখ হইয়া থাকে । 'তে সাত্তিসিতা' সেই তৃষ্ণাবশিক
ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদে প্রলুপ্ত হইয়া সুখ অন্বেষণে লিপ্ত হইয়া
পড়ে । 'তে বে' যাহারা ঈদৃশ মানব তাহারা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর
কবলিত হইয়া বারংবার সংসার-দুঃখ ভোগ করে । 'পজ্জা' এই তৃষ্ণাবন্ধ
সত্ত্বগণ । 'সসো বন্ধিতো' অরণ্যে ব্যাধকবলিত শশকের ন্যায় সম্ভ্রান্ত
হয় । 'সংযোজনসঙ্গসত্তকা' সেই জীবগণ দশবিধ সংযোজনসঙ্গ ও সম্প্রবিধ

সংযোজনসঙ্গেন চেব সন্তুবিধেন রাগসজ্জাদিনা চ সন্তা বজ্জা
তস্মিং বা জগ্গা হুত্বা । ‘চিরায়’তি চিরং দীঘমদ্বানং
পদনম্পদনং জাতিআদিকং দদুখং উপগচ্ছন্তীতি অথো ।
‘তস্মা’তি যস্মা তসিগায় পদরক্খতা পলিবেঠিতা সন্তা,
তস্মা অন্তনো বিরাগং রাগাদিবিগমং নিম্বানং পথেন্তো
আকম্বমানো ভিক্খু অরহন্তমগ্গেনেতং তসিগং বিনোদয়ে
পনদুদিহা নীহরিহা ছুড্ধেয়্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসু ।

সাপি থো সুকরপোতিকা ততো চবিহা সুবর্ণভূমিয়ং
রাজকুলে নিম্বন্তি, ততো চুতা বারাগসিয়ং, ততো চুতা
সুস্পারকপট্টনে অস্সবাণিজগেহে নিম্বন্তি, ততো চুতা
কাবীরপট্টনে নাবিকস্স গেহে নিম্বন্তি, ততো চুতা অনুরাধ-
পদরে ইস্সরকুলগেহে নিম্বন্তি, ততো চুতা তস্সেব দক্খিণ-

*

*

*

রাগসঙ্গে (= অনুরাগ সংস্পর্শে) আবদ্ধ হইয়া সংসারাবর্তে লগ্ন হয় ।
‘চিরায়’ দীর্ঘকাল ধরিয়া পদনঃ পদনঃ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবলে
পতিত হইয়া অপারিসীম দুঃখ-স্বস্তগা ভোগ করিয়া থাকে । ‘তস্মা’ যেহেতু
সত্ত্বগণ তৃষ্ণাবদ্ধ ও তৃষ্ণাপরিবেষ্টিত, অতএব স্বীয় বিরাগ রাগাদিমুক্ত নিবাণ
অভিলাষী ভিক্খু অহংকৃত্যার্গের দ্বারা এই বিষয়টিকা তৃষ্ণাকে চিরতরে ছিন্ন
করিয়া পরমসুখ নিবাণের অধিকারী হন ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

সেই শূকরছানাও তথা হইতে চ্যুত হইয়া সুবর্ণভূমিতে রাজকুলে
জন্মগ্রহণ করিল । সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া বারাগসীতে, তথা হইতে চ্যুত
হইয়া সুস্পারক বন্দরে এক অশ্ববাণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল । সে স্থান
হইতে চ্যুত হইয়া কাবীর বন্দরে এক নাবিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল । সেই
স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনুরাধপদরে (শ্রীলংকায়) এক সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ

দিসায় ভোন্ধস্তগামে সন্মনস্স নাম কুট্টম্বিকস্স ধীতা নামেন সন্মনা এব হুত্বা নিব্বত্তি । অথস্সা পিতা তস্মিং গামে ছত্তিতে দীঘবাণিরট্ঠং গন্ত্বা মহামদ্বনিগামে নাম বসি । তথ নং দদুট্ঠগামণিরঞ্বেণো অমচ্ছো লকুণ্ডক-অতিম্বরো নাম কেনচিদেব করণীয়েন গতো দিম্বা মহন্তং মঙ্গলং কত্বা আদায় মহাপদ্বগামং গতো । অথ নং কোটি-পম্বতমহাবিহারবাসী মহাঅনুরুদ্ধথেরো নাম তথ পিণ্ডায় চরিত্বা তস্সা গেহদ্বারে ঠিতো দিম্বা ভিক্খুহি সন্ধিং কথেসি, ‘আবদসো, স্করপোতিকা নাম লকুণ্ডকঅতিম্বর-মহামত্তস্স ভরিয়ভাবং পত্তা, অহো অচ্ছরিয়’ন্তি । সা তং কথং সন্না অতীতভবে উদ্ঘাটেত্বা জাতিস্সরঞাণং পটিলভি । তত্ত্বণঞ্বেণ উপন্নসংবেগা সামিকং যাচিত্বা মহন্তেন ইস্সরিয়েন পণ্ডবলকথেরীনং সন্তিকে পম্বজিত্বা

*

*

*

করিল । সেখান হইতে চ্যুত হইয়া অনুরোধপদের দক্ষিণদিকে ভোন্ধস্তগামে সন্মন নামক গৃহপতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । তাহার নাম হইল সন্মনা । সকলে (কোন কারণে) সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিলে সন্মনার পিতাও ঐ গ্রাম ছাড়িয়া দীঘবাণি রাজ্যে যাইয়া মহামদ্বনি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন । রাজা দদুট্ঠগামণির অমাত্য লকুণ্ডক অতিম্বর কোন কার্যব্যপদেশে ঐ গ্রামে যাইয়া সন্মনাকে দেখিয়া জাকজমক সহকারে তাহাকে বিবাহ করিয়া মহাপদ্ব গ্রামে চলিয়া আসিলেন । একদিন কোটিপম্বত মহাবিহারবাসী মহা অনুরুদ্ধ স্থবির (মতান্তরে অনুল স্থবির) ঐ গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য যাইয়া সন্মনার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সন্মনাকে দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—‘আবদসো, স্করশাবিকা লকুণ্ডক অতিম্বর অমাত্যের ভাষা হইয়াছে, অহো কি আশ্চর্য !’ সন্মনা সেই কথা শুনিয়া অতীত জন্মসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করিল । সেই মুহূর্ত্তে উপন্ন-সংবেগা সন্মনা স্বামীর অনুরমতি লইয়া জাকজমক সহকারে পণ্ডবলক

তিস্সমহাবিহারে মহাসতিপট্টানসদ্বত্তকথং সদ্বত্তা সোতা-
পত্তিফলে পতিট্ঠাহি । পচ্ছা দমিলমন্দনে কতে ঐয়াতীনাং
বসনট্ঠানাং ভোন্ধন্তগামমেব গন্ডা তথ বসন্তী কল্পমহা-
বিহারে আসীবিসোপমসদ্বত্তন্তং সদ্বত্তা অরহত্তং পাপদাণি ।

সা পরিনিব্বানদিবসে ভিক্ষুভিক্ষুণীহি পদুচ্ছিতা
ভিক্ষুণিসঙ্ঘস্স সৰ্ব্বং ইমং পবত্তিং নিরন্তরং কথেন্না সন্ন-
পতিতস্স ভিক্ষুসঙ্ঘস্স মজ্জে মণ্ডলারামবাসিনা ধম্মপদ-
ভাগকমহাতিস্সথেরেন সদ্ধিং সংসন্দিহা ‘অহং পদুৰ্বে
মনদুস্সযোনিয়ং নিব্বত্তিহা ততো চুতা কুন্ধটী হদ্বা তথ
সেনস্স সন্তিকা সীসছেদং পহা রাজগহে নিব্বত্তা, পরি-
ব্বাজিকাসু পব্বজিহা পঠমজ্জানভূমিয়ং নিব্বত্তিহা ততো
চুতা সেট্ঠিকুলে নিব্বত্তা নচিরস্সেব চবিহা সুকরযোনিং

*

*

*

থেরীদের নিকট ষাইয়া প্ররজিত হইয়া তিষ্য-মহাবিহারে ‘মহাসতিপট্টান
সদ্বত্তকথা’ শ্রবণ করিয়া সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । পরে দমিলদের
পতন হইলে জ্ঞাতীদের বাসস্থান ভোন্ধন্তগামে ষাইয়া সেখানে কল্পমহাবিহারে
বাস করার সময় ‘আসীবিসোপম সদ্বত্তন্ত’ শ্রবণ করিয়া অহত্ত্ব প্রাপ্ত
হইলেন ।

তিনি পরিনিব্বানদিবসে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া
তাহার জীবনবৃত্তান্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট নিরন্তরভাবে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত
ভিক্ষুসঙ্ঘের মাঝখানে মণ্ডলারামবাসী ধম্মপদভাগক মহাতিষ্য স্থবির
যেমন ভাষণ করিয়াছিলেন তেমনভাবে বলিতে লাগিলেন—‘আমি পূর্বে
মনদুস্সযোনিতে জন্ম লইয়াছিলাম । সেখান হইতে চ্যুত হইয়া কুন্ধটী
হইয়াছিলাম, তখন একটি শ্যেনপক্ষী আমার মস্তক ছিন্ন করিয়া আমাকে বধ
করিয়াছিল । সেখান হইতে চ্যুত হইয়া রাজগহে জন্ম লইয়াছি । পরি-
ব্রাজিকাদের নিকট প্ররজিত হইয়া প্রথম ধ্যানভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম ।
সেখান হইতে চ্যুত হইয়া শ্রেষ্ঠিকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলাম এবং অচিরেই সেস্থান

গন্ধা ততো চুতা স্দবল্লভূমিং, ততো চুতা বারাগসিং, ততো
 চুতা স্দম্পারকপট্টনং, ততো চুতা কাবীরপট্টনং, ততো চুতা
 অন্দুরাধপদরং, ততো চুতা ভোক্কস্তগামগিস্ত এবং সমবিসমে
 তেরস অন্তভাবে পত্বা ‘ইদানি উক্কিষ্ঠহা পম্বজিহ্বা অরহত্তং
 পত্তা, সবেপি অম্পমাদেন সম্পাদেথা’তি বহ্বা চতস্সো
 পরিসা সংবেজেহ্বা পরিনিম্বাষীতি ।

স্দকরপোতিকাবত্থু দ্দতিয়ং ।

•

•

•

হইতে চ্যুত হইয়া শ্দকরযোনিতে জন্ম লইয়াছি । সেখান হইতে চ্যুত
 হইয়া স্দবল্লভূমিতে, তারপর বারাগসীতে । সেখান হইতে চ্যুত হইয়া
 স্দম্পারকবন্দরে, সেখান হইতে চ্যুত হইয়া কাবীরবন্দরে, সেখান হইতে চ্যুত
 হইয়া অন্দুরাধপদরে, সেখান হইতে চ্যুত লইয়া ভোক্কস্তগ্রামে উৎপন্ন
 হইয়াছি’—এইভাবে ভালমন্দ তেরটি জন্ম লাভ করিয়া ‘এখন উৎকিষ্ঠত
 হইয়া প্রব্রজিত হইয়া অহংত্ব লাভ করিয়াছি । অতএব সকলে অপ্রমাদের
 সহিত ষথাকতব্য সম্পাদন করুন ।’—ইহা বলিয়া চারি পরিষদকে
 আলোড়িত করিয়া পরিনিবাণ প্রাপ্ত হইলেন ।

॥ শ্দকরছানার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

বিবৃ্ত্তান্তিক্খুবখু । ৩

‘যো নিম্বনথো’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা বেল্লবনে
বিহরন্তো একং বিষভস্তুকং ভিক্খুং আরম্ভ কথেসি ।

একো কির মহাকস্সপথেরস্স সাক্খিবিহারিকো হুত্তা চত্তারি
ঝানানি উম্পাদেহাপি অন্তনো মাতুলস্স স্দবল্লকারস্স গেহে
বিসভাগারম্মণং দিম্বা তথ পটিবন্ধচিন্তো বিবভমি ।
অথ নং মনুস্সা অলসভাবেন কস্সং কাতুং অনিচ্ছন্তং গেহা
নীহরিংসু । সো পাপমিস্তসংসংগেন চোরকস্সেন জীবিবকং
কম্পেস্তো বিচারি । অথ নং একাদিবসং গেহেহা পচ্ছাবাহং
গাল্লহবন্ধনং বন্ধিয়া চতুকে চতুকে কসাহি তালেস্তা
আঘাতনং নরিংসু । থেরো পিণ্ডায় চরিতুং পবিসন্তো
তং দক্খিণেন দ্বারেন নীহরিয়মানং দিম্বা বন্ধনং সিথিলং

*

*

*

বিভ্রান্ত ভিক্ষুর উগাখ্যান । ৩ ।

‘যো নিম্বনথো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগবনে অবস্থানকালে এক
বিভ্রান্ত ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

মহাকাশ্যপ স্থবিরের জ্ঞৈনক সাধবিহারিক চারি ধ্যান উৎপাদন করিয়াও
নিজের মাতুল স্বর্ণকারের গৃহে মনোহর দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রলুপ্ত হইল এবং
ভিক্ষু হু হু ছাড়িয়া দিল । কিন্তু সে এত অলস ছিল যে কোন কাজ করিতে
চাহিত না । তখন তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় । সে
তখন পাপমিত্র সংসর্গে পড়িয়া চোর কর্মের দ্বারা জীবিকা নিবাহ করিতে
লাগিল । [একদিন সে চুরিতে ধরা পড়িল] তাহাকে পিছমোড়া করিয়া
বাঁধিয়া প্রতিটি চোরাস্তার মোড়ে কশাঘাত করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া
হইতেছিল । (মহাকাশ্যপ) স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া তাহাকে
নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহার বন্ধন শিথিল করাইয়া

কারেহা ‘পদুস্বে তয়া পরিচিতকম্মট্ঠানং পদুন আবজ্জেহী’-
 তি আহ। সো তেন ওবাদেন সতুস্পাদং লভিত্বা পদুন
 চতুথজ্জ্বানং নিব্বত্তেসি। অথ নং ‘আঘাতনং নেহা ঘাতে-
 স্সামা’তি স্দলে উত্তাসেসদং। সো ন ভায়তি ন সন্তসতি।
 অথস্স তস্মিং তস্মিং দিসাভাগে ঠিতা মনুস্সা অসি-
 সন্তিতোমরাদীনি আবুধানি উক্খিপিহ্বাপি তং অসন্ত-
 সন্তমেব দিস্বা ‘পস্সথ, ভো, ইমং পুরিসং, অনেকসতান-
 ঞ্ছি আবুধহত্থানং পুরিসানং মস্সে নেব ছম্ভতি ন
 বেধতি, অহো অচ্ছরিয়’ন্তি অচ্ছরিয়বুতজাতা মহানাদং
 নদিহ্বা রঞ্ঞো তং পবত্তিং আরোচেসদং। রাজা তং
 কারণং স্দহ্বা ‘বিস্সজ্জেতথ ন’ন্তি আহ। সথু সন্তিকম্পি
 গন্ত্বা তমথং আরোচয়িস্দ। সথা ওভাসং ফরিহ্বা তস্স
 ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—



বলিলেন—“তোমার পূর্বের পরিচিত ‘কর্মস্থান’ পুনরায় মনে মনে স্মরণ
 কর।” তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সে স্মৃতি উৎপাদন করিয়া পুনরায় চতুর্থ
 ধ্যান লাভ করিল। অনন্তর ‘বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া হত্যা করিব’ বলিয়া
 তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভীতও হইল না,
 সন্ত্রস্তও হইল না। তখন চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ঘাতকগণ তাহার দিকে অসি,
 বর্শা তোমরাদি আয়ুধ উত্তোলন করিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও
 তাহাকে ভীত হইতে না দেখিয়া তাহারা ‘ওহে এই লোকটিকে দেখ। অনেক
 শত আয়ুধহস্ত ব্যক্তির মাঝখানে এই ব্যক্তি একটুও ভীত বা কম্পিত
 হইতেছে না, কি আশ্চর্য!’—বলিয়া আশ্চর্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া মহাশব্দ
 করিয়া রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন—
 ‘উহাকে ছাড়িয়া দাও।’ শাস্ত্রের নিকটও যাইয়া তাহারা ঐ বিষয়টি জানাইল।
 শাস্ত্রা স্বীয় দেহ হইতে অবভাস নির্গত করিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি
 ভাষণ করিলেন—

‘যো নিম্বনথো বনাধিমদন্তো,

বনমদন্তো বনমেব ধাবতি ।

তং পদুঙ্গলমেথ পস্সথ,

মদন্তো বন্ধনমেব ধাবতী’তি ॥ ৩৪৪ ॥

তস্সথো—যো পদুঙ্গলো গিহিভাবে আলয়সংখাতং বনথং ছুঙ্কেহা পব্বজিততায় নিম্বনথো দিম্ববিহারসংখাতে তপোবনে অধিমদন্তো ঘরাবাসবন্ধনসংখাতা তগ্হাবনা মদন্তো হুঙ্কেহা পদন ঘরাবাসবন্ধনসংখাতং তগ্হাবনমেব ধাবতি, এথ তং পদুঙ্গলং পস্সথ, এসো ঘরাবাসবন্ধনতো মদন্তো ঘরাবাসবন্ধনমেব ধাবতী’তি ।

ইমং পন দেসনং সদুহা সো রাজপদুরিসানং অন্তরে সুলপ্পে নিসিম্মোব উদয়ম্বয়ং পট্টপেহা তিলক্খণং আরোপেহা

*

*

*

‘যে (মদন্তিকামী) ব্যক্তি বন (—তৃক্ষা) হইতে মদন্তিলাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া বন ত্যাগ করিয়া পদনরায় বনেই ধাবমান হয়, দেখ সেই ব্যক্তি মদন্ত হইয়াও বন্ধনের দিকে ধাবিত হইতেছে ।’ (অর্থাৎ যে মদন্তিকামী) ব্যক্তি তৃক্ষা নিবৃত্তি করিয়াও পদনরায় তৃক্ষা দ্বারা অভিভূত হয়, সেই মনুষ্য যথার্থতঃ মদন্ত হয় নাই, সে বন্ধই রহিয়াছে ।)

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৪৪ ।

অম্বয় : যে ব্যক্তি গাহস্থ্য জীবনে আলয় নামক বন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যালাভ হেতু নিব্বান হইয়াছে, দিব্যবিহার নামক তপোবনে অধিমদন্ত, গ্হাবাসবন্ধন নামক তৃক্ষাবন হইতে মদন্ত হইয়া পদনরায় গ্হাবাসবন্ধন নামক তৃক্ষাবনের দিকেই ধাবিত হয়, আইস তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ । এই ব্যক্তি গ্হাবাসবন্ধন হইতে মদন্ত হইয়া পদনরায় গ্হাবাসবন্ধনের দিকেই ধাবিত হইতেছে ।

এই ধর্মদেশনা শুনিয়া সেই ব্যক্তি রাজপদুরুষদের মাঝখানে শূলাগ্রে উপবিষ্ট হইয়াও উদয়-বায় (উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হয়) ভাবনা করিয়া ত্রিলক্ষণ (= অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) উৎপন্ন করিয়া সংস্কারসমূহকে সম্যগ্-

সংখ্যারে সন্মসন্তো সোতাপত্তিফলং পত্বা সমাপত্তিসুখং
 অনুভবন্তো বেহাসং উৎপত্তিত্বা আকাসেনেব সখু সন্তিকং
 গন্ত্বা সখারং বন্দিত্বা সরাজিকায় পরিসায় মণ্ডেযেব
 অরহন্তং পাপদুৰ্গীতি ।

বিশ্বন্ততিডিক্খবথু ততিয়ং ।

*

*

*

ভাবে অবগত হইয়া সোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন এবং সমাপত্তিরূপে সুখ
 অনুভব করিতে করিতে আকাশে লক্ষ্য প্রদান করিয়া আকাশপথেই শাস্ত্রার
 নিকট ঘাইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া রাজা সহ চারি পৰ্ব্বদের মধ্যে অবস্থান
 করিয়া অহং প্রাপ্ত হইলেন ।

॥ বিব্রান্ত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

বন্ধনাগারবন্ধ । ৪

‘ন তং দল্হন্তি’ ইমং ধৰ্ম্মদেশনং সখা জেতবনে বিহরন্তো বন্ধনাগারং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিং কির কালে বহু সন্ধিচ্ছেদকপশ্ছাতকমনুস-
ঘাতকে চোরে আনেছা কোসলরঞ্ঞো দম্মসিয়ংসু । তে
রাজা অন্দুবন্ধনরজ্জুবন্ধনসংখলিকবন্ধনেহি বন্ধাপেসি ।
তিংসমত্তাপি থো জানপদা ভিক্খু সঙ্খারং দট্ঠকামা
আগম্মা দিম্বা বন্দিয়া পুনিদিবসে সাবখিং পিণ্ডায় চরন্তা
বন্ধনাগারং গম্মা তে চোরে দিম্বা পিণ্ডপাতপটিকম্মা
সায়ন্থসময়ে তথাগতং উপসঙ্কমিষা ‘ভস্কে, অজ্জ অম্হেহি
পিণ্ডায় চরন্তেহি বন্ধনাগারে বহু চোরা অন্দুবন্ধনাদীহি
বন্ধা মহাদুক্খং অনুভবন্তা দিট্ঠা, তে তানি বন্ধনানি

* * *

বন্ধনাগারের উপাখ্যান । ৪ ।

‘ন তং দল্হন্তি’ ইত্যাদি ধর্ম্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বন্ধনাগারকে উপলক্ষ করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় বহু সন্ধিচ্ছেদক, পাম্হঘাতক এবং মনুষ্যঘাতক চোরদের আনিয়া কোশলরাজকে দেখানো হইল । রাজা তাহাদের পাদ-বেড়িবন্ধন, রজ্জুবন্ধন এবং শৃংখল-বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ করিলেন । ত্রিশজন জানপদ ভিক্ষু শাস্তার দর্শনে আসিয়া তাহাকে বন্দনা করিয়া পরের দিন শ্রাবস্তীনগরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে বন্ধনাগারে (= কারাগারে) ঐ চোরদের দেখিয়া পিণ্ডপাত শেষে সায়াঙ্কালে তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্কে, অদ্য আমরা পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে কারাগারে বহু চোরদের পাদ-বেড়ি ইত্যাদির দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় অশেষ দুঃখ অনুভব করিতে দেখিলাম । তাহারা সেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া

ছিন্দিহা পলায়িতুং ন সঙ্কোন্তি, অথি ন্দু থো, ভন্তে তেহি বন্ধনেহি থিরতরং অঞ্ঞং বন্ধনং নাম্মাতি পদ্দচ্ছিংসদ্দ। সখা, ‘ভিক্খবে, কিং বন্ধনানি নামেতানি, যং পনেতং ধন-ধঞ্ঞপদ্দত্তাদারাদীসদ্দ তণ্হাসংখাতং কিলেসবন্ধনং, এতং এতেহি সত্তগদুণেন সহস্সগদুণেন সত্তসহস্সগদুণেন থিরতরং এবং মহন্ত্টিম্পি পনেতং দ্দচ্ছিন্দানিয়ং বন্ধনং পোরাগক-পাণ্ডিতা ছিন্দিহা হিমবন্তং পবিসিত্তা পস্বজিৎসদ্দ’তি বত্তা অতীতং আহরি—

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্বে বোধিসত্তো একস্মিং দদুংগতগহপতিকুলে নিব্বত্তি। তস্স বয়স্পত্তস্স পিতা কালমকাসি। সো ভতিং কত্তা মাতরং পোসেসি। অথস্স মাতা অনিচ্ছমানস্সেব একং কুলধীতরং গেহে কত্তা অপরভাগে কালমকাসি। ভরিযাষাপিস্স কুচ্ছিয়ং গম্ভো

*

*

*

পলায়ন করিতে অসমর্থ। ভন্তে এই সকল বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর বন্ধন আছে কি?’ শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এই সকল বন্ধন ত কিছুই নহে। ধন-ধান্য-পুত্র-দারাদির প্রতি তৃষ্ণানামক যে ক্লেশবন্ধন, ইহা এই সকল বন্ধন অপেক্ষা শতগুণ, সহস্রগুণ এবং লক্ষগুণ দৃঢ়। এই সকল দৃচ্ছদ্য মহাবন্ধনকেও ছিন্ন করিয়া প্রাচীন পাণ্ডিতগণ হিমালয়ে প্রবেশ করতঃ প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।’ ইহা বলিয়া অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন—‘অতীতে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কোন এক দদুংগত গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতা কালগত হন। তিনি মজ্জুরী করিয়া মাতাকে পোষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর মাতা বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক কুলকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া কালগত হন। যথাকালে বোধিসত্ত্বের ভাষার কদম্বিতে গর্ভ সমুৎপাদিত হইল। তিনি তাহার গর্ভিনী হওয়ার কথা না জানিয়াই একদিন বলিলেন—‘ভদ্রে, তুমি মজ্জুরী করিয়া জীবন ধারণ কর, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিষ।’ ভাষা বলিল—‘প্রভু, আমার গর্ভ প্রতিষ্ঠিত

পতিট্ঠিহি । সো গব্ভস্স পতিট্ঠিতভাবং অজানন্তোব,
 ‘ভন্নেদ, ত্বং ভাতিং কত্তা জীব, অহং পব্বজিহ্মসামী’তি আহ ।
 ‘সামি, নন্দ গব্ভো মে পতিট্ঠিতো, ময়ি বিজাতায় দারকং
 দিম্বা পব্বজিহ্মসামী’তি আহ । সো ‘সাধু’তি সম্পটি-
 চ্ছিত্তা তস্সা বিজাতকালে, ‘ভন্নেদ, ত্বং সোখিনা বিজাতা,
 ইদানি অহং পব্বজিহ্মসামী’তি আপুচ্ছি । অথ নং সা
 ‘পদুত্তস্স তাব থনপানতো অপগমনকালং আগমেহী’তি বত্তা
 পদুন গব্ভং গণ্হি । সো চিন্তেসি—‘ইমং সম্পটিচ্ছাপেত্তা
 গন্তুং ন সক্কা, ইমিস্সা অনাচিক্খিত্তাব পলায়িত্তা পব্ব-
 জিহ্মসামী’তি । সো তস্সা অনাচিক্খিত্তাব রত্তিভাগে
 উট্ঠায় পলায়ি । অথ নং নগরগদ্বিত্তিকা অঙ্গহেসুং । সো
 ‘অহং, সামি, মাতুপোসকো নাম, বিস্সজ্জেত্থ ম’ন্তি অন্তানং
 বিস্সজ্জাপেত্তা একস্মিং ঠানে বসিত্তা ইসিপব্বজ্জং পব্বজিত্তা
 অভিঞ্ঞাসমাপত্তিয়ো লভিত্তা ঝানকীলায় কীলন্তো

*

*

*

হইয়াছে, আমি পুত্রের জন্ম দিলে পরে আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন ।’
 তিনি ‘বেশ, তাহাই হউক’ বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া সে সন্তানের জন্ম
 দিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন—‘ভদ্রে, তুমি সুখেই প্রসব করিয়াছ । এখন আমি
 প্রব্রজিত হইব ।’ তখন ভাষা তাঁহাকে বলিল—‘পুত্র স্তন্যপান ত্যাগ না করা
 পৰ্যন্ত অবস্থান করুন ।’ বলিয়া পুনরায় গর্ভবতী হইল । বোধিসত্ত্ব তখন
 চিন্তা করিলেন—‘ইহার অনুমতি লইয়া গৃহত্যাগ সম্ভব নহে, অতএব ইহাকে
 না জানাইয়া পলায়ন করিয়া প্রব্রজিত হইব ।’ তিনি তাহাকে না জানাইয়া
 রাত্রে উঠিয়া পলায়ন করিলেন । কিন্তু নগররক্ষীরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল ।
 সে তখন ‘আমি মাতার ভরণপোষণ করি, আমাকে ছাড়িয়া দাও’ বলিয়া
 নিজেকে ছাড়াইয়া একস্থানে অবস্থান করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং
 অভিঞ্ঞাসমাপত্তি প্রভৃতি লাভ করিয়া ধ্যানকীড়া করিতে করিতে অবস্থান

বিহাসি। সো তথ বসন্তোষেব 'এবরুপম্পি নাম মে
দুদ্বন্দ্বনিয়ং পুত্তদারবন্ধনং কিলেসবন্ধনং ছিন্ন'ন্তি ইমং
উদানং উদানেসি।

সখা ইমং অতীতং আহরিষা তেন উদানিত্ত উদানং
পকাসেস্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘ন তং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা,

যদাযসং দারুজপম্বজগু।

সারত্তরত্তা মণিকুন্ডলেসু,

পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্‌খা ॥ ৩৪৫ ॥

‘এতং দল্‌হং বন্ধনমাহু ধীরা,

ওহারিনং সিথিলং দুস্পমুগুং।

এতম্পি ছেদান পরিস্বজন্তি,

অনপেক্‌খিনো কামসুখং পহাস্মা'ন্তি ॥ ৩৪৬ ॥

*

*

*

করিতেছিলেন। তিনি সেখানে বাস করা কালেই চিন্তা করিলেন—‘আমি
ঈদৃশ দুচ্ছৈদ্য দারাপুত্ররূপ ক্লেশবন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছি’—বলিয়া এই
উদানগাথা উচ্চারিত করিলেন।

শাস্তা অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার দ্বারা উদ্‌গীত উদান
প্রকাশচ্ছলে এই গাথা দুইটী ভাষণ করিলেন—

‘বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহ, কাষ্ঠ ও তৃণনির্মিত বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না।
মণিকুন্ডল, দারাপুত্র প্রভৃতিকে সারবান্‌ পদার্থ মনে করিয়া সেই সকলের
প্রতি যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাহাকেই দৃঢ় বন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

‘এই বন্ধন মানুষকে নিম্নাদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল
হইলেও ইহা দুচ্ছৈদ্য। পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন করিয়া কামসুখ
বর্জন করতঃ অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।’

তথ্য 'ধীরার্ণিত বুদ্ধাদম্মো পণ্ডিতপদুরিসা যং সঙ্খলিক-
সঙ্খাতং অঘসো নিব্বত্তং আয়সং, অসদ্বন্ধনসঙ্খাতং
দারুজং, যং পব্বজ্জতিণেহি বা অঞ্জেণেহি বা বাক্কাদীহি
রজ্জুং কত্তা কত্তং রজ্জুবন্ধনং, তং অসিআদীহি ছিন্দিতুং
সক্কুণেয্যভাবেন থিরন্তি ন বদন্তীতি অথো । 'সারত্তরত্তা'তি
সারত্তা হত্তা রত্তা, বহলতররাগরত্তাতি অথো । 'মণি-
কু'ডলেসদ্'তি মণীসদ্ চেব কু'ডলেসদ্ চ, মণিবিচিত্তেসদ্ বা
কু'ডলেসদ্ । এতং 'দল্হ'ন্তি যে মণিকু'ডলেসদ্ সারত্তরত্তা,
তেসং সো রাগো চ যা পদত্তদারেসদ্ অপেক্খা তণ্হা,
এতং কিলেসময়ং বন্ধনং পণ্ডিতপদুরিসা দল্হন্তি বদন্তি ।
'ওহারিন'ন্তি আকড্টিহা চত্বেসদ্ অপাষেসদ্ পাতনতো
অবহরতি হেট্ঠা হরতীতি ওহারিনং । 'সিথিলন্তি'
বন্ধনট্ঠানে ছবিচম্মমাংসানি ন ছিন্দতি, লোহিতং ন
নীহরতি, বন্ধনভাবম্পি অজানাপেহা থলপথজলপথাদীসদ্
কম্মানি কাতুং দেতীতি সিথিলং । 'দু'পম'ত্তি লোভ-

*

*

*

অন্বয় : 'ধীরা' বুদ্ধ প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লৌহবন্ধন, কাষ্ঠবন্ধন ও
শণ ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত রজ্জুবন্ধনকে দৃঢ়বন্ধন বলিয়া বর্ণনা করেন না,
কারণ সেই সমস্ত বন্ধনকে অসি প্রভৃতি দ্বারা ছিন্ন করা যায় । এই সকল
বন্ধন দৃঢ় নহে । 'সারত্তরত্তা' সারত্ত হইয়া রক্ত বহুতর রাগরক্ত এই অর্থ ।
'মণিকু'ডলেসদ্' মণি এবং কু'ডলেসদ্ হে । 'এতং দল্হং' যাহারা মণিকু'ডলাদিতে
আরক্ত আসক্ত তাহাদের সেই রাগ এবং পদত্তদারের প্রতি যে তৃষ্ণা—এই ক্লেশময়
বন্ধনকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দৃঢ় বলিয়াছেন । 'ওহারিনং' আকর্ষণ করিয়া
চারি অপায়ে পাতিত করে, নিম্নদিকে টানে বলিয়া অবহারী বলা হইয়াছে ।
'সিথিলং' বন্ধনস্থানে ছবি-চর্ম-মাংস ছিন্ন হয় না, রক্ত ক্ষরিত হয় না,
বন্ধনভাবকেও না জানাইয়া স্থলপথ এবং জলপথাদিতে কর্ম করিতে দেয়
বলিয়া শিথিল । 'দু'পম'ত্তি লোভবশে একবারও উৎপন্ন ক্লেশবন্ধন দৃষ্টস্থান

বসেন হি একবারম্পি উম্পন্নং কিলেসবন্ধনং দট্ঠট্ঠানতো
কচ্ছপো বিষ দম্মোচিয়ং হোতীতি দম্পমদুগ্গং । ‘এতম্পি
ছেত্বানীতি এতং দল্হম্পি কিলেসবন্ধনং ঐগাণখণ্ণেন
ছিন্দিহা অনপেক্খিনো হদ্বহা কামসদুখং পহায় পরিব্বজ্জান্তি,
পক্কমান্তি পব্বজন্তীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্গিসদুতি ।

বন্ধনাগারবথু চতুথং ।

*

*

*

হইতে কচ্ছপের ন্যায় দমোচ্য হয় বলিয়া ‘দম্পমদুগ্গং’ । ‘এতম্পি ছেত্বান’
এইরূপ দট্ঠ ক্লেষবন্ধনকেও জ্ঞানরূপ খজোর দ্বারা ছেদন করিয়া অনপেক্ষী
হইয়া কামসদুখকে ত্যাগপূর্বক পরিব্রাজক হয়, প্রব্রজিত হয় এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

■ বন্ধনাগারের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ক্ষেমাখেরীবথু । ৫

‘যে রাগরত্তা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
ক্ষেমং নাম রঞ্ঞো বিম্বিসারস্স অগ্গমহেসিং আরব্ভ
কথেসি ।

সা কির পদম্মত্তরপাদম্মুলে পথিতপথনা অতিবয়় অভি-
য়ুপা পাসাদিকা অহোসি । ‘সথা কির রুপস্স দোসং
কথেতী’তি সদ্ভা পন সথু সন্তিকং গন্তুং ন ইচ্ছি । রাজা
তস্সা রুপমদমত্তভাবং ঞ্জহা বেল্লবনবল্লনাপটিসংযুতানি
গীতানি কারেহা নটাদীনং দাপেসি । তেসং তানি গায়ন্তানং
সম্মং সদ্ভা তস্সা বেল্লবনং অদিট্ঠপদ্ব্বং বিয়় অসদ্ভ-
পদ্ব্বং বিয়় চ অহোসি । সা ‘কতরং উষ্যানং সন্ধ্যায়
গায়থা’তি পদ্ব্বিচ্ছহা, দেবী, তুম্হাকং বেল্লবনদ্ব্যান-
মেবা’তি বদ্ভে উষ্যানং গন্তুকামা অহোসি । সথা তস্সা

*

*

*

ক্ষেমা খেরীর উপাখ্যান । ৫ ।

‘যে রাগরত্তা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে রাজা
বিশ্বিসারের অগ্রমহিষী ক্ষেমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (ক্ষেমা) পদম্মত্তর বুদ্ধের পাদম্মুলে প্রার্থনা করার ফলে অতিশয়
অভিরূপা ও দর্শনীয়া হইয়াছিলেন । ‘শাস্তা রূপের দোষ-বিষয়ে বলিয়া
থাকেন’ ইহা শুনিয়া তিনি শাস্তার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেন না । রাজা
তাহার রূপমদমত্তভাবের কথা জানিয়া বেণুবনের প্রশংসাসূচক গীত রচনা
করাইয়া নটদের দিয়াছিলেন গান করিবার জন্য । তাহাদের গীতশব্দ শুনিয়া
ক্ষেমার মনে হইল বেণুবন যেন তাহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব ।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহারা কোন উদ্যানের বিষয়ে গান করিতেছে ?’

‘দেবী, আপনাদের বেণুবন উদ্যানেরই প্রশংসাসূচক গীত গাহিতেছে ।’

শুনিয়া তিনি বেণুবনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন । শাস্তা তাহার আগমনের

আগমনং এত্বা পরিসমজ্ঞেয় নিসীদিদ্বা ধম্মং দেসেস্তোব
 তালবটং আদায় অন্তনো পস্সে ঠত্বা বীজমানং অভিৰূপং
 ইথিং নিম্মিনি । থেমা দেবীপি পবিসমানাব তং ইথিং
 দিস্সা চিস্তেসি—‘সম্মাসম্বুদ্ধো রূপস্স দোসং কথেতীতি
 বদন্তি, অয়ণ্ডস্স সন্তিকে ইথী বীজযমানা ঠিতা, নাহং
 ইমিস্সা কলভাগম্পি উপেমি, ন ময়া ঈদিসং ইথি-
 রূপং দিট্ঠপদ্বং, সথারং অভূতেন অবভাচিক্খন্তি
 মএণ্ণে’তি চিস্তেত্বা তথাগতস্স কথাসন্দম্পি অনিসা-
 মেত্বা তমেব ইথিং ওলোকয়মানা অট্ঠাসি । সথা
 তস্সা তস্মিং রূপে উপলব্ধমানতং এত্বা তং রূপং
 পঠমবষাদিবসেন দস্সেত্বা হেট্ঠা বদন্তনয়্যেনেব পরিষো-
 সানে অট্ঠিমত্তাবসানং কত্বা দস্সেসি । থেমা তং দিস্সা
 ‘এবরূপম্পি মায়েত্তং রূপং মদুহত্তেনেব খয়বয়ং সম্পত্তং,
 নস্মি বত ইমস্মিং রূপে সারো’তি চিস্তেসি । সথা তস্সা

কথা শূনিয়া (চতুঃ) পরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকালে তাল-
 ব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে এইরূপ একটি সুন্দর স্ত্রীরূপ নির্মাণ
 করিলেন । ক্ষেমা দেবীও বেণুবনে প্রবেশকালে সেই স্ত্রীরূপ দেখিয়া চিন্তা
 করিলেন—‘লোকে বলে সম্যকসম্বুদ্ধ রূপের নিন্দা করিয়া থাকেন । কিন্তু
 যে স্ত্রীরূপ তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে তাঁহার রূপ অপেক্ষা আমার রূপ
 ষোলভাগের একভাগও নহে । ইতিপূর্বে আমি এমন সুন্দর স্ত্রীরূপ কখনও
 দেখি নাই । মনে হয় লোকেরা শাস্তা সম্বন্ধে মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকেন ।’
 —ইহা চিন্তা করিয়া তথাগতের ধর্মকথা না শূনিয়া ঐ স্ত্রীরূপের প্রতি
 অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন । শাস্তা সেই নির্মিত রূপের প্রতি ক্ষেমা
 আকৃষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সেই রূপে প্রথম, মধ্যম এবং অন্তিম বয়স পর পর
 দর্শন করাইয়া অবশেষে ইহার অস্থিমাত্র অবশেষ দেখাইলেন । ক্ষেমা ইহা
 দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘ঈদৃশ রূপও মদুহৃতমধ্যে ক্ষয়-ব্যয় প্রাপ্ত হইল ।
 এই রূপে তাহা হইলে কোন সারবস্তু নাই ।’ শাস্তা তাঁহার মনের কথা জানিয়া

চিন্তাচারং ওলোকেষা, 'থেমে, স্বং ইমস্মিং রূপে সারো
অখী'তি চিস্তেসি, পস্স দানিস্স অসারভাব'ন্তি বহ্বা
ইমং গাথমাহ—

‘আতুরং অশদ্বাচিং পদ্বাতিং, পস্স থেমে সমদুসসয়ং ।

উগ্ঘরন্তং পগ্ঘরন্তং, বালানং অভিপাখিত'ন্তি ॥

সা গাথাপরিয়োসানে সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি । অথ
নং সখা, 'থেমে, ইমে সস্তা রাগরত্তা দোসপদদুট্ঠা
মোহমূল্হা অন্তনো তণ্হাসোতং সমতিক্কমিতুং ন
সক্কোন্তি, তথেব লগ্গন্তী'তি বহ্বা ধম্মং দেসেসন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘যে রাগরত্তানুপতিন্তি সোতং,

সয়ং কতং মক্কটকোব জালাং ।

এতম্পি ছেত্বান বজ্জন্তি ধীরা,

অনপেক্খিনো সম্বদক্খং পহারী'তি ॥ ৩৪৭ ॥

•

•

•

বলিলেন—‘ক্লেমে, তুমি এই রূপে সার আছে বলিয়া জানিতে, এখন ইহার
অসারভাব প্রত্যক্ষ কর ।’—বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘ক্লেমে, আতুর, অশদ্বাচি, পদ্বাতিময় এই দেহকে দেখ । (ইহার নবদ্বার
দিয়া) নিয়তই অশদ্বাচি দ্রব্যসমূহ ক্ষরিত হইতেছে । মূর্খরাই ঈদৃশ দেহ
কামনা করে ।’

—(থেরী অপদান, ২/২/৩৫৪)

গাথার শেষে ক্লেমা স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । তখন শাস্ত্র
তীর্থাঙ্কে বলিলেন—‘ক্লেমে, এই (জগতে) সত্ত্বগণ রাগরত্ত, দ্বৈষপ্রদুষ্ট,
মোহমূঢ়—নিজেদের তৃষ্ণাস্নোতকে অতিক্রম করিতে পারে না । তাহাতেই
লগ্ন লইয়া থাকে ।’ এই কথা বলিয়া ধর্মদেশনাচ্ছলে বলিলেন—

‘যাহারা রাগাসত্তিবশতঃ (তৃষ্ণা) স্নোতের অনুবর্তন করে তাহারা
মাকড়সার ন্যায় স্ফরিচিৎ জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । জ্ঞানীগণ ইহাও ছেদন
করেন এবং সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৩৪৭ ।

তথ্য ‘মক্কটকোব জাল’ন্তি যথা নাম মক্কটকো স্দন্তজালং
কত্বা মন্ত্ৰে ঠানে নাভিমন্ডলে নিপনো পরিয়ন্তে পতিতং
পটঙ্গং বা মক্খিকং বা বেগেন গন্ত্বা বিজ্জিত্বা তস্স রসং
পিবিহ্বা পদন গন্ত্বা তস্মিংযেব ঠানে নিপজ্জতি, এবমেব যে
সত্তা রাগরত্তা দোসপদদুট্টা মোহমূল্হা সয়ংকতং তণ্হা-
সোতং অনদুপতিন্তি, তে তং সমতিক্কমিতুং ন সঙ্কোন্তি,
এবং দুরতিকম্মং। ‘এতম্পি ছেত্বান বজ্জন্তি ধীরা’তি
পণ্ডিতা এতং বন্ধনং ছেত্বা অনপেক্খিনো নিরালয়া
হুত্বা অরহন্তমগ্গেন সৰ্বদুক্খং পহায় বজ্জন্তি, গচ্ছন্তীতি
অথো।

দেসনাবসানে খেমা অরহন্তে পতিট্টহি, মহাজনস্সাপি
সাংখিকা ধম্মদেসনা অহোসি। সখা রাজানং আহ—
‘মহারাজ, খেমায় পস্বজিতুং বা পরিনিব্বায়িতুং বা

*

*

*

অন্বয় : ‘মক্কটকোব জালং’ যেমন মাকড়সা স্দন্তজাল নির্মাণ করিয়া
মধ্যস্থলে নাভিমন্ডলে বসিয়া থাকে এবং জালে কোন পতঙ্গ বা মক্ষিকা ধরা
পড়িলে দ্রুতবেগে যাইয়া তাহাকে বিন্ধ করিয়া রস পান করিয়া পদনরায় ঐ
স্থানেই (জালের মধ্যস্থলে) যাইয়া অবস্থান করে, ঠিক তদ্রূপ যে সকল সত্তা
রাগাসক্ত দ্বেষপ্রদুষ্ট এবং মোহমূল্য তাহারা স্বয়ংকৃত তৃষ্ণাস্রোতে পতিত হয়,
তাহারা সেই স্রোত অতিক্রম করিতে পারে না—তাই বলা হইয়াছে
দুরতিকম্ম্য। ‘এবম্পি ছেত্বান বজ্জন্তি ধীরা’ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ বন্ধনকেও
ছেদন করিয়া অনাসক্ত হইয়া অহংত্ব মার্গজ্ঞানে সৰ্বদুঃখের অবসান করিয়া
চলিয়া যান।

দেশনাবসানে ক্ষেমা অহংত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জনগণের নিকটও এই
ধর্ম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল। শাস্তা রাজাকে বলিলেন—‘মহারাজ, ক্ষেমাকে
হয় প্রব্রজিত হইতে হইবে অথবা পরিনিব্বৃত্ত হইতে হইবে।’ ‘ভস্তু, ক্ষেমাকে

বটুতী'তি । 'ভস্তু, পব্বাজেথ নং, অলং পরিনিব্বানেনা'তি ।
সা পব্বজিহ্বা অঙ্গসাবিকা অহোসীতি ।

থেমাথেরীবত্থু পণ্ডমং ।

*

*

*

প্রব্রজিত করুন । এখন পরিনিবাণের প্রয়োজন নাই ।' তিনি প্রব্রজিত
হইয়া অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন ।

॥ ক্ষেমা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

উগ্গসেনবথ । ৬

‘মদুগ পদুরে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদুবনে বিহরন্তো
উগ্গসেনং আরব্ভ কথোসি ।

পণ্ডসতা কির নটা সংবচ্ছরে বা ছমাসে বা পত্তে রাজগহং
গন্দ্হা রঞ্ণেণ সত্তাহং সমজ্জং কত্তা বহুং হিরঞ্ণেণসুবল্লং
লভাস্তি, অন্তরন্তরে উক্খপদায়ানং পরিযন্তো নথি ।
মহাজনো মণ্ণাতিমণ্ণাদীসু ঠত্বা সমজ্জং ওলোকোসি ।
অথেকা লঙ্ঘিকখীতা বংসং অভিরুহুহ তস্স উপরি পরি-
বত্তিত্বা তস্স পরিযন্তে আকাসে চক্ষমমানা নচ্চতি চেব
গায়তি চ । তস্মিং সময়ে উগ্গসেনো নাম সেট্ঠিপদন্তো
সহায়কেন সন্ধিং মণ্ণাতিমণ্ণে ঠিতো তং ওলোকেত্বা তস্সা

*

*

*

উগ্গসেনের উপাখ্যান । ৬ ।

‘মদুগ পদুরে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদুবনে অবস্থানকালে উগ্গসেনকে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

পণ্ডশত নট এক বৎসর অন্তে বা ছয় মাস অন্তে রাজগৃহে যাইয়া রাজার
সম্মুখে সপ্তাহকালব্যাপী তামাশা দেখাইয়া অনেক হিরণ্যসুবর্ণ লাভ
করিত । মাঝেমধ্যে যে সকল উপহার তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করা হইত
তাহার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না । জনগণ বিভিন্ন মণ্ডে অবস্থান করিয়া
এই তামাশা দেখিত । একদিন এক উল্লঙ্ঘনকারিণী কন্যা বংশের অগ্রভাগে
আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছিল এবং শরীরের
ভারসাম্য রক্ষা করিয়া নৃত্য-গীতাদি প্রদর্শন করিতেছিল । সেই সময়
উগ্গসেন নামক শ্রেষ্ঠপদ্র তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে মণ্ণাতিমণ্ডে অবস্থান করিয়া
ঐ কন্যার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়া ও তাহার হস্তপদবিক্ষেপাদি দেখিয়া মোহিত

হৃৎপাদবিক্বেপাদীসু উপলব্ধিসিনেহো গেহং গম্বা 'তং
লভন্তো জীবিস্সামি, অলভন্তুস্স মে ইধেব মরণ'ন্তি
আহারুপচ্ছেদং কত্ত্বা মণ্ডকে নিপম্ভিজ। মাতাপিতৃহি,
'তাত, কিং তে রুজ্জতী'তি পদুচ্ছিতোপি 'তং মে নটধীতরং
লভন্তুস্স জীবিতং অখি, অলভন্তুস্স মে ইধেব মরণ'ন্তি
বত্ত্বা, 'তাত, মা এবং করি, অঞ্ঞং তে অম্হাকং কুলস্স চ
ভোগানণ্ড অনুরূপং কুমারিকং আনেস্সামা'তি বদন্তেপি
তথৈব বত্ত্বা নিপম্ভিজ। অথস্স পিতা বহুং যাচিছাপি তং
সঞ্ঞাপেতুং অসক্কোন্তো তস্স সহায়ং পক্কোসাপেত্ত্বা
কহাপণসহস্সং দত্ত্বা 'ইমে কহাপণে গহেত্ত্বা অন্তনো ধীতরং
ময়্হং পদুন্তুস্স দেতু'তি পহিণি। সো 'নাহং কহাপণে
গহেত্ত্বা দেমি, সচে পন সো ইমং অলভিত্ত্বা জীবিতুং ন
সক্কোতি, তেন হি অম্হেহি সন্ধিংয়েব বিচরতু, দস্সামিস্স

*

*

*

বইয়া তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইল। সে গৃহে যাইয়া 'তাহাকে লাভ করিলে
জীবনধারণ করিব, নচেৎ এখানেই মৃত্যুবরণ করিব' বলিয়া আহার ত্যাগ
করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার মাতাপিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
'বাবা, তোমার কি হইয়াছে?' সে বলিল—'ঐ নটীকে লাভ করিলে আমি
জীবনধারণ করিব, নচেৎ এখানেই আমি মৃত্যুবরণ করিব।'

'বাবা, এইরূপ করিও না। আমরা তোমার জন্য আমাদের কুলবংশ
এবং ভোগেশ্বরের অনুরূপ কন্যা আনিব।' কিন্তু সে তাহাতে কণপাত না
করিয়া শয্যাগতই থাকিল। তখন তাহার পিতা পদ্রুকে বহু যাচঞা করিয়াও
বদ্বাইতে না পারিয়া তাহার বন্ধুকে ডাকাইয়া এক সহস্র কাষাপণ দিয়া
বলিলেন—'তুমি যাও, এই কাষাপণের বিনিময়ে ঐ নটীর পিতাকে বল তাহার
কন্যাকে আমার পদ্রুর জন্য দিতে।' নটীর পিতা বলিল—'আমি কাষাপণের
বিনিময়ে আমার কন্যাকে দিব না। যদি সে আমার কন্যা বিনা বাঁচিতে না
পারে তাহা হইলে সে আমাদের সঙ্গে বিচরণ করুক। আমি আমার কন্যাকে

ধীতর'ন্তি আহ। মাতাপিতরো পদন্তুস্স তমথং আরো-
চেসদং। সো 'অহং তেহি সন্ধিং বিচরিস্সামী'তি বহ্বা
যাচন্তানস্পি তেসং কথং অনাদিয়িত্বা নিক'খমিত্বা নাটকস্স
সন্তিকং অগমাসি। সো তস্স ধীতরং দহ্বা তেন সন্ধিংযেব
গামনিগমরাজধানীসু সিম্পং দস্সেসন্তো বিচারি।

সাপি তেন সন্ধিং সংবাসমন্বায নচিরস্সেব পদন্তুং লভিত্বা
কীলাপয়মানা 'সকটগোপকস্স পদন্তু, ভ'ডহারকস্স পদন্তু,
কিণ্ড অজানকস্স পদন্তু'তি বদতি। সোপি নেসং সকট-
পরিবত্তকং কহ্বা ঠিতট্ঠানে গোণানং তিণং আহরতি,
সিম্পদস্সনট্ঠানে লদ্ধভ'ডকং উক'খপিহ্বা হরতি। তদেব
কির সদ্ধায় সা ইথী পদন্তুং কীলাপয়মানা তথা বদতি।
সো অন্তানং আরব্ভ তস্সা গায়নভাবং ঞ্জহ্বা তং পদচ্ছি—
'মং সন্ধ্যায় কথেসী'তি? 'আম, তং সন্ধ্যায়'তি। 'এবং

*

*

*

তাহার হস্তে সম্প্রদান করিব।' মাতাপিতা পুত্রকে ঐ কথা বলিলেন। সে
'আমি তাহাদের সহিত বিচরণ করিব' বলিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাদের
কথায় কণ'পাত না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ নটের নিকট চলিয়া
গেল। নট তাহার কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল এবং তাহাকে সঙ্গে
লইয়া গ্রাম-নিগম-রাজধানীসমূহে তামাশা দেখাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সেই নটীও তাহার সহিত সংবাসহেতু অচিরেই পুত্রসন্তান লাভ করিয়া
তাহাকে খেলাইবার সময় গান করিয়া বলিত—'শকট-চালকের পুত্র,
মুন্টিয়ার পুত্র, মূর্খের পুত্র' ইত্যাদি। তাহারা যখন শকট থামাইয়া বিশ্রাম
করিত সেও গরুদের জন্য তৃণ আহরণ করিত। যেখানে ক্রীড়াপ্রদর্শনী হইত
সেখানে সে বিভিন্ন বস্তু আগাইয়া দিত। এই সকল কারণেই সেই স্ত্রী
পুত্রকে খেলাইবার সময় ঐ কথাগুণি বলিয়া গান করিত। একদিন সে
বুঝিল যে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই নটী ঐ কথাগুণি বলিয়া গান করে।
সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

'আমার সম্বন্ধেই বলিতেছ ?'

সন্তে অহং পলায়িস্সামী'তি । সা 'কিং পন ময্‌হং তয়া পলায়িতেন বা আগতেন বা'তি পদ্বনপ্পদ্বনং তদেব গীতং গায়তি । সা কিং অন্তনো রূপসম্পত্তিণ্ডেব ধনলাভণ্ড নিম্সায় তং কিম্মিণ্ডি ন মএণ্ণতি । সো 'কি নু থো নিম্সায় ইম্মিস্সা অয়ং মানো'তি চিন্তেস্তো 'সিম্পং নিম্সায়া'তি এত্তা 'হোতু, সিম্পং উগ্গণ্‌হিস্সামী'তি সসদ্বরং উপসংকমিত্বা তস্স জাননকসিম্পং উগ্গণ্‌হিত্বা গামনিগ-মাদীসদ্ব সিম্পং দস্সেস্সো অনদ্বপ্পদ্বেন রাজগহং আগন্ত্বা 'ইতো সত্তমে দিবসে উগ্গসেনো সেট্‌ঠিপদ্বত্তো নগরবাসীনাং সিম্পং দস্সেস্সসতী'তি আরোচাপেসি ।

নগরবাসিনো মণ্ডাতিমণ্ডাদয়ো বন্ধাপেত্তা সত্তমে দিবসে সন্নিপতিংসদ্ব । সোপি সট্‌ঠিহং বংসং অভিরদ্বহ তস্স

*

*

*

‘হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধেই বলিভেছি ।’

‘তাহা হইলে আমি পলায়ন করিব ।’

‘তুমি পলায়ন কর বা থাক তাহাতে আমার কি ?’—এই কথা বলিয়া সে বারবার ঐ কথাগদূলি বলিয়া পদ্বরকে গান করিয়া শুনাইত । সম্ভবতঃ তাহার রূপসম্পত্তি এবং ধন উপার্জনের কারণেই সে (নটী) উদাসীন থাকিত । একদিন সে চিন্তা করিল—‘কি কারণে নটীর এত অহংকার ?’ সে বদ্বিলল যে যেহেতু তাহার (উগ্রসেনের) কোন শিল্পবিদ্যা জানা নাই তাই সে (নটী) ঐরূপ করে । সে তখন মনস্কির করিল—‘আমি শিল্প শিক্ষা করিব’ এবং শ্বশুরের নিকট উপস্থিত তাহার জ্ঞাত সমস্ত শিল্প শিক্ষা করিয়া গ্রাম-নিগমাদিতে শিল্প প্রদর্শন করিতে করিতে ক্রমে রাজগহে আসিয়া ঘোষণা করিল—‘অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠিপদ্বর উগ্রসেন নগরবাসীদের স্বীয় শিল্প-নৈপদ্ব্য প্রদর্শন করিবে ।’

নগরবাসীরাও মণ্ডের উপর মণ্ড বাঁধিয়া সপ্তম দিবসে সম্মিলিত হইল । উগ্রসেনও ষষ্টিহস্ত দীর্ঘ বংশে আরোহণ করিয়া ইহার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান

মথকে অট্টাসি । তং দিবসং সখা পচ্ছদুসকালে লোকং
বোলোকেন্তো তং অন্তনো ঞ্জাণজালস্স অন্তো পবিট্ঠং
দিম্বা 'কিং নু খো ভবিম্সতী'তি আব্বেজন্তো 'স্বে
সেট্ঠিপদন্তো সিম্পং দম্সেম্সামী'তি বংসমথকে ঠম্সতি,
তম্স দম্সনথং মহাজনো সন্নিপতিম্সতি । অত্র অহং
চতুপ্পদিকং গাথং দেসেম্সামি, ত্বং সদ্বা চতুরাসীতিয়্য
পাণসহম্সানং ধম্মাভিসময়্যো ভবিম্সতি, উগ্গসেনোপি
অরহন্তে পতিট্ঠাহিম্সতী'তি অঞ্ঞাসি । সখা পদুনিদিবসে
কালং সল্লক্খেন্না ভিক্কুসঙ্ঘপরিবত্তো রাজগহং পিণ্ডায়
পাবিসি । উগ্গসেনোপি সখরি অন্তোনগরং অপবিট্ঠেষেব
উদাদনথায় মহাজনম্স অচ্ছদুসিঞ্ঞং দত্ত্বা বংসমথকে
পতিট্ঠায় আকাসেযেব সন্তু বারে পরিবত্তিত্বা ওরুঘ্হ
বংসমথকে অট্টাসি । তস্মিং থণে সখা নগরং পবিসন্তো
যথা তং পরিসা ন ওলোকেতি, এবং কত্ত্বা অন্তানমেব ওলো-

*

*

*

হইল । সেই দিন শাস্ত্রা যখন প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতেছিলেন
তখন উগ্গসেনকে তাঁহার জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—
'কি হইতে পারে।' দেখিলেন—'আগামীকল্য শ্রেষ্ঠিপদ্র শিষ্য প্রদর্শন
করিব' বলিয়া বংশমস্তকে স্থিত হইবে । তাহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের
সমাগম হইবে । সেখানে আমি চতুপ্পদিক গাথা ভাষণ করিব । ইহা শুনিয়া
চতুরশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্ম্মাভিসময় হইবে । উগ্গসেনও অহঁত্রে প্রতিষ্ঠিত
হইবে ।' শাস্ত্রা পরের দিন কাল নির্ণয় করিয়া ভিক্কুসঙ্ঘপরিবৃত্ত লইয়া
রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন । উগ্গসেনও শাস্ত্রা নগরভ্যস্তরে
প্রবেশ না করিতেই বাহাতে উপস্থিত বিশাল জনতা হাততালি দিয়া উচ্চশব্দ
করে সেইজন্য বংশমস্তকে স্থিত হইয়া আকাশমার্গেই সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া
অবতরণ করিয়া আবার বংশমস্তকে স্থিত হইল । সেই মুহূর্ত্তে শাস্ত্রা নগরে
প্রবেশকালে বাহাতে জনগণ উগ্গসেনের দিকে না তাকাইয়া তাঁহার দিকেই

কাপেসি। উগ্রসেনো পরিসং ওলোকেহা 'ন গ্রং পরিসা
ওলোকেতীতি দোমনস্পত্তো 'ইমং ময়া সংবচ্ছরে কন্তবং
সিম্পং, সখারি নগরং পবিসন্তে পরিসা মং অনোলোকেহা
সম্ভারমেব ওলোকেতি, মোঘং বত মে সিম্পদস্পনং জাত'ন্তি
চিস্তেসি।

সখা তস্স চিস্তং এত্বা মহামোংগল্লানং আমন্তেহা 'গচ্ছ,
মোংগল্লান, সেট্ঠিপদত্তং আমন্তেহা ইমং গাথমাহ—

‘ইত্থ পস্স নটপদত্ত, উগ্রসেন মহব্বল।

করোহি রজ্জং পরিসায়, হাসযস্সদ মহাজন'ন্তি ॥

সো থেরস্স কথং সদ্বা তুট্ঠমানসো হুত্বা 'সখা মএ'এ
মম সিম্পং পস্সিতুকামো'তি বংসমথকে ঠিতকোব ইমং
গাথমাহ—

*

*

*

তাকায় এইরূপ করিলেন। উগ্রসেন পরিষদের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে
কেহই তাহার দিকে তাকাইতেছে না। তখন সে দঃখিত হইয়া চিন্তা করিল
—‘ইহা আমার সংবৎসরে করণীয় শিল্প। শান্তা নগরে প্রবেশ করিলে
লোকেরা আমার দিকে না তাকাইয়া শান্তাকেই দেখিতেছেন। আমার শিল্প
প্রদর্শন নিষ্ফলই হইল।’

শান্তা তাহার মনের কথা জানিয়া মহামৌদ্গল্যায়নকে ডাকিয়া বলিলেন
—যাও, মৌদ্গল্যায়ন, শ্রেষ্ঠিপদত্তকে বল ‘তুমি শিল্প প্রদর্শন কর।’ স্থবির
সাইয়া বংশদণ্ডের অধোভাগে স্থির হইয়া শ্রেষ্ঠিপদত্তকে ডাকিয়া বলিলেন—

‘হে নটপদত্ত মহাবলী উগ্রসেন ! আমার দিকে তাকাও। তুমি জনগণের
জন্য তোমার শিল্প প্রদর্শন কর। তুমি এই বিশাল জনতাকে হাসাও।’

উগ্রসেন স্থবিরের কথা শুনিয়া তুর্টীচক্ৰ হইয়া ‘মনে হয় শান্তা আমার
শিল্প দেখিতে ইচ্ছুক’ ইহা চিন্তা করিয়া বংশমস্তকে স্থিতাবস্থাতেই এই গাথা
ভাষণ করিল—

‘ইত্ত পস্স মহাপঞ্ণ, মোগ্গল্লান মহিদ্ধিক ।

করোমি রঙ্গং পরিসায়, হাসযামি মহাজন’ন্তি ॥

এবং পন বহ্বা বংসমথকতো বেহাসং অৰুভুগ্গল্লহা আকাসেব
চুন্দসক্খত্তুং পরিবত্তিত্ত্বা ওরুয্হ বংসমথকেব অট্ঠাসি ।
অথ নং সথা, ‘উগ্গসেন, পিণ্ডিতেন নাম অতীতানাগতপচ্ছ-
স্পন্থেসদু ঋন্থেসদু আলয়ং পহায় জাতিআদী’হি মদ্বিচ্ছিতুং
বট্টতী’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘মদুগু পদুরে মদুগু পচ্ছতো,

মজ্জে মদুগু ভবস্স পারগদু ।

সব্বথ বিমদুত্তমানসো,

ন পদুং জাতিজরং উপেহিসী’তি ॥ ৩৪৮ ॥

তথ ‘মদুগু পদুরে’তি অতীতেসদু ঋন্থেসদু আলয়ং নিকন্তি
অজ্জোহাসানং পথনং পরিযদুট্ঠানং গাহং পরামাসং তগ্হং

*

*

*

‘হে মহাপ্রাজ্ঞ, মহাঋদ্ধিমান মহামৌদগল্যায়ন ! দেখুন, আমি পরিষদের
নিকট আমার শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিব এবং বিশাল জনতাকে হাসাইব ।’
—ইহা বলিয়া বংশমস্তক হইতে আকাশে লক্ষ্য প্রদান করিয়া চৌদ্দবার
আকাশপথে ঘুরিল এবং অবতরণ করিয়া আবার বংশমস্তকে স্থিত হইল ।
তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘উগ্গসেন, পিণ্ডিত ব্যক্তির উচিত অতীত-
অনাগত-বর্তমান স্কন্ধসমূহের প্রতি তৃষ্ণা দূর করিয়া জন্ম-জরা ইত্যাদি হইতে
মুক্তিলাভের চেষ্টা করা ।’ ইহা বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘সম্মুখে পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার যাহা কিছু আছে তাহা ত্যাগ
কর । ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর । সর্বপ্রকারে বিমুক্তিচিন্ত
হইলে পুনরায় তোমাকে জন্ম ও জরা ভোগ করিতে হইবে না ।’

—ধ্বম্পদ, শ্লোক ৩৪৮ ।

অন্বয় : ‘মদুগু পদুরে’ অতীত স্কন্ধের প্রতি যে আলয়, সূক্ষ্ম তৃষ্ণা,
কামনা, প্রবল আগ্রহ, দৃঢ় গ্রহণ, দৃষ্টি ও তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হও ।

মুণ্ড । ‘পচ্ছতো’তি অনাগতেসদপি খন্ধেসদ আলয়াদীনি
 মুণ্ড । ‘মন্ঝো’তি পচ্ছদ্পনেসদপি তানি মুণ্ড । ‘ভবস্স
 পারগুতি এবং সন্তে তিবিধস্সাপি ভবস্স অভিঞ্ঞ-
 পরিঞ্ঞাপহানভাবনাসচ্ছিকিরিয়বসেন পারগু পারঙ্গতো
 হুত্বা খন্ধখাতুআয়তনাদিভেদে সস্বসথতে বিমুত্তমানসো
 বিহরন্তো পদন জাতিজরামরণানি ন উপগচ্ছতীতি
 অথো ।

দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো
 অহোসি । সেট্ঠিপদত্তোপি বংসমথকে ঠিতকোব সহ পটি-
 সম্ভিদাহি অরহত্তং পত্বা বংসতো ওরুয়্হ সথু সন্তিকং
 আগন্ত্বা পণপতিট্ঠিতেন সথারং বন্দিত্বা পস্বজ্জং য়াচি ।
 অথ নং সথা দক্খিণহথং পসারেত্বা ‘এহি ভিক্খু’তি
 আহ । সো তাবদেব অট্ঠপরিक्খারধরো সেট্ঠিবস্সিক-

*

*

*

‘পচ্ছতো’ অনাগত স্কন্ধ ও যে আসক্তি সমূহ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে মুক্তি
 লাভ কর । ‘মন্ঝো’ বর্তমান স্কন্ধ সমূহের প্রতিও যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইতেছে
 তাহা হইতেও মুক্ত হও । ‘ভবস্স পারগু’ এই প্রকারেই ত্রিবিধ ভবদুঃখ
 হইতে মুক্তিলাভ কর । অভিজ্ঞা-পরিজ্ঞা-প্রহান-ভাবনা-সাক্ষাৎক্রিয়াবশে পার-
 গামী পারঙ্গত হইয়া স্কন্ধ-খাতু-আয়তনাদি ভেদে সকল সংস্কৃতধর্মে
 বিমুত্তমানস হইয়া বিহার করিতে করিতে পদনরায় জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন
 হইয়া তোমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে না ।

দেসনাবসানে চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল ।
 শ্রেষ্ঠিপদত্তও বংশমস্তকে স্থিতাবস্থাতেই চারি প্রতিসম্ভিদা সহ অহঙ্কৃত লাভ
 করিয়া বংশ হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তার নিকট আসিয়া পণ্ড প্রতিষ্ঠিতের
 দ্বারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । শাস্তা তাহার দিকে
 দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—‘আইস ভিক্কু ।’ তৎক্ষণাৎ উগ্রসেন
 অষ্টপরিষ্কারধারী ঋষিবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন । তখন

থেরো বিয় অহোসি। অথ নং ভিক্ষু, ‘আব্দুসো উগ্গসেন, সট্ঠিহথস্স তে বংসস্স মথকতো ওতরন্তস্স ভয়ং নাম নাহোসী’তি পদ্বিচ্ছিত্তা ‘নথি মে, আব্দুসো, ভয়’ন্তি বদন্তে সথু আরোচেসুং, ‘ভন্তে, উগ্গসেনো ‘ন ভায়ামী’তি বদতি, অভুতং বহ্বা অঞ্-ঞং ব্যাকরোতী’তি। সথা ‘ন, ভিক্ষবে, মম পদন্তেন উগ্গসেনেন সাদিসা ছিন্ন-সংযোজনা ভিক্ষু ভায়ন্তি, ন তসন্তী’তি বহ্বা ব্রাহ্মণবণ্ণে ইমং গাথমাহ—

‘সব্বসংযোজনং ছেত্ত্বা, যো বে ন পরিতস্সতি।

সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥

দেসনাবসানে বহুনাং ধম্মাভিসময়ো অহোসি। পুনেক-
দিবসং ভিক্ষু ধম্মসভায়াং কথং সমুট্ঠাপেসুং ‘কিং নু

*

*

*

ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দুসো উগ্গসেন, ষষ্ঠিহস্তবিংশতি বংশের মস্তক হইতে অবতরণ করিবার সময় তোমার ভয় হয় নাই?’

‘আব্দুসো, আমার ভয় হয় নাই।’ তাহার শাস্ত্রকে বলিলেন—‘ভন্তে, উগ্গসেন বলিতেছেন তিনি ভয় পান নাই। মনে হয় সে সত্য বলিতেছে না।’ শাস্ত্রা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র উগ্গসেনের ন্যায় যে সকল ভিক্ষু সর্ববন্ধন ছিন্ন করিয়াছে তাহাদের ভয় বা শ্রাস হয় না।’—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্তুষ্ট নহেন এবং যিনি সঙ্গাতীত (অর্থাৎ আসক্তি রহিত) ও বন্ধনমুক্ত—তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।’

[ধম্মপদ, স্লোক ৩৯৭ / ব্রাহ্মণবগ্]

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তির ধর্মাসময় হইয়াছিল। পুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভার কথা উত্থাপিত করিলেন—‘এইরূপ অহংত্বের উপনিশ্রয়-সম্পন্ন ভিক্ষুর নট-দাহিতার কারণে নটদের সঙ্গে বিচরণের কি হেতু? তাহার

থো, আব্দুসো, এবং অরহত্‌উপনিষ্যসম্পন্নস্ ভিক্‌খুনো
নটধীতরং নিষ্যায় নটোঁহ সন্ধিং বিচরণকারণং, কিং অরহত্‌উ-
পনিষ্যসকারণঁস্তু ? সখা আগম্ভা ‘কায় নুথ, ভিক্‌খবে,
এতরঁহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদুচ্ছিত্তা ‘ইমায় নামা’তি
বদন্তে, ‘ভিক্‌খবে, উভয়ম্পেতং ইমিনা এব কতঁস্তু বহ্না
তমথং পকাসেতুং অতীতং আহরি ।

অতীতে কির কস্পদসবলস্ সদ্বল্লচেতিয়ে করিষমানে
বারাণসিবাসিনো কুলপদত্তা বহ্নং খাদনীয়ভোজনীয়ং
যানকেসু আরোপেত্বা ‘হথকম্মং করিস্সামা’তি চেতিয়ট্-
ঠানং গচ্ছন্তা অন্তরামণ্ণে একং থেরং পিণ্ডায় পবিসন্তং
পসিসংসু । অথেকা কুলধীতা থেরং ওলোকেত্বা সামিকং
আহ—‘সামি, অযো, পিণ্ডায় পবিসতি, যানকে চ নো
বহ্নং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং, পত্তমস্ আহর, ভিক্‌খং
দস্সামা’তি । সো তং পত্তং আহরিত্বা খাদনীয়ভোজনীয়স্

*

*

*

অহঁত্‌উপনিষ্যয়েরও বা কি হেতু ?’ শান্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা
এখন সন্মিলিত হইয়া কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ ?’

‘এই বিষয়ে, ভগ্নে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, উভয়ই (অতীতের) একই ঘটনা-প্রসূত ।’—এই বলিয়া
তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অতীত উদ্ধৃত করিলেন ।

অতীতে কল্যাপ ঋষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিমাণকালে বারাণসীবাসী কুলপুত্রগণ
বহু খাদ্যভোজ্য শকটখানে তুলিয়া লইয়া ‘নিজেদের হাতেই কাজ করিব’
বলিয়া চৈত্যান্থানে ঘাইবার সময় মারপথে দেখিলেন একজন স্থবির
পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ করিতেছেন । এক কুলদহিতা স্থবিরকে দেখিয়া
স্বামীকে বলিলেন—‘প্রভু, আর্য পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিতেছেন ।
আমাদের শকটখানে ত বহু খাদ্যভোজ্য আছে । (স্থবিরের) ভিক্ষাপাত্র
লইয়া আইস । আমরা ভিক্ষা দিব ।’ তিনি সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাহা

পূরেয়া থেরস্স হথে পতিট্টপেয়া উভোপি পথনং
 করিঙ্গসু, ‘ভন্তে, তুম্হেহি দিট্টধম্মস্সেব ভাগিনো
 ভব্বেয়্যামা’তি । সোপি থেরো খীণাসবোব, তস্সা ওলো-
 কেস্তো তেসং পথনায় সমিষ্মনভাবং ঐয়া সিতং অকাসি ।
 তং দিস্সা সা ইথী সামিকং আহ—‘অম্হাকং, অযো,
 সিতং করোতি, একো নটকারকো ভবিস্সতী’তি ।
 সামিকোপি স্সা ‘এবং ভবিস্সতি, ভন্দের’তি বদ্বা পক্কামি ।
 ইদং তেসং পদ্বকস্সা । তে তথ যাবতায়দুকং ঠয়া দেব-
 লোকে নিস্সবত্তিযা ততো চবিয়া সা ইথী নটগেহে নিস্সবত্তি,
 পুরিসো সেট্ঠিগেহে । সো ‘এবং, ভন্দের, ভবিস্সতী’তি
 তস্সা পটিবচনস্স দিন্নত্তা নটোহি সন্ধিং বিচারি । খীণা-
 সবথেরস্স দিন্নপি পিণ্ডপাতং নিস্সায় অরহন্তং পাপদুগ্গি ।

*

*

*

খাদ্যাভোজ্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া স্থবিরের হাতে দিয়া উভয়েই প্রার্থনা
 করিলেন—‘ভন্তে, আমরা যেন আপনার দট্টধর্মের (অর্থাৎ আপনি যাহা
 লাভ করিয়াছেন) ভাগী হইতে পারি ।’ স্থবির ছিলেন অহং, তাই তাহাদের
 দিকে তাকাইয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে দেখিয়া স্মিত হাসিলেন ।
 ইহা দেখিয়া সেই স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—‘আমাদের আর স্মিত হাসি
 হাসিলেন । উনি নিশ্চয়ই নাট্যকার হইবেন ।’ স্বামীও বলিলেন—‘ভদ্রে,
 হয়ত তাহাই হইবে ।’ এবং প্রস্থান করিলেন । ইহাই তাহাদের পূর্বকর্ম ।
 তাহারা সেই জন্মে যথায়দুকাল অবস্থান করিয়া দেবলোকে জন্ম লইয়া তথা
 হইতে চ্যুত হইয়া সেই স্ত্রী নটগৃহে জন্ম লইলেন এবং সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠি-
 গৃহে । তিনি ‘হ্যাঁ, ভদ্রে, এইরূপ হইতে পারে’ বলবার কারণে নটগণের সঙ্গে
 বিচরণ করিয়াছিলেন, যেহেতু অহং স্থবিরকে পিণ্ডপাত প্রদান করিয়াছিলেন

সাপি নটধীতা 'যা মে সামিক্স গতি, ময়্‌হম্পি সা এব
গতী'তি পস্বজিহ্বা অরহন্তে পতিট্ঠহীতি ।

উগ্রসেনবন্ধু ছট্ঠং ।

*

*

*

সেই পদ্যফলে তিনি অহঁত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই নটদহিতাও 'আমার
স্বামীর যা গতি, আমরাও সেই গতি' বলিয়া প্রব্রজিত হইয়া অহঁত্ব
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

। উগ্রসেনের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

চুল্ল-ধনুগ্ৰহপাণ্ডিতবধু । ৭

‘বিতক্কমথিতস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সন্থা জেতবনে
বিহরন্তো চুল্লধনুগ্ৰহপাণ্ডিতং আরব্ভ কথেসি ।

একো কির দহরভিক্খু সলাকণ্ণে অন্তনো পত্তসলাকং
গহেহা সলাকযাগুং আদায় আসনসালাং গন্তা পিবি । তথ
উদকং অলভিত্বা উদকথায় একং ঘরং অগমাসি । তথ তং
একা কুমারিকা দিম্বাব উপ্পন্নসিনেহা, ‘ভন্তে, পদ্ন
পানীয়েন অথে সতি ইধেব আগচ্ছেয্যাথা’তি আহ । সো
ততো পট্ঠায় যদা পানীয়ং ন লভতি, তদা তথৈব
গচ্ছতি ।

সাপিস্স পত্তং গহেহা পানীয়ং দেতি । এবং গচ্ছন্তে কালে
যাগুস্পি দহা পদ্নেকদিবসং তথৈব নিসীদাপেহা ভত্তং

*

*

*

চুল্ল-ধনুগ্ৰহ পাণ্ডিতের উপাখ্যান । ৭ ।

‘বিতক্কমথিতস্সা’তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
চুল্ল-ধনুগ্ৰহ পাণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক তরুণ ভিক্ষু শলাকা-বিতরণ স্থানে (আধুনিক ভাষায় বলা যাইতে
যেখানে আহারাদির জন্য ‘কুপন’ দেওয়া হয়) নিজের শলাকা (=কুপন)
লইয়া ইহার বিনিময়ে যাগু গ্রহণ করিয়া আসনশালায় যাইয়া পান
করিলেন । সেখানে জল না পাইয়া জলের জন্য একটি গৃহে গমন করিলেন ।
সেখানে ছিল এক কুমারী, সে তরুণ ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া বলিল
—‘ভন্তে, পদ্নরায় জলের দরকার হইলে এখানেই আসিবেন ।’ ইহার পর
হইতে সেই ভিক্ষু কোথাও জল না পাইলে ঐ গৃহেই জলের জন্য যাইতে
আরম্ভ করিলেন । ঐ কুমারীও পাত্র লইয়া তাহাকে জল দেয় । এইভাবে দিন
যাইতে লাগিল । ইহার পর ভিক্ষুকে যাগুও দেয় এবং গৃহে বসাইয়া

অদাসি । সন্তিকে চস্স নিসীদিহা, ‘ভস্কে, ইম্মিৎ গেহে
ন কিণ্ণি নখি নাম, কেবলং যয়ং বিচরণকমন্সমেব ন
লভামা’তি কথং সমুট্ঠাপেসি । সো কতিপাহেনেব অস্সা
কথং সদ্বা উক্কি’ত্ঠি । অথ নং একদিবসং আগন্তুকা ভিক্খু
দিম্বা ‘কস্সা ভুং, আব্দসো, কিসো উম্প’ডুপ’ডুকজা-
তোসী’তি পদচ্ছিহা ‘উক্কি’ত্ঠতোম্হি, আব্দসো’তি বদন্তে
আচারিয়দুপস্সায়ানং সন্তিকং নয়িংসু । তেপি নং সথু
সন্তিকং নেহা তমথং আরোচেসুং । সথা ‘সব্বং কির ভুং,
ভিক্খু, উক্কি’ত্ঠতোসী’তি পদচ্ছিহা ‘সচ্চ’ন্তি বদন্তে
‘কস্সা ভুং মাদিসস্স আরদ্ধবীরিয়স্স বুদ্ধস্স সাসনে
পব্বজিহা ‘সোতাপন্নো’তি বা ‘সকদাগামী’তি বা অন্তানং
অবদাপেহা ‘উক্কি’ত্ঠতো’তি বদাপেসি, ভারিয়ং তে কস্মং

*

*

*

অন্নদানও করে । তাঁহার নিকটে বসিয়া একদিন কথা সমুৎথাপিত করিল—
‘ভস্কে, এই গৃহে সমস্তই আছে, কিন্তু থাকার লোক পাইনা ।’ তাহার (এই
জাতীয়) কথা শুনিয়া একদিন সেই তরুণ ভিক্ষু উৎকীর্ণত হইল । একদিন
আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দসো, তোমাকে
কৃশ এবং পাণ্ডুরবর্ণের দেখাইতেছে, ব্যাপার কি ?’

‘আব্দসো, আমি উৎকীর্ণত হইয়াছি ।’ তখন তাঁহারা তাঁহাকে আচার্য-
উপাধ্যায়ের নিকট লইয়া গেলেন । তাঁহারাও তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া
ষাইয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যি উৎকীর্ণত হইয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভস্কে, সত্য ।’

‘মৎসদৃশ আরব্ববীষ’ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া কোথায় অন্যরা
বলিবে তুমি স্নোতাপন্ন বা সকদাগামি হইয়াছে । তা না, তাহারা বলিতেছে
তুমি উৎকীর্ণত হইয়াছ ! তুমি খুবই অন্যায় করিয়াছ ।’ তারপর জিজ্ঞাসা
করিলেন—

কত’ন্তি বহা ‘কিং কারণা উক্খিষ্ঠতোসী’তি পদচ্ছি ।
 ‘ভন্তে, একা মং ইথী এবমাহা’তি বদন্তে, ভিক্খু,
 অনচ্ছরিয়ং এতং তস্সা কিরিয়ং । সা হি পদুস্বে সকল-
 জম্বদীপে অঙ্গধনুগহপাণ্ডিতং পহায় তং মদুহত্তাদিট্ঠকে
 একস্মিং সিনেহং উপাদেহা তং জীবিতক্খয়ং পাপেসী’তি
 বহা তস্সথস্স পকাসনথং ভিক্খুহি যাচিতো—

অতীতে চুল্লধনুগহপাণ্ডিতকালে তক্কসিলায়ং দিসাপামো-
 ক্খস্স আচরিয়স্স সন্তিকে সিম্পং উগহেহা তেন তুট্টঠেন
 দিনং ধীতরং আদায় বারাগসিং গচ্ছন্তস্স একস্মিং অট্টবি-
 মদুখে একুনপণ্ণায়াসায় কণ্ঠেহি একুনপণ্ণায়াসচোরে
 মারেহা কণ্ঠেসদু খীণেসদু চোরজেট্ঠকং গহেহা ভূমিয়ং
 পাতেহা ‘ভদ্দে, অসিং আহরা’তি বদন্তে তায় তস্সথং

*

*

*

‘তুমি কেন উৎকীর্ণিত হইয়াছ ?’

‘ভস্বে, এক কুমারী আমাকে এইরকম এইরকম বলিয়াছে ।’

‘হে ভিক্ষু, তাহার মত স্ত্রীলোক এইরূপ বলিবে ইহাতে আশ্চর্যের
 কিছুই নাই । সে অতীতে সমগ্র জম্বদ্বীপে খ্যাত শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ পণ্ডিতকে
 ত্যাগ করিয়া মদুহত্তমাত্র একজন অস্ত্রাতকুলশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার
 প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া ঐ তীরন্দাজ পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিল । এই
 বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য ভিক্ষুগণ শাস্ত্রকে প্রার্থনা করিলে শাস্ত্র
 অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

অতীতে একজন তীরন্দাজ পণ্ডিত ছিলেন যাহার নাম চুল্লধনুগহ ।
 তিনি তক্কশিলায় যাইয়া বিশ্বখ্যাত আচার্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা
 করিয়াছিলেন । আচার্য তাহার শিল্পনৈপুণ্যে মদুগ্ধ হইয়া নিজের কন্যাকে
 তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন । তিনি একবার সপত্নীক বারাগসী
 যাইতেছিলেন । পথিমধ্যে অট্টবিমদুখে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি
 উণপণ্ণাশটি তীরের দ্বারা উনপণ্ণাশ জন দস্যুকে হত্যা করিলেন । তাহার
 তীর শেষ হইয়া গেলে তিনি দস্যুসদরিকে মাটীতে ফেলিয়া পত্নীকে বলিলেন
 —‘ভদ্দে, আমার তরবারটা লইয়া আইস ।’ কিন্তু তাহার পত্নী তন্মদুহত্তে

দিট্ঠচোরে সিনেহং কহা চোরস্স হথে অসিথরুং ঠপেহা
 চোরেন ধনুগ্গহপাণ্ডিতস্স মারিতভাবং আবিহকহা চোরেন চ
 তং আদায় গচ্ছন্তেন 'মস্পি এসা অণ্ণং দিস্সা অন্তনো
 সামিকং বিয় মারাপেহস্সতি, কিং মে ইমায়্যা'তি একং নদিং
 দিস্সা ওরিমতীরে তং ঠপেহা তস্সা ভাণ্ডকং আদায় 'ত্বং
 ইধেব হোহি, যাবাহং ভাণ্ডকং উত্তারেমী'তি তথেব তং
 পহায় গমনভাবণ্ড আবিহকহা—

‘সব্বং ভাণ্ডং সমাদায়, পারং তিগ্গোসি ব্রাহ্মণ ।

পচ্চাগচ্ছ লহুং থিস্পং, মস্পি তারেহি দানিতো ॥

‘অসন্ধুতং মং চিরসন্ধুতেন,

নিমীনি ভোতী অন্ধবং ধুবেন ।

দস্যদারের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তরবারি (নিজের স্বামীকে না দিয়া)
 দস্যদারের হাতে দিলে সে তীরন্দাজ পাণ্ডিতকে তদ্বারা হত্যা করিল ।
 দস্যদারি পাণ্ডিতের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ঘাইবার সময় ভাবিল—‘যে নিজের
 স্বামীকে হত্যা করিতে পারে, অন্য আর একজনের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলে সে
 আমাকেও হত্যা করাইবে । অতএব, ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমার লাভ নাই ।’
 সম্মুখে একটি নদী দেখিয়া এই পারে স্ত্রীকে রাখিয়া এবং তাহার দ্রব্যাদি
 স্বয়ং লইয়া তাহাকে বলিল—‘তুমি এখানেই থাক, আমি ততক্ষণ তোমার
 জিনিসপত্রগুলি ঐ পারে রাখিয়া আসি ।’ সে কিন্তু আর ফিরিয়া আসে
 নাই । স্ত্রীলোকটি বলিল—

‘হে ব্রাহ্মণ, তুমি সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া নদীর ঐ পারে চলিয়া গিয়াছ ।
 তুমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া আমাকেও ঐ পারে লইয়া যাও ।’

ইহা শুনিয়া নদীর ওপার হইতে দস্য বলিল—‘আমি তোমার
 অপরিচিত, তব্দ আমার জন্য নিজের একান্ত পরিচিত (=তোমার স্বামী)
 ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়াছ । যে ধুবকে ত্যাগ করিয়া অধুবের সেবন করে সে

মযাপি ভোতী নিমিনেয্য অঞ্ঞং,

ইতো অহং দূরতরং গমিস্সং ॥

*

*

*

কখনও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। কে বলিতে পারে অন্য আর একজনকে পাইলে তুমি আমারও জীবননাশ করিবে না? অতএব, আমি এই স্থান হইতে দূরদেশে গমন করিব।’

[ইহার পরের গাথাগুলি বদ্বিতে হইলে ‘চুল্লধনুঙ্গহ জাতকের’ (জাতক সংখ্যা ৩৭৪) শেষের দিকের কিছ্ প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রয়োজন।

দস্যকর্তৃক নদীর এই পারে পরিত্যক্ত হইয়া চুল্লধনুঙ্গহের পাণ্ডিত্য স্ত্রী অনাথা হইয়া এক এড়গজ গুল্মের (Cassia Tora) নিকট বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক ঐ সময়ে দেবরাজ শত্রু ভুলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামিবিহীনা ও জারপরিত্যক্তা সেই রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া শত্রু সঙ্কল্প করিলেন ‘ঐ রমণীকে নিগ্রহ করিয়া লজ্জা দিতে হইবে।’ তিনি মাতলি ও পণ্ডশিখকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া বলিলেন—‘মাতলি, তুমি মৎস্য হও ; পণ্ডশিখ, তুমি শকুন হও ; আমি নিজে শৃগাল হইয়া মাংসপিণ্ড মদুখে লইয়া এই রমণীর সম্মুখ দিয়া যাইব। আমাকে যাইতে দেখিলে মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে লক্ষ্য দিয়া আমার পুরোভাগে আসিয়া পড়িবে। আমি তখন আমার মদুখত মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লক্ষ্য দিব। তখন শকুনরূপী পণ্ডশিখ ঐ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইবে। মৎস্যরূপী মাতলিও লক্ষ্য দিয়া পুনরায় নদীতে গিয়া পড়িবে।’ তাহারা উভয়েই ‘যে আজ্ঞা, দেবরাজ’ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মাতলি মৎস্য লইলেন, পণ্ডশিখ হইলেন শকুন, আর দেবরাজ শৃগাল হইয়া মদুখে মাংসপিণ্ড লইয়া ঐ রমণীর পুরোভাগে গমন করিলেন। তখন মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে উল্লম্বন করিয়া শৃগালের সম্মুখে পড়িল। শৃগালরূপী শত্রু মদুখের মাংসপিণ্ড ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লক্ষ্য প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ শকুনরূপী পণ্ডশিখ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। শৃগাল মাংসপিণ্ড ও মৎস্য উভয়েই হারাইয়া সেই এড়গজ গুল্মের দিকে বিষণ্ণবদনে চাহিয়া রহিল। ঐ রমণী তখন ভাবিল—‘এই শৃগাল অতিলালসাবশতঃ মৎস্য এবং মাংস উভয়েই হারাইল।’ অনন্তর সে যেন একটা কটুপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছে এইভাবে অটুহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া শৃগালরূপী শত্রু বলিলেন—

‘কায়ং এলগলাগদুশ্বে, করোতি অহুহাসিয়ং ।
 নযীধ নচ্চং বা গীতং বা, তালং বা সুসমাহিতং ।
 অনম্হিকালে সুসোণি, কিং নু জম্বসি সোভনে ॥

‘সিঙ্গাল বাল দদুশ্বেধ, অম্পপপ্ৰুপ্ৰোসি জম্বদুক ।
 জীনো মচ্ছণ্ড পেসিণ্ড, কপণো বিয় ঝায়সি ॥

সুদুসং বজ্জমপ্ৰুপ্ৰোসং, অনুনো পন দদুদসং ।
 জীনা পতিণ্ড জারণ্ড, মপ্ৰুপ্ৰো ত্ৰপ্ৰুপ্ৰোব ঝায়সি ॥

‘এবমেতং মিগরাজ, যথা ভাসসি জম্বদুক ।
 সা নুনাহং ইতো গম্বা, ভন্তু হেসসং বসানুগা ॥

*

*

*

‘এড়গজ গদুশ্বে হতে আমি কাহার অটুহাস্য শুনিতোছি? এখানে ত
 নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি কোন হাস্যের কারণ নাই। হে সুন্দরি! তোমার
 বিপরীত চরিত্র দেখিতেছি। ক্রন্দনের কালে হাস্য—এ অম্ভুত দৃশ্য
 দেখিতেছি।’

[রমণী তখন বলিল—]

‘হে শৃগাল, তুমি মূর্খ। হে জম্বদুক, তোমার ঘটে কোন বুদ্ধি নাই।
 মৎস্য এবং মাংস উভয়ই হারাইয়া ভিখারীর মত তাকাইয়া আছ!’

[শৃগাল বলিলেন—]

‘অন্যের ছিদ্র (= দোষ) সহজেই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু নিজের
 ছিদ্র দেখিতে পাই না। নিজদোষে পতি এবং জার উভয়কেই হারাইয়াছ।
 দৃষ্ট তোমার বেশী না আমার?’

[রমণী বলিল—]

‘হে মৃগরাজ, হে জম্বদুক, তুমি ষাহা বলিলে তাহাই ঠিক। আমি এখন
 এইস্থান হইতে গমন করিয়া অন্য ভর্তা গ্রহণ করিয়া তাহার বশানুগ হইয়া
 বাস করিব।’

‘যো হরে মত্তিকং খালং, কংসখালম্পি সো হরে ।

কতপ্লেব তয়া পাপং, পদনপেবং করিস্সসী’তি ॥

ইমং পণ্ডকনিপাতে চুল্লধনুংগহজাতকং বিখ্যারেত্বা ‘তদা চুল্লধনুংগহপাণ্ডিতো ত্বং অহোসি, সা ইথী এতরহি অয়ং কুমারিকা, সিঙ্গালরূপেন আগম্বা তম্মা নিগ্গহকারকো সঙ্কো দেবরাজা অহমেবা’তি বত্বা ‘এবং সা ইথী তম্মদুহত্ত-
দিট্ঠকে একস্মিং সিনেহেন সকলজম্বদীপে অগ্গপাণ্ডিতং জীবিতা বোরোপেসি, তং ইথিং আরত্ত উপ্পন্নং তব তংহং ছিন্দিত্বা বিহরাহি ভিক্খু’তি তং ওবাদিত্বা উত্তরিস্পি ধম্মং দেসেস্তো ইমা দ্বে গাথা অভাসি—

‘বিতক্কমথিতস্স জন্তুনো,

তিস্সরাগস্স সুভান্দপস্সিনো ।

•

•

৪

[সেই অনাচারিণী দংশীলার কথা শুনিয়া শত্রু শেষের গাথাটি ভাষণ করিলেন—] ‘যে মাটীর খালা হরণ করিয়াছে, সে কাঁসার খালাও হরণ করিবে । যে পাপে লিপ্ত হইয়াছে পদনরায় সেই পাপই করিতে বাইতেছে ।’

[চুল্লধনুংগহ জাতক]

এইভাবে শাস্তা জাতকের পণ্ডকনিপাতে বর্ণিত চুল্লধনুংগহ জাতক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—‘তখন চুল্লধনুংগহ পাণ্ডিত ছিলে তুমি । সেই রমণী ছিল বর্তমানের কুমারিকা । শংগালরূপে আসিয়া তাহার নিগ্গহকারক দেবরাজ শত্রু ছিলাম আমি ।’ ইহা বলিয়া তাঁহাকে উপদেশদানচ্ছলে বলিলেন—‘এই প্রকারে সেই রমণী তম্মদুহর্তে দৃষ্ট অজ্ঞাতকুশলীল ব্যক্তির প্রতি প্রণয়বশতঃ সমগ্র জম্বদ্বীপে অগ্রস্থানীয় পাণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিল । হে ভিক্ষু, সেই রমণীর প্রতি উৎপন্ন তোমার তৃষ্ণাকে ছিন্ন করিয়া অবস্থান কর ।’ তারপর আরও ধর্মদেশনাকালে এই দুইটী গাথা ভাষণ করিলেন—

‘সম্বেহদোলা^১ দোলায়মান অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহ এই ত্রিবিধ বিভর্ক দ্বারা

ভিষ্যো তগ্হা পবড্‌ঢ়তি,

এস থো দল্‌হং করোতি বন্ধনং ॥ ৩৪৯ ॥

বিতক্কুপসমে চ যো রতো,

অসদুভং ভাবয়তে সদা সতো ।

এস থো ব্যাস্তি কার্হতি,

এস ছেচ্ছতি মারবন্ধন'স্তু ॥ ৩৫০ ॥

তথ 'বিতক্কমথিতস্সাতি' কামবিতক্কাদীহি বিতক্কৈহি নিস্স-
থিতস্স । 'তিস্সরাগস্সা'তি বহলরাগস্স । 'সদুভানুপস্সি-
নো'তি ইট্ঠারস্সম্মণে সদুভানিমিত্তগাহাদিবসেন বিস্সট্-
ঠমানসতায় সদুভাস্তি অনুপস্সস্তুস্স । 'তগ্হা'তি এবরুপস্স
স্সানাদীসু একস্পি ন বড্‌ঢ়তি, অথ থো ছদ্বারিকা
তগ্হাষেব ভিষ্যো বড্‌ঢ়তি । 'এস থো'তি এসো পদুগ্গলো
তগ্হাবন্ধনং দল্‌হং সুখিরং করোতি । 'বিতক্কুপসমে'তি
মিচ্ছাবিতক্কাদীনং বৃপসমসস্স্থাতে দসসু অসদুভেসু পঠম-
স্স্বানে । 'সদা সতো'তি যো এথ অভিরতো হুত্বা নিচ্চং

*

*

*

উৎপীড়িত ও উৎকট অনুরাগ দ্বারা আক্রান্ত ইন্দ্রিয় সুখান্বেষী ব্যক্তির তৃষ্ণা
অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে নিশ্চয়ই নিজের বন্ধনকেই সুদৃঢ় করে ।

'যে ব্যক্তি বিতকে'র অথবা রাগ, দ্বেষ ও মোহের উপশমে আনন্দ লাভ
করেন ও সর্বদা স্মৃতিমান্ হইয়া দেহাদির অপবিগ্রতার বিষয় চিন্তা করেন,
সেইরূপ ব্যক্তি মারবন্ধন সমূলে ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন ।'

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৪৯—৩৫০ ।

অন্বয় : 'বিতক্কমথিতস্স' কামবিতক্কাদির দ্বারা উৎপীড়িত । 'তিস্সরাগস্স'
তীব্র আসক্তিসম্বন্ধ মানবের । 'সদুভানুপস্সিনো' মনোজ্ঞ বস্তুর আকর্ষণে
আকৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে শূভদর্শী হয় । 'তগ্হা' দৈর্ঘ্য ব্যক্তির
ধ্যানাদি শূভনিমিত্ত কিছুরি বর্ধিত হয় না, ষড়্‌দ্বারিক তৃষ্ণাই কেবল
অধিকমাগ্নয় বর্ধিত হইয়া থাকে । 'এস থো' এইরূপ ব্যক্তিই তৃষ্ণাবন্ধনকে

উপট্ঠিতসতিতায় সতো তং অসুভজ্জানং ভাবেতি ।
 ‘ব্যস্তি কাহিতী’তি এস ভিক্‌খু তীসু ভবেসু উপপজ্জনকং
 তণ্‌হং বিগতন্তং করিস্সতি । ‘মারবন্ধন’ন্তি এসো
 তেভুমকবটুসংখাতং মারবন্ধনম্পি ছিন্দিস্সতীতি অথো ।

দেসনাবসানে সো ভিক্‌খু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাহি,
 সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

চুল্লধনুগ্গহপাণ্ডিতবথু সত্তমং ।

*

*

*

সুদৃঢ় করে । ‘বিতক্কপসমে সদা’ মিথ্যা বিতর্কাদির উপশমে অর্থাৎ রাগ-দ্বेष-
 মোহসমূহের নিবারণে সর্বদা রত থাকিয়া দেহের দশ অঙ্গুভাদি বিষয়ে স্মৃতি
 জাগ্রত করিয়া প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া প্রীতিসুখ অনুভব করেন । ‘ব্যস্তি
 কাহিতী’ ঈদৃশ ভিক্ষু গ্রিভবে উপদ্যমান তৃষ্ণার সমূলে অন্তঃসাধন করিবেন ।
 ‘মারবন্ধনং’ ঈদৃশ ভিক্ষুই গ্রিভুমিকবত্‌ নামক মারবন্ধনকে ছিন্ন করিবেন ।

দেসনাবসানে সেই ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
 সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ চুল্লধনুগ্গহ পাণ্ডিতের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মারবথু । ৮

‘নিট্ঠংগতো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
মারং আরব্ধ কথেসি ।

একদিবসএহি বিকালে সম্বহুলা থেরা জেতবনবিহারং
পৰিসিত্তা রাহুল্লথেরস্স বসনট্ঠানং গম্ব্বা তং উট্ঠাপেসদুং ।
সো অএহ্ণথ বসনট্ঠানং অপস্সন্তো তথাগতস্স গম্ব্ব-
কুটিয়া পমদুথে নিপজ্জি । তদা সো আয়স্স্মা অরহন্তং
পত্তো অবস্সিকোব হোতি । মারো বসবত্তিভবনে ঠিতোয়েব
তং আয়স্সমন্তং গম্ব্বকুটিপমদুথে নিপন্নং দ্বিস্বা চিন্তেসি—
‘সমগস্স গোতমস্স রুজনকঅঙ্গুলী বহি নিপন্নো, সয়ং
অন্তোগম্ব্বকুটিয়ং নিপন্নো, অঙ্গুলিয়া পীলিয়মানায়
সয়স্সি পীলিতো ভবিস্সতী’তি । সো মহন্তং হথিরাজ-

*

*

*

মারের উপাখ্যান । ৮ ।

‘নিট্ঠংগতো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মারকে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন বিকালে অনেক ভিক্ষু জেতবনবিহারে প্রবেশ করিয়া রাহুল
স্থবিরের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাকে উঠাইলেন । তিনি অন্যত্র থাকিবার
জায়গা না দেখিয়া তথাগতের গম্ব্বকুটির সম্মুখে শয়ন করিয়াছিলেন । তখন
সেই আয়ুস্মান (‘রাহুল’) উপযুক্ত বয়স না হইতেই (অর্থাৎ মাত্র আট বৎসর
বয়সে) অহংত্ব লাভ করিয়াছিলেন । পাপী মার বশবর্তীভাবে থাকিয়াই
আয়ুস্মান রাহুলকে গম্ব্বকুটির সম্মুখে শয়ান দেখিয়া চিন্তা করিল—‘শ্রমণ
গৌতমের পীড়াদায়ক-অঙ্গুলী (অর্থাৎ রাহুল) বাহিরে শয়ান, স্বয়ং (বুদ্ধ)
গম্ব্বকুটির অভ্যন্তরে শয়ান । অঙ্গুলির পীড়া হইলে নিজেও পীড়িত হইবেন ।’
মার তখন বিশাল হস্তীরাজের আকার নির্মাণ করিয়া আসিয়া শব্দের দ্বারা

বল্লং অভিভানিম্মিনহা আগম্ম সোণ্ডায় থেরস্স মথকং
পরিবুখ্খাপিত্বা মহন্তেন সন্দেশন কোণ্ণনাদং রবি । সত্থা
গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব তস্স মারভাবং ঐহা, ‘মার, তাদি-
সানং সতসহস্সেনাপি মম পুত্তস্স ভয়ং উত্পাদেতুং ন
সক্কা । পুত্তো হি মে অসন্তাসী বীততণ্হো মহাবী-
রিয়ো মহাপঞ্ঞো’তি বহ্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী, বীততণ্হো অনঙ্গো ।

অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি, অন্তিমোয়ং সমুস্সয়ো ॥

‘বীততণ্হো অনাদানো, নিরুত্তিপদকোবিদো ।

অক্খরানং সন্নিপাতং, জঞ্ঞা পুস্সাপরানি চ ।

স বে অন্তিমসারীরো,

মহাপঞ্ঞো মহাপদরিসোতি বুদ্ধতীতি ॥ ৩৫১-৩৫২ ॥

*

*

*

রাহুল শ্ববিরের মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিকটশব্দে ক্রোণ্ণনাদ
(= বংহণ) করিতে লাগিল । শান্তা গন্ধকুটিতে অবস্থান করিয়াই মারকে
চিনিতে পারিয়া বলিলেন—‘মার, তাদ্শ শতসহস্র হস্তীও আমার পুত্রের ভয়
উৎপাদন করিতে পারিবে না । আমার পুত্র নির্ভীক, বীততঙ্ক, মহাবীৰ্য,
মহাপ্রাজ্ঞ’—ইহা বলিয়া এই গাথা দুইটী ভাষণ করিলেন—

‘যিনি লঙ্কো উপনীত, সম্ভ্রাসহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হইয়াছেন,
যাঁহার ভবশল্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অস্তিম দেহধারণ (অর্থাৎ
তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না ।)

‘যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অতাসক্ত, নিরুত্তিপদকুশল (শব্দ ও অর্থের মমাজ্ঞ)
এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকোশল ও পৌৰ্বাপর্ব-প্রয়োগ জানেন, সেই
অস্তিমদেহধারী মহাপ্রাজ্ঞই মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন ।’

তথ 'নিট্ঠংগতো'তি ইম্মস্মিং সাসনে পব্বজিতানং অরহন্তং
নিট্ঠং নাম, তং গতো পত্তোতি অথো। 'অসন্তাসী'তি
অভ্যন্তরে রাগসন্তাসাদীনং অভাবেন অসন্তসনকো।
'অচ্ছিন্দ ভবসল্লানী'তি সস্বানিপি ভবগামীনি সল্লানি
অচ্ছিন্দ। 'সমুস্সয়ো'তি অয়ং এতস্স অন্তিমো
দেহো।

'অনাদানো'তি খন্ধানীসু নিগ্গহণো। 'নিরুত্তিপদকোবি-
দো'তি নিরুত্তিয়ণ সোসপদেসু চাতি চতুসুপি পটিসম্ভি-
দাসু ছেকোতি অথো। 'অক্খরানং সন্নিপাতং, জএঽঞা
পুস্বাপরানি চ'তি অক্খরানং সন্নিপাতসংখাতং অক্খর-
পি'ডং জানাতি, পুস্বক্খরেন অপরক্খরং, অপরক্খরেন
পুস্বক্খরং জানাতি। পুস্বক্খরেন অপরক্খরং
জানাতি নাম—আদিম্হি পএঽঞায়মানে মজ্জপারিযো-

*

*

*

অন্বয় : 'নিট্ঠংগতো'—এই বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিতদের অহংভূলাভ
হইতেছে চরম লক্ষ্য। তাহা যিনি গত বা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'অসন্তাসী'
—অভ্যন্তরে রাগসন্তাসাদির অভাবে অসন্তস্ত। 'অচ্ছিন্দ ভবসল্লানি'—
সমস্ত ভবগামী শল্যকে ছেদন করিয়াছেন। 'সমুস্সয়ো'—ইহাই তাঁহার
অস্তিম শরীর।

'অনাদানো'—স্কন্ধাদির প্রতি আসক্তিশূন্য। 'নিরুত্তিপদকোবিদো'—
তিনি অর্থ, ধর্ম, নিরুত্তি ও প্রতিভা—এই চারিপ্রকার প্রতিসম্ভিদাজ্ঞানে
দক্ষ। 'অক্খরানং সন্নিপাতং, জএঽঞা পুস্বাপরানি চ'—অক্ষরসমূহের
সন্নিপাতনামক অক্ষরপি'ডকে জানেন, পূর্বাক্ষরের দ্বারা পরের অক্ষর, পরের
অক্ষরের দ্বারা পূর্বাক্ষর জানেন। 'পূর্বাক্ষরের দ্বারা পরের অক্ষর জানেন'—
এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ যিনি যখন অক্ষরসমূহের আদি জানেন, তাঁহার
নিকট মধ্য ও অন্ত প্রতিভাত না হইলেও তিনি বলিতে পারেন—'এই সকল
অক্ষরের ইহাই মধ্য এবং ইহাই অন্ত।' 'পরের অক্ষরের দ্বারা পূর্বাক্ষর
জানেন'—এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ অক্ষরসমূহের অন্ত তাঁহার নিকট

সর্নেন্দ্র অপঞ্জেয়মানেন্দ্রপি ইমেসং অক্খরানং ইদং
মম্বাং, ইদং পরিবোসানন্তি জানাতি। অপরক্খয়েন
পদ্বক্খরং জানাতি নাম—অন্তে পঞ্জেয়মানে আদি-
মম্বেন্দ্র অপঞ্জেয়মানেন্দ্র ইমেসং অক্খরানং ইদং মম্বাং
অয়ং আদীতি জানাতি। মম্বেন্দ্র পঞ্জেয়মামোপি
‘ইমেসং অক্খরানং অয়ং আদি, অয়ং অন্তো’তি জানাতি।
এবং মহাপঞ্জেয়। ‘স বে অন্তিমসারীরো’তি এস
কোটিয়ং ঠিতসরীরো, মহন্তানং অথধম্মনিরুত্তপটিভা-
নানং সীলক্খন্দাদীনং পরিপ্গাহিকায় পঞ্জেয় সমম্মা-
গতন্তা মহাপঞ্জেয়, বিমুত্তচিন্তন্তা স্বাহং, সারিপদন্ত,
মহাপদ্রিসোতি বদামীতি বচনতো বিমুত্তচিন্তন্তায় চ মহা-
পদ্রিসোতি বুদ্ধতীতি অম্বো।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গণসু।
মারোপি পাপিমা ‘জানাতি মং সমগো গোতমো’তি তথৈ-
বন্তরধারীতি।

মারবথু অট্টমং।

প্রতিভাত হইল, অথচ আদি ও মধ্য প্রতিভাত হইল না, তথাপি তিনি বলিতে
পারেন—‘এই সকল অক্ষরের ইহাই মধ্য, ইহাই আদি।’ মধ্যে প্রতিভাত
হইলেও তিনি জানেন—‘ইহাই অক্ষরসমূহের আদি, ইহাই অন্ত।’ এইজন্যই
তিনি মহাপ্রাজ্ঞ। ‘স বে অন্তিমসারীরো’—তাঁহার শরীর এখন অন্তিমভাগে
স্থিত। তিনি অর্থ, ধর্ম, নিরুদ্ধি ও প্রতিভাগ—এই চারিপ্রকার প্রতিসম্ভিদা-
জ্ঞানে দক্ষ, শাস্ত্র-বিশ্লেষণে নিপুণ। এই সকল প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সমস্বাগত
বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ। ‘হে সারিপদন্ত, বিমুত্তচিন্ত বলিয়াই আমাকে মহাপদ্রুদ্ব
বলা হয়’—এই বুদ্ধবাক্যপ্রভাবে বিমুত্তচিন্ত বলিয়া ব্রাহ্মণও মহাপদ্রুদ্ব।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাপী
মারও ‘শ্রমণ গোতম আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন’ বলিয়া সেই স্থানেই
অন্তর্ধান করিল।

॥ মারের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

উপকাজীবকবধু । ১

‘সম্বাভিভূ’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা অন্তরামগ্গে উপকং আজীবকং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎসিহ সময়ে সথা পত্তসম্বৎসরতৎসংগো বোধিমন্ডে সত্তসত্তাহং বীতিনামেত্তা অন্তনো পত্তচীবর-
মাদায় ধম্মচক্রপবত্তনখং বারাণসিং সন্ধ্যয় অট্ঠারসযোজন-
মগ্গং পটিপন্নো অন্তরামগ্গে উপকং আজীবকং অদস ।
সোপি সথারং দিম্বা ‘বিম্পসন্নানি থো তে, আবদসো,
ইন্দ্রিয়ানি, পরিসুদ্ধো ছবিবল্লো পরিয়োদাতো, কংসি ত্বং,
আবদসো, উদ্দিস্স পব্বজিতো, কো বা তে সথা, কস্স বা
ত্বং ধম্মং রোচেসী’তি পদুচ্ছ । অথস্স সথা ‘মম্হং
উপম্মায়ো বা আচারিয়ো বা নখী’তি বত্তা ইমং গাথমাই—

উপক আজীবকের উপাখ্যান । ১ ।

‘সম্বাভিভূ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা (বোধিমন্ড হইতে বারাণসী ঘাইবার)
পাথিমধ্যে উপক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্তা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়া বোধিমন্ডে সপ্ত সপ্তাহ অতিবাহিত
করিয়া নিজের পাত্রচীবর লইয়া ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য বারাণসী
অভিমুখে অষ্টাদশ যোজন মার্গ অতিক্রম কালে পাথিমধ্যে উপক আজীবককে
দেখিতে পাইলেন । উপকও শাস্তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবদসো,
আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন, গাত্রবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং অতি সুন্দর । আবদসো
আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছেন ? কেই বা আপনার শাস্তা,
কাহার ধর্ম আপনি গ্রহণ করিয়াছেন ?’ তখন শাস্তা ‘আমার উপাধ্যায়ও
নাই, আচার্যও নাই’ বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সম্বাভিভূ সম্ববিদুহমস্মি,

সম্বেসদু ধম্মেসদু অনদুপলিত্তো ।

সম্বজ্জহো তণ্‌হক্‌থয়ে বিমদুত্তো,

সয়ং অভিঞ্‌ঞায় কমদুদিসেয্যাস্তি ॥ ৩৫৩ ॥

তথ ‘সম্বাভিভূ’তি সম্বেসং তেভুমকধম্মানং অভিভবনতো সম্বাভিভূ । ‘সম্ববিদু’তি বিদিতসম্বচতুভুমকধম্মো । ‘সম্বেসদু ধম্মেসদু’তি সম্বেসদুপি তেভুমকধম্মেসদু তণ্‌হাদিট্‌-ঠীহি অনদুপলিত্তো । ‘সম্বজ্জহো’তি সম্বে তেভুমকধম্মে জহিহা ঠিতো । ‘তণ্‌হক্‌থয়ে বিমদুত্তো’তি তণ্‌হক্‌থয়ন্তে উম্পাদিতে তণ্‌হক্‌থয়সংখ্যাতে অরহন্তে অসেখায় বিমদুত্তিয়া বিমদুত্তো । ‘সয়ং অভিঞ্‌ঞায়’তি অভিঞ্‌ঞেয্যাদিভেদে ধম্মে সয়মেব জানিহা । ‘কমদুদিসেয্যাস্তি’ অয়ং মে উপজ্জায়ো বা আচারিয়ো বা’তি কং নাম উদিসেয্যাস্তি ।

*

*

*

‘আমি সর্বজয়ী, সর্ববিদু, সর্বধর্মে’ (সর্বাবস্থায়) নিলিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয়হেতু বিমুক্ত হইয়াছি । সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়া আমি কাহাকে (গুরু) নির্দেশ করিব ?*
— ধম্মপদ, শ্লোক ৩৫৩ ।

অন্বয় : ‘সম্বাভিভূ’ ত্রিভূম্যক (কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি) সকল ধর্মকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সর্বাভিভূ । ‘সম্ববিদু’ সকল চতুভূম্যকধর্ম (কাম, রূপ, অরূপ, লোকোত্তর ভূমি) বিদিত হইয়াছেন বলিয়া সর্ববিদু ।

‘সম্বেসদু ধম্মেসদু’ ত্রিভূম্যক ধর্মসমূহে তৃষ্ণা-দৃষ্টির দ্বারা অনদুপলিপ্ত । ‘সম্বজ্জহো’ সকল ত্রিভূম্যকধর্ম ত্যাগ করিয়া যিনি স্থিত । ‘তণ্‌হক্‌থয়ে বিমদুত্তো’ তৃষ্ণাক্ষয়ের শেষে উৎপন্ন তৃষ্ণাক্ষয় নামক অহংত্ব অশৈক্ষ্য বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত । ‘সয়ং অভিঞ্‌ঞায়’ অভিজ্ঞেয়াদিভেদে ধর্মসমূহকে স্বয়ং জানিয়া । ‘কমদুদিসেয্যং’ ইনি আমার উপাধ্যায় বা আচার্য এইভাবে উদ্দেশ্য করার মত আমার কেহ নাই । [আমি স্বয়ম্ভু । জগতে আমার গুরুর

* বিনয় মহাবঙ্গ এবং থেরীগাথা অট্টকথাতে ও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় ।

দেশনাবসানে উপকো আজীবকো তথাগতস্স বচনং নেবাভি-
নন্দি, ন পটিক্কোসি, সীসং প্ন চালেত্বা জিব্হং নিল্লালেত্বা
একপদিকমগ্গং গহেত্বা অএৎএতরং লদ্দকনিবাসনট্ঠানং
অগমাসীতি ।

উপকাজীবকবথু নবমং ।

*

*

*

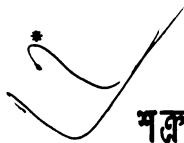
বা আচার্ষ কেহ নাই] । দেশনাবসানে উপক আজীবক তথাগতের বচনের
প্রশংসাও করিলেন না, নিন্দাও করিলেন না । মাথা নাড়িয়া এবং জিহ্বাকে
উর্ধ্বদিকে ও অধোদিকে দোলাইয়া উন্মার্গ অবলম্বন করিয়া জনৈক ব্যাধের
বাসস্থানের দিকে চলিয়া গেলেন ।

॥ উপক আজীবকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সকলগণ্ণ হবখ্ণ । ১০

‘সম্বদান’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
সকলং দেবরাজানং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে তাবতিংসদেবলোকে দেবতা সন্নি-
পতিত্বা চতুরো পণ্ণহে সমুট্ঠাপেসদুং ‘কতরং দানং নু
খো দানেসু, কতরো রসো রসেসু, কতরা রতি রতিসু
জেট্ঠকা, তণহক্খযোব কস্মা জেট্ঠকোতি বুদ্ধতী’তি ?
তে’পণ্ণহে একা দেবতাপি বিনিচ্ছিতুং নাসক্খি । একো
পন্ন দেবো একং দেবং, সো’পি অপরিস্তি এবং অণ্ণ-
এণ্ণ পদুচ্ছন্তা দসসু চক্রবালসহস্বেসু দ্বাদস সংবচ্ছরানি



শক্ল-প্রশ্নের উগাখ্যান । ১০ ।

‘সম্বদান’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দেবরাজ
শক্লকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় তাবতিংস দেবলোকে দেবগণ সন্মিলিত হইয়া চারিটি প্রশ্ন
উত্থাপন করিলেন—

- ১ । দানসমূহের মধ্যে কোন দান শ্রেষ্ঠ ?
- ২ । রসসমূহের মধ্যে কোন রস শ্রেষ্ঠ ?
- ৩ । রতিসমূহের মধ্যে কোন রতি শ্রেষ্ঠ ?
- ৪ । কেন তৃষ্ণাক্ষয়কে সমস্ত কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয় ?

কোন দেবতাই ইহার কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই । এক
দেবতা আর একজন দেবতাকে, তিনি আর একজনকে এইভাবে পরস্পর
জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দশসহস্র চক্রবালের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর তাহার
খুঁজিয়া বেড়াইলেন । এত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া না পাইয়া

বিচারিংসু । এতুকেনাপি কালেন পঞ্হানং অথং অদিম্বা
 দসসহস্রচক্রবালদেবতা সন্নিপতিত্বা চতুন্নং মহারাজানং
 সন্তিকং গন্ড্বা 'কিং, তাতা, মহাদেবতাসন্নিপাতো'তি বদন্তে
 'চন্তারো পঞ্হে সমুট্টাপেত্বা বিনিচ্ছিতুং অসক্কোস্তা
 তুম্হাকং সন্তিকং আগতম্হা'তি । 'কিং পঞ্হং নামেতং,
 তাতা'তি । 'দানরসরতীসু কতমা দানবসরতী নু খো
 সেট্টো, তণ্হক্খযোব কস্মা সেট্টো'তি ইমে পঞ্হে
 বিনিচ্ছিতুং অসক্কোস্তা আগতম্হা'তি । 'তাতা, ময়স্পি
 ইমেসং অথে ন জানাম, অম্হাকং পন রাজা জনসহস্সেন
 চিস্তিতে অথে চিস্তেত্বা তণ্ধেনেব জানাতি, সো অম্হেহি
 পঞ্ঞায় চ পুঞ্ঞেন চ বিসিট্টো, এথ, তস্স সন্তিকং
 গচ্ছামা'তি তমেব দেবগণং আদায় সক্কস্স দেবরঞ্ঞো
 সন্তিকং গন্ড্বা তেনাপি 'কিং, তাতা, মহন্তো দেবসন্নি-

দশসহস্র চক্রবালবাসী দেবগণ একত্রিত হইয়া চারি মহারাজের (চারিটি
 দিকের অধীশ্বরগণ) নিকট উপস্থিত হইলেন । চারিজন মহারাজ জিজ্ঞাসা
 করিলেন—'বৎসগণ দেবগণের মহাসম্মেলনের কারণ কি ?'

'চারিটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু কেহই তাহার উত্তর দিতে না
 পারায় আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি ।'

'বৎসগণ, সেই চারিটি প্রশ্ন কি কি ?' 'দান, রস এবং রতिसমূহের মধ্যে
 কোন দান, কোন রস এবং কোন রতি শ্রেষ্ঠ । তৃষ্ণাক্ষয়ই বা কেন শ্রেষ্ঠ ?—
 এই সকল প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি ।'

'বৎসগণ, আমরাও এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না । আমাদের দেবরাজ
 সহস্রজনের দ্বারা চিস্তিত (ও জিজ্ঞাসিত) প্রশ্নের উত্তর সেই মূহূর্তেই দিয়া
 থাকেন । তিনি প্রজায় এবং পুণ্যে আমাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট । চল আমরা
 তাঁহার নিকট যাই' বলিয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজ শত্রুর নিকট
 মাইয়া উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ এই মহা

পাতো'তি বদন্তে তমথং আরোচেসুং । 'তাতা, ইমেসং পঞ্চহানং অথং অঞ্চ্‌ঞোপি জানিতুং ন সঙ্কোতি, বুদ্ধ-বিসয়া হেতে । সথা পনেতরহি কহং বিহরতী'তি পদচ্ছিত্তা 'জেতবনে'তি সূত্বা 'এথ, তস্স সন্তিকং গমিস্সামা'তি দেব-গণেন সন্ধিং রত্তিভাগে সকলং জেতবনং ওভাসেত্বা সথারং উপসঙ্কমিত্তা বন্দিত্বা একমন্তং ঠিতো 'কিং, মহারাজ, মহতা দেবসঙ্ঘেন আগতোসী'তি বদন্তে, 'ভন্তে, দেবগণেন ইমে নাম পঞ্চহা সমুট্‌ঠাপিতা, অঞ্চ্‌ঞো ইমেসং অথং জানিতুং সমথো নাম নথি, ইমেসং নো অথং পকাসেথা'তি আহ ।

সথা 'সাধু মহারাজ, ময়া হি পারমিয়ো পুরেত্বা মহাপরি-চ্চাগে পরিচ্ছজিত্বা তুম্‌হাদিসানং কথ্‌ছেদনখমেব সর্ব্বঞ্চ্‌-

দেবসম্মেলনের কারণ কি ?' তখন দেবরাজকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করা হইল ।

'বৎসগণ, এই প্রশ্নগুলি বুদ্ধবিষয় । (বুদ্ধ ব্যতীত) অন্য কেহ এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না । শাস্তা এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন ?'

'জেতবনে ।'

'চল, আমরা তাঁহার নিকট যাই' বলিয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিভাগে সমস্ত জেতবনকে আলোকোন্মভাসিত করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপাশেব দাঁড়াইলেন । শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কি মহারাজ, বিশাল দেবসঙ্ঘ লইয়া আপনার উপস্থিতির কারণ কি ?' 'ভন্তে, দেবগণের মনে এই সকল প্রশ্ন উদ্ভূত হইয়াছে । কেহই ঐগুলির উত্তর জানে না । এইগুলির অর্থ আপনি আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন ।'

শাস্তা বলিলেন—

'মহারাজ, বেশ বেশ । আমি পারমীসমূহ পূর্ণ করিয়া, মহাপরিত্যাগ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের মত সকলের সংশয় নিরসনের জন্যই

ঐদুতঐঐঐাণং পটিবিদ্ধং, তয়া পদ্বিচ্ছিতপঐহেসদ্ব হি সৰ্ব-
দানানং ধম্মদানং সেট্ঠং, সৰ্ববরসানং ধম্মরসো সেট্ঠো,
সৰ্ববরতীনং ধম্মরতি সেট্ঠা, তণ্হক্খযো পন অরহত্তং
সম্পাপকত্তা সেট্ঠোষেবা’তি বজ্জা ইমং গাথমা—

‘সৰ্বদানং ধম্মদানং জিনাতি,

সৰ্ববরসং ধম্মরসো জিনাতি ।

সৰ্ববরতিং ধম্মরতি জিনাতি,

তণ্হক্খযো সৰ্বদদ্বক্খং জিনাতী’তি ॥ ৩৫৪ ॥

তথ ‘সৰ্বদানং ধম্মদান’ন্তি সচোপি হি চক্ৰবালগৰ্ভে যাব
ব্রহ্মলোকা নিরন্তরং কত্তা সন্নিসিহ্নানং বদ্বপচেকবদ্ব-
খীণাসবানং কদলিগৰ্ভসদিসানি চীবরানি দদেয্য, তস্মিং
সমাগমে চতুস্পদিকায় গাথায় কতানদ্বমোদনাব সেট্ঠা ।

•

•

•

সৰ্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করিয়াছি । আপনি যে সকল প্রজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন
সেইগুলির উত্তর এই—

‘সকল দানের মধ্যে ধৰ্মদানই শ্রেষ্ঠ ।

সকল রসের মধ্যে ধৰ্মরসই শ্রেষ্ঠ ।

সকল রত্নের মধ্যে ধৰ্মরত্নই শ্রেষ্ঠ ।

তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা অহঁত্ব লাভ করা যায় বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ ।’—ইহা বলিয়া
তিনি এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘ধৰ্মদান সকল দানকে জয় করে । ধৰ্মরস সৰ্বরস অপেক্ষা উত্তম ।
ধৰ্মরত্ন সকল রত্নকে পরাভূত করে । তৃষ্ণাক্ষয় সৰ্বদুঃখকে জয় করে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৫৪ ।

অম্বয় : ‘সৰ্বদানং ধম্মদানং’—যদিও চক্ৰবালগৰ্ভ হইতে আরম্ভ
করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নিরন্তরভাবে উপবিষ্ট বদ্ব-প্রত্যেকবদ্ব-ক্ষীণাস্রবগণকে
কদলিগৰ্ভসদৃশ (কদলীর মোচার যে রঙ) চীবরসমূহ দান করা হয়, সেই
সমাগমে চতুস্পদিক গাথার দ্বারা যে দানানদ্বমোদন করা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ।

তএহি দানং তস্সা গাথায় সোলসিং কলং নাঘাতি । এবং
 ধম্মস্স দেসনাপি বাচনম্পি সবনম্পি মহন্তং । যেন চ
 পুণ্ণলেন বহুদং তং ধম্মস্সবনং কারিতং, তস্সেব আনি-
 সংসো মহা । তথারূপায় এব পরিসায় পণীতিপিণ্ডপাতস্স
 পত্তে পুরেহ্বা দিন্নদানতোপি সপিপতেলাদীনং পত্তে পুরেহ্বা
 দিন্নভেসজ্জদানতোপি মহাবিহারসদিসানং বিহারানণ
 লোহপাসাদসদিসানণ পাসাদানং অনেকানি সতসহস্সানি
 কারেহ্বা দিন্নসেনাসনদানতোপি অনার্থপিণ্ডকাদীহি
 বিহারে আরব্ভ কতপরিচ্ছাগতোপি অন্তমসো চতুপ্পদিকায়
 গাথায় অনরূমোদনাবসেনাপি পবত্তিতং ধম্মদানমেব বরং
 সেট্ঠং । কিং কারণা ? এবরূপানি হি পুণ্ণাণি
 করোন্তা ধম্মং সুদ্বাব করোন্তি, নো অসুদ্বা । সচে হি
 ইমে সত্তা ধম্মং ন সুগেষ্যাং, উলুঙ্কমত্তং যাগুম্পি কটচ্ছ-
 মত্তং ভত্তম্পি ন দদেয্যাং । ইমিনা কারণেন সম্বদানেহি

সেই দানের ফল ঐ গাথার ফলের ষোল ভাগের একভাগও হয় না । এইরূপ
 ধর্মের দেশনা, বাচন এবং শ্রবণও শ্রেয়ঃ । যে ব্যক্তি বহু ধর্মশ্রবণ করিয়াছে,
 তাহার মহাফল । তদ্রূপ পরিষংকে (অর্থাৎ বুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধ-ক্ষীগান্নবের
 পরিষংকে) পাত্র পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাত দান অপেক্ষা, ঘৃততৈলাদির
 দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈষজ্য দান অপেক্ষা, মহাবিহারসদৃশ বিহারসমূহের
 এবং লৌহপ্রাসাদসদৃশ প্রাসাদসমূহের অনেক শতসহস্র নির্মাণ করাইয়া সেই
 গুলিতে প্রদত্ত শয়নাসন দান অপেক্ষা, অনার্থপিণ্ডক শ্রেষ্ঠ প্রভৃতির বিহারাদি
 দান হইতে শূদ্র করিয়া ষত ত্যাগ আছে তদপেক্ষাও—এমনকি চতুস্পদিক
 গাথার দ্বারা অনরূমোদনবশে প্রবর্তিত ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ । কেন ? এইরকম
 পুণ্য সম্পাদন করার সময় ধর্মশ্রবণ করিয়াই করিয়া থাকে, ধর্ম না শুনিয়া
 নহে । যদি এই সত্ত্বগণ ধর্মশ্রবণ না করিত তাহা হইলে একহাতা যাগু বা
 এক চামচ অন্নও দান করিত না । এই কারণেই বলা হইয়াছে সকল দান

ধম্মদানমেব সেট্ঠং । অপিচ ঠপেত্বা বুদ্ধে চ পচেকবুদ্ধে চ সকলকম্পং দেবে বসসন্তে উদকবিন্দুনি গণেতুং সমথায় পঞ্ঞায় সমন্নাগতা সারিপদত্তাদয়োপি অন্তনো ধম্মতায় সোতাপত্তিফলাদীনি অধিগন্তুং নাসক্খিংসদ্, অস্সজিথেরা-দীহি কথিতধম্মং সত্ত্বাসোতাপত্তিফলং সচ্ছিকরিংসদ্, সত্ত্বা ধম্মদেসনায় সাবকপারমীঞাণং সচ্ছিকরিংসদ্ । ইমিনাপি কারণেন, মহারাজ, ধম্মদানমেব সেট্ঠং । তেন বুদ্ধং—
‘সম্বদানং ধম্মদানং জিনাতী’তি ।

সম্বে পন গম্মরসাদয়োপি রসা উক্কেসতো দেবতানং সদ্ধা-ভোজনরসোপি সংসারবটে পাতেত্বা দৃক্খানুভবনস্সেব পচ্ছয়ো । সো পনেন সত্ত্বাতিংসবোধিপক্খিয়ধম্মসত্ত্বাতো চ নবলোকুন্তরধম্মসত্ত্বাতো চ ধম্মরসো, অয়মেব সম্বরসানং সেট্ঠো । তেন বুদ্ধং—‘সম্বরসং ধম্মরসো জিনাতী’তি ।
যাপেসা পদন্তরতিধীতুরতিধনরতিইথিরতিনচ্চগীতবাদিতা-

অপেক্ষা ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধগণ এবং প্রত্যেকবুদ্ধগণ ব্যতিরেকে সারিপদত্ত প্রভৃতিও যাহারা সকল কম্পে যত বারিবর্ষণ হয় তাহার জলবিন্দু গণনা করিতে সমর্থ প্রজ্ঞাসম্মিত হইলেও নিজেদের ধর্মতার দ্বারা স্রোতাপত্তি-ফলাদি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই । অস্সজি স্থিবিরাতির দ্বারা কথিত ধর্ম শ্রবণ করিয়াই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়াছিলেন, শাস্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া শ্রাবক-পারমীজ্ঞান (= অহং) লাভ করিয়াছিলেন । মহারাজ, এই কারণেও ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ । তাই বলা হইয়াছে—‘ধর্মদান সমস্ত দানকে জয় করে ।’

সকল প্রকার গম্মরসাদি রসই হউক বা দেবগণের উৎকৃষ্ট সদ্ধাভোজনরসই হউক—সমস্ত রসই সত্ত্বগণকে সংসারবটে ফেলিয়া দৃক্খানুভব করার কারণ বা হেতু । কিন্তু সত্ত্বাতিংগ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং নবলোকোন্তর ধর্ম নামক যে ধর্মরস, ইহাই সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাই বলা হইয়াছে—‘সম্বরসং ধম্মরসো জিনাতী ।’ (পৃথিবীতে) যাহা কিছু পদন্তরতি, কন্যারতি, ধনরতি, স্ত্রীরতি, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতিতে রতি আছে (আরও অনেক

দিরতিপভেদা চ অনেক্পভেদা রতী, সাপি সংসারবট্টে
 পাতেত্বা দুঃখানুভবনস্সেব পচ্ছয়ো । যো পনেসা ধম্মং
 কথেন্তস্স বা সুগন্তস্স বা বাচেন্তস্স বা অতো উপ্পজ্জ-
 মানা পীতি উদপ্পভাবং জনেতি, অস্সদ্বিনি পবত্তেতি, লোম-
 হংসং জনেতি, সাযং সংসারবট্টস্স অন্তং কহ্ম অরহত্তপরি-
 য়োসানা হোতি । তস্মা সস্বরতীনং এবরুপা ধম্মরতিয়েব
 সেট্ঠা । তেন বদন্তং—‘সস্বরতিং ধম্মরতি জিনাতী’তি ।
 তণ্হক্খযো পন তণ্হায় খয়ন্তে উপ্পন্নং অরহত্তং সকল-
 স্সপি বট্টদুঃখস্স অভিভবনতো সস্বসেট্ঠমেব । তেন
 বদন্তং—‘তণ্হক্খযো সস্বদুঃখং জিনাতী’তি ।

এবং সখরি ইমিস্সা গাথায় অখং কথেন্তেয়েব চতুরাসীতিয়া
 পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো অহোসি । সস্কোপি সখু
 ধম্মকথং সুত্বা সখারং বন্দিত্বা এবমাহ—‘ভস্তু, এবং
 জেট্ঠকে নাম ধম্মদানে কিমথং অম্হাকং পত্তিং ন দাপেথ,

প্রকার রতি আছে), তাহাও সংসারাবর্তে নিষ্ক্রেপ করিয়া দুঃখানুভবই
 করায় । কিন্তু ধর্মভাষণকারীর বা শ্রবণকারীর মনোমধ্যে উৎপন্ন প্রীতি যে
 আনন্দ প্রদান করে, আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করে রোমহর্ষণ উৎপাদন করায়—
 তাহা সংসারাবর্তের অন্তঃসাধন করিয়া অহংত্বে প্রতিষ্ঠিত করায় । তাই বলা
 হইয়াছে সকল রতির মধ্যে ঈদৃশ ধর্মরতিই শ্রেষ্ঠ । ‘তণ্হক্খযো’—
 তৃষ্ণার (নিরবশেষ) ক্ষয়ের পরে উৎপন্ন অহংত্ব সকল প্রকার সংসারদুঃখের
 অবসান করায় বলিয়া তৃষ্ণাক্ষয় সর্বশ্রেষ্ঠ । তাই বলা হইয়াছে—‘তণ্হক্খযো
 সস্বদুঃখং জিনাতি ।’

যখন শাস্তা উক্ত গাথার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন চতুরাশীতিসহস্র
 প্রাণীর ধর্মভিসময় হইয়াছিল । (দেবরাজ) শত্রুও শাস্তার ধর্মকথা শ্রবণ
 করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিলেন—

‘ভস্তু, এইরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মদান আপনি আমাদের উপর বর্ষণ করিতেছেন

ইতো পট্টায় নো ভিক্খুসঙ্ঘস্স কথেহা পত্তিং দাপেথ,
ভন্তে'তি । সথা তস্স বচনং সদ্দা ভিক্খুসঙ্ঘং সন্নি-
পাতেহা, 'ভিক্খবে, অজ্জাদিং কহা মহাধম্মস্সবনং বা
পাকাতিকধম্মস্সবনং বা উপনিসিন্ধকথং বা অন্তমসো অন-
মোদনম্পি কথেহা সস্বসত্তানং পত্তিং দদেয্যাথা'তি আহ ।

সক্কপঞ্হবথদ্দ দসমং ।

*

*

*

না কেন ? ভন্তে, ইহার পর হইতে আপনি যখন ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট ধর্ম-
দেশনা করিবেন, তাহার ভাগ যেন আমরাও পাইতে পারি ।' শাস্তা তাঁহার
(শক্ৰের) বচন শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, অদ্য হইতে মহাধর্মশ্রবণ হউক বা সাধারণ ধর্মশ্রবণ হউক
বা বিধিবিহীত ধর্মকথা হউক, এমন কি দানানুমোদনা হউক—যে প্রকার
ধর্মদেশনাই তোমরা করিয়া থাক না কেন, তাহার আনিসংস (দানফল)
তোমরা সকল সত্ত্বগণের উপর বিসর্জিত করিবে ।'

॥ শক্ৰ-প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অপদ্রুতকসেট্টিবন্ধ । ১১

‘হনন্তি ভোগা’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জ্ঞেতবনে বিহরন্তো
অপদ্রুতকসেট্টিং নাম আরম্ভ কথেসি ।

তস্স কির কালকিরিয়ং সদ্ধা রাজা পসেনদি কোসলো
‘অপদ্রুতকং সাপতেয়াং কস্স পাপদুগাতী’তি পদুচ্ছিত্তা
‘রঞ্ণো’তি সদ্ধা সত্তাহি দিবসেহি তস্স গেহতো ধনং
রাজকুলং অভিহরাপেত্থা সত্থং সন্তিকং উপসঙ্কমিত্থা ‘হন্দ
কুতো ন্দু স্বং, মহারাজ আগচ্ছসি দিবাদিবস্সা’তি বদন্তে
‘ইধ, ভন্তে, সাবথিয়ং সেট্টি গহপতি কালকতো, তমহং
অপদ্রুতকং সাপতেয়াং রাজন্তেপদুরং অভিহরিত্থা আগচ্ছামী’-
তি আহ । সস্বং সন্তে আগতনযেনেব বেদিতস্বং ।

অপদ্রুতক শ্রেষ্ঠির উগাখ্যান । ১১ ।

‘হনন্তি ভোগা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জ্ঞেতবনে অবস্থানকালে জনৈক
অপদ্রুতকশ্রেষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ঐ শ্রেষ্ঠির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাজা পসেনদি কোসল জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘অপদ্রুতকের ধনসম্পদের অধিকারী কে হয় ?’

‘রাজা ।’

ইহা শুনিয়া সাতদিন ধরিয়া তাহার গৃহ হইতে ধনসম্পদ রাজকূলে
আনয়ন করাইয়া শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইলেন । শাস্ত্রা জিজ্ঞাসা করিলেন
—‘মহারাজ, এই ষ্প্রহরে আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?’ রাজা
বলিলেন—

‘ভন্তে, শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠি কালগত হইয়াছেন । তিনি অপদ্রুত হওয়াতে
তাহার ধনসম্পদ রাজকূলে আনাইয়া এখানে আসিলাম ।’ [সংযুক্তনিকায়
বর্ণিত স্ত্রোতদ্বারা সমস্ত জানিতে হইবে]

সো কির সদ্বগ্নপাতিয়া নানগরসভোজনে উপনীতে
‘এবরুপং নাম মনুস্সা ভুঞ্জন্তি, কিং তুম্হে ময়া সন্ধিং
ইমস্মিং গেহে কেলিং করোথা’তি ভোজনে উপট্ঠিতে
লেঙ্কদ’দাদীহি পহরিয়া পলাপেয়া ‘ইদং মনুস্সানং
ভোজন’ন্তি কণাজকং ভুঞ্জতি বিলঙ্কদুতিয়ং । বথযান-
ছন্তেসদুপি মনাপেসদু উপট্ঠাপিতেসদু তে মনুস্সে লেঙ্ক-
দ’দাদীহি পহরন্তো পলাপেয়া সাগানি ধারেতি, জজ্জর-
রথকেন যাতি পল্লছন্তকেন ধারিয়মানেনাতি এবং রএ’এয়া
আরোচিতে সথা তস্স পদ্বকম্মং কথেসি ।

ভূতপদ্বং সো, মহারাজ, সেট্ঠি, গহপতি, তগরসিখিং নাম
পচেকবদ্বকং পি’ডপাতেন পটিপাদেসি । ‘দেথ সমগস্স
পি’ডন্তি বদ্বা সো উট্ঠাযাসনা পক্কামি । তস্মিং কির

•

•

•

তাহার সম্বন্ধে রাজা শুনিয়াছেন : যখন সোনার থালায় তাহার জন্য
নানাবিধ উত্তমরসযুক্ত ভোজন উপস্থিত করা হইত তিনি বলিতেন—‘ইহা কি
মানুষের খাদ্য, তোমরা আমারই গৃহে আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ’ বলিয়া
যাহারা ভোজন লইয়া আসিত তাহাদের লোষ্ট্র-দ’ডাদির দ্বারা প্রহার করিয়া
বিতাড়িত করিতেন এবং ‘ইহাই মানুষের উত্তম ভোজন’ বলিয়া যাগদ এবং
আমানি ভোজন করিতেন । সুন্দর সুন্দর বস্ত্র-ধান-ছটাদি তাহার নিকট
আনয়ন করা হইলে তিনি যাহারা আনয়ন করিত তাহাদের লোষ্ট্র-দ’ডাদি
দ্বারা প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিতেন এবং শগনির্মিত বস্ত্র পরিধান করিতেন,
জীর্ণ রথে আরোহণ করিতেন এবং পত্নিনির্মিত ছাতা মাথার উপর ধারণ
করিতেন । রাজা এইভাবে শ্রেষ্ঠির কথা শাস্ত্রকে জানাইলে শাস্ত্র শ্রেষ্ঠির
পূর্বজন্মকথা রাজাকে জানাইলেন ।

‘মহারাজ, অতীতে সেই শ্রেষ্ঠি গৃহপতি তগরসিখি নামক প্রত্যেকবদ্বকে
পি’ডপাত প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ‘শ্রমগকে পি’ডপাত দাও’
বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন । সেই অশ্রদ্ধ মূর্খ এইরূপ

অস্সন্ধে বালে এবং বহা পক্কন্তে তস্স ভরিয়া সদ্ধা পসম্মা
 ‘চিরস্সং বত মে ইমস্স মদুখতো ‘দেহী’তি বচনং সুতং,
 অজ্জ মম মনোরথং পুরেস্শী পিণ্ডপাতং দস্সামী’তি
 পচ্চেকবুদ্ধস্স পত্তং গহেহা পণীতভোজনস্স পুরেহা
 অদাঙ্গি। সোপি নিবত্তমানো তং দিম্বা ‘কিং, সমণ,
 কিণ্ণ তে লক্ক’ন্তি পত্তং গহেহা পণীতিপিণ্ডপাতং দিম্বা
 বিপটিসারী হুহা এবং চিস্তেসি—‘বরমেতং পিণ্ডপাতং
 দাসা বা কস্সকরা বা ভুজ্জেয়্যং। তে হি ইমং ভুজ্জিহা
 ময়্হং কস্সং করিস্সন্তি, অয়ং পন গম্হা ভুজ্জিহা
 নিদ্দাযিস্সতি, নট্টো মে সো পিণ্ডপাতো’তি। সো ভাতু
 চ পন একপদন্তকং সাপতেয্যস্স কারণা জীবিতা বোরো-
 পেসি। সো কিরস্স অঙ্গুলিং গহেহা বিচরন্তো ‘ইদং
 ময়্হং পিতুসন্তকং যানকং, অয়ং তস্স গোণো’তি আদীন

*

*

*

বলিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার শ্রদ্ধাবতী প্রসম্মা ভাষা ‘বহুকাল পরে তাঁহার
 মদুখ হইতে ‘দাও’ কথাটা শুনিলাম। অতএব অদ্য আমি আমার মনোবাঞ্ছা
 পূর্ণ করিয়া (প্রত্যেকবুদ্ধকে) পিণ্ডপাত প্রদান করিব’ চিন্তা করিয়া
 প্রত্যেকবুদ্ধের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া উত্তম খাদ্যাভোজ্যের দ্বারা পাত্রটি পূর্ণ
 করিয়া দিলেন। গৃহপতি প্রত্যাবর্তনকালে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া ‘হে
 শ্রমণ, কিছদ্ পাইয়াছেন কি?’ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটি উত্তম
 খাদ্যাভোজ্যে পূর্ণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন—

‘ঈদৃশ উত্তম পিণ্ডপাত বরং দাস এবং কর্মকর পুরুষেরা ভোজন করুক।
 তাহারা ইহা ভোজন করিয়া আমার কাজকর্ম (আরও ভাল করিয়া) করিবে।
 আর ইনি ত যাইয়া ভোজন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিবেন। আমার
 পিণ্ডপাত নষ্টই হইল।’ তিনি (ঐ জন্মে) সম্পত্তির কারণে তাঁহার একমাত্র
 ভ্রাতৃপুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ছিল এইরূপ—শৈশবে একদিন
 ঐ ভ্রাতৃপুত্র তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—‘ইহা আমার
 পিতার শকট, এইগুলি আমার পিতার গরু’ ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠ

আহ। অথ নং সো সেট্ঠি 'ইদানি তাবেস এবং বদেতি,
ইমস্স পন বদ্‌ডিট্পিত্তকালে ইমস্সিং গেহে ভোগে কো
রক্খিস্সতীতি তং অরএৎএৎ নেহা একস্সিং গচ্ছম্‌লে
গীবায় গহেহা মূলকন্দং বিয় গীবং ফালেহা মারেহা তথেব
ছুডেসি। ইদমস্স পদ্বকস্সং। তেন বদ্‌ত্তং—

‘ঋ থো সো, মহারাজ, সেট্ঠি, গহপতি, তগরসিখি
পচ্চেবদ্‌দ্ধং পিণ্ডপাতেন পটিপাদেসি, তস্স কস্সস
বিপাকেণ সত্তক্‌খত্তং সদুগতিং সঙ্গং লোকং উপপজ্জি,
তস্সেব কস্সস বিপাকাবসেসেন ইমস্সাষেব সাবখিয়া
সত্তক্‌খত্তং সেট্ঠিতং কারেসি। যং থো সো, মহারাজ,
সেট্ঠি, গহপতি, দহা পচ্ছা বিম্পটিসারী অহোসি
‘বরমেতং পিণ্ডপাতং দাসা বা কস্সকরা বা ভুজ্জেয়্য’ন্তি,
তস্স কস্সস বিপাকেণ নাস্সদুলারায় ভত্তভোগায় চিত্তং

*

*

*

চিন্তা করিলেন—‘এই অল্পবয়সে এ যদি এইরূপ বলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই
গৃহে (তাহার হস্ত হইতে) এই সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে ?’ এবং দ্রাতৃস্পদ-
টিকে অরণ্যে লইয়া যাইয়া একটি বৃক্ষমূলে তাহার গ্রীবাদেশে হাত দিয়া
মূলকন্দবৎ (অর্থাৎ লোকে যেমন মূল হইতে কন্দ ছেদন করিয়া নেয় তদ্রূপ)
তাহার গ্রীবাস্থেদন করিয়া হত্যা করিয়া সেখানেই নিক্ষেপ করিলেন।—ইহাই
তাঁহার পূর্বকর্ম। তাই বলা হইয়াছে—

‘মহারাজ, এই শ্রোষ্ঠি গৃহপতি তগরসিখি নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ড-
পাতের জন্য নিমন্ত্ৰণ করিয়াছিলেন। এই সদ্ধৃত কর্মের বিপাকে তিনি
সাতবার সদুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ একই কর্মের বিপাকে
এই শ্রাবস্তীতেই সাতবার শ্রোষ্ঠিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ যেহেতু
এই শ্রোষ্ঠি গৃহপতি (প্রত্যেকবুদ্ধকে) দান দিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং
বলিয়াছিলেন ‘বরং এই পিণ্ডপাত আমার দাস কর্মকর পুরুষেরা ভোজন
করিলে ভাল হইত’—এই কর্মের বিপাকে উত্তম খাদ্যাভোজ্য, উত্তম বস্ত্র, উত্তম

নমতি, নান্সদুলারায় বথভোগায়, নান্সদুলারায় যানভোগায়,
 নান্সদুলারানং পণ্ডনং কামগদ্বানং ভোগায় চিত্তং নমতি ।
 যং থো সো, মহারাজ, সেট্ঠি, গহপতি, ভাতু চ পন
 একপদত্তং সাপতেষস্স কারণা জীবিতা বোরোপেসি,
 তস্স কস্সস্স বিপাকেন বহুনি বস্সসতানি বহুনি
 বস্সসহস্সানি বহুনি বস্সসতসহস্সানি নিরয়ে পচ্চিখ,
 তস্সেব কস্সস্স বিপাকাবসেসেন ইদং সত্তমং অপদত্তকং
 সাপতেষ্যং রাজকোসং পবেসেতি । তস্স থো পন, মহারাজ,
 সেট্ঠিস্স গহপতিস্স পদুরাণণ্ড পদুণ্ণং পরিব্ধাণং,
 নবণ্ড পদুণ্ণং অনুপচিতং । অজ্জ পন, মহারাজ,
 সেট্ঠি, গহপতি, মহারোরুবে নিরয়ে পচ্চতী'তি ।
 রাজা সখদ বচনং সদুস্সা 'অহো, ভস্তু, ভারিয়ং কস্সং, এত্তকে
 নাম ভোগে বিজ্জমাণে নেব অন্তনা পরিভূঞ্জি, ন তুম্হাদিসে
 বুদ্ধে ধুব্বিহারে বিহরন্তে পদুণ্ণকস্সং অকাসী'তি আহ ।

*

*

*

যান, উত্তম পণ্ড কামগদ্বান ভোগের দিকে তাঁহার চিত্ত নমিত হইত না । মহারাজ
 যেহেতু এই শ্রেষ্ঠি গৃহপতি সম্পত্তির কারণে একমাত্র ভাতৃপদ্বকে হত্যা
 করিয়াছিলেন সেই কর্মের বিপাকে বহু শত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর, বহু
 লক্ষ বৎসর নরকে পড় হইয়াছিলেন । সেই কর্মেরই বিপাকাবশেষে তিনি
 সাতবার অপদ্রক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাতবার তাঁহার ধনসম্পদ
 রাজকোষে প্রেরিত হইয়াছিল । মহারাজ, সেই শ্রেষ্ঠি গৃহপতির অতীতের
 পদ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুন পদ্য সঞ্চিত হয় নাই । মহারাজ, এই শ্রেষ্ঠি
 গৃহপতি বর্তমানে মহারোরুব নামক নরকে পড় হইতেছেন ।'

[সংযুক্তনিকায় দ্রষ্টব্য]

রাজা শাস্তার বচন শুনিয়া বলিলেন—'ভস্তু, অহো, পাপকর্মের কি
 পরিণাম ! এত ভোগসম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজেও ভোগ করিতে পারিলেন
 না, আপনার মত বুদ্ধ নিকটস্থ বিহারে থাকিলেও (আপনাদের দান দিয়া)
 কোন পদ্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারিলেন না ।' শাস্তা বলিলেন—

সথা ‘এবমেতং মহারাজ, দদুস্মেধপদুগলা নাম ভোগে
লভিত্বা নিব্বানং ন গবেসন্তি, ভোগে নিস্সায় উপ্পন্নতগ্হা
পনেতে দীঘরত্তং হনতী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘হনন্তি ভোগা দদুস্মেধং, নো চ পারগবেসিনো ।

ভোগতগ্হায় দদুস্মেধো, হন্তি অঞ্ৎঞেব অন্তন’ন্তি ॥ ৩৫৫ ॥

তথ ‘নো চ পারগবেসিনো’তি যে পন নিব্বানপারগবেসিনো
পদুগলা, ন তে ভোগা হনন্তি । ‘অঞ্ৎঞেব অন্তন’ন্তি
ভোগে নিস্সায় উপ্পন্নায় তগ্হায় দদুপ্পঞ্ৎঞো পদুগলো
পরে বিয় অন্তানমেব হনতী’তি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিৎসুদীতি ।

অপদ্রকসেট্ঠিবথু একাদসমং ।

*

*

*

‘মহারাজ, এই প্রকারে মূর্খজনেরা ভোগসম্পদ লাভ করিয়া নির্বাণের
সন্ধান করে না ; ভোগের কারণে উৎপন্ন তৃষ্ণা ইহাদিগকে দীর্ঘকাল (জন্ম-
জন্মান্তর ধরিয়া) দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করায় ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী
ভাষণ করিলেন—

‘লোক যদি সংসারের পরপারে গমনেচ্ছু না হয়, তাহা হইলে সেই অজ্ঞ
ব্যক্তি ভোগ-সুখের কারণে বিনষ্ট হয় । দূর্মেধা ব্যক্তি ভোগতৃষ্ণাবশতঃ
অন্যান্যদের ন্যায় নিজেরই অনিষ্ট করে ।’ ধম্মপদ, শ্লোক ৩৫৫ ।

অন্বয় : ‘নো চ পারগবেসিনো’ যাহারা নির্বাণপারগবেষী তাহাদের
ভোগসম্পদ নষ্ট করিতে পারে না । ‘অঞ্ৎঞেব অন্তনং’ ভোগের কারণে
উৎপন্ন তৃষ্ণার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তি অন্যান্যদের ন্যায় নিজেকেও বিনষ্ট করে, ধ্বংস
করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ ‘অপদ্রকশ্রেষ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অঙ্কুরবন্ধু । ১২

‘তিণদোসানী’র্তি ইমং ধম্মদেশনং সথা পণ্ডুকম্বলসিলায়ং
বিহরন্তো অঙ্কুরং আরব্ধ কথেসি । বথু ‘যে ঝানপ্পসদুতা
ধীরা’র্তি [ধম্মপদ, শ্লোক ১৮১] গাথায় বিখ্যারিতমেব ।
বদন্তেহেতং তথ ইন্দকং আরব্ধ । সো কির অনুরুদ্ধ-
থেরস্স অন্তোগামং পিণ্ডায় পবিট্ঠস্স অন্তনো আভত্তং
কটচ্ছুমন্তকং ভিক্খং দাপেসি । তদস্স পদুঞ্ঞং
অঙ্কুরেন দসবস্সসহস্সানি দ্বাদসযোজানিকং উদ্ধনপত্তিং
কহ্মা দিন্নদানতো মহপ্পলতরং জাতং । তস্মা এবমাহ ।
এবং বদন্তে সথা, ‘অঙ্কুর, দানং নাম বিচেয্যা দাতুং
বট্ঠতি, এবং তং সুথেত্তে সুবদন্তবীজং বিষয় মহপ্পলং
হোতি । ত্বং পন তথা নাকাসি, তেন তে দানং ন মহপ্পলং
জাত’ন্তি ইমমথং বিভাবেন্তো—

*

*

*

অঙ্কুরের উপাখ্যান । ১২ ।

‘তিণদোসানি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুকম্বল-
শিলাসনে অবস্থানকালে অঙ্কুরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।
এই ঘটনা ‘যে ধীরগণ সতত ধ্যাননিরত’ (ধম্মপদ, শ্লোক ১৮১) ইত্যাদি
গাথায় নিশ্চিতভাবে বলা হইয়াছে । সেখানে ইন্দককে উদ্দেশ্য করা বলা
হইয়াছে । অনুরুদ্ধ স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিলে ইন্দক
নিজের আহুত এক চামচ ভিক্ষা স্থবিরকে প্রদান করিয়াছিলেন । অঙ্কুর
দশসহস্র বৎসর ধরিয়া দ্বাদশযোজানিক উদ্যানপংক্তি নির্মাণ করিয়া যে দান
দিয়াছিলেন তদপেক্ষা ইন্দকের ঐ সামান্য দান মহাফলপ্রদ হইয়াছিল । তাই
এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহা উক্ত হইলে শাস্ত্রা—‘হে অঙ্কুর, দান বিচার
করিয়া দিতে হইবে । তাহা হইলে সুক্ষেত্রে সুউপ্ত বীজের ন্যায় তাহা মহা
ফলপ্রদ হয় । তুমি তদ্রূপ কর নাই, তাই তোমার দান মহাফলপ্রদ হয় নাই ।’
—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রা এই গাথাটী ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘বিচেষ্য দানং দাত্ত্বং, যথ দিন্নং মহাফলং ।

বিচেষ্য দানং সুগতম্পসথং,
যে দক্খিণেষ্যা ইথ জীবলোকে ।

এতেসু দিন্নানি মহাফলানি,
বীজানি বদ্ভন্তানি যথা সুথেত্তে’তি ॥ (পেতবন্ধু ৩২৯)

বহা উত্তরিস্পি ধম্মং দেসেত্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘তিগদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা ।
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং হোতি মহাফলং ॥

‘তিগদোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা ।
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহাফলং ॥

‘তিগদোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা ।
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহাফলং ॥

*

*

*

‘বিচার করিয়া দান দেওয়া কর্তব্য (অর্থাৎ পাত্র বিচার করিয় দান দেওয়া উচিত), যাহাতে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ী হয় । বিচারপূর্বক দানকে সুগতও প্রশংসা করিয়াছেন । এই জীবলোকে যাঁহারা দাক্ষিণাহ তাঁহাদের দান করিলে মহাফলপ্রদ হয় । যেমন সুক্ষেত্রে সুউপ্ত বীজ উত্তম ফলদান করে । [পেতবন্ধু ৩২৯]

ইহা বলিয়া শাস্ত্রা ধর্মদেশনাকালে এই সকল গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ ভোগানুরাগবশতঃ এই জনসমাজ কলদূষিত হয় । সুতরাং বীতরাগ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ দ্বেষবশতঃ এই জনসমাজ কলদূষিত হয় । সুতরাং বীতদ্বেষ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ মোহবশতঃ এই জনসমাজ কলদূষিত হয় । সুতরাং মোহমুক্ত ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয় ।

‘তিণদোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বিগতিচ্ছেসু, দিন্নং হোতি মহাফল’ন্তি ॥

৩৫৬-৩৫৯ ॥

তথ ‘তিণদোসানী’তি সামাকাদীনি তিণানি উট্ঠহন্তানি
পদ্বল্পাপরল্পানি খেত্তানি দূসেত্তি, তেন তানি ন বহুফলানি
হোন্তি । এবং সত্তানম্পি অস্তো রাগো উপ্পজ্জন্তো সন্তে
দূসেত্তি, তেন তেসু দিন্নং মহাফলং ন হোতি । খীণা-
সবেসু দিন্নং পন মহাফলং হোতি । তেন বদন্তং—

‘তিণদোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা ।

তস্মা হি বীতরাগেসু, দিন্নং হোতি মহাফল’ন্তি ॥

সেসগাথাসুপি এসেব নয়ো ।

*

*

*

‘তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ভাল ফসল জন্মায় না, তদ্রূপ এই জনসমাজ ইচ্ছা বা
তৃষ্ণাদ্বারা কলদূষিত হয় । সুতরাং ইচ্ছা বা তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তিদিগকে দান
দিলে মহাফলপ্রদ হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৫৬—৩৫৯ ।

অর্থ : ‘তিণদোসানি’ শ্যামাক প্রভৃতি তৃণ পদার্থে ও অপরাহ্নে
ক্ষেত্রসমূহকে দূষিত করে, তাই ঐ সকল ক্ষেত্রে ভাল ফসল হয় না ।
তদ্রূপ সত্ত্বগুণের অভ্যন্তরেও রাগ বা আসক্তি উপ্পন্ন হইলে তাহা সত্ত্বগুণকে
কলদূষিত করে । সুতরাং তাহাদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয় না ।
ক্ষীণান্নব বা অহংদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয় । তাই বলা
হইয়াছে—

‘তৃণদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মায় না, ভোগান্দুরাগবশতঃ এই জনসমাজ
কলদূষিত হয় । সুতরাং বীতরাগ ব্যক্তিদিগকে দান দিলে তাহা মহাফলপ্রদ
হয় ।’

[অবশিষ্ট গাথাগুলির বক্তব্যবিষয়ও প্রায় একই প্রকার]

দেশনাবসানে অঙ্কুরো চ ইন্দকো চ সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংস্ৱ, সম্পত্তানম্পি সার্থিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

অঙ্কুরবৎস্ৱ দ্বাদসমং ।

তৎহাবগ্গবগ্গনা নিট্ঠিতা ।

চতুৰ্বীসতিমো বগ্গো ।

*

*

*

দেশনাবসানে অঙ্কুর এবং ইন্দক সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।
উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ অঙ্কুরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

। তৃষ্ণাবর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশতিতম বর্গ



২৫। চিক্খবগ্গো

পঞ্চভিক্খবঞ্চ। ১

‘চক্খুনা’ সংবরো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ড ভিক্খু আরব্ভ কথেসি।

তেসু কির একেকো চক্খুদ্বারাাদীসু পণ্ডসু দ্বারেসু
একেকমেব রক্খি। অথেকদিবসং সন্নিপতিত্বা ‘অহং
দুরক্খং রক্খামি, অহং দুরক্খং রক্খামী’তি বিবদিত্বা
‘সথারং পদুচ্ছিত্বা ইমমথং জানিস্সামা’তি সথারং উপসঙ্ক-
মিত্বা, ‘ভন্তে, ময়ং চক্খুদ্বারাাদীনি রক্খন্তা অন্তনো
অন্তনো রক্খনদ্বারমেব দুরক্খন্তি মঞ্ঞাম, কো নু থো
অম্হেসু দুরক্খং রক্খতী’তি পদুচ্ছিসু। সথা একং

•

•

•

২৫। ভিক্ষুবর্গ

পঞ্চ ভিক্ষুর উপাখ্যান। ১।

‘চক্খুনা সংবরো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
পাঁচজন ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন চক্ষুদ্বারাদি পঞ্চদ্বারের মধ্যে মাত্র একটি দ্বারই
রক্ষা করিতেন। একদিন ঐ ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে এই লইয়া বিবাদাপন্ন
হইলেন—‘আমিই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহা দুরক্ষ্য তাহাই রক্ষা করি’।
সকলেই একই কথা বলিলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তখন তাঁহারা ‘আমরা
শাস্তার নিকট যাইয়াই সত্য জানিব’ বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে আমরা চক্ষুদ্বারাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
রক্ষা করি এবং যে যে ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করে, সে মনে করে যে তাহার ইন্দ্রিয়ই
দুরক্ষ্য।’ ভন্তে, আপনিই বলুন কোন ইন্দ্রিয় দুরক্ষ্য।’ শাস্তা কোন

ভিক্ষুর্দম্পি অনোসাদেহ্বা, “ভিক্ষবে, সম্বানি পেতানি
 দুরক্খানিব, অপি চ খো পন তুম্হে ন ইদানিব পণ্ডসু
 ঠানেসু অসংবুতা, পুস্বেপি অসংবুতা, অসংবুতত্তাযেব চ
 পণ্ডিতানং ওবাদে অবন্তিস্বা জীবিতক্খয়ং পাপদুণ্ণিতা
 বহ্বা ‘কদা, ভন্তে’তে হি যাচিতো অতীতে তক্কশিলজাতকস্স
 বত্থুং বিথারেহ্বা রক্খসীনং বসেন রাজকুলে জীবিতক্খয়ং
 পন্তে পত্তাভিসেকেন মহাসন্তেন সেতচ্ছত্তস্স হেট্ঠা রাজা-
 সনে নিসিন্ধেন অন্তনো সিরিসম্পত্তিং ওলোকেহ্বা ‘বীরিয়ং
 নামেতং সন্তোহি কত্তম্বেবা’তি উদানবসেন উদানিতং—

‘কুসলপদেসে ধিতিয়া দল্হায় চ,

অনিবন্তিতত্তাভয়ভীরুতায় চ ।

ন রক্খসীনং বসমাগমিম্হসে,

স সোখিভাবো মহতা ভয়েন মে’তি ॥

•

•

•

ভিক্ষুকেই প্রাধান্য না দিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দুরক্ষ্য ।
 কিন্তু তোমরা যে শুদ্ধ এইবারই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়ে অসংযত তাহা নহে,
 পূর্বেও অসংযত ছিলে । অসংযতের কারণেই পণ্ডিতদের কথায় মূল্য না
 দিয়া নিজেদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলে । তাহারা ‘কবে ভন্তে’ বলিয়া
 জ্ঞানিতে শাস্তাকে নিবেদন করিলে শাস্তা অতীতের তক্কশিলজাতক বর্ণনা
 করিয়া কিভাবে রাক্ষসীদের কারণে রাজকুল বিনষ্ট হইয়াছিল এবং মহাসত্ত্ব
 কিভাবে অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া সেবতচ্ছত্রে নীচে রাজ্যাসনে বসিয়া নিজের
 প্রীতিসম্পত্তি অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন—‘সত্ত্বগণের উচিত বীৰ্য রক্ষা
 করা ।’ এবং উদানবশে এই গাথা উদ্গীত করিয়াছিলেন—“যেহেতু সত্ত্বজন-
 দের কুশল উপদেশ আমি ধৃতি ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করিয়াছি, আমি ভীত
 বা সন্ত্রস্ত হইবার কোন লক্ষণই প্রদর্শন করি নাই । তাই আমি রাক্ষসীদের
 কবলে পতিত হই নাই এবং অনেক বিপদের মধ্য দিয়াও আমি স্বস্তিলাভ
 করিয়াছি ।’

[তক্কশিলজাতক]

ইমং গাথং দস্বেসত্ত্বা 'তদাপি তুম্হেব পণ্ড জনা তক্কসিলায়ং
 রজ্জগহণথায় নিক্কন্তং মহাসত্ত্বং আবুদ্ধহথা পরিবারেত্ত্বা
 মণ্ণং গচ্ছন্তা অন্তরামণ্ণে রক্কসীহি চক্কুদ্বারাদিবসেন
 উপনীতেসু রূপারম্মণাদীসু অসংবুতা পিণ্ডিতস্স ওবাদে
 অবত্তিত্ত্বা ওলীয়ন্তা রক্কসীহি খাদিত্তা জীবিতক্কয়ং
 পাপদ্বিগথ । তেসু পন আরম্মণেসু সসংবুতো পিট্ঠিত্তো
 পিট্ঠিত্তো অনুবব্ধন্তি দেববাণ্ণং যক্কখিনিং অনাদিসিহিত্তা
 সোথিনা তক্কসিলং গন্ত্বা রজ্জং পত্তো রাজা অহমেবা'তি
 জাতকং সমোধানেত্ত্বা, 'ভিক্ষবে, ভিক্ষুনা নাম সস্বানি
 দ্বারানি সংবরিতস্বানি । এতানি হি সংবরন্তো এব সস্ব-
 দ্ধক্খা পমুচ্ছতী'তি বত্তা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা
 অভাসি—

*

*

*

এই গাথা ভাষণ করিয়া বলিলেন—'তখনও তোমরা পাঁচজন মহাসত্ত্ব যখন
 তক্কশিলাতে রাজ্য অধিগ্রহণ করিতে যাইতেছিলে আয়ুধহস্তে তাহাকে প্রহরা
 দিয়া লইয়া যাইতেছিলে । কিন্তু পথিমধ্যে রাক্কসীদের দ্বারা প্রদর্শিত
 চক্কুদ্বারাদিবশে রূপালম্বনাদি দেখিয়া অসংযত হইয়াছিলে এবং পিণ্ডিতের
 উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যা মায়ায় মদুগ্ধ হইয়া রাক্কসীদের দ্বারা ভক্ষিত
 হইয়া নিজেদের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলে । মহাসত্ত্ব ঐ সকল আলম্বনে না
 ভুলিয়া সসংযত ছিলেন । তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক অসংখ্য যক্ষিণী
 আসিতেছিল । মহাসত্ত্ব তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছিতে তক্কশিলায় যাইয়া
 রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাসত্ত্ব ছিলাম আমি ।'—এই বলিয়া
 জাতকের সমাধান করিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত সমস্ত
 ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করিয়া চলা । এইগুলি সংযত হইলে সমস্ত দুঃখ হইতে
 মুক্তিলাভ করিবে ।'—বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই দুইটী গাথা ভাষণ
 করিলেন—

‘চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো ।

ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্হায় সংবরো ॥

‘কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো ।

মনসা সংবরো সাধু, সাধু সৰ্বথ সংবরো ।

সৰ্বথ সংবুতো ভিকখু, সৰ্বদুক্খা পমুচ্চতীণ্টি ॥

৩৬০—৩৬১ ॥

তথ ‘চক্খুনা’তি যদা হি ভিক্খুনো চক্খুদ্বারে রূপার-
ম্মণং আপাথমাগচ্ছতি, তদা ইট্ঠারম্মণে অরুজন্তস্স
অনিট্ঠারম্মণে অদুসন্তস্স অসমপেক্খনেন মোহং অন-
প্পাদেন্তস্স তস্মিং দ্বারে সংবরো থকনং পিদহনং গদ্বাণ্টি
কতা নাম হোতি । তস্স সো এবরুপো চক্খুনা সংবরো
সাধু । এস নয়ো সোতদ্বারাঙ্গীসুদাপি । চক্খুদ্বারাঙ্গী-
সুযেব পন সংবরো বা অসংবরো বা নুপ্পজ্জতি, পরতো
পন জ্বনবীথিয়ং এস লব্ধতি । তদা হি অসংবরো

•

•

•

‘চক্ষুসংযম সাধু (হিতকর), শ্রোত্রসংযম সাধু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযম সাধু,
জিহ্বাসংযম সাধু ।

“কায়িক সংযম সাধু, বাক্‌সংযম সাধু, মনঃসংযম সাধু, সমস্ত কিছুরে
সংযম সাধু । সর্বথা সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৬০—৩৬১ ।

অর্থ : ‘চক্খুনা’—যখন ভিক্ষুর চক্ষুদ্বারে রূপালম্বন আসিয়া
উপস্থিত হয়, তখন ইন্টালম্বনের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন না করিয়া এবং
অনিন্টালম্বনের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন না করিয়া এবং অসমালম্বনের প্রতি
মোহ উৎপাদন না করিয়া সেই চক্ষুদ্বারে সংযম, আবরণ, পর্দা ও গদ্বাণ্টি দেওয়া
উচিত । এইভাবে তাহার চক্ষুদ্বারে সংযম রক্ষিত হইবে । শ্রোত্র-
দ্বারাঙ্গিদির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য । চক্ষুদ্বারাঙ্গিতে কিন্তু সংবর বা অসংবর
উৎপন্ন হয় না, বরং পরে জ্বনবীথিতে ইহা উপলব্ধ হয় । তখন অসংবর

উপ্পজ্জন্তো অস্সদ্ধা অক্খন্তি কোসজ্জং মদুট্ঠসচ্চং
অঞ্ণাণন্তি অকুসলবীথিয়ং অয়ং পণ্ডবিধো লব্ভতি ।
সংবরো উপ্পজ্জন্তো সদ্ধা খন্তি বীরিয়ং সতি ঞ্ণাণন্তি
কুসলবীথিয়ং অয়ং পণ্ডবিধো লব্ভতি ।

‘কায়েন সংবরো’তি এথ পন পসাদকায়োপি লব্ভতি ।
উভয়ম্পি পনেতং কায়দ্বারমেব, তথ পসাদদ্বারে সংবরাসং-
বরো কথিতোব । চোপনদ্বারোপি তংবত্থুকা পাণাতিপাত-
অদিম্মাদানকামেসু মিচ্ছাচার্য্য । তেহি পন সন্ধিং অকুসল-
বীথিয়ং উপ্পজ্জন্তেহি তং দ্বারং অসংবৃত্তং হোতি, কুসল-
বীথিয়ং উপ্পজ্জন্তেহি পাণাতিপাতাবেৰমণিআদীহি সং-
বৃত্তং । ‘সাথু বাচায়্য’তি এথাপি চোপনবাচ্যপি বাচ্য ।
তায় সন্ধিং উপ্পজ্জন্তেহি মদুসাবাদাদীহি তং দ্বারং অসং-
বৃত্তং হোতি, মদুসাবাদাবেৰমণিআদীহি সংবৃত্তং । ‘মনসা

* * *

উৎপন্ন হইলে অশ্রদ্ধা, অশ্রুতি, কৌসীদ্য (=আলস্য), স্মৃতিবিভ্রম এবং
অজ্ঞান এই পাঁচটি অকুশলবীথিতে উপলব্ধি হয় । আর সংবর উৎপন্ন হইলে
শ্রদ্ধা, শ্রুতি, বীৰ্য, স্মৃতি এবং জ্ঞান এই পণ্ডবিধ কুশলবীথিতে উপলব্ধি
হয় ।

‘কায়েন সংবরো’—এইস্থলে প্রসাদকায় এবং ‘বিক্ষিপ্তকায়’ উভয়ই প্রযোজ্য ।
উভয়ই কায়দ্বার । প্রসাদকায়দ্বারে সংবর এবং অসংবরের কথা বলা হইয়াছে ।
বিক্ষিপ্তকায়দ্বারেও তদ্বস্তুক প্রাণাতিপাতঅদত্তাদান-কামবিষয়ে মিথ্যাচার ।
ইহাদের সহিত অকুশলবীথিতে উৎপন্ন সেই দ্বার অসংবৃত্ত । কুশলবীথিতে
উৎপন্ন হইলে প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি ইত্যাদির দ্বারা সেই সেই দ্বার
সংবৃত্তই ।

‘সাথু বাচায়্য’—এখানে বিক্ষিপ্তবাক্ ও বাক্ । ইহার সহিত উৎপন্ন
মদুসাবাদাদির সহিত ঐ দ্বার অসংবৃত্তই হয় ; মদুসাবাদাদি হইতে বিরতি
হইতে সংবৃত্তই বলা যায় । ‘মনসা সংবরো’—এখানেও জ্বনমন ব্যতিরেকে

সংবরো'তি এথাপি জ্বনম্ননতো অঞ্বেণ মনেন সন্ধিং
 অভিজ্জাদয়ো নথি । মনোদ্বারে পন জ্বনক্খণে উম্পজ্জ-
 মানোহি অভিজ্জাদীহি তং দ্বারং অসংবৃত্তং হোতি, অন-
 ভিজ্জাদীহি সংবৃত্তং হোতি । 'সাধু সস্বখা'তি তেসু
 চক্খদ্বারাদীসু স স্বেসুপি সংবরো সাধু । এত্তাবতা হি
 অট্ঠ সংবরদ্বারানি অট্ঠ চ অসংবরদ্বারানি কথিতানি ।
 তেসু অট্ঠসু অসংবরদ্বারেসু ঠিতো ভিক্ষু সকলবট্ট-
 মূলকদুঃখতো ন মুচ্চতি, সংবরদ্বারেসু পন ঠিতো সস্ব-
 স্মাপি বট্টমূলকদুঃখা মুচ্চতি । তেন বৃত্তং—'সস্বখ
 সংবৃত্তো ভিক্ষু, সস্বদুঃখা পমুচ্চতী'তি । দেসনা-
 বসানে তে পঞ্চ ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহিংসু,
 সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

পঞ্চভিক্ষুবৎ পঠমং ।

*

*

*

অন্য মনের সহিত অভিধ্যাদি নাই । মনোদ্বারে কিন্তু জ্বনক্খণে উৎপাদ্যমান
 অভিধ্যাদির সহিত সেই দ্বার অসংবৃত্তই হয় ; অনভিধ্যাদির সহিত সংবৃত্তই
 বলা যায় । 'সাধু সস্বখা'তি—চক্ষুদ্বার প্রভৃতি সকল দ্বারেই সংবর সাধু ।
 এম্মাবত অষ্ট সংবরদ্বার এবং অষ্ট অসংবরদ্বারের কথা বলা হইয়াছে । এই
 সকল অষ্টবিধ অসংবরদ্বারে স্থিত ভিক্ষু সকল প্রকার সংসারমূলক দুঃখ হইতে
 মুক্ত হয় না, অষ্ট সংবরদ্বারে স্থিত ভিক্ষু কিন্তু সকল প্রকার সংসারমূলক
 দুঃখ হইতে মুক্ত হয় । তাই বলা হইয়াছে—'সবত্র সংযত ভিক্ষু সমস্ত দুঃখ
 হইতে মুক্ত হয় ।'

দেশনাবসানে সেই পাঁচজন ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছিলেন । উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সাধক হইয়াছিল ।

॥ পঞ্চভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

হংসঘাতকভিক্ষুবথু । ২

‘হংসসংঘতো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
একং হংসঘাতকং ভিক্ষুং আরব্ধ কথেসি ।
সাবাথিবাসিনো কিরু দে সহায়কা ভিক্ষুসু পস্বজিহ্বা
লদ্ধপসম্পদা মেভুয্যেন একতো বিচরন্তি । তে এক-
দিবসং অচিরবতিং গন্ত্বা নহন্তা আতপে তম্পমানা সার-
ণীয়কথং কথেন্তা অট্টংসু । তস্মিং খণে দে হংসা
আকাসেন গচ্ছন্তি । অথেকো দহরীভিক্ষু সন্ধরং
গহেহ্বা ‘একস্স হংসপোতকস্স অক্কিং পহরিস্সামী’তি
আহ, ইতরো ‘ন সন্ধিস্সামী’তি আহ । ‘তিট্টতু ইমস্মিং
পস্সে অক্কিং, পরপস্সে অক্কিং পহরিস্সামী’তি ।
‘ইদম্পি ন সন্ধিস্সসিসেবা’তি । ‘তেন হি উপধারেহি’তি

•

•

•

হংসঘাতক ভিক্ষুর উপাখ্যান । ২ ।

‘হংসসংঘতো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক
হংসঘাতক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীবাসী দুইজন বন্ধু ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজিত ও উপসম্পন্ন হইয়া
সর্বক্ষণ একসঙ্গেই থাকিতেন । একদিন তাঁহারা অচিরবতী নদীতে ষাইয়া
স্নান করিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সারাণীর (পরস্পরের ভালমন্দ,
ধর্মীয় জীবনযাপন ইত্যাদি) বিষয়ে আলাপে রত ছিলেন । সেই মৃহর্তে
দুইটি হংস আকাশপথ দিয়া ষাইতেছিল । তখন একজন তরুণ ভিক্ষু
একটি লোন্টু লইয়া বলিলেন—‘আমি এই দুইটী হংস শাবকের একটির
চোখে আঘাত করিব ।’ অন্য ভিক্ষুটি বলিলেন—‘তুমি পারিবে না ।’
তিনি বলিলেন—‘দাঁড়াও, আমি প্রথমে ইহার এই পাশের চোখে
আঘাত করিব, পরে অন্য দিকের চোখে আঘাত করিব ।’ অন্যজন
বলিলেন—‘তুমি পারিবে না ।’ ‘তাই নাহি ! তাহা হইলে দেখ’ বলিয়া

দুঃখিণ্যং সন্ধরং গহেহা হংসস্য পছাভাগে খিপি, হংসো
সন্ধরসন্দং সন্ধা নিবন্তিহা ওলোকসি । অথ নং ইতরং
বট্টসন্ধরং গহেহা পরপস্যে অন্ধিম্হি পহরিহা ওরি-
মন্ধিনা নিক্ষামেসি । হংসো বিরবন্তো পরিবন্তিহা
তেসং পাদমূলেষেব পতি । তথ তথ ঠিতা ভিক্ষু দিম্বা,
‘আবদসো, বুদ্ধশাসনে পব্বজিহা অননদ্ধবিহং বো কতং
পাণাতিপাতং করোন্তেহী’তি বহা তে আদায় গন্তা তথা-
গতস্য দস্যেসদং ।

সথা ‘সচ্চং কির তয়া ভিক্ষু পাণাতিপাতো কতো’তি
পুচ্ছিহা ‘সচ্চং, ভন্তে’তি বুদ্ধে ‘ভিক্ষু কস্মা এবরূপে
নিষ্যানিকসাসনে পব্বজিহা এবমকাসি, পোরাণকপাণ্ডিতা
অনুপপ্নে বুদ্ধে অগারমত্তে বসমানা অস্পমত্তকেসুপি
ঠানেসু কুদ্ধচ্চং করিৎসু, ত্বং পন এবরূপে বুদ্ধশাসনে

*

*

*

দ্বিতীয় একটি লোষ্ট্র লইয়া হংসটীর পশ্চাতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল । হংস
লোষ্ট্রশব্দ শুনিয়া ঘুরিয়া তাকাইল । তখন ভিক্ষুটি বতুলাকারের একটি
লোষ্ট্র লইয়া নিক্ষেপ করিলেন । ঐ লোষ্ট্র হংসটীর উভয় চক্ষুকে বিদ্ধ
করিল । হংসটী বিরব করিতে করিতে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তাঁহাদের
পাদমূলে আসিয়া পড়িল । সেখানে অন্য ভিক্ষুরা এই দৃশ্য দেখিয়া
বলিলেন—‘আবদসো, বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণীহত্যা করা অন্যায় ।’
বলিয়া তাঁহাদের তথাগতের নিকট লইয়া গেলেন ।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যসত্যই প্রাণীহত্যা করিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভগ্নে সত্য ।’

‘হে ভিক্ষু, এইরূপ মনুষ্যপথে নয়নকারী বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া তুমি
এই কাজ করিলে কেন ? বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রাচীন পাণ্ডিতগণ
গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়া সামান্য বিষয়েও অনন্তপ্ত হইতেন, আর তুমি এইরূপ

পম্বজিহ্বা কুরুচ্চমত্তম্পি ন অকাসী'তি বহ্না তেহি য়াচিতো
অতীতং আহরি ।

অতীতে কুরুরট্টে ইন্দপত্তনগরে ধনঞ্জয়ে রজ্জং কারেভে
বোধিসত্তো তস্স অঙ্গমহেসিয়া কুচ্ছিদ্দিং পটিসন্ধিং
গহেহ্বা অনদ্দপদুস্বেন বিণ্ড্ণেতং পত্তো তক্কসিলায়ং
সিম্পানি উগ্গাহেহ্বা পিতরা উপরজ্জে পতিট্টাপিতো,
অপরভাগে পিতু অচ্চয়েন রজ্জং পহ্বা দস রাজধম্মে
অকোপেত্তো কুরুধম্মে বত্তিথ । কুরুধম্মো নাম পণ্ড-
সীলানি, তানি বোধিসত্তো পরিসুদ্ধানি কহ্বা রক্খি ।
যথা চ বোধিসত্তো, এবমস্স মাতা অঙ্গমহেসী কনিট্ট-
ভাতা উপরাজা পুরোহিতো ব্রাহ্মণো রজ্জুগাহকো অমচ্চো
সারথি সেট্টি দোণমাপকো মহামত্তো দোবারিকো নগর-
সোভিনী বল্লদাসীতি এবমেতেসু একাদসসু জনেসু
কুরুধম্মং রক্খন্তেসু কলিঙ্গরট্টে দন্তপুন্নগরে কলিঙ্গে

*

*

*

বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হইয়া একটুও অননুতপ্ত নও ।' ইহা বলিয়া তাঁহাদের
দ্বারা প্রার্থিত হইয়া অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

অতীতে কুরুরাষ্ট্রে ইন্দপত্তনগরে রাজা ধনঞ্জয়ের রাজত্বকালে বোধিসত্তু
রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ্যক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে
তক্ষশিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পিতাকর্তৃক উপরাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।
তাহার পর পিতার মৃত্যু হইলে রাজা হইয়া দশপ্রকার রাজধর্ম রক্ষা করিয়া
কুরুরাজ্যের ধর্মসমূহ পালন করিয়া চলিতেন । কুরুরাজ্যের ধর্ম হইতেছে
পণ্ডশীল । বোধিসত্তু সেইগুলি পরিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতেন । বোধিসত্ত্বের
ন্যায় বোধিসত্ত্বের মাতা, অগ্রমহিষী, উপরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুরোহিত
ব্রাহ্মণ, ভূমিমাপক অমাত্য (= আমিন), সারথি, শ্রেষ্ঠ, দ্রোণমাপক
মহামাত্র, দৌবারিক, এমনকি নগরশোভিনী বর্ণদাসী—এই একাদশ প্রকার
লোক কুরুধর্ম রক্ষা করিয়া চলিতেন । একসময় কলিঙ্গরাষ্ট্রের দন্তপুন্নগরে

রজ্জং কারেন্তে তস্মিং রট্ঠে দেবো ন বস্সি । মহাসত্ত্বস্
পন অঞ্জনসন্নিভো নাম মঙ্গলহত্থী মহাপদ্মেত্তো হোতি ।
রট্ঠবাসিনো ‘তস্মিং আনীতে দেবো বস্সিস্সতী’তি
সত্ত্বোত্তায় রত্তোত্তো আরোচয়িস্সু । রাজা তস্স হত্থিস্স
আনয়নত্থায় ব্রাহ্মণে পহিণি । তে গন্ত্বা মহাসত্ত্বং হত্থিং
যাচিস্সু । সত্থা তেসং যাচনকারণং দস্সেতুং আহ—

‘তব সন্ধণ সীলণ, বিদিস্সান জনাধিপ ।

বল্লং অঞ্জনবল্লেন, কলিঙ্গস্মিং নিমিম্হসে’তি ॥

ইমং তিকনিপাতে জাতকং কথেসি । হত্থিমহি পন
আনীতেপি দেবে অবস্সন্তে’ সো রাজা কুরুধম্মং রক্খতি,
তেনস্স রট্ঠে দেবো বস্সতী’তি সত্ত্বোত্তায় ‘যং সো
কুরুধম্মং রক্খতি তং সুবল্লপটে লিখিত্বা আনেত্থা’তি পদন

*

*

*

কলিঙ্গরাজাদের রাজত্বকালে সেই রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় নাই । বোধিসত্ত্ব
মহাসত্ত্বের অঞ্জনসন্নিভ নামক একটি মহাপদ্ম্যবান্ মঙ্গলহন্তী ছিল ।
কলিঙ্গরাস্ত্রবাসিগণ ‘ঐ মঙ্গলহন্তী আনয়ন করিতে পারিলে বৃষ্টিপাত হইবে’
মনে করিয়া রাজাকে তাহা জানাইলেন । রাজা সেই হন্তীকে আনয়নের
জন্য ব্রাহ্মণদের প্রেরণ করিলেন । তাঁহারা যাইয়া মহাসত্ত্বের নিকট মঙ্গলহন্তী
প্রার্থনা করিলেন । শাস্তা তাঁহাদের যাচ্ঞার কারণ প্রদর্শন করিতে
গাথাধারা বলিলেন—

‘হে জনাধিপ, আপনার শ্রদ্ধা এবং শীলবস্ত্রের কথা জানিয়া আমার
অঞ্জনবর্ণের মঙ্গলহন্তীকে কলিঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করিতেছি ।’

[তিকনিপাতে ‘কুরুধম্মজাতক’ দ্রষ্টব্য]

হন্তী আনীত হইলেও বৃষ্টিপাত হইল না । কলিঙ্গরাজ চিন্তা করিলেন
‘কুরুরাজ মহাসত্ত্ব কুরুধম্ম রক্ষা করিয়া চলেন । তাই তাঁহার রাষ্ট্রে বৃষ্টিপাত
হয় ।’ তখন তিনি অমাত্য ব্রাহ্মণদের এই নির্দেশ দিয়া আবার কুরুরাষ্ট্রে
প্রেরণ করিলেন—‘কুরুরাজ যে কুরুধম্ম রক্ষা করিয়া চলেন তাহা সুবর্ণপাশে

এসেব নয়ো । বাচায় পন মদুসাবাদাদীনং অকরণতো
 বাচায় সংযতো । ‘সংযতুত্তমো’তি সংযতত্ত্বাবো, কায়-
 চলনসীসুদ্ধক্খিপনভম্মকবিকারাদীনং অকারকোতি অথো ।
 ‘অজ্ঞাত্তরতো’তি গোচরজ্ঞাত্তসংখাতায় কস্মট্ঠানভাবনায়
 রতো । ‘সমাহিতো’তি সদ্ধট্ঠদ্দ ঠাপিতো । ‘একো
 সন্তুসিতো’তি একবিহারী হইয়া সদ্ধট্ঠদ্দ তুসিতো বিপস্সনা-
 চারতো পট্ঠায় অন্তনো অধিগমেন তুট্ঠমানসো । পদ্ধ-
 জ্ঞনকল্যাণকএহি আদিং কস্সা সম্বোপি সেথা অন্তনো
 অধিগমেন সন্তুসসন্তীতি সন্তুসিতা, অরহা পন একন্তসন্তু-
 সিতোব । তং সন্ধায়েতং বদন্তং ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীন পাপদগ্গিসদ্বীতি ।

হংসঘাতকভিক্ষুং বথদ্দ দদ্বীতিয়ং ।

*

*

*

মদুসাবাদাদি হইতে বিরত থাকিলেই বাক্ সংযত । ‘সংযতুত্তমো’—
 সংযতাত্ম্যাব । কায়চালনা, মস্তকের উৎক্ষেপন, দ্বিবিকারাদির অকারক এই
 অর্থ । ‘অজ্ঞাত্তরতো’—গোচর-অধ্যাত্ম নামক ‘কমস্থান-ভাবনায় রত ।
 ‘সমাহিতো’ সদ্ধট্ঠভাবে স্থাপিত । ‘একো সন্তুসিতো’ একবিহারী হইয়া
 সদ্ধট্ঠভাবে তুষ্ট হইয়া বিপশ্যনা আচরণের দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির
 দ্বারা তুষ্টমানস । সাধারণ জনগণের কল্যাণজনক কর্মাদি হইতে সদ্ধট্ঠ করিয়া
 সকল শৈক্ষ্যগণ নিজের অধিগত জ্ঞানের দ্বারা সন্তোষ লাভ করে, কিন্তু
 অহংগণ একান্তসন্তুষ্ট, একবিহারী হইয়া সন্তুষ্ট ইত্যর্থ । এই উদ্দেশ্যেই
 ইহা বলা হইয়াছে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ হংসঘাতক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কোকালিকবথ । ৩

‘যো মদুখসংঘতো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনেবিহরন্তো
কোকালিকং আরব্ভ কথেসি । বথু ‘অথ থো কোকা-
লিকো ভিক্খু যেন ভগবা তেন্দুপসঙ্কমী’তি সত্তে
আগতমেব । অথোপিঙ্গস অট্টকথায় বদন্তনয়েনেব
বেদিতবেবা ।

কোকালিকে পন পদমুনিরয়ে উৎপন্নে ধম্মসভায়ং কথং
সমুট্টাপেসদুং ‘অহো কোকালিকো ভিক্খু অন্তনো মদুখং
নিঙ্গসায় বিনাসং পত্তো, হে অগ্গসাবকে অক্কোসন্তসেসব
হিঙ্গস পথবী বিবরং অদাসী’তি । সথা আগন্ত্বা ‘কায়
নুখ, ভিক্খবে, এতরিহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদচ্ছিত্তা
‘ইমায় নামা’তি বত্তে ‘ন, ভিক্খবে, ইদানেব, পদুস্বেপি

*

*

*

কোকালিকের উপাখ্যান । ৩ ।

‘যো মদুখসংঘতো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
কোকালিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । ইহার উপাখ্যান
সদ্বর্তনপাতের ‘কোকালিক সত্তে’ পাওয়া যায় । ‘অনন্তর কোকালিক ভিক্ষু
ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন’ ইত্যাদি । ইহার অর্থও অট্টকথাতে
ষেরূপ উক্ত হইয়াছে তদ্রূপ জানিতে হইবে ।

কোকালিক পদম-নরকে উৎপন্ন হওয়াতে ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা
উত্থাপিত করিলেন—‘অহো, কোকালিক ভিক্ষু নিজের মদুখের কারণে
বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । দুই অগ্রপ্রাবককে আক্রোশ করার কারণেই পৃথিবী
তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল । শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সমবেত
হইয়াছ ?’

‘এই বিষয়ে ভক্তে ।’

কোকালিকো ভিক্ষু অন্ত্রনো মদুখমেব নিম্সায় নট্টো'তি
বহ্না তমথং সোতুকামেহি ভিক্ষু'হি যাচিতো তস্স
পকাসনথং অতীতং আহরি ।

অতীতে হিমবন্তপদেসে একস্মিং সরে কচ্ছপো বসতি । দ্বে
হংসপোতকা গোচরায় চরন্তা তেন সন্ধিং বিম্সাসং কহ্না
দল্হবিম্সাসিকা হুহ্না একদিবসং কচ্ছপং পদ্বিচ্ছংসদু—
'সম্ম, অম্হাকং হিমবন্তে চিত্তকূটপব্বততলে কণ্ঠনগদুহায়
বসনট্টানং, রমণিয়ো পদেসো, গচ্ছিস্সসি অম্হেহি
সন্ধি'ন্তি । 'সম্ম, অহং কথং গমিস্সামী'তি ? 'ময়ং তং
নেস্সাম, সচে মদুখং রক্খিতুং সক্খিস্সসী'তি । রক্খি-
স্সামি, সম্মা গহেহ্না মং গচ্ছথা'তি । তে'সাধু'তি বহ্না একং
দণ্ডকং কচ্ছপেন ডংসাপেহ্না সয়ং তস্স উভো কোটিয়ো
ডংসিহ্না আকাসং পক্খন্দিংসদু । তং তথা হংসেহি

*

*

*

'হে ভিক্ষুগণ, শূদ্র এই জন্মেই নেহে, পূর্বেও কোকালিক ভিক্ষু নিজের
মদুখের কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।' উক্ত বিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক ভিক্ষু-
দের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্ত্রা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

অতীতে হিমালয় প্রদেশে এক সরোবরে একটি কচ্ছপ বাস করিত । দুই
হংসপোতক গোচরে যাইবার সময় তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল ।
বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হইলে একদিন হংসপোতকেরা কচ্ছপকে বলিল—'সৌম্য,
আমাদের বাসস্থান হইতেছে হিমালয়ে চিত্রকূট পর্বতের নীচে কাণ্ডনগদুহায় ।
খুব সুন্দর জায়গা । তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাইবে ?'

'সৌম্য, আমি কিভাবে যাইব ?'

'আমরা তোমাকে লইয়া যাইব, যদি মদুখ বন্ধ রাখিতে পার ।'

'হ্যাঁ রাখিতে পারিব । তোমরা আমাকে ভালভাবে লইয়া যাও ।'

তাহারা 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া একটি দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে বলিল
ঐ দণ্ডটি কামড়াইয়া ধরিতে এবং নিজেরা দণ্ডের দুই পাশে ঠোঁটে কামড়াইয়া
ধরিয়া আকাশপথে চলিতে লাগিল । গ্রামবালকেরা হংসদ্বয়ের দ্বারা নীয়মান

নীয়মানং গামদারকা দিম্বা 'দ্বৈ হংসা কচ্ছপং দণ্ডেন
হরন্তী'তি আহংসু। কচ্ছপো 'যদি মং সহায়কা নেন্দি,
তুম্‌হাকং এথ কিং হোতি দট্ঠট্ঠেটকা'তি বন্তু কামো
হংসানং সীঘবেগতায় বারাগসিনগরে রাজনিবেসনস্স উপরি-
ভাগং সম্পত্তকালে দট্ঠট্ঠামতো দণ্ডকং বিস্সজেত্বা
আকাসঙ্গণে পতিত্বা দ্বেধা ভিজ্জি। সথা ইমং অতীতং
আহরিত্বা—

‘অবধী বত অন্তানং, কচ্ছপো ব্যাহরং গিরং ।

সুংগহীতস্মিং কট্ঠস্মিং, বাচায় সাকিয়াবধী ॥

‘এতস্মি প দিম্বা নরবীরয়সেট্ঠ,

বাচং পমুণ্ণে কুসলং নাতিবেলং ।

পস্সসি বহুভাগেন, কচ্ছপং ব্যসনং গত'স্ন্তি ॥

ইমং দুকনিপাতে ‘বহুভাগিজাতকং’ বিথারেত্বা, ‘ভিক্-
খবে, ভিক্‌খুনা নাম মুখসংঘতেন সমচারিণা অনুদ্ধতেন
নিব্বর্তিচিন্তেন ভবিতব্ব'স্ন্তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

কচ্ছপকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—‘দুইটী হংস একটি কচ্ছপকে দণ্ড দ্বারা
লইয়া যাইতেছে ।’ কচ্ছপ বলিতে চাহিয়াছিল—‘যদি আমার বন্ধুরা আমাকে
লইয়া যায়, তোদের কি হে বদমাস ছেলে কোথাকার ?’ কিন্তু বলিতে
যাইয়া হংসদ্বয়ের দ্রুতবেগের কারণে বারাগসিনগরে রাজনিবেসনের উপবিভাগে
আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার দট্ঠস্থান হইতে দণ্ডটি সরিয়া গেল এবং
সে আকাশাঙ্গণে পতিত হইয়া দ্বিধাবিভক্ত হইল । শাস্তা এই অতীতের ঘটনা
বিবৃত করিয়া বলিলেন—

‘কচ্ছপ কথা বলিতে যাইয়া নিজেকে বিনষ্ট করিয়াছে । যদিও সে
কাম্‌থ'ডটিকে ভালভাবে ধারণ করিয়াছিল তথাপি স্বকীয় বাক্যের কারণে
হত হইয়াছে ।’

‘হে নরবীরশ্রেষ্ঠ, ইহা দেখিয়া যথাকালে ভাল কথা বলিবে । দেখ,
কচ্ছপটি বহু কথা বলিতে যাইয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এইভাবে দুক-
নিপাতের ‘বহুভাগিজাতক’ বর্ণনা করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে
মুখসংঘত, সমচারী, অনুদ্ধত এবং ক্লেশমুক্তিচিন্ত হইতে হইবে ।’—বলিয়া
এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যো মদুখসংযতো ভিক্ষু, মন্তভাগী অনুদ্ধতো ।

অথং ধম্ম দীপেতি, মধুরং তস্স ভাসিতং ॥ ৩৬৩ ॥

তথ ‘মদুখসংযতো’তি দাসচ’ডালাদয়োপি ‘স্বং দদুজ্জাতো, স্বং দদুসীলো’তি আদীনং অবচনতায় মদুখেণ সংযতো । ‘মন্তভাগী’তি মন্তা বদুচতি পঞ’ঞা, তায় ভগনসীলো । ‘অনুদ্ধতো’তি নিব্ব’তচিন্তো । ‘অথং ধম্ম দীপেতী’তি ভাসিতথণেব দেসনাধম্ম কথোতি । ‘মধুর’ন্তি এবরুপস্স ভিক্ষুনো ভাসিতং মধুরং নাম, যো পন অথমেব সম্পাদেতি, ন পালি, পালিংযেব সম্পাদেতি, ন অথং, উভয়ং বা পন ন সম্পাদেতি, তস্স ভাসিতং মধুরং নাম ন হোতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

কোকালিকবথু ততিয়ং ।

“যে ভিক্ষু বাক্সংঘমী ও মন্তভাষী (—প্রজ্ঞাভাষী), যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁহার ভাষণ মধুর হয় ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৬৩ ।

অম্বয় : ‘মদুখসংযতো’—দাস-চ’ডাল প্রভৃতিরাও ‘তুমি নীচজাত, তুমি দুঃশীল’ ইত্যাদি মদুখে না বলিয়া মদুখে সংযত থাকে । ‘মন্তভাগী’ এই-স্থলে মন্ত হইতেছে প্রজ্ঞা, তদ্বারা ভাষণশীল । ‘অনুদ্ধতো’—নিব্ব’তচিন্ত । ‘অথং ধম্ম চ দীপেতি—যাহা ভাষিত হইয়াছে তাহার অর্থ এবং দেশনাদ্ব্যর্থ প্রকট করিয়া থাকে । ‘মধুরং’—এইরূপ ভিক্ষুর ভাষণ মধুরই । যে শব্দ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, পালি নহে অর্থাৎ মূল নহে, অথবা পালি বা মূল ভাষণ করিয়া থাকে, মূল নহে, অথবা যে উভয়ের কোনটাই সম্পাদন করে না তাহার ভাষণ মধুর হইতে পারে না ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ কোকালিকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ধম্মারামথেরবন্ধু । ৪

‘ধম্মারামো’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
ধম্মারামথেরং আরব্ধ কথেসি ।

সখারা কির ‘ইতো মে চতুমাসচ্চয়েন পরিনিব্বানং ভবি-
স্সতী’তি আরোচিতে অনেকসহস্সা ভিক্খু সখারং
পরিবারেহা বিচারিৎসু । তথ পুথুজ্জনা ভিক্খু অস্সুনি
সন্ধারেতুং নাসক্খিৎসু, খীগাসবানং ধম্মসংবেগো
উম্পত্তি । সবেষপি ‘কিং নু খো করিস্সামা’তি বগ্গ-
বন্ধনেন বিচরন্তি । একো পন ধম্মারামো নাম ভিক্খু
ভিক্খুনং সন্তিকং ন উপসঙ্কমতি । ভিক্খুহি ‘কিং
আবুসো’তি বুদ্ধমানো পটিবচনম্পি অদহ্বা ‘সখা কির
চতুমাসচ্চয়েন পরিনিব্বায়িস্সতি, অহণ্ডম্হি অবীতরাগো,
সখারি ধরমানেষেব বায়মিত্তা অরহত্তং পাপদুগিস্সামী’তি

•

•

•

ধম্মারাম স্থবিরের উগাখ্যান । ৪ ।

‘ধম্মারামো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ধম্মারাম
স্থবিরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্তা ‘এখন হইতে চারিমাস পরে আমার পরিনির্বাণ হইবে’ এই কথা
ঘোষণা করাতে অনেক সহস্র ভিক্ষু শাস্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেন ।
তন্মধ্যে পুথুজ্জন অর্থাৎ সাধারণ ভিক্ষুগণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই ।
ক্ষীণাস্রব অর্থাৎ ভিক্ষুগণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল । সকলেই ‘আমাদের
কি করা উচিত ?’ এই চিন্তায় দলে দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করিতে
লাগিলেন । কিন্তু ধম্মারাম নামক ভিক্ষু ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইতেন
না । ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিতেন—‘আবুসো, আপনার কি হইয়াছে ?’—
তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ‘শাস্তা চারিমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ
করিবেন, আমি অবীতরাগ, শাস্তা বর্তমান থাকিতেই চেষ্টা করিয়া আমি

এককোব বিহরন্তো সথারা দেসিতং ধম্মং আবজ্জতি চিন্তেতি অনুসরতি । ভিক্খু তথাগতস্স আরোচেসুং— “ভন্তে, ধম্মারামস্স তুম্হেসু সিনেহমত্তম্পি নথি, ‘সথা কির পরিনিব্বায়িস্সতি, কিং নু থো করিস্সামা’তি অম্-হেহি সন্ধিৎ সম্মন্তনমত্তম্পি ন করোতী”তি । সথা তং পক্কোসাপেত্তা ‘সচ্চ কির ত্বং এবং করোসী’তি পদুছি । ‘সচ্চং, ভন্তে’তি । ‘কিং কারণা’তি ? তুম্হে কির চতু-মাসচ্চয়েন পরিনিব্বায়িস্সথ, অহংম্হি অবীতরাগো, তুম্হেসু ধরন্তেসুযেব বায়মিত্তা অরহন্তং পাপদুগ্গিস্সামীতি তুম্হেহি দেসিতং ধম্মং আবজ্জামি চিন্তেমি অনুস-রামীতি ।

সথা ‘সাধু সাধু’তি তস্স সাধুকারং দত্ত্বা, ‘ভিক্খবে,

*

*

*

অহঁত্ব লাভ করিব’ চিন্তা করিয়া একাকী অবস্থান করিয়া শাস্তা-দেশিত ধর্মোপদেশ মনে মনে আবৃত্তি করিতেন, চিন্তা করিতেন এবং ধর্মবাণী অনুসারে নিজেকে চালিত করিতেন । ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিতে যাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, ধম্মারাম স্তবিরের আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নাই । শাস্তা পরিনিবাণ লাভ করিবেন, আমাদের কি করা উচিত ? আমরা এইরূপ মন্ত্রণা করিতে থাকিলেও তিনি আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন না ।’ শাস্তা তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কি সত্যই এইরূপ করিতেছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, সত্য ।’

‘কেন ?’

‘ভন্তে, চারিমাস পরে আপনি পরিনিবাণ লাভ করিবেন অথচ আমি এখনও অবীতরাগ, আপনি বর্তমান থাকিতেই চেষ্টা করিয়া অহঁত্ব লাভ করিব এই চিন্তা করিয়া আপনার উপদিষ্ট ধর্মোপদেশ মনে মনে আবৃত্তি করি, চিন্তা করি এবং ইহাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি ।’

শাস্তা ‘বেশ, বেশ’ বলিয়া তাহাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘হে

অত্রেনাপি ময়ি সিনেহবন্তেন ভিক্খুনা নাম ধম্মারামসদিসেনেব ভবিতব্বং । ন হি ময়্হং মালাগন্ধাদীহি পূজং করোন্তা মম পূজং করোন্তি নাম, ধম্মানদুধম্মং পটিপজ্জন্তায়েব পন মং পূজোন্তি নামা’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘ধম্মারামো ধম্মরতো, ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং ।

ধম্মং অনুসরং ভিক্খু, সদ্ধম্মা ন পরিহায়তী’তি ॥ ৩৬৪ ॥

তথ নিবাসনট্টেন সমথাবিপস্সনাধম্মো আরামো অস্সাতি ‘ধম্মারামো’ । তস্মিংয়েব ধম্মে রতোতি ‘ধম্মরতো’ । তস্সেব ধম্মস্স পুনপ্পদনং বিচিন্তনতায় ‘ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং’, তং ধম্মং আবজ্জেন্তো মনসিকরোন্তোতি অথো । ‘অনুসর’ন্তি তমেব ধম্মং অনুসরন্তো । ‘সদ্ধম্মা’তি এবরূপো ভিক্খু সত্তীতংসভেদা বোধিপক্কিয়ধম্মা নববিধলোকুত্তরধম্মা চ ন পরিহায়তীতি অথো ।

*

*

*

ভিক্ষুগণ, আমার প্রতি মমতাসম্পন্ন ভিক্ষুর উচিত ধম্মারামের মত হওয়া । আমাকে মালাগন্ধাদির দ্বারা পূজা করিলে আমার পূজা করা হয় না । যাহারা ধম্মানুধর্ম প্রতিপালন করে, রক্ষা করে তাহারাই আমাকে সত্যকার পূজা করিয়া থাকে ।’ ইহা বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

“যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করিয়া তাহাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৬৪ ।

অম্বয় : নিবাসনার্থে শয়ন এবং বিপশ্যনারূপ আরাম (= বাসস্থান) ঘাঁহার তিনি ধম্মারাম । সেই ধর্মে রত বলিয়া ধম্মরত । সেই ধর্মেরই পুনঃপুনঃ বিচিন্তনের দ্বারা ‘ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং’, সেই ধর্মকে মনে মনে আবৃত্তি করিয়া ধারণ করেন এই অর্থ । ‘অনুসরং’, সেই ধর্মকে অনুসরণ করিয়া । ‘সদ্ধম্মা’ এইরূপ ভিক্ষু সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং নববিধ লোকোত্তর ধর্ম হইতে ‘ন পরিহায়তি’ চ্যুত হন না—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে সো ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্ঠহি, সম্পত্তা-
নম্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

ধম্মারামথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু অর্হন্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত জনগণের
নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। ধম্মারাম স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বিপক্খসেবকণ্ডিক্খুবখু । ৫

‘সলাভ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
অঞ্ঞতরং বিপক্খসেবকং ভিক্খুং আরব্ভ কথেসি ।
তস্স কিরেকো দেবদত্তপক্খিকো ভিক্খু সহায়ো
অহোসি । সো তং ভিক্খুহি সন্ধিং পিণ্ডায় চরিস্বা
কতভত্তিকচ্চং আগচ্ছন্তং দিম্বা ‘কুহিং গতোসী’তি পদুচ্ছি ।
‘অসদ্ধকট্ঠানং নাম পিণ্ডায় চরিতদু’ন্তি । ‘লদ্ধো তে
পিণ্ডপাতো’তি ? ‘আম, লদ্ধো’তি । ‘ইধ অম্হাকং
মহালাভসঙ্কারো, কতিপাহং ইধেব হোহী’তি । সো তস্স
বচনেন কতিপাহং তথ বসিস্বা সদ্ধকট্ঠানমেব অগমাসি । অথ
নং ভিক্খু ‘অয়ং, ভণ্তে, দেবদত্তস্স উম্পন্নলাভসঙ্কারং

*

*

*

বিপক্ক সেবক ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৫ ।

‘সলাভ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জনৈক
বিপক্কসেবক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষুর একজন বন্ধু ভিক্ষু ছিল যে দেবদত্তের পক্ষ অবলম্বন
করিত । ভিক্ষুদের সহিত পিণ্ডাচরণ করিয়া ভোজনকৃত্যবসানে আগমনরত
সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?’

‘অম্লক স্থানে পিণ্ডাচরণের জন্য ।’

‘পিণ্ডপাত লাভ করিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ, লাভ করিয়াছি ।’

‘এখানে আমাদের লাভ-সংকার অনেক, কিছুদিন এখানেই থাক না কেন !’
‘তিনি তাহার কথামত কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া নিজের স্থানেই ফিরিয়া
আসিলেন । তখন ভিক্ষুগণ তথাগতকে জ্ঞাপন করিলেন—‘ভণ্তে, এই ভিক্ষু

পরিভূঞ্জতি, দেবদত্তস্স পক্খিকো এসো'তি তথাগতস্স আরোচেসুং । সখা তং পক্কোসাপেহা 'সচ্চং কিরুং এবমকাসী'তি পদুচ্ছি । 'আম, ভন্তে, অহং তথ একং দহরং নিস্সায় কতিপাহং বসিং, ন চ পন দেবদত্তস্স লঙ্কিং রোচেমী'তি । অথ নং ভগবা 'কিণ্ণাপি ত্বং লঙ্কিং ন রোচেসি, দিট্ঠদিট্ঠকানংযেব পন লঙ্কিং রোচেন্তো বিয় বিচরসি । ন ত্বং ইদানেব এবং করোসি, পদুশ্বেপি এবরুপোষেবা'তি বহা 'ইদানি তাব, ভন্তে, অম্হেহি সামং দিট্ঠো, পদুশ্বে পনেস কেসং লঙ্কিং রোচেন্তো বিয় বিচরি, আচিক্খথ নো'তি ভিক্ষুহি যাচিতো অতীতং আহরিহা—

*

*

*

দেবদত্তের উৎপন্ন লাভ-সংকার ভোগ করে, নিশ্চয়ই এ দেবদত্তের পক্ষের ভিক্ষু ।' শাস্তা তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তুমি সত্যই এইরূপ কর ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, আমি একজন তরুণ ভিক্ষুর কারণে কিছুদিন সেখানে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু দেবদত্তের মতবাদকে আমি সমর্থন করি না ।’ তখন ভগবান তাহাকে বলিলেন—‘যদিও আমি যে তুমি মিথ্যা দৃষ্টি সমর্থন কর না, কিন্তু যত্নতরু তুমি এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও যেন সকলেরই মতবাদ তোমার পছন্দ । তুমি যে কেবল এই জন্মেই এইরূপ করিতেছ তাহা নহে, অতীতেও এইরূপ করিয়াছিলে ।’

ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন—

‘ভন্তে, আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি এখন তিনি কি করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বে জন্মে তিনি কি করিয়াছিলেন, কাহাদের মতবাদ সমর্থন করিতেন, আমাদের অনুগ্রহ করিয়া বলুন ।’

ভিক্ষুদের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া ‘মহিলামুখজাতক’ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

‘পদ্রাগচোরান বচো নিসম্ম,
মহিলামুখো পোথয়মন্বচারী ।
সুসঞ্ঞতানঞ্ঞহি বচো নিসম্ম,
গজদন্তমো সৰ্বগদুগ্গেসদু অট্টা’তি ।

ইমং ‘মহিলামুখজাতকং’ বিখ্যারেহা, ভিক্ষবে, ভিক্ষুনা
নাম সকলাভেনেব সন্তুট্টেন ভবিতব্বং পরলাভং পথেতুং
ন বট্টিতি । পরলাভং পথেন্তস্স হি ঝানবিপস্সনামগফ্ফেসদু
একধম্মোপি নুপ্পজ্জতি, সকলাভসন্তুট্টেস্সেব পন ঝানা-
নাদীনি উপ্পজ্জন্তী’তি বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা
অভাসি—

‘সলাভং নাতিমঞ্ঞেয্য, নাঞ্ঞেসং পিহয়ং চরে ।
অঞ্ঞেসং পিহয়ং ভিক্ষু সমাধিং নাধিগচ্ছতি ॥
‘অপ্পলাভোপি চে ভিক্ষু, সলাভং নাতিমঞ্ঞেতি ।
তুং বে দেবা পসংসন্তি, সুদ্ধাজীবিং অতন্দিত’ন্তি ॥
৩৬৫—৩৬৬ ॥

*

*

*

“প্রাচীন চোরদের কথা শুনিয়া মহিলামুখ (- শাস্ত্রপ্রকৃতির) হস্তী
ক্ষিপ্ত হইয়া মাহুতকে হত্যা করিয়াছিল । আবার সেই গজোত্তম সংঘতগণের
(সাধু-সন্তদের) কথা শুনিয়া পদ্রায় সৰ্বগুণের অধিকারী হইয়াছিল ।”
তারপর বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত স্বকলাভের দ্বারা সন্তুষ্ট
থাকা, পরস্রাভের জন্য লালায়িত না হওয়া । পরলাভ যাহারা প্রার্থনা করে
তাহাদের ধ্যান, বিপশ্যনা, মার্গফল কিছই লাভ হয় না । যাহারা
নিজেদের লাভের দ্বারা সন্তুষ্ট তাহারাই ধ্যানাদি লাভ করিতে পারে”
বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথা দুইটী ভাষণ করিলেন—

‘স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা করিবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা করিবে না ।
অন্যদের লাভ স্পৃহাকারী ভিক্ষুর সমাধিলাভ হয় না ।’

‘লাভ অস্পৃহ হইলেও যে ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবজ্ঞা না করে, সেই
শুদ্ধজীবী, অতন্দ্র ভিক্ষুই দেবগণের প্রশংসা লাভ করে ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৩৬৫-৩৬৬ ।

তথ ‘সলাভ’ন্তি অন্তনা উপ্ভজনকলাভং । সপদান-
 চারঞ্হি পরিবজ্জেশ্বা অনেসনায় জীবিকং কম্পেন্তো
 সলাভং অতিমঞ্হতি হীলেতি জিগচ্ছতি নাম । তস্মা
 এবং অকরণেন সলাভং নাতিমঞ্হেয্য । ‘অঞ্হেয্যং
 পিহয়’ন্তি অঞ্হেয্যং লাভং পথেন্তো ন চরেয্যাতি
 অথো । ‘সমাধিং নাধিগচ্ছতী’তি অঞ্হেয্যসঞ্হি লাভং
 পিহয়ন্তো তেসং চীবরাদিকরণে উস্সদ্বকং আপনো ভিক্কু
 অস্পনাসমাধিং বা উপচারসমাধিং বা নাধিগচ্ছতি ।
 ‘সলাভং নাতিমঞ্হেয্যতী’তি অস্পলাভোপি সমানো উচ্চ-
 নীচকূলে পটিপাটিয়া সপদানং চরন্তো ভিক্কু সলাভং
 নাতিমঞ্হতি নাম । ‘তং বে’তি তং এবরূপং ভিক্কুং
 সারজীবিততায় সদ্ধাজীবিং জম্ববলং নিস্সায় জীবিতক-

*

*

*

অম্বয় : ‘সলাভং’—নিজের চেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন লাভ । সপদানচারিকা
 (অর্থাৎ কোন গৃহ বাদ না দিয়া প্রতিটি গৃহের সম্মুখে ভিক্ষাম্রের জন্য
 যাওয়া) ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ভিক্ষু
 স্বলাভকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, নিন্দা করিয়া থাকে এবং ঘৃণা করিয়া থাকে ।
 তাই এইরূপ করা না হইলে স্বলাভকে অবজ্ঞা করা হয় না । ‘অঞ্হেয্যং
 পিহয়’—অন্যদের লাভ প্রার্থনা করিয়া বিচরণ করিবে না—এই অর্থ ।
 ‘সমাধিং নাধিগচ্ছতি’—অন্যদের লাভ স্পৃহা করিয়া তাহাদের চীবরাদি দ্রব্যে
 উৎসুক্য লাভ করিয়া ভিক্ষু অর্পণা-সমাধি বা উপচার-সমাধি কোনটাই লাভ
 করিতে পারে না । ‘সলাভং নাতিমঞ্হতি’—লাভ স্বল্প হইলেও উচ্চ-
 নীচকূলে সপদানচারিকার দ্বারা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিলে ভিক্ষুর স্বলাভকে
 অবজ্ঞা করা হয় না । ‘তং বে’—স্বীয় জম্বাবলের দ্বারা কণ্টকের জীবিকার
 দ্বারা যথার্থ সারজীবী ও অকুৎসিৎজীবী হয় বলিয়া সেই শুদ্ধাজীবী অত্যন্ত

স্পনেন অকুসীততায় অতন্দিতং দেবা পসংসন্তি থোমে-
ন্তীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগ্গংসুদতি ।

বিপক্ষসেবকভিক্ষুবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

ভিক্ষুকে দেবতারাও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহার স্তুতিগান করিয়া থাকেন ।—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ বিপক্ষসেবক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পঞ্চাঙ্গদায়কব্রাহ্মণবধু । ৬

‘সম্বসো’তি ইমং ধর্মদেমনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
পঞ্চাঙ্গদায়কং নাম ব্রাহ্মণং আরম্ভ কথেসি ।

সো কিং সস্পে খেত্তে ঠিতকালেয়েব খেত্তাঙ্গং নাম দেতি,
খলকালে খলঙ্গং নাম দেতি, খলভাঙ্গকালে খলভাঙ্গং
নাম দেতি, উক্খালিককালে কুম্ভাঙ্গং নাম দেতি, পাতিয়ং
বড়্ঠিতকালে পাতাঙ্গং নাম দেতীতি ইমানি পঞ্চ অঙ্গ-
দানানি দেতি, সম্পত্তস্স অদত্তা নাম ন ভুজ্জতি । তেনস্স
‘পঞ্চাঙ্গদায়কো’ হেব নামং অহোসি । সখা তস্স চ
ব্রাহ্মণিয়া চস্স তিগ্গং ফলানং উপনিস্সয়ং দিস্সা ব্রাহ্মণস্স
ভোজনবেলায়ং গম্মা দ্বারে অট্ঠাসি । সোপি দ্বারপমুখে
অন্তোগেহাভিমুখো নিসীদিদ্বা ভুজ্জতি, সখারং দ্বারে ঠিতং

•

•

•

পঞ্চাঙ্গদাতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৬ ।

‘সম্বসো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে পঞ্চাঙ্গদায়ক
জ্ঞানৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

[ইহা তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে] তিনি যখন ফসল ক্ষেতেই পদ্ধ
অবস্থায় থাকে তখন ক্ষেত্রাগ্র দান করিতেন, যখন ফসল মাড়ান হয় তখন
খলাগ্র দান করিতেন, যখন ফসল গোলায় ভরা হয় তখন খলভাঙ্গাগ্র দান
করিতেন, যখন খাদ্যাশস্য কুণ্ডে সিদ্ধ করা হয় তখন কুম্ভাগ্র দান করিতেন,
যখন পাত্র পরিবেশন করা হয়, তখন পাত্রাগ্র দান করিতেন—এইভাবে তিনি
পঞ্চ অগ্রভাগ্র দান করিতেন, যাহাই প্রাপ্ত হইতেন দান না করিয়া স্বয়ং
ভোগ করিতেন না । সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল পঞ্চাঙ্গদাতা ব্রাহ্মণ ।
শাস্ত্রা সেই ব্রাহ্মণ ও তদীয়-পত্নীর তিনিটি ফলের (অর্থাৎ স্নোতাপ্তিফল,
সকৃদাগামিফল এবং অনাগামিফল) উপনিশ্রয় দেখিয়া একদিন ব্রাহ্মণের

ন পস্মতি । ব্রাহ্মণী পন তং পরিবিসমানা সন্ধারং দ্বিস্বা চিন্তেসি—‘অয়ং ব্রাহ্মণো পণ্ডসদৃ ঠানেসদৃ অগ্গং দহ্বা ভুজ্জতি, ইদানি চ সমণো গোতমো আগম্ভা দ্বারে ঠিতো । সচ্চ ব্রাহ্মণো এতং দিস্বা অন্তনো ভত্তং হরিত্বা দস্মতি, পদন-পাহং পচিচুং ন সচ্চিস্সামী’তি । সা ‘এবং অয়ং সমগ্গং গোতমং ন পস্মিস্সতী’তি সত্থং পিট্ঠিৎ দহ্বা তস্ম পচ্ছতো তং পটিচ্ছাদেসুতী ওনমিত্বা পদ্লচন্দং পাণিনা পটিচ্ছাদেসুতী বিয় অট্ঠাসি । তথা ঠিতা এব চ পন ‘গতো নদু স্কো নো’তি সন্ধারং অড্ঢক্খিকেন ওলোকেসি । সত্থা তস্মেব অট্ঠাসি । ব্রাহ্মণস্স পন সবণভয়েন ‘অতিচ্ছথা’তি ন বদেতি, ওসক্কিত্বা পন সণিকমেব ‘অতিচ্ছথা’তি আহ । সত্থা ‘ন গমিস্সামী’তি সীসং চালেতি । লোকগরুনা

*

*

*

ভোজনবেলায় তাঁহার দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি গৃহের প্রমুখ-দ্বারে অন্তঃগৃহাভিমুখ হইয়া বসিয়া ভোজন করিতেছিলেন, তাই তিনি দ্বারে আগত বুদ্ধকে দেখিতে পান নাই । ব্রাহ্মণী স্বামীকে পরিবেশনকালে শাস্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘এই ব্রাহ্মণ পণ্ডবিধ অগ্রদান দিয়া ভোজন করিতেছেন, এখন শ্রমণ গোতম আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান । যদি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া নিজের অন্ন তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি পদনরায় রন্ধন করিতে পারিব না ।’ তাই যাহাতে ব্রাহ্মণ শ্রমণ গোতমকে দেখিতে না পান শাস্তার দিকে পিছন ফিরিয়া স্বামীর পশ্চাতে একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন, হাত দিয়া পদ্র্ণচন্দ্রকে আবৃত করার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন । সেই অবস্থায় থাকিয়া তিনি ‘শাস্তা চলিয়া গিয়াছেন কিনা’ আড়ালে দেখিতে লাগিলেন । কিন্তু শাস্তা ঐ অবস্থাতেই দণ্ডায়মান ছিলেন । পাছে ব্রাহ্মণ শূন্যিয়া ফেলেন তাই ‘চলিয়া যান’ কথাটা বলিতে পারিলেন না । শাস্তার একেবারে কাছে আসিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন—‘চলিয়া যান’ । শাস্তাও মাথা নাড়িয়া ভাব দেখাইলেন যে তিনি যাইবেন না । জগদগুরু বুদ্ধ

বুদ্ধেন 'ন গমিস্সামী'তি সীসে চালিতে সা সন্ধারেতুং
 অসঙ্কোলন্তী মহাহসিতং হসি। তস্মিং খণে সখা গেহা-
 ভিমুখং ওভাসং মদুণ্ড। ব্রাহ্মণোপি পিট্ঠিং দত্ত্বা নাসি-
 ন্নোয়েব ব্রাহ্মণিয়া হসিতসন্দং সূত্বা ছব্বগ্লানণ্ড রস্মীনাং
 ওভাসং ওলোকেত্বা সখারং অন্দস। বুদ্ধা হি নাম গামে
 বা অরঞ্ণে বা হেতুসম্পন্নানং অন্তানং অদস্সেত্বা ন
 পক্কমন্তি। ব্রাহ্মণোপি সখারং দিম্বা, 'ভোতি নাসিতো-
 ম্হি তয়া, রাজপদত্তং আগন্ত্বা দ্বারে ঠিতং ময়্হং অনাচি-
 ক্খন্তিয়া ভারিয়ং তে কস্মং কত'ন্তি বত্তা অড্ঢভুত্তং
 ভোজনপাতিং আদায় সখা সন্তিকং গত্ত্বা, 'ভো গোতম,
 অহং পণ্ডসু ঠানেসু অগ্গং দত্ত্বা ভুজামি, ইতো চ মে মস্সে
 ভিন্দিত্বা একোব ভত্তকোট্ঠাসো ভুত্তো, একো কোট্ঠাসো
 অবসিট্ঠো, পিট্ঠপ্পণাহস্সসি মে ইদং ভত্তন্তি'। সখা 'ন

*

*

*

'যাইব না' ইহা বুদ্ধাইবার জন্য শির-সঞ্চালন করিলে ব্রাহ্মণী তাহা বুদ্ধিতে
 না পারিয়া অটুহাস্য করিলেন। সেই মূহুর্তে শাস্তা ব্রাহ্মণের গৃহাভিমুখে
 আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিলেন। ব্রাহ্মণও গৃহের সম্মুখদিকে পিঠ দিয়া
 বসিলেও ব্রাহ্মণীর হাসির শব্দ শুনিয়া ষড়্‌বর্ণরশ্মির আলোকোন্মাদাস দেখিয়া
 শাস্তাকে দর্শন করিলেন। বুদ্ধগণের স্বাভাবিক ধর্ম এই যে গ্রামে বা
 অরণ্যে হেতুসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে (অর্থাৎ যাহাদের মার্গফল লাভের হেতু আছে)
 তাহাদের দর্শন না দিয়া প্রশ্ৰয় করেন না। ব্রাহ্মণও শাস্তাকে দেখিয়া
 ব্রাহ্মণীকে গালমন্দ করিতে করিতে বলিলেন—'ভোতি, তুমি আমার সর্বনাশ
 করিয়াছ। রাজপদত্ত গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। অথচ তুমি আমাকে
 জানাইলে না। তুমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ' বলিয়া অধঃভুক্ত ভোজনের
 থালা লইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—'হে গোতম, আমি পণ্ড অগ্রদান
 দিয়াই ভোজন করিতোঁছি। আমি এই ভোজন হইতে মধ্যস্থানে ভাগ করিয়া
 এক ভাগ মাত্র ভোজন করিয়াছি, একভাগ অবশিষ্ট আছে। আপনি আমার
 এই ভোজন গ্রহণ করিবেন কি ?'

মে তব উচ্ছিষ্টভক্তেন অথো'তি অবস্থা, 'ব্রাহ্মণ, অঙ্গম্পি
ময্হমেব অনুচ্ছবিকং, মম্বে ভিন্দিয়া অড্‌ভুত্তভক্তম্পি,
চরিকভক্তপিণ্ডোপি ময্হমেব অনুচ্ছবিকো । ময়্‌হি,
ব্রাহ্মণ, পরদত্তপজীবপেতসদিসা'তি বহা ইমং গাথমা—

‘যদঙ্গতো মম্বতো সেসতো বা,

পিণ্ডং লভেথ পরদত্তপজীবী ।

নালং ত্বতুং নোপি নিপচ্ছবাদী,

তং বাপি ধীরা মূর্খনি বেদয়ন্তী'তি ॥

[স্মৃতিনিপাত ২১১]

ব্রাহ্মণো তং স্মৃতিব পসন্নচিত্তো হুত্বা “অহো অচ্ছরিয়ং,
দীপসামিকো নাম রাজপুত্রো ‘ন মে তব উচ্ছিষ্টভক্তেন
অথো'তি অবস্থা এবং বক্‌খতী'তি দ্বারে ঠিতকোব সথারং
পণ্ডং পদচ্ছি—ভো গোতম, তুম্‌হে অন্তনো সাবকে

•

*

•

‘আপনার উচ্ছিষ্টভোজনের আমার প্রয়োজন নাই’—শাস্তা এই কথা না
বলিয়া বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, ভোজনের অগ্রভাগও আমার উপযুক্ত, মধ্যভাগে
ভাগ করিয়া অর্ধভুক্ত অন্নও আমার উপযুক্ত, শেষের অন্নপিণ্ডও আমার
উপযুক্ত । হে ব্রাহ্মণ, আমরা হইলাম পরদত্তোপজীবী প্রেতসদৃশ ।’—এই
কথা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

‘পরদত্তোপজীবী হইয়া যিনি পিণ্ডের উপরাংশ, মধ্যাংশ অথবা শেষাংশ
গ্রহণ করেন এবং দাতার স্তুতি বা নিন্দায় বিরত থাকেন, জ্ঞানিগণ
তাঁহাকেই মূর্খনি আখ্যা দিয়া থাকেন ।’

(দ্রঃ স্মৃতিনিপাত, মূর্খনি স্মৃতি, শ্লোক ১১)

ব্রাহ্মণ এই গাথা শোনামাত্রই প্রসন্নচিত্ত হইয়া “অহো কি আশ্চর্য, দ্বীপ-
স্বামী (পৃথিবীরূপ দ্বীপের অধীশ্বর) রাজপুত্র ‘তোমার উচ্ছিষ্ট অন্নের
আমার প্রয়োজন নাই’ এই কথা না বলিয়া এইরূপ বলিতেছেন”—ইহা চিন্তা
করিয়া গৃহদ্বায়ে দাঁড়াইয়াই শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে গোতম,

ভিক্ষুদ্বিতি বদথ, কিত্তাবতা ভিক্ষু নাম হোতী’তি ।
 সথা ‘কথংরূপা নু থো ইমস্স ধ্মদেসনা সম্পায়া’তি উপ-
 ধারেন্তো “ইমে ঘোপি জনা কস্সপবুদ্ধকালে ‘নামরূপন্তি’
 বদন্তানং কথং সুদুগ্গংসু, নামরূপং অবিস্সজ্জিহ্বাব সেসং
 ধ্মং দেসেতুং বটুতী’তি । ‘ব্রাহ্মণ, নামে চ রূপে চ অর-
 জ্জন্তো অসজ্জন্তো অসোচন্তো ভিক্ষু নাম হোতী’তি
 বস্বা ইমং গাথমাহ—

‘সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নথি মমায়িতং ।

অসতা চ ন সোচতি, স বে ভিক্ষুদ্বিতি বুদ্ধতী’তি ॥

৩৬৭ ॥

তথ সব্বসো’তি সব্বস্মিম্পি বেদনাদীনং চতুন্নং রূপক্-
 খন্ধস্স চাতি পণ্নং খন্ধানং বসেন পবন্তে নামরূপে ।
 ‘মমায়িত’ন্তি যস্স অহন্তি বা মমন্তি বা গাহো নথি ।

*

*

*

আপনি আপনার শ্রাবকদের ভিক্ষু বলিয়া থাকেন, কিসের দ্বারা ভিক্ষু
 হওয়া যায় ?’ শাস্তা ‘কি প্রকার ধর্মদেশনা ইহার উপযুক্ত’ চিন্তা করিয়া
 দেখিলেন—“এই দুইজন কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ‘নামরূপ’ সম্বন্ধে ভাষণ-
 কারীদের কথা শুনিয়াছিলেন অতএব নামরূপকে বাদ না দিয়াই ইহাদের
 ধর্মদেশনা করিতে হইবে—” চিন্তা করিয়া বলিলেন—“হে ব্রাহ্মণ, নামরূপে
 অনাসক্ত, অননুরক্ত এবং (নামরূপের অভাবে) যিনি শোক করেন না, তিনিই
 ‘ভিক্ষু’ নামে অভিহিত হন”—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘নামরূপময় সর্ববস্তুতে যাঁহার মমত্ববোধ (‘আমার’ এই ভ্রান্ত ধারণা
 নাই), উহাদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ‘ভিক্ষু’ নামে
 অভিহিত হন ।’

—ধ্মপদ, স্লোক ৩৬৭ ।

অন্বয় : ‘সব্বসো’—বেদনাদি চারি নামস্কন্ধ (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার
 ও বিজ্ঞান) ও রূপস্কন্ধ, এই পঞ্চ স্কন্ধ বশে প্রবর্তিত নামরূপে । ‘মমায়িতং’
 স্বাহার ‘আমি’ বা ‘আমার’ ইত্যাদি ভাব নাই । ‘অসতা চ ন সোচতি’ সেই

‘অসতা চ ন সোচতী’তি অস্মিণ্ড নামরূপে খয়বয়ং পত্তে
‘মম রূপং খীণং মম বিঞ্ঞাণং খীণ’ন্তি ন সোচতি ন
বিহঞ্ঞতি, ‘খয়বয়ধম্মং মে খীণ’ন্তি পস্সতি । ‘স
বে’তি সো এবরূপো বিজ্জমানেপি নামরূপে মমায়িত-
রহিতোপি অসতোপি তেন অসোচন্তো ভিক্ষুতী
বুদ্ধতীতি অথো ।

দেসনাবসানে উভোপি জয়ম্পতিকা অনাগামিফলে পতিট্ট-
হিংস্, সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

পদ্মাগ্রদায়কব্রাহ্মণবত্থু ছট্ঠং ।

*

*

*

নামরূপ ক্ষয়-ব্যয় প্রাপ্ত হইলে ‘আমার রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল...আমার বিজ্ঞান
ক্ষয়প্রাপ্ত হইল’ ইত্যাদির দ্বারা যে শোক করে না, মনঃকষ্ট পায় না এবং শব্দ
মনে করে ‘যাহা ক্ষয়ব্যয়ধর্ম তাহাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে’ । ‘স বে’—সে
এইরূপ নামরূপ বিদ্যমান থাকিলেও মমত্বরহিত থাকে এবং না থাকিলেও
শোকগ্রস্ত হয় না—তাহাকেই ভিক্ষু বলা হয় ।

দেশনাবসানে উভয় দম্পতি অনাগামি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ পদ্মাগ্রদাতা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্বলভিক্‌খুবখু । ৭

‘মেন্তাবিহারী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বহুলে ভিক্‌খু আরম্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে আয়স্মন্তে মহাকচ্চানে অবন্তিজনপদে কুররঘরং নিস্সায় পবত্তপব্বতে বিহরন্তে সোণো নাম কোটিকল্লো উপাসকো থেরস্স ধম্মকথায় পসীদিহা থেরস্স সন্তিকে পব্বজিতুকামো থেরেন ‘দুন্ধরং থো, সোণ, যাবজীবং একভত্তং একসেয্যং ব্রহ্মচরিয়’ন্তি বহা হে বারে পটিক্‌খিত্তোপি পব্বজ্জায় অতিবিয় উস্সাহজাতো ততিয়-বারে থেরং যাচিহা পব্বজিহা অম্পাভিক্‌খুকত্তা দক্‌খিণা-পথে তিল্লং বস্সানং অচ্চয়েন লদ্ধপসম্পদো সথারং সম্মুখা দট্‌ঠুকামো হুহা উপস্সায়ং আপদুচ্ছিহা তেন দিন্নং সাসনং

•

•

•

বহুভিক্ষুর উপাখ্যান । ৭ ।

‘মেন্তাবিহারী’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বহু-ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় আয়দুস্মান মহাকচ্চান স্থবির অবন্তিজনপদে কুররখর নগরের নিকটবর্তী একটি পর্বতের পাদদেশে বাস করিতেছিলেন । তখন সোণ-কোটিকল্ল নামক উপাসক স্থবিরের ধর্মকথায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে স্থবির বলিলেন—‘সোণ, ব্রহ্মচর্য জীবন কষ্টকর, যাবজীবন তোমাকে একাহারী ও একবিহারী হইতে হইবে ।’ এইভাবে দুইবার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সোণ প্রব্রজ্যালাভের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া তৃতীয়বার প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন । কিন্তু দক্ষিণাপথে প্রয়োজনসংখ্যক ভিক্ষুর অভাবে তিন বৎসর পরে উপসম্পদা লাভ করিলেন । তারপর চাক্ষুষভাবে শাস্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার প্রেরিত সংবাদ অনুধাবন করিয়া নিস্কান্ত

গহেহা অনন্দপদ্বেন জেতবনং গম্বা সখারং বন্দিহা কত-
পটিসংহারো সখারা একগন্ধকুটিয়ংয়েব অনন্দপ্ণাতসেনা-
সনো বহুদেব রত্তিং অম্বোকাসে বীতিনামেহা রত্তিভাগে
গন্ধকুটিং পাবিসিহা অন্তনো পত্তসেনাসনে তং রত্তিভাগং
বীতিনামেহা পচ্ছদুসসময়ে সখারা অম্বিট্টো সোলস
অট্টকবঙ্গিকানি সন্ধানেন সরভপ্ণেন অভণি । অথস্স
ভগবা সরভপ্ণপরিষোসানে অভানন্দমোদন্তো—‘সাধু
সাধু, ভিক্ষু’তি সাধুকারং অদাসি । সখারা দিন্ন-
সাধুকারং সুহা ভুমট্টকদেবা নাগা সুপল্লাতি এবং যাব
ব্রহ্মলোকা একসাধুকারমেব অহোসি ।

তস্মিং থণে জেতবনতো বীসযোজনসতমথকে কুররঘরনগরে
থেরস্স মাতু মহাউপাসিকায় গেহে অধিবথা দেবতাপি
মহন্তেন সন্দেন সাধুকারমদাসি । ‘অথ নং উপাসিকা

*

*

*

হইয়া ক্রমে জেতবনে যাইয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া শান্তার দ্বারা অভির্খিত
হইলেন এবং শান্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে শয়ন করিবার অনুর্তি প্রাপ্ত
হইলেন । কিন্তু অধিক রাত্রি অবধি উন্মত্ত আকাশের নীচে অতিবাহিত
করিয়া গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার জন্য ব্যবস্থাপিত
শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিশেষে প্রত্যুষসময়ে শান্তার আদেশে অষ্টবর্গক
ষোড়শটি গাথা স্বরভঙ্গির দ্বারা (অর্থাৎ সুদ করিয়া গাথা আবৃত্তির দ্বারা)
আবৃত্তি করিলেন (সুত্তনিপাত, গাথা ৭৭২—৭৮৭) । তাঁহার স্বরভঙ্গি-
আবৃত্তি শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে যাইয়া ‘সাধু
সাধু, ভিক্ষু’ বলিয়া সাধুবাদ দিলেন । শান্তার সাধুবাদ শুনিয়া ভূমিবাসী
দেব, নাগ এবং সুপর্ণগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলেই
একই সাধুবাদ শব্দ ধ্বনিত করিলেন ।

সেই সময় জেতবন হইতে বিংশতি শত যোজন দূরত্বে কুররঘর নগরে
সোণ স্থবিরের মাতা উপাসিকার গৃহে অধিবাসকারী দেবতাও মহাশব্দে

আহ—‘কো এস সাধুকারং দেতী’তি ? ‘অহং, ভগিনী’তি ।
 ‘কোসি ত্বন্তি’ ? ‘তব গেহে অধিবথা দেবতা’তি । ‘ত্বং ইতো
 পদুবেষ ময়্হং সাধুকারং অদত্বা অজ্জ কস্মা দেসীতি ?
 ‘নাহং তুয়্হং সাধুকারং দম্মী’তি । ‘অথ কস্স তে
 সাধুকারো দিম্বো’তি ? ‘তব পদুত্তস্স কোটিকল্পস্স সোণ-
 থেরস্সা’তি । ‘কিং মে পদুত্তেন কতন্তি’ ? ‘পদুত্তো তে অজ্জ
 সথারা সন্ধিং একগন্ধকুটিয়ং বসিত্বা ধম্মং দেসেসি, সথা
 তব পদুত্তস্স ধম্মং সদুত্বা পসম্বো সাধুকারমদাসি । তেনস্স
 ময়্যাপি সাধুকারো দিম্বো । সম্মাসম্বুদ্ধস্স হি সাধুকারং
 সম্পটিচ্ছিত্বা ভুমট্ঠকদেবে আদিং কত্বা যাব ব্রহ্মলোকা
 একসাধুকারমেব জাতন্তি’ । ‘কিং পন, সামি, মম পদুত্তেন
 সত্থু ধম্মো কথিতো, সথারা মম পদুত্তস্স কথিতো’তি ?

*

*

*

সাধুবাদ প্রদান করিলেন । তখন উপাসিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কে এইরূপ
 সাধুবাদ দিতেছে ?’

[দেবতা বলিলেন] ‘আমি, ভগিনি ।’

‘তুমি কে ?’ ‘আপনার গৃহে বসবাসকারী দেবতা ।’

‘ইতিপূর্বে ত তুমি আমাকে সাধুবাদ দাও নাই, অদ্য কেন দিতেছ ?’

‘আমি আপনাকে সাধুবাদ দিতেছি না ।’

‘তাহা হইলে তুমি কাহাকে সাধুবাদ দিলে ?’

‘আপনার পুত্র সোণ কোটিকল্পকে ।’ ‘আমার পুত্র কি করিয়াছে ?’

‘আপনার পুত্র অদ্য শাস্তার সহিত একই গন্ধকুটিতে বাস করিয়া
 ধর্মদেশনা করিয়াছেন । শাস্তা আপনার পুত্রের ধর্মদেশনা শুনিয়া প্রসন্ন
 হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন । তাই আমিও সাধুবাদ দিলাম ।’

সম্যকসম্বুদ্ধের সাধুবাদকে অনুমোদন করিয়া ভূমিবাসী দেবগণ হইতে
 সূর্য করিয়া ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ পর্যন্ত একই সাধুবাদ ধ্যানিত
 করিয়াছেন ।’

‘প্রভু, আমার পুত্রই কি শাস্তার নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছে, না শাস্তা
 আমার পুত্রের নিকট ধর্মদেশনা করিয়াছেন ?’

‘তব পুত্রেন সখ্যং কথিতো’তি । এবং দেবতায় কথেন্শিষ্যাব
উপাসিকায় পণ্ডবল্লা পীতি উপজিজ্ঞাস্য সকলসরীরং ফরি ।
অথস্মা এতদহোসি—‘সচে মে পুত্রো সথারা সন্ধিং এক-
গন্ধকুটিয়ং বসিত্বা সখ্যং ধম্মং কথিতুং সন্ধিং, মম্হম্পি
কথিতুং সন্ধিংসতিয়েব । পুত্রস্স আগতকালে ধম্মস্স-
বনং কারেত্বা ধম্মকথং সুণিস্সামী’তি । সোণথেরোপি থো
সথারা সাধুকারে দিনে ‘অয়ং মে উপজ্জায়েন দিনসাসনং
আরোচেতুং কালো’তি ভগবন্তং পচ্চন্তিমেসু জনপদেসু
বিনয়ধরপণ্ডমেন গণেন উপসম্পদং আদিং কত্বা পণ্ড বরে
যাচিহ্ন্য কতিপাহং সখ্যং সন্তিকেয়েব বসিত্বা ‘উপজ্জায়ং
পস্সিস্সামী’তি সথারং আপদুচ্ছিত্বা জেতবনা নিক্খমিত্বা
অনুপদুস্বেন উপজ্জায়স্স সন্তিকং অগমাসি ।

•

•

•

‘আপনার পুত্রই শাস্তার নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছেন ।’

এইভাবে দেবতা যখন সোণ স্থবির সম্বন্ধে বলিতেছিলেন তখন উপাসিকার
সমগ্র দেহ পণ্ডবর্ণের প্রীতিতে রোমাঞ্চিত হইল ।

তখন উপাসিকা চিন্তা করিলেন—‘যদি আমার পুত্র শাস্তার সহিত একই
গন্ধকুটিতে বাস করিয়া শাস্তাকে ধর্মকথা শুনাইতে পারে, তাহা হইলে
আমার নিকটও ধর্মকথা ভাষণ করিতে পারিবে । আমার পুত্র আসিলে
আমি ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করিব এবং নিজেও ধর্মশ্রবণ করিব ।’

শাস্তা সাধুবাদ প্রদান করিলে সোণ স্থবিরও ‘এখনই আমার উপাধ্যায়-
প্রদত্ত সংবাদ শাস্তাকে জানাইবার উপযুক্ত সময়’ চিন্তা করিয়া প্রত্যন্ত জনপদে
পাঁচজন বিনয়ধর ভিক্ষুর সমষ্টির দ্বারা উপসম্পদা-দান অসম্ভব (অর্থাৎ পাঁচজন
বিনয়ধর ভিক্ষুকে একসঙ্গে পাওয়া কষ্টকর) ইত্যাদি উপাধ্যায়-কথিত
পাঁচটি বর শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া কিছুদিন শাস্তার সহিত থাকিয়া
‘উপাধ্যায়কে দর্শন করিতে যাইব’ বলিয়া শাস্তার অনুমতি লইয়া জেতবন
হইতে নিষ্কান্ত হইয়া আনুপূর্বিকভাবে চলিতে চলিতে উপাধ্যায়ের নিকট
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

থেরো পদ্বাদিবসে তং আদায় পিণ্ডায় চরন্তো মাতু উপাসিকায় গেহদ্বারং অগমাসি। সাপি পদ্বত্তং দিম্বা তুট্ট-মানসা বন্দিত্বা সন্ধুচ্চং পরিবিসিত্বা পদ্বিচ্ছ—‘সচ্চং কিরুং, তাত, সখারা সন্ধিং একগন্ধকুটিয়ং বসিত্বা সখদ্দ ধম্মকথং কথেসী’তি। ‘উপাসিকে, তুষং কেন ইদং কথিত’ন্তি? “তাত, ইমস্মিং গেহে অধিবত্থা দেবতা মহন্তেন সন্দেশে সাধুকারং দত্ত্বা ময়া ‘কো এসো’তি বদন্তে ‘অহ’ন্তি বত্তা এবণ্ড এবণ্ড কথেসি। তং সদ্দত্ত্বা মযং এতদ-হোসি—‘সচে মে পদ্বত্তো সখদ্দ ধম্মকথং কথেসি, মযং হিম্পি কথেতুং সন্ধুচ্চসত্তী’তি। অথ নং আহ—‘তাত, যতো তয়া সখদ্দ সন্মদ্বা ধম্মো কথিতো, মযং হিম্পি কথেতুং সন্ধুচ্চসসি এব। অসদ্ধাদিবসে নাম ধম্মস্সবনং কারেত্বা

*

*

*

(মহাকচ্চান) স্থবির পরের দিন তাঁহাকে (সোণকে) লইয়া পিণ্ডাচরণ করিতে করিতে (সোণ স্থবিজ্ঞের) মাতা উপাসিকার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাও পদ্বত্তকে দেখিয়া তুট্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া সাদরে ভোজন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বৎস, সত্যই কি তুমি শাস্ত্রের সহিত একই গন্ধকুটিতে থাকিয়া শাস্ত্রের নিকট ধর্মকথা ভাষণ করিয়াছ?’

‘উপাসিকে, আপনাকে এই কথা কে বলিল?’

‘বৎস, আমার গৃহে বসবাসকারী দেবতা মহাশব্দে সাধুবাদ দেওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘তুমি কে?’ তিনি ‘আমি’ বলিয়া তোমার সম্বন্ধে এইরূপ এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমার এই চিন্তা হইয়াছিল—আমার পদ্বত্ত যদি শাস্ত্রের নিকট ধর্মভাষণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার নিকটও ধর্ম ভাষণ করিতে পারিবে।’ তখন তিনি পদ্বত্তকে বলিলেন—‘বৎস, যেহেতু তুমি শাস্ত্রের সম্বন্ধে ধর্ম ভাষণ করিয়াছ, আমার নিকটও ভাষণ করিতে পারিবে। বৎস, অমর দিন ধর্ম শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়া

তব ধম্মং সন্নিগ্গসামি তাতা'তি । সো অধিবাসেসি ।
উপাসিকা ভিক্ষুসঙ্ঘস্স দানং দত্ত্বা পূজং কত্ত্বা 'পূত্তস্স
মে ধম্মকথং সন্নিগ্গসামী'তি একমেব দাসিং গেহরক্খিকং
ঠপেত্ত্বা সম্বং পরিজনং আদায় অন্তোনগরে ধম্মস্সবনথায়
কারিতে মন্ডপে অলঙ্কতধম্মাসনং অভিরুয়্হ ধম্মং
দেসেন্তস্স পূত্তস্স ধম্মকথং সোতুং অগম্মাসি ।

তস্মিং পন কালে নবসত্তা চোরা তস্সা উপাসিকায় গেহে
ওতারং ওলোকেন্তা বিচরন্তি । তস্সা পন গেহং সত্ত্বাহি
পাকারোহি পরিব্ধিত্তং সত্ত্বাহরকোট্ঠকয়ত্ত্বং, তথ তেসদু
তেসদু ঠানেসদু চন্ডসদুনে বন্ধিত্তা ঠপয়িংসদু । অন্তোগেহে
ছদনস্স উদকপাতট্ঠানে পন পরিখং খণিত্তা তিপদুনা
পূরয়িংসদু । তং দিবা আতপেন বিলীনং পক্কুখিতং বিয়
তিট্ঠতি, রত্তিং কঠিনং কক্কলং হত্ত্বা তিট্ঠতি ।

*

*

*

আমি তোমার ধর্ম শ্রবণ করিব ।' তিনি (পুত্র) সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।
উপাসিকায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া পূজা করিয়া 'আমি আমার পুত্রের
ধর্মকথা শুনিব' বলিয়া একটি মাত্র দাসীকে গৃহরক্ষার দায়িত্ব দিয়া
সমস্ত পরিজনকে লইয়া নগরের অভ্যন্তরে ধর্ম শ্রবণের জন্য কৃত মন্ডপে
অলঙ্কৃত ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মদেশনাকারী পুত্রের ধর্ম শ্রবণ
করিবার জন্য যাইলেন ।

সেই সময়ে নয়শত চোর ঐ উপাসিকার গৃহে চুরি করার সুযোগ
খুঁজিতেছিল । তাঁহার গৃহ সপ্ত প্রাকারের দ্বারা পরিষ্কিপ্ত এবং সপ্তদ্বার-
কোষ্ঠকয়ত্ত্ব ছিল । শূদ্ধ তাহাই নহে বিশেষ বিশেষ স্থানে হিংস্র কুকুরদের
বাঁধিয়া রাখা হইত । গৃহাভ্যন্তরে যেখানে ছাদ হইতে বৃষ্টির জল পতিত
হয় সেখানে পরিখা খনন করিয়া সীসার দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছিল
যাহা দিনের বেলায় সূর্যের উত্তাপে বিগলিত হইয়া অতিশয় প্রবাহ-
প্রতিরোধী শক্তিসম্পন্ন হয়, আর রাত্রিবেলায় ইহা নিরেট পাথরের মত কঠিন

তস্মানন্তরা মহন্তানি অয়সস্ঘাটকানি নিরন্তরং ভূমিয়ং ওদহিংসু । ইতি ইমণ্ডারক্খং উপাসিকায় চ অন্তোগেহে ঠিতভাবং পটিচ্চ তে চোরা ওকাসং অলভন্তা তং দিবসং তস্মা গতভাবং ঐহা উমঙ্গং ভিন্দিহা তিপ্পুরিখায় চ অয়সস্ঘাটকানণ্ণ হেট্ঠাভাগেনেব গেহং পবিসিহা চোরজেট্ঠকং তস্মা সন্তিকং পহিণিংসু ‘সচে সা অম্হাকং ইধ পরিট্ঠভাবং সুহা নিবন্তিহা গেহাভিমুখী আগচ্ছতি, অসিনা নং পহরিহা মারেথা’তি ।

চোরাপি অন্তোগেহে দীপং জালেহা কহাপণগব্ধদ্বারং বিবরিংসু । সা দাসী চোরে দিম্বা উপাসিকায় সন্তিকং গম্বা ‘অযো, বহু চোরা গেহং পবিসিহা কহাপণগব্ধদ্বারং বিবরিংসু’তি আরোচেসি । ‘চোরা অন্তনা দিট্ঠকহাপণে হরন্তু, অহং মম পুত্তস্স ধম্মকথং সুণামি, মা মে ধম্মস্স

হইয়া যায় । পরিখার নিকটে বিশাল বিশাল লোহার পাত পরপর মাটিতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল । উপাসিকার গৃহে এই সকল রক্ষা ব্যবস্থা থাকাতে চোরেরা কখনও তাঁহার গৃহে চুরি করিতে পারে নাই । সেইদিন উপাসিকার অনুপস্থিতির কথা জানিয়া চোরেরা সিঁধ কাটিয়া সীসার পরিখা এবং লোহার পাতগুলির অধোভাগ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চোরসদারকে উপাসিকায় নিকট পাঠাইল তাঁহাকে পাহাড়া দিবার জন্য এবং বলিয়া দিল—‘যদি উপাসিকা জানেন যে আমরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি এবং তিনি গৃহাভিমুখে আসিতেছেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অসি আঘাতে তাহাকে হত্যা করিবে ।’ চোরসদার যাইয়া উপাসিকাকে পাহাড়া দিতে লাগিল ।

এদিকে চোরেরা গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বালাইয়া কাষাপণগভের দ্বার উন্মোচিত করিল । সেই দাসী চোরদের দেখিয়া উপাসিকার নিকট যাইয়া জানাইল—‘আযো, বহু চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া কাষাপণগভের দ্বার উন্মোচন করিয়াছে ।’ তিনি বলিলেন—‘চোরেরা যত পারে কাষাপণ লইয়া

অন্তরায়ং করি, গেহং গচ্ছা'তি তং পহিণি । চোরাপি
কহাপণগব্ভং তুচ্ছং কহা রজতগব্ভং বিবরিংসু । সা
পদ্বপি গন্ডা তমথং আরোচেসি । উপাসিকাপি 'চোরা
অন্তনা ইচ্ছিতং হরন্তু, মা মে অন্তরায়ং করী'তি পদ্ব তং
পহিণি । চোরা রজতগব্ভম্পি তুচ্ছং কহা সুবল্লগব্ভং
বিবরিংসু । সা পদ্বপি গন্ডা উপাসিকায় তমথং আরো-
চেসি । অথ নং উপাসিকা আমন্তেহা, "ভোতি জে ত্বং
অনেকবারং মম সন্তিকং আগতা, 'চোরা যথারূচিতং হরন্তু,
অহং মম পদ্বন্তস ধম্মকথং সুণামি, মা মে অন্তরায়ং
করী'তি ময়া বদন্তাপি মম কথং অনাদীয়িত্বা পদ্বপদ্বনং
আগচ্ছসিয়েব । সচে ইদানি ত্বং আগচ্ছিস্সিসি, জানিস্সামি
তে কন্তব্বং, গেহমেব গচ্ছা'তি পহিণি ।

চোরজেট্ঠকো তস্সা কথং সুদ্বা 'এবরুপায় ইথিয়া সন্তকং

*

*

*

যাক, আমি আমার পদ্বের ধর্মকথা শুনিতোছি, আমার ধর্মশ্রবণের অন্তরায়
সৃষ্টি করবিনা, তুই ঘরে যা ।'

চোরেরাও কাষাপণগব্ভ' নিঃশেষ করিয়া রজতগব্ভ' উন্মোচিত করিল ।
দাসী পদ্বরায় যাইয়া ঐ বদ্বাস্ত উপাসিকাকে জানাইল । উপাসিকাও
বলিলেন—'চোরেরা তাহাদের ইচ্ছামত সব কিছু লইয়া যাক । তুই আমার
(ধর্মশ্রবণের) ব্যাঘাত সৃষ্টি করবি না, তুই ঘরে যা ।' চোরেরা রজতগব্ভ'
নিঃশেষ করিয়া সুবল্লগব্ভ' উন্মোচিত করিল । দাসী পদ্বরায় যাইয়া
উপাসিকাকে জানাইল । তখন উপাসিকা তাহাকে ডাকিয়া ধমক দিয়া
বলিলেন—“তুই কেমন মেয়েছেলে রে ! তোকে বারবার বলিয়াছি 'চোরেরা
যথেষ্ট লইয়া যাক, আমি আমার পদ্বের ধর্মকথা শ্রবণ করিতোছি । তুই
বিস্তৃত করিবি না ।' বলা সত্ত্বেও আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বারবার
এখানে আসিতোছিস । যদি আবার আসিস দেখ তোকে কি করি । এখন
বাড়ী যা ।”

চোরস্বামী (আড়াল হইতে) উপাসিকার কথা শুনিয়া ভাবিল—

হরন্তানং অসনি পতিত্বা মথকং ভিন্দের্যাণি চোরানং
সন্তিকং গন্ত্বা 'সীঘং উপাসিকায় সন্তকং পটিপাকতিকং
করোথা'তি আহ। তে কহাপণেহি কহাপণগব্ভং, রজত-
সুবল্লেহি রজতসুবল্লগব্ভে পদন পদরয়িংসু। ধম্মতা কিরেসা,
যং ধম্মো ধম্মচারিনং রক্খতি। তেনেবাহ—

‘ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং,
ধম্মো সদুচিল্লো সুখমাবহাতি।
এসানিসংসো ধম্মে সদুচিল্লো,
ন দদুগ্গতিং গচ্ছতি ধম্মচারী’তি ॥

চোরাপি গন্ত্বা ধম্মস্সবনট্ঠানে অট্ঠংসু। থেরোপি
ধম্মং কথেষ্বা বিভাতায় রত্তিয়া আসনা ওতরি। তস্মিং
খণে চোরজেট্ঠকো উপাসিকায় পাদমূলে নিপজ্জিত্বা
‘খমাহি মে, অযো’তি আহ। ‘কিং ইদং, তাতা’তি ?

*

*

*

‘এইরূপ স্ত্রীলোকের দ্রব্য যাহারা চুরি করে তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে’
এবং চোরদের নিকট যাইয়া বলিল—‘শীঘ্রই উপাসিকার জিনিসপত্র যেমন
যেমন ছিল তেমন তেমন ভাবে গুছাইয়া রাখ।’ তাহারা কাষাপণ রাশি দিয়া
কাষাপণগব্ভ এবং রজতসুবর্ণরাশি দিয়া রজতসুবর্ণগব্ভসমূহ পদনরায়
পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিল। তাই ত বলা হইয়া থাকে যে, ধর্ম ধর্ম-
চারীকে রক্ষা করিয়া থাকে। বলা হইয়াছে—

‘সদুচরিত ধর্ম ধর্মচারীকে সর্বদা রক্ষা করে। উত্তমরূপে সঞ্চিত ধর্ম
(ধর্মচারীর জন্য) সুখই আনয়ন করে। ধর্মচরণকারী ব্যক্তি সদুসঞ্চিত
ধর্মলাভের ফলস্বরূপ দদুগ্গতিতে গমন করে না।’

—[থেরগাথা, শ্লোক ৩০৩]

চোরেরাও যাইয়া ধর্মপ্রবণস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। স্থবির ধর্মকথা শেষ
করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইলে ধর্মাসিন হইতে অবতরণ করিলেন। সেই
সময় চোরস্বামী উপাসিকার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল—‘আষে, আপনি
আমাকে ক্ষমা করুন।’

‘ব্যাপার কি বাবা ?’

‘অহংগ্ৰীহি তুম্হেসদ্ আঘাতং কহ্মা তুম্হে মারেতুকামো অট্ঠাসিন্তি । ‘তেন হি তে, তাত, খমামী’তি । সেস-চোরাপি তথেব বহ্মা, ‘তাতা, খমামী’তি বদন্তে আহংসদ্—‘অয্যে, সচে নো খমথ, পদন্তুস বো সন্তিকে অম্হাকং পববজ্জং দাপেথা’তি । সা পদন্তুং বন্দিহ্মা আহ—‘তাত, ইমে চোরা মম গদুণেসদ্ তুম্হাকণ্ড ধম্মকথায় পসন্না পববজ্জং যাচন্তি, পব্বাজেথ নে’তি । থেরো ‘সাধু’তি বহ্মা তেহি নিবথবথানং দসানি ছিন্দাপেহ্মা তস্বমত্তিকায় রজাপেহ্মা তে পব্বাজেহ্মা সীলেসদ্ পতিট্ঠাপেসি । উপসম্পন্নকালে চ নেসং একেকস্স বিসদুং বিসদুং কস্মট্ঠান-মদাসি । তে নবসতা ভিক্খু বিসদুং বিসদুং নবসতকস্মট্ঠানানি গহেহ্মা একং পব্বতং অভিরদুয়্হ তস্স তস্স রদুক্খস্স ছায়ায় নিসীদিহ্মা সমগধম্মং করিংসদ্ ।

*

*

*

‘আমি আপনাকে আঘাত করিয়া হত্যা করিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছি ।’

‘বাবা, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম ।’

অন্যান্য চোরেরাও তদ্রূপ বলিলে তিনি তাহাদেরও ক্ষমা করিলেন । তখন চোরেরা বলিল—‘আৰ্ঘ্যে, যদি আমাদের ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাহলে আপনার পদত্বের নিকট আমাদের প্রব্রজিত করান ।’

তিনি তখন পদত্বকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘বাবা, এই চোরেরা আমার গুণ এবং তোমার ধর্মকথায় প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিতেছে । ইহা-দিগকে প্রব্রজিত কর ।’ স্থবির ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া তাহারা যে সকল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল সেইগুলির পাড় ছিঁড়িয়া লইয়া তাম্রবর্ণের মূর্ত্তিকার দ্বারা সেইগুলিকে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের প্রব্রজিত করিলেন এবং শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । উপসম্পন্নকালে তাহাদিগকে (ধ্যানের জন্য) পৃথক্ পৃথক্ কর্মস্থান প্রদান করিলেন । সেই নয়শত ভিক্ষু পৃথক্ পৃথক্ নয়শত কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া একটি পর্বতে আরোহণ করিয়া এক একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্রমণধর্ম পালন করিয়াছিল ।

সখা বীসযোজনসতমথকে জেতবনমহাবিহারে নিসিন্নোব
তে ভিক্খু ওলোকেত্বা তেসং চরিয়বসেন ধম্মদেশনং ববথা-
পেত্বা ওভাসং ফরিত্বা সম্মুখে নিসীদিত্বা কথেন্তো বিয়
ইমা গাথা অভাসি—

‘মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু, পসনো বুদ্ধসাসনে ।

অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সত্ত্বারূপসমং সুখং ॥

‘সিগ্গ ভিক্খু ইমং নাবং সিন্তা তে লহুমেস্সতি ।

ছেত্বা রাগগ্গ দোসগ্গ, ততো নিম্বানমেহিসি ॥

‘পগ্গ ছিন্দে পগ্গ জহে, পগ্গ চুত্তরি ভাবযে ।

পগ্গসঙ্গাতিগো ভিক্খু, ওঘাতিম্মোতি বুদ্ধতি ॥

*

*

*

শাস্তা বিংশতি শত যোজন দূরে জেতবন মহাবিহারে উপবিষ্ট থাকিয়াই
সেই ভিক্ষুদের অবলোকন করিয়া তাহাদের চরিত্রবশে ধর্মদেশনার ব্যবস্থা
করিয়া আলোকোন্মাসিত করিয়া যেন তাহাদের সম্মুখে বসিয়াই কথা
বলিতেছেন এইভাবে এই গাথাগর্দলি ভাষণ করিলেন—

‘যে ভিক্ষু মৈত্রীবিহারী, যিনি প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ অনুশীলন
করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন ।

‘হে ভিক্ষু, এই (জীবন) তরী সেচন কর । (মিথ্যা বিতর্কাদিরূপ জল)
সেচিয়া ফেলিলে উহা লঘু হইবে । রাগদ্বेषাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি
নিবাণ লাভ করিবে ।

‘পগ্গ ছেদন কর (অর্থাৎ রূপ, রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যারূপ বন্ধন
ছেদন কর) । পগ্গ পরিত্যাগ কর (অর্থাৎ সঙ্কায়দিটিষ্ট, বিচিকিচ্ছা,
সীলম্বত পরামাস, কামরাগ ও পিটিঘ এই পগ্গ দোষ পরিত্যাগ কর) । পগ্গ
গুণের সাধন কর (অর্থাৎ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পগ্গ গুণের
সাধন কর) । যে ভিক্ষু পগ্গ সঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি রাগ,
দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টিরূপ আসক্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন)
তাহাকেই প্রাবনোত্তীর্ণ (অর্থাৎ কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যারূপ সংসার-
প্রাবনকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন) বলা হয় ।

‘ঝায় ভিক্ষু মা পমাদো,

মা তে কামগুণে রমস্সু চিত্তং ।

মা লোহগুণং গিলী পমত্তো,

মা কন্দী দৃক্খমিদন্তি দয়্হমানো ॥

‘ন্থি ঝানং অপঞ্ণস্স, পঞ্ণা ন্থি অঝায়তো ।

যম্হি ঝানং পঞ্ণা চ, স বে নিস্সানসন্তিকে ॥

‘সুঞ্ণাগারং পবিট্ঠস্স, সন্তচিত্তস্স ভিক্ষুনো ।

অমানুসী রতী হোতি, সস্সা ধম্মং বিপস্সতো ॥

‘যতো যতো সস্সসতি, খন্ধানং উদয়স্বয়ং ।

লভতী পীতিপামোজ্জং, অমতং তং বিজ্ঞানতং ॥

‘তহায়মাদি ভবতি, ইথ পঞ্ণস্স ভিক্ষুনো ।

ইন্দ্রিয়গুণ্তি সন্তুট্ঠি, পাতিমোক্খে চ সংবরো ।

মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে, সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে ॥

*

*

*

‘হে ভিক্ষু, ধ্যান কর, প্রমাদী হইও না, তোমার চিত্ত যেন কামগুণে (অর্থাৎ কাম্যবিষয়ে) ভ্রমণ না করে । প্রমত্ত হইয়া (নরকে) লোহগোলক গ্রাস করিও না । (দৃঃখাগ্নিতে) প্রজ্বলিত হইয়া ‘হায় দঃখ’ বলিয়া যেন তোমাকে ক্রন্দন করিতে না হয় ।

‘প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই, আবার ধ্যানহীনের প্রজ্ঞালাভ হয় না । যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তিনি নির্বাণলাভে সমর্থ ।

‘যিনি নিজ নস্থানে ধ্যানপ্রিয়, যাঁহার চিত্ত শাস্ত্যভাব ধারণ করিয়াছে, যিনি সম্যকরূপে ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই ভিক্ষু অমানুষী অর্থাৎ দিব্য আনন্দ লাভ করেন ।

‘যতই তিনি স্কন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের বিষয় ভাবনা করেন, ততই তিনি অমৃতজ্ঞের (= নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন ।

‘(এই বুদ্ধশাসনে) প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে—ইন্দ্রিয়-

‘পটিসংহারবৃত্ত্যস্স, আচারকুসলো সিয়া ।

ততো পামোজ্জবহুলো, দৃক্খস্সন্তং করিস্সতী’তি ॥

ধম্মপদ, শ্লোক ৩৬৮—৩৭৬ ।

তথ ‘মৈত্তাবিহারী’তি মৈত্তাকস্মট্ঠানে কস্মং করোন্তোপি মৈত্তাবসেন তিকচতুৰ্দ্ধানে নিব্বত্তেহা ঠিতোপি মৈত্তাবিহারীষেব নাম । ‘পসন্নো’তি যো পন বুদ্ধশাসনে পসন্নো হোতি, পসাদং রোচতিষেবাতি অথো । ‘পদং সন্ত’ন্তি নিব্বানস্সেতং নামং । এবরূপো হি ভিক্ষু সন্তং কোট্ঠাসং সত্ত্বসংথারানং উপসন্ততায় সৎথারূপসমং পরমসুখতায় সুখন্তি লঙ্কনামং নিব্বানং অধিগচ্ছতি, বিন্দতিষেবাতি অথো ।

‘সিগ্ধ ভিক্ষু ইমং নাব’ন্তি ভিক্ষু ইমং অন্ত্ৰভাবসংখাতং

•

•

•

সংযম, চিন্ত-সম্ভাষণ এবং প্রাতিমোক্ষ ধর্ম প্রতিপালন । ইহা ব্যতীত তিনি হইবেন শুদ্ধজীবী, নিরলস এবং কল্যাণমিত্রের ভজনাকারী ।

‘বুদ্ধিবৃত্তির স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া ও কর্তব্য পালনে নিপুণ হইয়া, আচার-পালন জনিত সুখ অনুভব করিতে করিতে ভিক্ষু দৃঃখের ধ্বংস করিতে পারিবে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৬৮-৩৭৬ ।

অন্বয় : ‘মৈত্তাবিহারী’ মৈত্রীকর্মস্থান ভাবনা করিয়া অর্থাৎ মৈত্রীভাবনা অনুশীলন করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানপ্রাপ্ত ভিক্ষুই মৈত্রীবিহারী ।

‘পসন্নো’—যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্নতা লাভ করে, বুদ্ধশাসনে প্রসাদ উৎপন্ন করে এই অর্থ । ‘পদং সন্তং’—নিবারণেরই এই নাম । এইরূপ ভিক্ষুই সমস্ত সংস্কারের উপশম করিয়া, সমস্ত কামন-বাসনার অতীত হইয়া পরম শান্ত এবং সুখকর নিবাণ উপলব্ধি করেন ।

‘সিগ্ধ ভিক্ষু ইমং নাবং’—হে ভিক্ষু, তোমার দেহরূপ নৌকা হইতে

নাবং মিচ্ছাবিতক্কোদকং ছুভেন্তো সিণ্ণ । ‘সিন্তা তে লহু-
মেস্সতী’তি যথা হি মহাসমুদ্রে উদকস্সেব ভরিতা নাবা
ছিদ্দানি পিদিহিত্বা উদকস্স সিন্ততায় সিন্তা সল্লহুকা হুত্বা
মহাসমুদ্রে অনোসীদিহিত্বা সীঘং সুপট্টনং গচ্ছতি, এবং
তবাপি অয়ং মিচ্ছাবিতক্কোদকভরিতা অন্তভাবনাবা চক্খু-
দ্বারাদিছিদ্দানি সংবরেন পিদিহিত্বা উপন্নস্স মিচ্ছাবিত-
ক্কোদকস্স সিন্ততায় সিন্তা সল্লহুকা সংসারবটে অনো-
সীদিহিত্বা সীঘং নিব্বানং গমিস্সতি । ‘ছেত্বা’তি রাগদোস-
বন্ধনানি ছিন্দ । এতানি হি ছিন্দিহিত্বা অরহত্তপত্তো
ততো অপরভাগে অনুপাদিসেসনিব্বানমেব এহিসি, গমি-
স্সসীতি অথো ।

‘পণ্ড ছিন্দে’তি হেট্ঠাঅপায়সম্পাপকানি পণ্ডোরম্ভাগিয়-
সংযোজনানি পাদে বন্ধরজ্জুং পুরিসো সথেন বিয় হেট্ঠা-
মংগতয়েন ছিন্দেয্য । ‘পণ্ড জহে’তি উপরিদেবলোক-

*

*

*

মিথ্যা বিতক’রূপ (কামচিন্তা প্রভৃতি) উদক সিঞ্জন কর । ‘সিন্তা তে
লহুমেস্সতি’—যেমন মহাসমুদ্রে উদকপূর্ণ নৌকার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করিয়া
উদক সিঞ্জন করিলে নৌকা লঘুভাব প্রাপ্ত হয় এবং নৌকা মহাসমুদ্রে ডুবিয়া
না যাইয়া শীঘ্রই সুবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তোমার মিথ্যা-
বিতক’রূপ উদকপূর্ণ দেহরূপ নৌকায় চক্ষুদ্বারা দি ছিদ্রসমূহ উত্তমরূপে বন্ধ
করিয়া উৎপন্ন মিথ্যা-বিতক’রূপ জল সিঞ্জন করিলে দেহরূপ নৌকা লঘুভাব
প্রাপ্ত হইবে, এই জীবনতরী সংসারাবতে নিমগ্ন না হইয়া শীঘ্রই নির্বাণরূপ
পোতাশ্রয় লাভ করিবে ।

‘ছেত্বা’—রাগদ্বেষের বন্ধনসমূহ ছেদন কর । এইগুলি ছিন্ন করিয়া
অহংপ্রাপ্ত হইয়া অপরভাগে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করিবে ।

‘পণ্ড ছিন্দে’—অধোদিকে অপায় (নবক) সম্প্রাপক পণ্ড নিম্নভাগীয়
সংযোজন (= বন্ধন) (সংকারদৃষ্টি, বিচিকিৎসা বা সন্দেহ, শীলব্রত,
কামরাগ ও ব্যাপাদ) মানুষকে পায়ে রজ্জুবন্ধন করিয়া যেন বাঁধিয়া রাখে,

সম্পাপকানি পণ্ডুন্ধম্ভাগিয়সংযোজনানি পদ্বিরসো গীবায
বন্ধরঞ্জকং বিয় অরহত্তমগ্গেন জহেয্য পজহেয্য, ছিন্দে-
য্যাতি অথো । ‘পণ্ড চুত্তরি ভাবষে’তি উন্ধম্ভাগিয়সং-
যোজনানং পহানথায় সন্ধাদীনি পণ্ডিন্দ্রিয়ানি উত্তরি
ভাবেষ্য । ‘পণ্ডসঙ্গতিগো’তি এবং সন্তে পণ্ডনং রাগ-
দোসমোহমানদিট্ঠিসঙ্গমং অতিক্রমেনে পণ্ডসঙ্গতিগো
ভিক্‌খ্‌ ‘ওঘতিগ্নোতি বুদ্ধতি,’ চত্তারো ওঘে তিগ্নোযে-
বাতি বুদ্ধতীতি অথো ।

‘ঝায় ভিক্‌খ্‌’তি ভিক্‌খ্‌ ঙ্গ দিন্নং ঝানানং বসেন ঝায়
চেব, কায়কম্মাদীসু চ অম্পমত্তবিহারিতায় মা পমম্ভজ ।
‘রমস্সু’তি পণ্ডবিধে চ কামগুণে তে চিত্তং মা রমস্সু ।
‘মা লোহগল্লন্তি’ সতিবোম্সঙ্গলক্‌খণেন হি পমাদেন

*

*

*

স্নোতাপত্তি, স্কৃদাগামি এবং অনাগামি এই তিনটি নিম্ন মার্গের দ্বারা ঐ
বন্ধনকে ছেদন করিতে হইবে । উদ্বর্দিকে দেবলোক সম্প্রাপক পণ্ড উদ্বর্-
ভাগীয় সংযোজন (যথা, রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা)
অহংকুমার্গের দ্বারা পরিহার করিতে হইবে, ছেদন করিতে হইবে এই অর্থ ।

‘পণ্ড চুত্তরি ভাবষে’—পণ্ড উদ্বর্ভাগীয় সংযোজন দূর করার জন্য শ্রদ্ধাদি
পণ্ডেন্দ্রিয়কে (শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা) উত্তরোত্তর অনুশীলন
এবং অনুধ্যান করিতে হইবে । ‘পণ্ড সঙ্গতিগো’—এইরূপ হইলে রাগ, দ্বেষ,
মোহ, মান এবং দৃষ্টি—এই সঙ্গ বা আসক্তিকে দূরীভূত করিয়া ভিক্‌খ্‌
‘ওঘতিগ্নোতি বুদ্ধতি’—চারি প্রকার ওঘ (যথা কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টোঘ
এবং অবিদ্যোঘ) হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে ।

‘ঝায় ভিক্‌খ্‌’—হে ভিক্‌খ্‌, তুমি শমথ ও বিপশ্যনা ধ্যানে মগ্ন হও ।
কায়কম্মাদিতে অপ্রমত্তবিহারিতার দ্বারা অপ্রমত্ত হও ।

‘রমস্সু = ভমস্সু’—পণ্ডবিধ কামগুণে (যথা, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও
স্পর্শ) চিত্তকে রমিত করিবে না । ‘মা লোহগল্লন্তি’ যে ব্যক্তি স্মৃতি

পমত্তা নিরয়ে তত্তং লোহগদলং গিলন্তি, তেন তং বদামি
'মা পমত্তো হুত্বা লোহগদলং গিলি, মা নিরয়ে ডব্হমানো
'দ্বক্খমিদ'ন্তি কন্দী'তি অথো ।

'নথি ঝান'ন্তি ঝান্দুপাদিকায় ব্যায়ামপঞ্ঞায় অপঞ্-
ঞস্স ঝানং নাম নথি । 'পঞ্ঞা নথী'তি অবায়ন্তস্স
'সমাহিতো ভিক্ষু যথাভূতং জানাতি পস্সতী'তি বদন্তল-
ক্খণা পঞ্ঞা নথি । 'যম্হি ঝানণ্ড পঞ্ঞা চা'তি
যম্হি পুঙ্গলে ইদং উভয়স্পি অথি, সো নিব্বানস্স
সন্তিকে ঠিতোয়েবাতি অথো ।

'সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্সা'তি কিস্সিণ্ডেব বিবিত্তোকাসে
কস্সট্ঠানং অবিজ্জিহ্বা কস্সট্ঠানমনসিকারেণ নিসিন্হস্স ।
'সন্তচিত্তস্সা'তি নিব্বদ'তচিত্তস্স । 'সম্মা'তি হেতুনা
কারণেন ধম্মং বিপস্সন্তস্স বিপস্সনাসংখাতা অমানুসী
রতি অট্ঠসমাপত্তিসংখাতা দিব্বাপি রতি হোতি উপ্পজ্জ-
তীতি অথো ।

*

*

*

সাধনায় রত নহে এবং প্রমাদে প্রমত্ত সে নরকে গমন করিয়া তপ্ত লৌহগোলক
গলাধঃকরণ করে । তাই আমি তাদৃশ ব্যক্তিকে বলি—“প্রমত্ত হইয়া লৌহ-
গোলক গলাধঃকরণ করিও না, নরকে দগ্ধ হইতে হইতে 'হায় দগ্ধ, হায়
দগ্ধ' বলিয়া ক্রন্দন করিও না ।”

'নথি ঝানং'—ধ্যান-উৎপাদিকা ব্যায়ামরূপ প্রজ্ঞার দ্বারা যে প্রজ্ঞাবান নহে
তাহার ধ্যানলাভ হয় না । 'পঞ্ঞা নথি'—‘সমাহিত ভিক্ষু যথাভূতকে
জানে, দেখে’ তাই যাহার ধ্যান নাই, তাহার প্রজ্ঞাও নাই । 'যম্হি ঝানং
চ পঞ্ঞা চ'—যে ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান এবং প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, সেই ব্যক্তি
নিবাণের নিকটেই দাড়াইয়া বসিতে হইবে ।

'সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স'—জনসঙ্গ পরিহার করিয়া নিজ'নস্থানে
'একাকী ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন যোগী ।' 'সন্তচিত্তস্স'—নিব্ব'তচিত্ত ব্যক্তির ।
'সম্মা'—সেই যোগী ভিক্ষু সম্যক'রূপে ধর্মের সত্যতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে
সমর্থ হইয়া বিদর্শন ধ্যান বা রূপারূপ ধ্যানজনিত অমানুষী রতি এবং অষ্ট-
সমাপত্তি নামক দিব্য রতির অধিকারী হইয়া অবস্থান করেন ।

‘যতো যতো সম্মসতী’তি অট্টতিংসায় আরম্ভণেসু কস্মং করোন্তো যেন যেনাকারেন, পদ্রেভত্তাদীসু বা কালেসু যস্মিং যস্মিং অন্তনা অভিরুচিতে কালে, অভিরুচিতে বা কস্মট্টানে কস্মং করোন্তো সম্মসতি । ‘উদয়ব্বয়’ন্তি পণ্ডনং খন্ধানং পণ্ডবীসতিয়া লক্খণেহি উদয়ং, পণ্ডবীসতিয়া এব চ লক্খণেহি বয়ং । ‘পীতিপামোজ্জ’ন্তি এবং খন্ধানং উদয়ব্বয়ং সম্মসন্তো ধম্মপীতিং ধম্মপামোজ্জণ লভতি । ‘অমত’ন্তি তং সম্পচ্চয়ে নামরূপে পাকটে হুত্বা উপট্টহন্তে উপ্পন্নং পীতিপামোজ্জং অমতনিব্বানসম্পাপকত্তা বিজানতং পিণ্ডিতানং অমতমেবাতি অথো ।

‘তত্তায়মাদি ভবতী’তি তহ অয়ং আদি, ইদং পদ্বট্টানং হোতি । ‘ইধ পঞ্‌ঞস্সা’তি ইমস্মিং সাসনে পিণ্ডতিভিক্খুনো । ইদানি ‘তং আদী’তি বদন্তং পদ্বট্টানং

•

•

•

‘যতো যতো সম্মসতি’—আটটিশ প্রকার আলম্বনে কর্ম করা কালে যে যে আকারে উদয়-ব্যয়কে জানেন অর্থাৎ ভোজনের পূর্বে বা নিজের অভিরুচিত সময়ে ‘কর্মস্থান’ কর্ম (অর্থাৎ ধ্যান) করা কালে উদয়ব্যয়কে জানেন । ‘উদয়ব্বয়ং’—পণ্ড স্কন্ধের পণ্ডবিংশতি প্রকার লক্ষণের দ্বারা উদয় (= উৎপত্তি) এবং পণ্ডবিংশতি প্রকার লক্ষণের দ্বারা ব্যয় (= লয়) ।

‘পীতিপামোজ্জং’—এই প্রকারে স্কন্ধসমূহের উদয়-ব্যয়কে জানার সময় ধর্মপীতি এবং ধর্ম প্রামোদ্য লাভ হয় । ‘অমতং’—সপ্রত্যয় নামরূপসমূহ প্রকট হইয়া উপলব্ধ হইলে যে প্রীতি-প্রামোদ্য উৎপন্ন হয় তাহা অমৃতময় নিবাণের সম্প্রাপকহেতু পিণ্ডিতগণ তাহাকে অমৃত বলিয়া জানিয়া থাকেন ।

‘তত্তায়মাদি ভবতি’—আদি কত’ব্য, পূর্বভাগে কত’ব্য । ‘ইধ পঞ্‌ঞস্স’ এই বুদ্ধশাসনে পিণ্ডিত ভিক্ষুর । এখন ‘ইহা আদি’ ইতি উক্ত পূর্বস্থান

দম্পেন্তো 'ইন্দ্রিয়গদ্বস্তী'তি আদিমাহ। চতুপারিসদ্বন্ধি-
সীলঞ্জি পদ্বট্টানং নাম। তথ 'ইন্দ্রিয়গদ্বস্তী'তি
ইন্দ্রিয়সংবরো। 'সন্তুট্টী'তি চতুপচ্চয়সন্তোসো। তেন
আজীবপারিসদ্বন্ধি চেব পচ্চয়সন্নিহিতং সীলং কথিতং।
'পাতিমোক্খে'তি পাতিমোক্খসংখ্যাতে জেট্ঠকসীলে
পরিপূরকারিতা কথিতা।

'মিত্তে ভজস্স কল্যাণে'তি বিস্সট্ঠকস্মন্তে অপতিরূপ-
সহায়ে বজ্জেন্ন সাধুজীবিতায় সদ্ধাজীবো জঙ্ঘবলং
নিহসার জীবিককম্পনায় অকুসীতে অতিন্দিতে কল্যাণমিত্তে
ভজস্স, সেবস্সতি অথো। 'পটিসংহারবৃত্ত্যস্স'তি
আমিসপটিসংহারেন চ ধম্মপটিসংহারেন চ সম্পন্নবৃত্তিতায়
পটিসংহারবৃত্তি অস্স, পটিসংহারস্স কারকা ভবেয্যাতি
অথো। 'আচারকুসলো'তি সীলম্পি আচারো, বত্তপটি-
বত্তম্পি আচারো। তথ কুসলো সিয়া, ছেকো ভবেয্যাতি

*

*

*

প্রদর্শন করিতে 'ইন্দ্রিয়গদ্বস্তি' ইত্যাদিকে আদি বলা হইয়াছে। চতুঃপারি-
শুদ্ধি শীলই এখানে 'আদি'। সেখানে ইন্দ্রিয়গদ্বস্তি হইতেছে ইন্দ্রিয়-সংযম।
'সন্তুট্ঠি'—চারি প্রত্যয়ে সন্তোষ (অর্থাৎ আহার, বাসস্থান, বস্ত্র ও ভৈষজ্য
বিষয়ে সন্তোষ)। তাই আজীবপারিশুদ্ধি এবং প্রত্যয়সংমিশ্রিতকে শীল
বলা হইয়াছে। 'পাতিমোক্খে'—প্রাতিমোক্খ নামক শ্রেষ্ঠশীলে পরিপূর্ণ-
তার কথা বলা হইয়াছে।

'মিত্তে ভজস্স কল্যাণে'—অপ্রতিরূপ সহায়দের বর্জন করিয়া সাধু-
জীবিকার দ্বারা শুদ্ধজীবী, স্বীয় দৈহিক শক্তির দ্বারা জীবিকানিবাহকারী,
আলস্য তন্দ্রাশূন্য কল্যাণমিত্তদের সাহচর্য অবলম্বন করা উচিত—এই অর্থ।

'পটিসংহারবৃত্ত্যস্স'—আমিষ-প্রতিসেবা ও ধর্ম-প্রতিসেবার দ্বারা সম্পন্ন
বৃত্তিহেতু প্রতিসেবাসীলতা থাকা উচিত, প্রতিসেবার কারক হওয়া উচিত এই
অর্থ। 'আচারকুসলো'—শীলও আচার ব্রত-প্রতিব্রতও আচার। তাহাতে

অথো । ‘ততো পামোজ্জবহুলো’তি ততো পটিসন্হার-
বদ্বিত্তো চ আচারকোসল্লতো চ উপপ্নেন ধম্মপামোজ্জেন
পামোজ্জবহুলো হুত্বা তং সকলস্সাপি বট্টদুক্ষস্স অন্তং
করিস্সতীতি অথো ।

এবং সখারা দেসিতাসু ইমাসু গাথাসু একমেকিস্সায়
গাথায় পরিষোসানে একমেকং ভিক্ষুসতং নিসিন্ধনিসিন্ধ-
ট্টানেষেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পত্না বেহাসং
অবুত্তংগত্বা সস্বেপি তে ভিক্ষু আকাসেনেব বীসযোজন-
সতিকং কস্তারং অতিক্কমিত্বা তথাগতস্স সুবল্লবল্লং সরীরং
বল্লেন্তা থোমেন্তা পাদে বন্দিংসুতি ।

সম্বহুলভিক্ষুবথু সত্তমং ।

*

*

*

কুশলী হইবে, দক্ষ হইবে এই অর্থ । ‘ততো পামোজ্জবহুলো’—সেই প্রতি-
সেবাবৃত্তি ও আচারকৌশল্যের দ্বারা উৎপন্ন ধর্মপ্রামোদ্যের দ্বারা প্রামোদ্য-
বহুল (= আনন্দবহুল) হইয়া সকল সংসার-দুঃখের অন্তঃসাধন করিবে—
এই অর্থ ।

এই প্রকারে শাস্তা কর্তৃক উপদিষ্ট এই সকল গাথার মধ্যে প্রত্যেকটি
গাথার শেষে এক এক শত ভিক্ষু উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতিসম্ভিদা সহ অহং
প্রাপ্ত হইয়া আকাশে উঠিয়া আকাশপথেই বিংশতি-শত-যোজনিক কাস্তার
অতিক্রম করিয়া তথাগতের সুবর্ণ বর্ণ শরীরের প্রশংসা ও স্তুতি গাহিতে
গাহিতে যাইয়া তথাগতের পাদবন্দনা করিলেন !

। বহুভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

গন্ধসত্যিক্‌খুবখ্ । ৮

‘বসিসকা বিয় পদ্পফানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ডসতে ভিক্‌খু আরম্ভ কথেসি ।

তে কির সথ্‌হু সন্তিকে কম্মট্‌ঠানং গহেত্বা অরএওঁএওঁ
সমগধম্মং করোস্তা পাতোব পদ্পফিতানি বসিসকপদ্পফানি
সায়ং বণ্টতো মদুচ্চন্তানি দিস্বা “পদ্পফানং বণ্টেহি মদুচ্চনতো
ময়ং পঠমতরং রাগাদীহি মদুচ্চিস্সামা’তি বায়মিংসদু ।
সথা তে ভিক্‌খু ওলোকেত্বা, ‘ভিক্‌খবে, ভিক্‌খুনা নাম
বণ্টতো মদুচ্চনপদ্পফেন বিয় দদুখতো মদুচ্চিতুং বায়মিতস্ব-
মেবা’তি বত্বা গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব আলোকং ফরিত্বা ইমং
গাথমাহ—

*

*

*

গন্ধশত ভিক্ষুর উগাখ্যান । ৮ ।

‘বসিসকা বিয় পদ্পফানি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বিহারকালে
পণ্ডশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে শ্রমণ-
ধর্ম পালন করা কালে প্রাতঃকালেই পদ্পিত বার্ষিকী (—যংই ফুল ?)
পদ্পসমুহ সন্ধ্যাকালে বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়ে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন
এবং প্রচেষ্টা চালাইলেন—‘পদ্পসমুহ বৃন্তচ্যুত হইবার পূর্বেই আমরা
রাগাদি হইতে মুক্ত হইব ।’ শাস্তা গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঐ
ভিক্ষুদের অবলোকন করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, পদ্প যেমন বৃন্তচ্যুত
হয় তদ্রূপ ভিক্ষুকেও দঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে
হইবে’—এবং (ঐ অরণ্যের দিকে) আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া এই গাথাটি
ভাষণ করিলেন—

‘বস্সিকা বিয় পদুপ্পানি, মন্দবানি পমদুগ্গতি ।

এবং রাগাৎ দোসাৎ, বিপ্পমদুগ্গেথ ভিক্ষবো’তি ॥ ৩৭৭ ॥

তথ ‘বস্সিকা’তি সন্মনা । ‘মন্দবানী’তি মিলাতানি ।
ইদং বদন্তং হোতি—যথা বস্সিকা হিয্যো পদুপ্পিতপদুপ্পানি
পদুপ্পাদিবসে পদুরাণভূতানি মদুগ্গতি, বটতো বিস্সজেজ্জতি,
এবং তুম্হেপি রাগাদয়ো দোসে বিপ্পমদুগ্গেথাতি ।

দেসনাবসানে সবেপি তে ভিক্ষু অরহন্তে
পতিট্ঠহিংসদতি ।

॥ পণ্ডসতিভিক্ষুবথু অট্ঠমং ॥

*

*

*

‘যেমন পদুপ্পিত সন্মনবৃক্ষ গ্লান পদুপ্পসমূহকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ
ভিক্ষুগণও রাগ-দোষাদি ত্যাগ করিবেন ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৩৭৭,

অর্থঃ : ‘বস্সিকা’—অর্থাৎ সন্মন পদুপ্প বৃক্ষ । ‘মন্দবানি’ যোগদলি গ্লান
হইয়া গিয়াছে । ইহা উক্ত হয়—যেমন সন্মনপদুপ্প-বৃক্ষ গতকল্য পদুপ্পিত
পদুপ্পসমূহকে পরের দিন পদুরাণ হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ বাসি হইয়া
গিয়াছে) বলিয়া সেইগদলিকে ত্যাগ করে, বৃক্ষ হইতে খসাইয়া দেয় (বৃক্ষচ্যুত
করায়) তোমরাও তদ্রূপ রাগাদি ‘দোষসমূহকে’ পরিত্যাগ কর ।

দেশনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অর্হন্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

॥ পণ্ডসতি ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সন্তকায়থেরবথু । ১

‘সন্তকায়ো’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
সন্তকায়থেরং নাম আরব্ধ কথেসি ।

তস্ম কির হত্থপাদকুঙ্কচ্চং নাম নাহোসি, কায়বিজম্ভ-
নরহিতো সন্তঅন্তভাবো অহোসি । সো কির সীহষোনিতো
আগতো থেরো । সীহা কির একদিবসং গোচরং গহেত্বা
রজতস্দুবল্লমণিপবালগদ্বহানং অঞ্ঞতরং পবিসিত্বা মনো-
সিলাতলে হরিতালচুল্লেসু সত্তাহং নিপজ্জিত্বা সত্তমে দিবসে
উট্ঠায় নিপন্নট্ঠানং ওলোকেত্বা সচে নজ্জট্ঠস্স বা
কল্লানং বা হত্থপাদানং বা চলিতত্তা মনোসিলাহরিতাল-
চুল্লানং বিম্পকিল্লতং পস্সন্তি, ‘ন তে ইদং জাতিয়া বা
গোস্তস্স বা পতিরূপ’ন্তি পদুন সত্তাহং নিরাহারা

*

*

*

সন্তকায় স্থবিরের উগাখ্যান । ১ ।

‘সন্তকায়ো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সন্তকায়
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষুর নাকি হস্তপাদ সঞ্চালনে কখনও কোন দোষ পরিলক্ষিত হইত
না (অর্থাৎ বিনয়বাহিত্ব কীছু ছিল না), তিনি ছিলেন কায়-বিজম্ভনরহিত
এবং সমস্ত কীছুতেই তাঁহার শাস্ত্যভাব দেখা যাইত । সেই স্থবির নাকি
সিংহষোনি হইতে আগমন করিয়াছেন । সিংহেরা নাকি একদিন পশু শিকার
করিয়া (আহারান্তে) রজতময়, স্দুবর্ণময়, মণিময় বা প্রবালময় গদ্বাসমূহের
মধ্যে কোন একটি গদ্বাস প্রবেশ করিয়া মনোশিলাতলে (মসৃণ প্রস্তরবেদী)
হরিতালচূর্ণের মধ্যে সপ্তাহকাল শয়ন করিয়া সপ্তম দিবসে উঠিয়া যদি দেখে যে
লাঙ্গদুল বা কণ্ঠ বা হস্তপাদ সঞ্চালনের কারণে মনোশিলার উপরে হরিতালচূর্ণ
ইতন্ততঃ ছড়াইয়াছে তাহা হইলে তাহারা মনে মনে ‘ইহা তোমার জাতি বা
গোত্রের উপযুক্ত কর্ম নহে’ ইহা বলিয়া আবার সপ্তাহকাল নিরাহারে শয়ন

নিপঞ্জন্তি, চুগ্গানং পন বিম্পকিগ্গভাবে অসতি 'ইদং তে
জাতিগোত্তানং অনুচ্ছবিক'ন্তি আসয়া নিক্খমিহা
বিজ্জম্ভিত্বা দিসা অনাবিলোকেহা তিক্খত্তুং সীহনাদং
নদিহা গোচরায় পক্কমন্তি। এবরুপায় সীহযোনিয়া
আগতো অয়ং ভিক্ষু। তস্স কায়সমাচারং দিম্বা
ভিক্ষু সথু আরোচেসুং—‘ন নো, ভন্তে, সন্তকায়থের-
সদিসো ভিক্ষু দিট্ঠপুস্বো। ইমস্স হি নিসিন্নট্ঠানে
হথলেনং বা পাদচলনং বা কায়বিজ্জম্ভিতো বা নথী'তি।
তং সুহা সথা, ‘ভিক্ষবে ভিক্ষুনা নাম সন্তকায়থেরেন
বিষ কায়াদীহি উপসন্তেনেব ভবিতস্ব'ন্তি বহা ইমং
গাথমাহ—

‘সন্তকায়ো সন্তবাচো, সন্তবা সুসমাহিতো।

বন্তলোকামিসো ভিক্ষু, উপসন্তোতি বৃচ্ছতী'তি ॥

৩৭৮ ॥

*

*

*

করে। সপ্তাহকাল পরে যদি দেখে যে হরিতালচূর্ণ বিপ্রকীর্ণ হয় নাই তখন
মনে মনে ‘ইহা তোমার জাতি-গোত্রের উপযুক্ত’ ইহা বলিয়া আবাসস্থল হইতে
বহির্গত হইয়া বিজ্জম্ভণ করিয়া চতুর্দিকে অনাবিলোকন করিয়া তিনবার
সিংহনাদ করিয়া শিকারের অবেষণে নিষ্কান্ত হয়। এইরূপ সিংহযোনি
হইতে এই ভিক্ষুর আগমন হইয়াছে। তাঁহার সর্বদা কার্যিক শাস্ত্যভাব
দেখিয়া ভিক্ষুগণ শাস্ত্যকে এই বিষয়ে জানাইলেন—‘ভন্তে, আমরা ইতিপূর্বে
সন্তকায় স্থবিরের ন্যায় কোন ভিক্ষু দেখি নাই। তাঁহার উপবেশন
স্থানে হস্তসঞ্চালন বা পাদসঞ্চালন বা কায়বিজ্জম্ভনাদি পরিলক্ষিত হয় না।’
ইহা শ্রুনিয়া শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত সন্তকায় স্থবিরের
ন্যায় কায়াদি সঞ্চালনে (অর্থাৎ চারি দ্বিষাপথে) উপশাস্ত থাকা।’ ইহা বলিয়া
তিনি এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যাঁহার কায় শাস্ত, বাক্ শাস্ত, মন শাস্ত ও সুসমাহিত হইয়াছে, যিনি
জাগতিক কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভিক্ষু উপশাস্ত বলিয়া
কথিত হয়।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৩৭৮।

তথ ‘সন্তকায়ো’তি পাণাতিপাতাদীনং অভাবেন সন্তকায়ো,
 মদুসাবাদাদীনং অভাবেন ‘সন্তবাচো,’ অভিষ্মাদীনং
 অভাবেন সন্তবা, কায়াদীনং তিগ্নম্পি স্দুট্ঠদুসমাহিতত্তা
 ‘স্দুসমাহিতো,’ চতুর্হি মণ্ণেহি লোকামিসম্ভব বন্ততায়
 ‘বন্তলোকামিসো’ ভিক্খু অভ্যন্তরে রাগাদীনং
 উপসন্ততায় ‘উপসন্তো’তি বুদ্ধতীতি অথো ।

দেশনাবসানে সো থেরো অরহত্তে পতিট্ঠহি, সম্পত্তানম্পি
 সাংখিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

॥ সন্তকায়থেরবথু নবমং ॥

*

*

*

অন্বয় : ‘সন্তকায়ো’—প্রাণী হত্যা প্রভৃতি কায়িক পাপকর্মের অভাবে
 শান্তকায়, মদুসাবাদাদির অভাবে শান্তবাক্, অভিষ্মাদির অভাবে শান্তাচিন্ত,
 কায়-বাক্-মনের স্দুট্ঠদু সমাহিত ভাবের জন্য স্দুসমাহিত, চারি মার্গে
 লোকামিষ (জাগতিক তৃষ্ণা) যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই লোকতৃষ্ণা
 ত্যাগী ভিক্ষু অভ্যন্তরে রাগাদির উপশম হেতু উপশান্ত বলিয়া কথিত হন ।

দেশনাবসানে সেই স্থবির অহঁত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত জনগণের
 নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। সন্তকায় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

নঙ্গলকুলখেরবন্ধু । ১০

‘অন্তনা চোদয়ন্তান’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে নি
বিহরন্তো নঙ্গলকুলখেরং আরম্ভ কথেসি ।

একো কির দ্গুগতমনদ্গুস্সো পরেসং ভতিং কহা জীবতি, ৫,
তং একো ভিক্খু পিলোতিকথংডনিবথং নঙ্গলং উক্খি- ১৫
পিহা গচ্ছন্তং দিম্বা এবমাহ—‘কিং পন তে এবং জীবনতো ১৭
পব্বজিতুং ন বর’ন্তি । ‘কো মং, ভন্তে, এবং জীবন্তং ১৯
পব্বাজেস্সতী’তি ? ‘সচে পব্বজিস্সতি, অহং তং ২১
পব্বাজেস্সামী’তি । ‘সাধু ভন্তে, সচে মং পব্বাজেস্সথ, ২৩
পব্বজিস্সামী’তি । অথ নং সো থেরো জেতবনং নেহা ২৫
সহথেন ন্হাপেহা মালকে ঠপেহা পব্বাজেহা নিবথ- ২৭
পিলোতিকথংডেন সদ্ধিং নঙ্গলং মালকসীমায়মেব ৩০

*

*

*

নঙ্গলকুল স্থবিরের উপাখ্যান । ১০ ।

‘অন্তনা চোদয়ন্তানং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকাল্যে
নঙ্গলকুল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন দ্গুগত মনুষ্য অন্যদের মজদুরী করিয়া জীবন ধারণ করিত তা
জনৈক ভিক্ষু জীর্ণবস্ত্র পরিহিত তাহাকে লাঙ্গল লইয়া যাইতে দেখিয়া
বলিলেন—‘তোমার এইরূপ জীবন অপেক্ষা প্রব্রজিত জীবন শ্রেয়ঃ নহে কি ?
‘ভস্তু, আমার মত দশাপ্রাপ্ত লোককে কে প্রব্রজ্যা দিবে ?’ ‘যদি তুমি প্রব্রজিত
হইতে চাও । আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা দিব ।’

‘বেশ ভস্তু, যদি আপনি আমাকে প্রব্রজিত করেন আমি প্রব্রজিত হইব
তখন স্থবির তাহাকে জেতবনে লইয়া যাইয়া স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইয়া
একটি বেণ্টনীর আড়ালে তাহাকে প্রব্রজিত করিয়া তাহার (পূর্ব পরিহিত
জীর্ণবস্ত্রখণ্ড এবং লাঙ্গল ঐ বেণ্টনী সীমাতেই একটি বৃক্ষশাখায় রাখাইয়া

রুদ্ধসাথায় ঠপাপেসি। সো উপসম্পন্নকালেপি
 ‘নঙ্গলকুলথেরো’ত্বেব পঞ্ণায়ি। সো বুদ্ধানং উপন্নলাভ-
 সঙ্কারং নিস্সায় জীবন্তো উক্কিঁঠত্ভা উক্কিঁঠতং বিনোদেতুং
 অসক্কোন্তো ‘ন দানি সদ্ধাদেয্যানি কাসায্যানি পরিদহিত্ভা
 গমিস্সামী’তি তং রুদ্ধমূলং গন্ত্ভা অন্তনাব অন্তানং
 ওবদি—‘অহিরিক, নিল্লজ্জ, ইদং নিবাসেত্ভা বিব্ভমিত্ভা
 ভতিং কত্ভা জীবিতুকামো জাতো’তি। তস্সেব অন্তানং
 ওবদন্তস্সেব চিত্তং তনুদ্ধভাবং গতং। সো নিবত্তিত্ভা পুন
 কতিপাহচ্চয়েন উক্কিঁঠত্ভা তথ্বেব অন্তানং ওবদি, পুনস্স
 চিত্তং নিবত্তি। সো ইমিনাব নীহারেন উক্কিঁঠতউক্কিঁঠত-
 কালে তথ গন্ত্ভা অন্তানং ওবদি। অথ নং ভিক্কু তথ
 অভিগ্গং গচ্ছন্তং দিম্বা, ‘আবুসো, নঙ্গলথের কস্সা
 এথ গচ্ছসী’তি পদ্বিচ্ছিৎসু। সো ‘আচারিয়স্স সন্তিকং
 গচ্ছামি, ভস্কে’তি বত্ভা কতিপাহেনেব অরহন্তং পাপদুগি।

*

*

*

দিলেন। সে উপসম্পন্ন হইলেও তাহার নাম নঙ্গলকুলথেরই রাখা হইয়াছিল।
 কিন্তু বুদ্ধগণের (বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ) উৎপন্ন লাভ-সংকার লইয়া
 জীবনধারণ তাহার বেশী দিন ভাল লাগিল না এবং নিজের উৎকণ্ঠাকে দমন
 করিতে অসমর্থ হইয়া ‘আমি এখন আর শ্রদ্ধা প্রদত্ত কাষায় বস্ত্র পরিধান
 করিয়া যাইব না’ এই চিন্তা করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে যাইয়া নিজেই নিজেকে
 উপদেশ দিল—‘নিল্লজ্জ, দুব্বিনীত, তুমি তাহা হইলে স্থির করিয়াছ যে এই
 জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া আবার পরের মজদুরী করিয়া জীবন ধারণ
 করিবে?’ সে নিজেকে নিজে এইরূপ উপদেশ দিলে তাহার চিন্তে পরিবর্তন
 আসিল। সে আবার ভিক্ষুনিবাসে ফিরিয়া গেল। কিছুদিন পরে সে
 আবার উৎকণ্ঠিত হইল এবং অনুরূপভাবে নিজেকে নিজে উপদেশ দিল এবং
 তাহার চিন্তা পরিবর্তিত হইল। এইভাবে সে বারবার উৎকণ্ঠিত হইয়া ঐ
 স্থানে যাইয়া নিজেকে নিজে উপদেশ দিত। তখন ভিক্ষুগণ বারবার তাহাকে
 ঐ বৃক্ষমূলে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবুসো নঙ্গলথের, তুমি
 বারবার ঐ স্থানে যাও কেন?’ সে বলিত—‘ভস্কে, আমি আমার আচার্যের
 নিকট যাই।’ কিছু দিনের মধ্যেই সে অহং লাভ করিল।

ভিক্ষু তেন সন্ধিং কেলিং করোন্তা আহংসু—‘আবুসো নঙ্গলথের, তব বিচরণমগ্গো অবলঞ্জো বিষ জাতো, আচারিয়স্স সন্তিকং ন গচ্ছসি মএৎঞে’তি । ‘আম, ভন্তে, ময়ং সংসপ্পে সতি অগমিম্‌হা, ইদানি পন সো সংসপ্পো ছিন্নো, তেন ন গচ্ছামা’তি । তং সদুত্তা ভিক্ষু ‘এস অভূতং বহু অএৎঞং ব্যাকরোতী’তি সখু তমথং আরোচেসুং । সখা ‘আম ভিক্ষবে, মম পুত্তো অন্তনাব অন্তানং চোদেত্তা পব্বজিতকিচ্চস্স মথকং পত্তো’তি বহু ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘অন্তনা চোদয়ন্তানং, পটিমংসেথ অন্তনা ।

সো অন্তগুত্তো সতিমা, সুখং ভিক্ষু বিহাহিসি ॥

‘অন্তা হি অন্তনো নাথো, কো হি নাথো পরো সিয়া ।

অন্তা হি অন্তনো গতি, তস্মা সংযমমন্তানং,

অস্সং ভদ্রংব বাণিজ্জো’তি ॥

৩৭৯—৩৮০ ॥

*

*

*

ভিক্ষুগণ একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিলেন—‘আবুসো, তোমার যাতায়াতের পথে আর ত কোন পদাচরু দেখিতেছি না । মনে হয় তুমি আর তোমার আচার্যের নিকট যাও না ।’

‘হ্যাঁ ভন্তে, যতদিন সংসর্গ ছিল ততদিন গিয়াছি, এখন সংসর্গ ছিন্ন হইয়াছে তাই যাই না ।’ ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ ‘এই ভিক্ষু যাহা সত্য নহে তাহা ভাষণ করিয়া মিথ্যা বলিতেছে’ মনে করিয়া শাস্তাকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তা বলিলেন—

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র নিজেই নিজেকে উপদেশ দিয়া প্রব্রজিত-কৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে ।’ এবং ধর্মদেশনা করিতে করিতে এই দুইটী গাথা ভাষণ করিলেন—

‘নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর । হে ভিক্ষু, যিনি আত্মগুপ্তিপরায়েণ ও স্মৃতিমান্‌ তিনি সুখে বিহার করেন ।

‘নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয় । সুতরাং বণিকের ভদ্র অশ্বের ন্যায় নিজেকে সংযত করিবে ।’ —ধম্মপদ, স্কো ৩৭৯—৩৮০.

তথ ‘চোদয়ন্তান’ন্তি অন্তনাব অন্তানং চোদয় সারথ ।
 ‘পটিমংসেথা’তি অন্তনাব অন্তানং পরিবীমংসথ । ‘সো’তি
 সো ঙ্খং ভিক্খু, এবং সন্তে অন্তনাব গদুত্ততায় অন্তগদুত্তো,
 উপট্ঠিতসতিতায় ‘সতিমা’ হুত্ত্বা সৰ্ব্বিরিয়্যাপথেসু সুখং
 বিহরিস্সসীতি অথো । ‘নাথো’তি অবস্সয়ো পতিট্ঠা ।
 ‘কো হি নাথো পরো’তি যস্মা পরস্স অন্তভাবে পতিট্ঠায়
 কুসলং বা কত্ত্বা সঙ্গপরায়ণেন মগ্গং বা ভাবেত্ত্বা সচ্ছিকত-
 ফলেন ভবিতুং ন সন্ধা, তস্মা কো হি নাম পরো নাথো
 ভবেয়্যাতি অথো । ‘তস্মা’তি যস্মা অন্তাব অন্তনো
 গতি পতিট্ঠা সরণং তস্মা যথা ভদ্রং অস্সাজানীয়ং
 নিস্সায় লাভং পথযন্তো বাণিজো তস্স বিসমট্ঠানচারং
 পচ্ছিন্দিত্বা দিবসস্স তিক্খত্তুং নহাপেত্তো ভোজেত্তো
 সংঘমেতি পটিজ্জগতি, এবং ত্বম্পি অনদুপপন্নস্স অকুসলস্স
 উপ্পাদং নিবারেত্তো সতিসম্মোসেন উপ্পন্নং অকুসলং

*

*

*

অর্থ : ‘চোদয়ন্তানং’—নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, স্মরণ করাও ।
 ‘পটিমংসেথ’—নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর । ‘সো’ সে তুমি, ভিক্ষু, এই
 ভাবে আত্মগদুপ্তির ফলে ‘অন্তগদুত্তো’, স্মৃতির জাগরুকের জন্য ‘সতিমা’
 হইয়া সমস্ত ঈর্ষাপথে সুখে বিহার কর ।

‘নাথো’—আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা । ‘কো হি নাথো পরো’ স্বয়ং চেষ্টা না
 করিয়া পরনির্ভরশীল হইলে এবং পরের দ্বারা স্বর্গপরায়েণের মার্গ ভাবনা
 করিলে স্বয়ং ফল-সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে, অতএব, অন্য কেহ নিজের নাথ
 হইতে পারে না । ‘তস্মা’—যেহেতু নিজের নিজেই গতি বা প্রতিষ্ঠা বা
 আশ্রয়, তাই ভদ্র অশ্বের দ্বারা লাভ প্রার্থনাকারী বণিক্ তাহার বিষমস্থান-
 চারিতাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলে তিনবার ঐ অশ্বকে স্নান করাইয়া, ভোজন
 করাইয়া সংযত করে, তাহার পরিচর্যা করে, তদুপ তুমিও অনদুপন্ন অকুসল
 বা পাপের উৎপত্তি নিবারণ করতঃ স্মৃতিবিহীনতা পরিহার করিয়া উৎপন্ন

পজ্জহন্তো অত্তানং সংঘম গোপয়, এবং সন্তে পঠমম্মানং
আদিং কত্তা লোকিয়লোকুত্তরবিসেসং অধিগমিস্সসীতি
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুতি ।

॥ নঙ্গলকুলথেরবথু দসমং ॥

*

*

*

অকুশলকে পরিত্যাগ করিবে এবং এইভাবে নিজেকে সংযত ও গুপ্ত করিবে ।
এইভাবে আত্মসংযমের দ্বারা প্রথম ধ্যানাদি লৌকিক ও লোকোত্তর জ্ঞানের
অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করিবে ।’

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ নঙ্গলকুল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

বক্সিখেরবখু । ১১

‘পামোজ্জবহুলো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদ্বনে
বিহরন্তো বক্সিখেরং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির্য্যস্মা সাবখিয়ং ব্রাহ্মণকুলে নিম্বত্তিত্বা বয়ম্পদন্তো
পিণ্ডায় পবিট্ঠং তথাগতং দিম্বা সথু সন্নীরসম্পত্তিং
ওলোকেত্বা সন্নীরসম্পত্তিদস্সনেন অতিত্তো ‘এবাহং
নিচ্চকালং তথাগতং দট্ঠং লভিস্সামী’তি সথু সন্তিকে
পব্বজিত্বা যথ ঠিতেন সন্না দসবলং পস্সিতুং, তথ ঠিতো
সন্নাযকস্মট্ঠানমনসিকারাদীনি পহায় সথারং ওলো-
কেন্তোব বিচরতি, সথা তস্স ঞ্জাণপরিপাকং আগমেন্তো
কিণ্ণ অবজ্জা ‘ইদানিস্স ঞ্জাণং পরিপাকং গত’ন্তি

*

*

*

বক্সি স্থবিরের উপাখ্যান । ১১ ।

‘পামোজ্জবহুলো’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থানকালে
বক্সি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই আয়ুজ্ঞান শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে পিণ্ডাচরণের জন্য প্রবিষ্ট তথাগতকে দেখিয়া শাস্তার দৈহিক
সৌন্দর্য অবলোকন করিতে করিতে অতৃপ্ত হইয়া ‘আমি নিত্যই তথাগতকে
দেখিতে সমর্থ হইব’ চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট প্ররজিত হইলেন
এবং যে স্থানে অবস্থান করিলে দশবল বুদ্ধকে দেখিতে সমর্থ হইবেন তদ্রূপ
স্থানে অবস্থান করিয়া স্বাধ্যায়-কর্মস্থান-মনস্কারাদি ত্যাগ করিয়া শাস্তাকে
দেখিয়া দেখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । শাস্তা বক্সির জ্ঞান পরিপক্ক
না হওয়া অর্থাৎ তাহাকে কিছু বলিলেন না । জ্ঞান পরিপক্ক হইলে
‘এখন তাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে’ জানিয়া বক্সিকে এইভাবে উপদেশ
দিলেন—

এত্না ‘কিং তে, বক্কলি, ইমিনা পুতিকায়েন দিট্টেন,
 যো থো, বক্কলি, ধম্মং পস্সতি, সো মং পস্সতি । যো
 মং পস্সতি, সো ধম্মং পস্সতী’তি বহ্বা ওবাদি ।
 সো এবং ওবাদিতোপি সথু দস্সনং পহায় নেব অএঃঞথ
 গন্তুং সঙ্কোতি । অথ নং সথা ‘নায়ং ভিক্ষু সংবেগং
 অলভিত্বা বুদ্ধিষ্সতী’তি উপকট্টায় বস্সপনায়িকায়
 রাজগহং গন্ত্বা বস্সপনায়িকদিবসে ‘অপেহি, বক্কলি,
 অপেহি, বক্কলী’তি পণামেসি । সো ‘ন মং সথা
 আলপতী’তি তেমাংসং সথু সস্মুথে ঠাতুং অসঙ্কোন্তো
 ‘কিং মস্হং জীবিতেন, পব্বতা অন্তানং পাতেস্সামী’তি
 গিগ্বকট্টং অভিরূহি ।

সথা তস্স কিলমনভাবং এত্না ‘অয়ং ভিক্ষু মম সন্তিকা
 অস্সাসং অলভন্তো মঙ্গফলানং উপনিস্সয়ং নাসেয্যা’তি

*

*

*

‘হে বক্কলি, আমার এই পুতিকায় দেখিয়া তোমার কি লাভ হইবে ?
 হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে (অর্থাৎ জানে) সে আমাকে দেখে । যে আমাকে
 দেখে সে ধর্মকে দেখে’ (সংযুক্তনিকায়, ২।৩।৮৭) । তিনি এইভাবে উপদিষ্ট
 হইলেও শাস্তার দর্শন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন না । তখন
 শাস্তা ‘সংবেগ উৎপন্ন না হইলে এই ভিক্ষু কিছুই বদ্বিবে না ।’—চিন্তা
 করিয়া বর্ষাবাস সন্নিকট হইলে রাজগৃহে যাইয়া বর্ষাবাস প্রারম্ভের দিন
 ‘বক্কলি, তুমি ফিরিয়া যাও, বক্কলি, তুমি ফিরিয়া যাও’ বলিয়া বক্কলিকে
 বিদায় দিলেন । বক্কলিও ‘শাস্তা আমার সহিত কথা বলিবেন না’ চিন্তা
 করিয়া বর্ষাবাসের তিন মাস শাস্তার সস্মুথে থাকিতে না পারিলে ‘আমার
 বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ।’ পাহাড়ে উঠিয়া লক্ষ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা
 করিব’ ভাবিয়া গৃধ্রকট পর্বতে আরোহণ করিলেন ।

শাস্তা সংসার সম্বন্ধে তাহার বীতরাগ ভাব জানিয়া—‘এই ভিক্ষু আমার
 নিকট হইতে আশ্বাসবাণী না পাইলে তাহার মার্গফল লাভের উপনিশ্রয়

অন্তানং দস্বেস্তুং ওভাসং ম্‌দুণ্ডি । অথস্স সথ্‌দু দিট্‌ঠ-
কালতো পট্‌ঠায় তাবমহন্তোপি সোকে পহীয়ি । সথা
স্‌দুখ্‌তলাকং ওঘেন প্‌দুরেস্তো বিয় থেরস্স বলবপীতি-
পামোজ্জং উম্পাদেতুং ইমং গাথমাহ—

‘পামোজ্জবহুলো ভিক্‌খু পসন্‌নো বুদ্ধসাসনে ।

অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সন্ত্‌থারুপসমং স্‌দুখ্‌ন্তি ॥ ২৮১ ॥

তস্সথো—পকতিযাপি পামোজ্জবহুলো ভিক্‌খু বুদ্ধ-
সাসনে পসাদং রোচেতি, সো এবং পসন্‌নো বুদ্ধসাসনে
সন্তং পদং সন্ত্‌থারুপসমং স্‌দুখ্‌ন্তি লঙ্কনামং নিব্বানং
অধিগচ্ছেয্যাতি । ইমং পন গাথং বজ্জা সথা বক্কলিথেরস্স
হথং পসারেজ্জা—

‘এহি বক্কলি মা ভায়ি, ওলোকেহি তথাগতং ।

অহং তং উদ্ধারিস্সামি, পঞ্চে সন্নংব কুঞ্জরং ॥

বিনষ্ট হইবে’ চিন্তা করিয়া নিজেকে প্রদর্শন করিতে দেহ হইতে অবভাস
মোচন করিলেন । শাস্ত্রাকে দেখা মাত্রই তাঁহার মহাশোক অপনীত হইল।
শাস্ত্রা শব্দক তড়াগকে জলের দ্বারা পরিপূর্ণ করার ন্যায় বক্কলি স্থবিরের
মধ্যে বলবতী প্রীতি ও প্রামোদ্য উৎপাদন করিবার জন্য এই গাথাটী ভাষণ
করিলেন—

“যে ভিক্কু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও আনন্দবহুল, তিনি সংস্কার-উপশম-রূপ
স্‌দুখময় শাস্ত্রপদ (—নিবাণ) অধিগত হন ।” —খম্মপদ, শ্লোক ৩৮১ ।

অর্থঃ—স্বাভাবিকভাবে প্রামোদ্যবহুল ভিক্কু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হন ।
তিনি এই প্রকারে প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধশাসনে শাস্ত্রপদ সংস্কার-উপশমরূপ
নিবাণ নামক পরমসুখ অধিগত হইয়া থাকেন । এই গাথা বলিয়া শাস্ত্রা বক্কলি
স্থবিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া এই তিনটি গাথা ভাষণ করিলেন—

“হে বক্কলি, আইস, ভয় করিও না । তথাগতকে অবলোকন কর । পঞ্চে
নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় আমি তোমাকে উদ্ধার করিব ।”

‘এহি বক্কলি মা ভায়ি, ওলোকেহি তথাগতং ।

অহং তং মোচয়িস্সামি, রাহুঙ্গহংব স্দুরিয়ং ॥

‘এহি বক্কলি মা ভায়ি, ওলোকেহি তথাগতং ।

অহং তং মোচয়িস্সামি, রাহুঙ্গহংব চন্দিম’ন্তি ॥

ইমা গাথা অভাসি । সো ‘দসবলো মে দিট্ঠো, এহীতি চ অব্হানম্পি লঙ্ক’ন্তি বলবপীতিং উৎপাদেহ্বা ‘কুতো ন্দু থো গন্তস্ব’ন্তি গমনমগ্গং অপসসন্তো দসবলস্স সম্মুথে আকাসে উৎপতিহ্বা পঠমপাদে পব্বতে ঠিতেষেব সথারা বুদ্ধগাথা আবজ্জেন্তো আকাসেযেব পীতিং বিক্খম্ভেহ্বা সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পহ্বা তথাগতং বন্দমানোব ওতরিহ্বা সথদ্ সন্তিকে অট্ঠাসি । অথ নং সথা অপরভাগে সন্ধাধিমুত্তানং অগ্গট্ঠানে ঠপেসীতি ।

বক্কলিথেরবথদ্ একাদসমং ।

•

•

•

“হে বক্কলি, আইস, ভয় পাইও না । তথাগতকে অবলোকন কর । রাহুগ্গস্ত সূর্ষের ন্যায় আমি তোমাকে মূক্ত করিব ।”

“হে বক্কলি, আইস, ভয় পাইও না । তথাগতকে অবলোকন কর । রাহুগ্গস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমি তোমাকে মূক্ত করিব ।”

বক্কলি “দশবল বুদ্ধ মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছেন । তিনি আমাকে ‘এস’ বলিয়া আহ্বানও করিয়াছেন”—ভাবিয়া মনে বলবতী প্রীতি উৎপাদন করিয়া ‘কোন দিকে যাইব’ চিন্তা করিয়া গমনমার্গ না দেখিয়া দশবলের সম্মুখে আকাশে উঠিয়া পর্বতে স্থিতাবস্থাতে শাস্তাকর্তৃক উদ্গীত শ্রুতগাথাটী মনে মনে আওড়াইয়া আকাশেই প্রীতিকে দমিত করিয়া প্রতিসম্ভিদা সহ অহং প্রাপ্ত হইয়া তথাগতকে বন্দনা করিতে করিতে শূন্য হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন । পরবর্তীকালে শাস্তা তাঁহাকে শ্রদ্ধাধিমুত্তগণের মধ্যে অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।

॥ বক্কলি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সুমনসামণেরবখু । ১২

‘যো হবে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা পদ্বারামে বিহরন্তো
সুমনসামণেরং আরম্ভ কথেসি । তত্রায়ং অনুপদ্বাবী
কথা—

পদমুত্তরবুদ্ধকালস্মিণ্ণহি একো কুলপুত্তো সথারা
চতুপরিসমত্তো একং ভিক্ষুং দিব্বচক্খুকানং অগ্গট্ঠানে
ঠপেত্তং দিষ্ট্বা তং সম্পত্তিং পথয়মানো সথারং নিমন্তেত্বা
সত্তাহং বুদ্ধপমুখস্স ভিক্ষুসত্তস্স মহাদানং দত্বা, ‘ভন্তে,
অহম্পি অনাগতে একস্স বুদ্ধস্স সাসনে দিব্বচক্খুকানং
অগ্গো ভবেয়্য’ন্তি পথনং ঠপেসি । সথা কম্পসত্তসহস্সং
ওলোকেন্তো তস্স পথনায় সমিচ্ছনভাবং বিদিত্বা ‘ইতো
কম্পসত্তসহস্সমথকে গোতমবুদ্ধসাসনে দিব্বচক্খুকানং

সুমন স্রামণেরের উপাখ্যান । ১২ ।

‘যো হবে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পদ্বারামে সুমন স্রামণেরকে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

পদমুত্তর বুদ্ধের সময়ে জনৈক কুলপুত্র শাস্তা কর্তৃক চারি পরিষদের
মধ্যে এক ভিক্ষুকে দিব্যচক্ষুসম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপিত করিতে দেখিয়া
সেই সম্পত্তি (অর্থাৎ দিব্যচক্ষুসম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থান) লাভ করিতে ইচ্ছা
করিয়া শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসত্তকে
মহাদান দিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—

‘ভন্তে, আমিও যেন ভবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের শাসনে দিব্যচক্ষুসম্পন্নদের
মধ্যে অগ্রস্থান লাভ করিতে পারি ।’ শাস্তা শতসহস্র কল্প অবলোকন করিয়া
তাহার প্রার্থনায় পূর্ণতালাভের কথা জানিয়া বলিলেন—

‘এখন হইতে শতসহস্র কল্পের পরে গোতম বুদ্ধের শাসনে ইনি দিব্যচক্ষু-
সম্পন্নদের মধ্যে অগ্রস্থানলাভী অনুরুদ্ধ নামে পরিচিত হইবেন ।’

অণ্ণো অনুরুদ্ধো নাম ভবিষ্যসী'তি ব্যাকাসি । সো তং
ব্যাকরণং সদ্ভা স্বে পত্ত্বং বিয় তং সম্পত্তিং মএ'এম্মানো
পরিণিব্বদতে । সখরি ভিক্ষু দিব্বচক্খুপরিবস্মং
পদচ্ছিত্তা সত্তযোজনিকং কণ্ঠনথুপং পরিবুখিপিত্তা
অনেকানি দীপবু'খসহস্সানি কারেত্বা দীপপূজং কত্ত্বা
ততো চুত্তো দেবলোকে নিব্বত্তিত্ত্বা দেবমনুস্সেসদু কম্পসত-
সহস্সানি সংসরিত্বা ইম্মস্মিং কম্পে বারাগসিয়ং দলিদ্দকুলে
নিব্বত্তো সদ্মনসেট্ঠি'ং নিস্সায় তস্স তিণহারকো হুত্বা
জীবিকং কম্পেসি । 'অন্নভারো' তিস্স নামং অহোসি ।
সদ্মনসেট্ঠী'পি তিস্মিং নগরে নিচ্চকালং মহাদানং
দেতি ।

অথেকদিবসং উপরিট্ঠো নাম পচ্চেকবুদ্ধো গম্মমাদনে
নিরোধসমাপত্তিতো বুট্ঠায় 'কস্স নু থো অজ্জ
অনুগ্গহং করিস্সামী'তি চিন্তেত্বা 'অজ্জ ময়া অন্নভারস্স

*

*

*

তিনি বুদ্ধের সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মনে করিতেন যেন আগামীকলাই
তিনি সেই অগ্রস্থান লাভ করিবেন । শাস্তা পরিণিব্বাণপ্রাপ্ত হইলে তিনি
ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন—দিব্যচক্ষু লাভের উপায় কি ? তিনি
(ভিক্ষুদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া) শাস্তার সপ্তযোজনিক কাণ্ডনস্তূপের
চতুর্দিকে অনেক সহস্র প্রদীপবৃক্ষ নির্মাণ করিয়া প্রদীপপূজা করিয়া (মৃত্যুর
পর) সেখান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন । তারপর
একবার দেবলোক একবার মনুষ্যলোক এইভাবে শতসহস্র কল্প সংসরণ
করিয়া (সংসারাবর্তে ঘুরিয়া) এই কল্পে বারাগসীতে এক দরিদ্রকুলে
জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি সদ্মন শ্রেষ্ঠের তৃণহারক হইয়া জীবিকা নির্বাহ
করিতেন । তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অন্নভার' । সদ্মন শ্রেষ্ঠও সেই নগরে
নিত্যকাল মহাদান দিতেন ।

অনন্তর একদিন উপরিট্ঠ নামক প্রত্যেকবুদ্ধ গম্মমাদনপর্বতে নিরোধ-
সমাপত্তি হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—'অদ্য আমি কাহাকে অনুগ্গহীত

অনুগ্ৰহং কাতুং বট্টিতি, ইদানি চ সো অট্টিবতো তিণং
 আদায় গেহং আগমিস্সতী'তি এত্বা পত্তচীবরমাদায়
 ইক্কিয়া গন্ড্বা অন্নভারস্স সম্মুখে পচ্ছদট্ঠাসি। অন্নভারো
 তং তুচ্ছপত্তহৎং দিস্স্বা 'অপি, ভন্তে, ভিক্খং লভিত্বা'তি
 পদ্বিচ্ছ্বা 'লভিস্সাম মহাপদ্বা'তি বদ্বন্তে 'তেন হি.
 ভন্তে, থোকং আগমেত্বা'তি তিণকাজং ছুদ্ভেত্বা বেগেন
 গেহং গন্ড্বা, 'ভদ্দে, ময়্হং ঠপিতভাগভত্তং অথি, নথী'তি
 ভরিয়ং পদ্বিচ্ছ্বা 'অথি' সামী'তি বদ্বন্তে বেগেন পচ্চাগন্ড্বা
 পচ্চেকবদ্বক্সস পত্তং আদায় 'ময়্হং দাতুকামতায় সতি
 দেয্যধম্মো ন হোতি, দেয্যধম্মে সতি পটিগ্গাহকং ন
 লভামি। অজ্জ পন মে পটিগ্গাহকো চ দিট্ঠো, দেয্য-
 ধম্মো চ অথি, লাভা বত মে'তি গেহং গন্ড্বা ভত্তং

*

*

*

করিব ?' এবং 'অদ্য অন্নভার আমার দ্বারা অনুগ্ৰহীত হইবে। এখন সে
 অরণ্য হইতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া গৃহে আসিবে' ইহা জানিয়া পাত্তচীবর লইয়া
 ঋদ্ধিপ্রভাবে যাইয়া অন্নভারের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অন্নভার তাঁহার
 হাতে শূন্য পাত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভন্তে, নিশ্চয়ই ভিক্ষা লাভ করেন নাই !'

'হে মহাপদ্ব্যবান্, নিশ্চয়ই লাভ করিব।'

'ভন্তে, তাহা হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন'—এই কথা বলিয়া অন্নভার
 তৃণের বাঁক দূরে ছাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত গৃহে যাইয়া ভাষাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—'ভদ্দে, আমার জন্য ভাত আছে কি নাই ?' 'আছে, প্রভু'।
 ইহা শুনিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া প্রত্যেকবদ্বকের হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া
 ভাবিলেন—'আমাদের যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন দান করার মত
 কিছুই থাকে না ; আর যখন দান করার মত কিছু থাকে তখন দানের
 প্রতিগ্রাহক (= গ্রহীতা) লাভ করি না। অদ্য আমি প্রতিগ্রাহক পাইয়াছি,
 দিবার মতও কিছু আছে, আমি কি ভাগ্যবান্ !' এই চিন্তা করিয়া গৃহে

পত্তে পক্খিপাপেত্তা পচ্চাহরিত্তা পচ্ছেকবুদ্ধস্স হত্তে
পতিট্টপেত্তা—

‘ইমিনা পন দানেন, মা মে দালিন্দিয়ং অহু ।

নথীতি বচনং নাম, মা অহোসি ভবাভবে’ ।

ভন্তে এবরুপা দত্তজীবিতা মদুচ্ছেয্যং, নথীতি পদমেব চ
সুণেয্য’ন্তি পথনং ঠপেসি । পচ্ছেকবুদ্ধো ‘এবং হোতু
মহাপদুণ্ডো’তি বহা অনুমোদনং বহা পক্কামি ।

সুমনসেট্ঠিনোপি ছন্তে অধিবথা দেবতা ‘অহো দানং
পরমদানং, উপরিট্ঠে সুপতিট্ঠিত’ন্তি বহা তিক্খত্তুং
সাধুকারমদাসি । অথ নং সেট্ঠি ‘কিং যং এত্তকং কালং
দানং দদমানং ন পস্সসী’তি আহ । ‘নাহং তব দানং
আরব্ভ সাধুকারং দেমি, অন্নভারেন পন উপরিট্ঠস্স
দিন্দিপিন্দপাতে পসীদিহা ময়া এস সাধুকারো

*

*

*

যাইয়া সমস্ত ভাত ভিক্ষাপাত্রে ভরিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের
হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—

“এই দানের প্রভাবে আমার যেন আর দারিদ্র্য না থাকে । জন্ম-জন্মান্তরে
‘নাই’ এই কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয় । ভস্তু, আমি এইরূপ দুঃখময়
জীবন হইতে মুক্তি চাই । ‘নাই’ এই কথা যেন শুনিতে না হয় ।”
প্রত্যেকবুদ্ধ ‘হে মহাপদুণ্ডাবান্, তাহাই হউক’ বলিয়া অনুমোদন করিয়া
প্রস্থান করিলেন ।

এদিকে সুমন শ্রেষ্টির প্রাসাদের ছাদে বসবাসকারী দেবতা এই বলিয়া
তিনবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন—“অহো (প্রত্যেকবুদ্ধ) উপরিট্ঠকে
মহাদান প্রদান করা হইল ।” তখন শ্রেষ্টি দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘আমি যে এতকাল দান দিয়া আসিতেছি আপনি কি তাহা দেখেন নাই ?’

‘আমি আপনার দানের জন্য সাধুবাদ প্রদান করি নাই । অন্নভার যে
উপরিট্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে পিন্দপাত প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত
হইয়া আমি সাধুবাদ দিয়াছি ।’ তখন শ্রেষ্টি চিন্তা করিলেন—

পবিত্রিতো'তি । সো 'অচ্ছরিয়ং বত, ভো, অহং এত্তকং
কালং দানং দদন্তো দেবতং সাধুকারং দাপেতুং নাসক্খিং,
অন্নভারো মং নিস্সায় জীবন্তো একপি'ডপাতেনেব
সাধুকারং দাপেসি, তস্স দানে অনুচ্ছবিকং কহ্মা তং
পি'ডপাতং মম সন্তকং করিস্সামী'তি চিন্তেত্বা তং পক্কো-
সাপেত্বা 'অজ্জ তয়া কস্সচি কিণ্ঠ দিন'ন্তি পদুচ্ছি ।
'আম, সামি, উপরিট্টপচ্ছেকবুদ্ধস্স মে অজ্জ ভাগভত্তং
দিন'ন্তি । 'হন্দ, ভো, কহাপণং গহেত্বা এতং ময়'হং
পি'ডপাতং দেহী'তি ? 'ন দেমি, সামী'তি । সো যাব
সহস্সং বড়্ঠেসি, ইতরো সহস্সেনাপি নাদাসি । অথ
নং 'হোতু, ভো, যদি পি'ডপাতং ন দেসি, সহস্সং গহেত্বা
পত্তিং মে দেহী'তি আহ । সো 'অয্যেন সন্ধিং মন্তেত্বা
জানিস্সামী'তি বেগেন পচ্ছেকবুদ্ধং সম্পাপদুণিত্বা, 'ভন্তে

*

*

*

'কি আশ্চর্য হে, আমি এতকাল দান দিয়াও দেবতার সাধুবাদ লাভ করি
নাই, অন্নভার আমার দ্বারা জীবিকা নিবাহ করে, যে একটিমাত্র পি'ডপাত
দিয়া দেবতার সাধুবাদ লাভ করিল ! আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ
পি'ডপাত আমার নামে করিব'—ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অন্নভারকে
ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি অদ্য কাহাকেও কিছ্র দান দিয়াছ ?'

'হ্যাঁ প্রভু, উপরিট্ট প্রত্যেকবুদ্ধকে আমি আমার ভাগের অন্ন দান
করিয়াছি ।'

'ওহে, এই কাষাপণ লইয়া ঐ পি'ডপাত আমার নামে কর ।'

'না প্রভু, পারিবনা ।'

শ্রেষ্ঠ এক সহস্র মদ্রা প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সহস্রের বিনিময়েও
অন্নভার দিতে ইচ্ছুক হইলেন না ।' তখন শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—'ঠিক
আছে, যদি পি'ডপাত না দাও, সহস্র মদ্রার বিনিময়ে তোমার পুণ্যের অংশ
আমাকে দাও ।' অন্নভার 'আম' উপরিট্টের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিব'
বলিয়া দ্রুত ঘাইয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, সুমন

সন্মমসেট্ঠি, সহস্সং দত্তা তুম্হাকং পিণ্ডপাতে পত্তিঃ
যাচতি, কিং করোমীতি পদ্বিচ্ছ ।

অথস্স সো উপম্ম আহরি সৈয্যথাপি, পিণ্ডিত, কুলসতিকে
গামে ঐকস্মিংঘে দীপং জালেয্য, সেসা অন্তনো তেলেন
বট্টিং তেমেস্সা জালাপেস্সা গণ্হেয্যুং, পদ্বিমপদীপস্স পভা
অথীতি বত্তব্বা নথীতি । ‘অতিরেকতরা, ভস্সে, পভা
হোতীতি । ‘এবমেবং পিণ্ডিত উল্লঙ্কযাগদ্ব বা হোতু,
কটচ্ছদ্ভিক্খা বা, অন্তনো পিণ্ডপাতে পরেসং পত্তিঃ
দেস্সস্স যত্তকানং দেতি, তত্তকং বড্ঢতি । স্বপ্পহি
একমেব পিণ্ডপাতং অদাসি, সেট্ঠিস্স পন পত্তিয়া দিন্নায়
সে পিণ্ডপাতা হোন্তি একো তব, একো তস্সাতি ।

সো ‘সাধু, ভন্তেতি তং অভিবাদেস্সা সেট্ঠিস্স সন্তিকং
গম্মা ‘গণ্হ, সামি, পত্তিন্তি আহ । ‘তেন হি ইমে

*

*

*

শ্রেষ্ঠি এক সহস্র মদ্রার বিনিময়ে আপনাকে আমি যে পিণ্ডপাত দিয়াছি
তাহার পদ্য্যাংশ চাহিতেছেন, কি করিব ?’

প্রত্যেকবুদ্ধ স্মিত হাসিয়া একটি উপমা প্রদান করিলেন—‘হে পিণ্ডিত,
যেমন ধরুন একটি গ্রামে একশত পরিবার আছে, তন্মধ্যে একটি গৃহে প্রদীপ
জ্বালান হইল, অন্যান্য পরিবার নিজেদের তৈলের দ্বারা সলিতা তৈলসিক্ত
করিয়া উক্ত প্রদীপ হইতে নিজেদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইল । পরবর্তী
প্রদীপসমূহের প্রভাকে প্রথম প্রদীপের প্রভা বলা যাইবে কি ?’

‘ভস্তু, বলা যাইতে পারে যে প্রথম প্রদীপের প্রভাই বহুগুণে বর্ধিত
হইয়াছে ।’ ‘ঠিক তদ্রূপ, হে পিণ্ডিত, এক হাতা পূর্ণ যাগদ্ব হউক বা এক
চামচ ভিক্ষা হউক, নিজের পিণ্ডপাতের পদ্য্যাংশ অন্যদের দিলে, যতই দিবেন
ততই বাড়িবে । আপনি একটি পিণ্ডপাত দিয়াছেন, শ্রেষ্ঠিকে ইহার পদ্য্যাংশ
দিলে দুইটি পিণ্ডপাত হইবে—একটি আপনার, একটি শ্রেষ্ঠির ।’

অন্যভার ‘সাধু ভস্তু’ বলিয়া (প্রত্যেকবুদ্ধকে) অভিবাদন করিয়া শ্রেষ্ঠির
নিকট যাইয়া বলিলেন—‘প্রভু, আমার পদ্য্যাংশ গ্রহণ করুন ।’ ‘তাহা হইলে
তুমি এই কাষাপগসমূহ গ্রহণ কর ।’

কহাপণে গণ্হা^৩তি । ‘নাহং পি^৩ডপাতং বিক্রিণামি, সদ্ধায়
তে পত্তি^৩ং দম্মী^৩তি । ‘ত্বং সদ্ধায় দেসি, অহম্পি । তব
গুণে পুজ্জেমি, গণ্হ, তাত, ইতো পট্ঠায় চ পন মা সহথা
কম্মমকাসি, বী^৩থিয়ং ঘরং মাপেত্বা বস । যেন চ তে অথো
হোতি, সস্বং মম সন্তিকা গণ্হাহী^৩তি আহ । নিরোধা
বট্ঠিতস্স পন দিম্মপি^৩ডপাতো তদহেব বিপাকং দেতি ।
তস্মা রাজাপি তং পবত্তি^৩ং সদ্ধা অন্নভারং পক্কোসাপেত্বা
পত্তি^৩ং গহেত্বা মহন্তং ভোগং দত্বা তস্স সেট্ঠিট্ঠানং
দাপেসি ।

সো সুমনসেট্ঠিস্স সহায়কো হত্বা যাবজীবং পুণ্ণা^৩নি
কত্বা ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবমনুস্সেসসু
সংসরন্তো ইমস্মি^৩ং বুদ্ধপাদে কপি^৩লবস্তু^৩নগরে অমিতো-

*

*

*

‘আমি পি^৩ডপাত বিক্রয় করি না, শ্রদ্ধা সহকারে আমি পুণ্যংশ প্রদান
করিতেছি ।’ ‘তুমি শ্রদ্ধা সহকারে দিতেছ, আমিও তোমার গুণকে পূজা
করিতেছি । বৎস, ইহা গ্রহণ কর । ইহার পর হইতে তোমাকে নিজের হাতে
কোন কাজ করিতে হইবে না । বড় রাস্তার ধারে গৃহ নির্মাণ করিয়া তুমি
সেখানে বাস কর । এই জন্য তোমার যাহা যাহা লাগে তুমি আমার নিকট
হইতে গ্রহণ করিবে ।’

নিরোধসমাপত্তি হইতে উখিত পুদ্গলকে পি^৩ডপাত দান করিলে
সেইদিনই ফল পাওয়া যায় । তাই রাজাও এই ঘটনা শুনিয়া অন্নভারকে
ডাকাইয়া পুণ্যংশ গ্রহণ করিয়া অনেক ভোগৈশ্বর্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে
শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

অন্নভার সুমন শ্রেষ্ঠের সহায়ক হইয়া যাবজীবন পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সেই
স্থান হইতে (মৃত্যুর পর) চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার
দেবলোক একবার মনুষ্যলোক এইভাবে বহু জন্ম অতিবাহিত করিতে করিতে
এই বুদ্ধের উৎপত্তিকালে কপি^৩লবস্তু^৩ নগরে অমিতোদন শাক্যের গৃহে

দনস্স সঙ্কস্স গেহে পটিসন্ধিঃ গণ্হি, ‘অনুরুদ্ধো’তিস্স
 নামং অকংসু । সো মহানামসঙ্কস্স কনিট্ঠভাতা, সখু
 চুলপিভু পুত্তো পরমসুখমালো মহাপুণ্ণেণো অহোসি ।
 একদিবসং কির দসু খত্তিয়েসু পুবে লক্খং কহা গুলেহি
 কীলন্তেসু অনুরুদ্ধো পরাজিতো পুবাণং অথায় মাতু
 সন্তিকং পহিণি । সা মহন্তং সুবল্লথালং পুরেহা পুবে
 পেসেসি । পুবে খাদিহা পুন কীলন্তো পরাজিতো তথেব
 পহিণি । এবং তিক্খত্তুং পুবেসু আহটেসু চতুথে
 বারে মাতা ‘ইদানি পুবা নখী’তি পহিণি । তস্সা
 বচনং সুহা ‘নখী’তি পদস্স অসুতপুস্বতায় ‘নখিপুবা
 নাম ইদানি ভবিস্সন্তী’তি সপ্পেণ কহা ‘গচ্ছ
 নখিপুবে আহরা’তি পেসেসি । অথস্স মাতা ‘নখি-
 পুবে কির, অযো, দেথা’তি বত্তে ‘মম পুত্তেন
 নখীতি পদং ন সুতপুস্বং, কথং নু খো নখিভাবং

*

*

*

প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন । তাঁহার নাম রাখা হইল অনুরুদ্ধ । তিনি
 মহানাম শাক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শাস্ত্রার খুল্লতাতে পুত্র তিনি । অতি
 পরমও সুকোমল এবং মহা পুণ্যবান হইয়াছিলেন ।

একদিন পিষ্টক ভক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া ছয়জন ক্ষত্রিয়কুমার গুলি খেলা
 আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ পরাজিত হইয়া মাতার নিকট সংবাদ
 পাঠাইলেন পিষ্টক প্রেরণ করিতে । মাতা বিশাল স্বর্ণখালা পূর্ণ করিয়া
 বহু পিষ্টক প্রেরণ করিলেন । পিষ্টক খাইয়া পুত্ররায় ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন
 এবং পুত্ররায় পরাজিত হইয়া মাতার নিকট অনুরূপ সংবাদ পাঠাইলেন ।
 এইভাবে তিনবার পিষ্টক প্রেরণ করিয়া চতুর্থবারে মাতা সংবাদ পাঠাইলেন
 ‘এখন পিষ্টক নাই ।’ অনুরুদ্ধ কখনও ‘নাই’ কথা শ্রবণ করেন নাই, তাই
 ‘নাই’ শুনিয়া মনে করিলেন যে নিশ্চয়ই ‘নাই’ নামক কোন পিষ্টক হইবে,
 তাই বলিয়া পাঠাইলেন—‘নাই পিষ্টকই প্রেরণ করুন ।’ মা শুনিয়া
 ভাবিলেন—“আমার পুত্র কখনও ‘নাই’ শব্দ শ্রবণ করে নাই । এখন কিভাবে

জ্ঞানাপেয়া'ন্তি সুবর্ণপাতিং ধোবিহা অপরায় সুবর্ণপাতিয়া
পটিকুঞ্জিয়া 'হন্দ, তাত, ইমং মম পদ্বন্তস দেহী'তি
পরিণি। তস্মিং খণে নগরপরিণ্গাহিকা দেবতা 'অম্‌হাকং
সামিনা অন্নভারকালে উপরিট্‌ঠস পচেববদ্বন্তস ভাগভন্ত
দহা 'নথী'তি পদমেব ন সুণেয়া'ন্তি পথনা নাম ঠপিতা।
সচে ময়ং তমথং ঞ্জা অজ্বাপেক্‌খ্যাম, মদ্বাপি নো
সন্তুধা ফলেয়া'তি দিব্বপদ্বোহি পাতিং পদুরিংসদ। সো
পদুরিসো পাতিং আহরিহা তস্স সন্তিকে ঠপেহা বিবরি।
তেসং গন্ধো সকলনগরং ফরি। পদ্বো পন মদুখে ঠপিত-
মন্তোব সন্তরসহরিসহস্সানি ফরিহা অট্‌ঠাসি।

অনুরুদ্ধোপি চিন্তেতি—'ন মং মঞ্জে ইতো পদ্বো মাতা
পিযাতি। ন হি মে অঞ্জেদা তায় নথিপদ্বা নাম
পক্কপদ্বা'তি। সো গন্তা মাতরং এবমাহ—'অস্ম, নাহং

*

*

*

তাহাকে 'নাই' কথাটা বদ্বাইব।" তখন তিনি একটি স্বর্ণখালা ধুইয়া
অপর একটি স্বর্ণখালার দ্বারা তাহা ঢাকিয়া প্রেরণ করিয়া বলিলেন—'যাও
বাবা, ইহা আমার পদ্বকে দাও।' সেই মদ্বতে নগররক্ষক দেবতাগণ চিন্তা
করিলেন—“আমাদের প্রভু 'অন্নভার' জন্মকালে উপরিট্‌ঠ প্রত্যেকবদ্বকে
নিজের অন্নভাগ দান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'আমি যেন নাই এই কথা
শ্রবণ না করি।' যদি আমরা সেই বিষয় জানিয়াও উপেক্ষা করি তাহা
হইলে আমাদের মন্তক সন্তুধা বিদীর্ণ হইবে।”—ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা
দিব্যপিণ্ডকের দ্বারা ঐ সুবর্ণপাত্র পূর্ণ করিলেন। সেই বাহক ঐ স্বর্ণপাত্র
আনিয়া অনুরুদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উন্মোচিত করিল। ঐ দিব্যপিণ্ডকের
সুগন্ধে সমস্ত নগর ভরপুর হইল। সেই পিণ্ডক মদুখে দেওয়া মাত্রই মনে
হইল যেন সন্তুসহস্র রসগ্রান্ধি আমোদিত হইল।

অনুরুদ্ধও চিন্তা করিলেন—“আমার মনে হয় মাতা আমাকে ইতিপূর্বে
তেমন স্নেহ করিতেন না। অন্যদিন তিনি আমার জন্য 'নাই'পিণ্ডক' প্রস্তুত
করেন নাই।” তিনি ষাইয়া মাতাকে বলিলেন—“মাতঃ, আপনি আমাকে
ভালবাসেন না।”

তব পিয়ো'তি । 'তাত, কিং বদেসি, মম অক'খী'হিপি
 হৃদয়মংসতো পি ত্বং পিষতরো'তি । 'সচাহং, অম্ম, তব
 পিষো, কস্মা মম পদুবে এবরুপে নখিপদুবে নাম ন
 অদাসী'তি । সা তং পদুরিসং পদুচ্ছি—'তাত, কিণ্ঠ
 পাতিয়ং অহোসী'তি । 'আম, অযো, পদ্বানং পাতি
 পরিপদুগ্গা অহোসি, ন মে এবরুপা দিট্ঠপদুস্বা'তি ।
 সা চিন্তেসি—'পদুত্তো মে কতপদুৎপেত্তো, দেবতাহিস্স
 দিব্বপদ্বা পহিতা ভবিম্সন্তী'তি । সোপি মাতরং আহ
 —'অম্ম ন ময়া এবরুপা পদ্বা খাদিতপদুস্বা, ইতো পট্ঠায়
 মে নখিপদুবেব পচেয্যাসী'তি । সা ততো পট্ঠায় তেন
 'পদুবে খাদিতুকামোম'হী'তি বদন্তকালে সুবল্লপাতিং
 ধোবিস্সা অৎপেত্তায় পাতিয়া পটিকুজ্জিস্সা পহিগতি, দেবতা

*

*

*

‘বাবা, তুমি কি বলিতেছ । আমার অক্ষিযুগল এবং হৃদয়মাংস
 অপেক্ষাও তুমি আমার প্রিয় ।’

‘মাতঃ, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, কেন ইতিপূর্বে আমাকে ‘নাই
 পিষ্টক’ প্রদান করেন নাই ?’ মাতা তখন সেই বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘বাবা, ঐ পাত্রে কিছূ ছিল কি ?’

‘হ্যাঁ আর্যে, পাত্র পিষ্টকরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল । এইরূপ পিষ্টক
 আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই ।’ মাতা তখন চিন্তা করিলেন—

‘আমার পুত্র পুণ্যবান, স্নেহ হয় দেবতারাই জাহার জন্য দিব্যপিষ্টক
 প্রেরণ করিয়াছেন ।’ তিনিও মাতাকে বলিলেন—‘মাতঃ, আমিও ইতিপূর্বে
 এইরূপ পুপ খাই নাই । ইহার পর হইতে আপনি আমার জন্য ‘নাই
 পুপ’ই প্রস্তুত করিবেন । ইহার পর হইতে মাতা পুত্র পুপ খাইতে ইচ্ছা
 করিলে অনুরূপভাবে স্বর্ণপাত্র ধুইয়া আর একটি স্বর্ণপাত্রের দ্বারা
 ঢাকিয়া পাঠাইতেন, দৈবতারা পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেন । এইভাবে তিনি

পাতিং পদ্বেন্তি । এবং সো অগারমন্তে বসন্তো নখীতি
পদস্স অথং অজানিত্বা দিব্বপদবেষেব পরিভুঞ্জি ।

সখ্ণু পন পরিবারথং কুলপটিপাটিয়া সাকিয়কুমারেসু
পব্বজন্তেসু মহানামেন সঙ্কেন, 'তাত, অম্‌হাকং কুলা
কোচি পব্বজিতো নখি, তয়া বা পব্বজিতস্বং, ময়া বা'তি
বদন্তে সো আহ—'অহং অতিসুখমালো পব্বজিতুং ন
সক্‌খিস্সামীতি । 'তেন হি কস্সন্তং উগ্গগ্‌হ, অহং
পব্বজিস্সামীতি । 'কো এস কস্সন্তো নামা'তি ? সো
হি ভত্তস্স উট্‌ঠানট্‌ঠানস্পি ন জানাতি, কস্সন্তং কিমেব
জানিস্সতি, তস্সা এবমাহ । একদিবসঞ্‌হি অনুরুদ্ধো
ভিন্দিয়ো কিমিলোতি তয়ো জনা 'ভত্তং নাম কহং
উট্‌ঠাতী'তি মন্তয়িস্সু । তেসু কিমিলো 'কোট্‌ঠেসু
উট্‌ঠাতী'তি আহ । সো কিরেকদিবসং বীহী কোট্‌ঠম্‌হি

*

*

*

গৃহে অবস্থান করিয়া 'নাই' শব্দের অর্থ না জানিয়া দিব্যপদপই খাইতে
লাগিলেন ।

শাস্ত্রার শিষ্যপরিবার (অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘ) বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন
শাক্যকুমারেরা একে একে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন মহানাম ভাই
অনুরুদ্ধকে বলিলেন—'দেখ ভাই, আমাদের বংশ হইতে কেহই প্রব্রজিত হয়
নাই, হয় তুমি প্রব্রজিত হও, না হয় আমি হইব ।' অনুরুদ্ধ বলিলেন—'আমি
অতি সুখে বড় হইয়াছি, তাই প্রব্রজিত হইয়া কষ্ট করিতে পারিব না ।

'তাহা হইলে তুমি কাজ-কারবার বন্ধিয়া লও, আমি প্রব্রজিত হইব ।'

এই কাজ-কারবার আবার কি ?'

অনুরুদ্ধ ভাত কি করিয়া হয় তাই জানে না, কাজ-কারবার কিভাবে
জানিবে ? তাই ঐরূপ বলিয়াছে । একদিন অনুরুদ্ধ, ভিন্দিয় এবং কিমিল
মন্ত্রণা করিতে বসিলেন—'ভাত কোথা হইতে হয় ?' কিমিল বলিলেন—
'ধানের গোলা হইতে উৎপন্ন হয়'—কারণ তিনি একদিন গোলায় ধান ভরিতে

পক্খিপন্তে অন্দস, তস্মা 'কোট্টে ভত্তং উম্পজ্জতী'তি
 সঞ্ঞায় এবমাহ । অথ নং ভান্দিয়ো 'ত্বং ন জানাসী'তি
 বহ্বা 'ভত্তং নাম উক্খলিয়ং উট্টাতী'তি আহ । সো
 কিরেকাদিবসং উক্খলিতো ভত্তং বড্ঢ়েত্তে দিস্সা 'এথে-
 বেতং উম্পজ্জতী'তি সঞ্ঞমকাসি, তস্মা এবমাহ ।
 অনুরুদ্ধো তে উভোপি 'তুম্হে ন জানাথা'তি বহ্বা 'ভত্তং
 নাম রতনুস্বেধমকুলায় মহাসদ্বল্লপাতিয়ং উট্টাতী'তি
 আহ । তেন কির নেব বীহিং কোট্টেন্তা, ন ভত্তং পচন্তা
 দিট্টপদ্বা, সদ্বল্লপাতিয়ং বড্ঢ়েত্বা পদুরতো ঠপিতভত্তমেব
 পম্সসতি, তস্মা 'পাতিয়ংযেবেতং উম্পজ্জতী'তি সঞ্ঞম-
 কাসি, তস্মা এবমাহ । এবং ভত্তুট্টানট্টানম্পি অজানন্তো
 মহাপদ্ব্ঞো কুলপদ্বত্তো কস্মন্তে কিং জানিস্সতি ।
 সো 'এহি থো তে, অনুরুদ্ধ, ঘরাবাসথং অনুসাসিস্সামি,
 পঠমং খেত্তং কসাপেতব্ব'ন্তি আদিনা নয়েন ভাতরা বদ্বত্তানং

*

*

*

দেখিয়াছিলেন । তাই 'খানের গোলা হইতে ভাত উৎপন্ন হয়'—এই কথা
 বলিয়াছিলেন । ভান্দিয় বলিলেন—'তুমি জান না, ভাত হাঁড়ি হইতে উৎপন্ন
 হয় ।' একদিন তিনি হাঁড়ি হইতে ভাত বাড়িতে দেখিয়া 'হাঁড়িতেই ভাত
 উৎপন্ন হয়' মনে করিতেন । অনুরুদ্ধ তাহাদের উভয়কে বলিলেন 'তোমরা
 জাননা । রজ্জ্বয় হাতলয়ুক্ত বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে ভাত হয় ।' অনুরুদ্ধ
 কখনও খান ভাঙিতেও দেখেন নাই । ভাত রান্না করিতেও দেখেন নাই ।
 স্বর্ণপাত্রে ভাত বাড়িয়া ভাতের পাত্র সম্মুখে রাখা হইয়াছে দেখিয়াছেন ।
 তাই মনে করিতেন 'পাত্রেই ভাত উৎপন্ন হয় ।' এবং ঐজন্য ঐরূপ
 বলিয়াছিলেন । এইভাবে যে মহাপদ্ব্যবান কুলপদ্বত্ত ভাত কি করিয়া হয় জানে
 না তিনি আবার (চাষ-আবাদের) কাজ-কারবারের কথা কি জানিবেন ।

তখন মহানাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'এস অনুরুদ্ধ, আমি তোমাকে
 গৃহবাসের (যাবতীয়) বিষয় শিক্ষা দিব । 'প্রথমে ক্ষেত কৰ্ষণ করাইতে

কম্মন্তানং অপরিয়ন্তভাবং সত্ত্বা ‘ন মে ঘরাবাসেন অথো’তি
মাতরং আপদুচ্ছিত্বা ভিন্দিয়পমুখেহি পণ্ডহি সাকিয়-
কুমারেহি সন্ধিং নিক্খমিত্বা অনুপিয়ম্ববনে সথারং
উপসঙ্ক মিহা পব্বজি । পব্বজিত্বা চ পন সম্মাপটিপদং
পটিপন্নো অনুপদুস্বেন তিস্সো বিজ্জা সচ্ছিকত্ত্বা দিব্বেন
চক্খুনা একাসনে নিসিন্নোব হত্থতলে ঠপিতআমলকানি
বিয় সহস্সলোকধাতুয়ো ওলোকনসমথো হত্ত্বা—

‘পদুস্বেনিবাসং জানামি, দিব্বচক্খু বিসোধিতং ।

তেবিজ্জো ইন্ধিপত্তোম্হি, কতং বুদ্ধস্স সাসন’ন্তি ॥

উদানং উদানেত্ত্বা ‘কিং নু থো মে কত্তা অয়ং সম্পত্তি
লদ্ধা’তি ওলোকেত্তো ‘পদমুত্তরপাদমূলে পথনং ঠপেসি’
ন্তি এত্ত্বা পদ্বন ‘সংসারে সংসরন্তো অসদুচ্ছিন্নং নাম কালে

*

*

*

হইবে’ ইত্যাদি উপায়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যখন যাবতীয় কর্ম বদ্বাইতেছিলেন,
অনুরুদ্ধ দেখিলেন এই গৃহবাসের কর্মের শেষ নাই । তাই তিনি ‘আমার
গৃহবাসের প্রয়োজন নাই’ বলিয়া মাতার অনুমতি লইয়া ভিন্দিয়পমুখ পাঁচজন
শাক্যকুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুপিয়-আম্ববনে শান্তার নিকট উপস্থিত
হইয়া প্রব্রজিত হইলেন । প্রব্রজিত হইয়া সম্যক্‌মার্গপ্রতিপন্ন হইয়া তিনি
ক্রমে ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করিলেন এবং দিব্যচক্ষুর দ্বারা একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই
হস্ততলে স্থাপিত আমলকীর ন্যায় সহস্রলোকধাতু অবলোকন করিতে সমর্থ
হইয়া এই উদানগাথা উদ্‌গীত করিলেন—

“আমি আমার পূর্বপূর্ব নিবাস জানি । আমার দিব্যচক্ষু বিশোধিত
হইয়াছে । আমি ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এবং স্বাক্ষিপ্ৰাপ্ত । বুদ্ধের শাসন আমার
দ্বারা কৃত হইয়াছে ।”

[থেরগাথা, ৩৩২, ৪৬২]

তারপর দিব্যচক্ষুর দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিলেন—‘আমি কি সূকর্মের
ফলে ঈদৃশ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি । এবং জানিলেন—পদমুত্তর বুদ্ধের
পাদমূলে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।’ আরও জানিলেন—‘সংসারে

বারাণসিয়ং সন্মমসেট্ঠিং নিম্মসায় জীবন্তো অন্নভারো
নাম অহোসি'ন্তিপি এত্বা—

‘অন্নভারো পদুরে আসিং, দলিন্দো তিগহারকো ।

পিণ্ডপাতো ময়া দিন্নো, উপরিট্ঠস্স তাদিনো'তি ॥

আহ । অথস্স এতদহোসি—‘যো সো তদা ময়া উপরি-
ট্ঠস্স দিন্নপিণ্ডপাততো কহাপণে দত্ত্বা পত্তিং অঙ্গহেসি,
মম সহায়কো সন্মমসেট্ঠি কহং নন্ থো সো এতরহি
নিম্বন্তো'তি । অথ নং ‘বিণ্ণাট্টবিয়ং পব্বতপাদে
মন্ডনিগমো নাম অথি, তথ মহামন্ডস্স নাম উপাসকস্স
মহাসন্মনো চুলসন্মনোতি স্বে পদত্ত্বা, তেসন্ সো চুল-
সন্মনো হত্ত্বা নিম্বন্তো'তি অন্দস । দিম্বা চ পন চিন্তেসি
—‘অথি নন্ থো তথ ময়ি গতে উপকারো, নথী'তি । সো
উপধারেস্তো ইদং অন্দস ‘সো তথ ময়ি গতে সত্তবস্সিকোব

*

*

*

ঘূরিতে ঘূরিতে ঐ সময়ে বারাণসীতে সন্মন শ্রেষ্ঠির সাহায্যে জীবিকা
নিবাহ করিতেন এবং তাঁহার নাম ছিল অন্নভার ।’ ইহা জানিতে পারিয়া
তিনি বলিলেন—

‘আমি পূর্বে অন্নভার ছিলাম, দরিদ্র এবং ভূগহারক । তাদৃশ গৃহসম্পন্ন
উপরিট্ঠ নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত দান করিয়াছিলাম ।’

তখন তিনি ভাবিলেন—‘তখন আমি উপরিট্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে পিণ্ডপাত
দান করিলে যিনি কাষাপণের বিনিময়ে পূর্ণ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার
সেই সন্মন শ্রেষ্ঠ এখন কোথায় জন্মগ্রহণ করিলেন ?’ তিনি (দিব্যচক্ষুতে)
দেখিতে পাইলেন—‘বিন্ধ্যারণ্যের পর্বতপাদে একটি মন্ডনিগম আছে ।
সেখানে মহামন্ড উপাসকের দুই পুত্র—মহাসন্মন এবং চুলসন্মন । তাঁহাদের
মধ্যে তিনি চুলসন্মন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । দেখিয়া চিন্তা করিলেন—
‘আমি সেখানে যাইলে তাঁহার কোন উপকার হইবে, কি না ।’ চিন্তা করিয়া
তিনি (দিব্যদৃষ্টিতে) দেখিতে পাইলেন—‘আমি সেখানে যাইলে সাত বৎসর

নিক্খমিত্তা পব্বজিস্সতি, খুরুগেযেব চ অরহত্তং পাপদু-
 গিস্সতী'তি । দিস্বা চ পন উপকট্টে অস্তোবস্সে
 আকাসেন গন্ত্বা গামদ্বারে ওতরি । মহামুন্ডো পন
 উপাসকো থেরস্স পদুস্বেপি বিস্সাসিকো এব । সো থেরং
 পি'উপাতকালে চীবরং পারুপত্তং দিস্বা পদুত্তং মহাসুমনং
 আহ—‘তাত, অয্যো, মে অনুরুদ্ধথেরো আগতো, যাবস্স
 অঞ্ণো কোচি পত্তং ন গণ্হাতি, তাবস্স গন্ত্বা পত্তং
 গণ্হ, অহং আসনং পঞ্ণাপেস্সামী'তি । সো তথা
 অকাসি । উপাসকো থেরং অস্তোনিবেসনে সন্ধচং
 পরিবিসিত্তা তেমাংসং বসনথায় পটিঞ্ণং গণ্হি, থেরোপি
 অধিবাসেসি ।

অথ নং একদিবসং পটিজ্জগন্তো বিয় তেমাংসং পটিজ্জিগত্তা
 মহাপবারণায় তিচীবরণেব গুলতেলত'ডুলাদীনি চ আহ-
 রিত্তা থেরস্স পাদমুলে ঠপেত্তা ‘গণ্হথ, ভন্তে'তি আহ ।

*

*

*

বয়স্ককালেই তিনি নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইবেন এবং ক্ষুরাগ্রেই অর্হত্ত্ব
 লাভ করিবেন ।’ দেখিয়া বর্ষাবাস সন্নিকট হইলে আকাশপথে যাইয়া গ্রাম-
 দ্বারে অবতীর্ণ হইলেন । মহামুন্ড উপাসক পূর্ব হইতেই স্থবিরের বিশ্বস্ত
 ছিলেন । তিনি পি'উপাতকালে স্থবিরকে উত্তরাসঙ্গ-চীবর পরিধান করিতে
 দেখিয়া পুত্র মহাসুমনকে বলিলেন—বাবা, আমাদের আর্ষ অনুরুদ্ধ স্থবির
 আসিয়াছেন, অন্য কেহ তাঁহার ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করার পূর্বে তুমি যাইয়া
 তাঁহার পাত্র গ্রহণ কর, আসন আমি বিছাইতেছি ।’ মহাসুমন তাহাই
 করিলেন । উপাসক স্থবিরকে গৃহাভ্যন্তরে সাদরে (ভোজ্য) পরিবেশন
 করিয়া বর্ষার তিনমাস সেখানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলে স্থবিরও
 সম্মতি প্রদান করিলেন ।

মহামুন্ড উপাসক যত্ন সহকারে তিনমাস স্থবিরের সেবা করিলেন । মনে
 হইল যেন তিনি একদিন মাত্র সেবা করিয়াছেন । তারপর মহাপ্রবারণাকালে
 ত্রিচীবর গুড়-তৈল-ত'ডুলাদি আহরণ করিয়া স্থবিরের পাদমূলে রাখিয়া
 বলিলেন—‘ভস্তু, গ্রহণ করুন ।’

‘অলং, উপাসক, ন মে ইমিনা অথো’তি । ‘তেন হি, ভন্তে, বস্সাবাসিকলাভো নামেস, গণ্হথ ন’ন্তি । ‘ন গণ্হামি, উপাসকা’তি । ‘কিমথং ন গণ্হথ, ভন্তে’তি ? ‘ময়্হং সন্তিকে কস্পিয়কারকো সামণেরোপি নথী’তি । ‘তেন হি, ভন্তে, মম পদন্তো মহাসদ্মনো সামণেরো ভবি-
স্সতী’তি । ‘ন মে, উপাসক, মহাসদ্মনেনথো’তি । ‘তেন হি, ভন্তে, চূলসদ্মনং পব্বাজেথা’তি । থেরো ‘সাধু’তি সম্পটিচ্ছিদ্ভা চূলসদ্মনং পব্বাজেসি । সো খুরণ্ণেষেব অরহত্তং পাপদুণি । থেরো তেন সন্ধিং অড্ঢমাসমত্তং তথেব বসিদ্ভা ‘সথারং পস্সিস্সামী’তি তস্স ঐণাতকে আপদুচ্ছিদ্ভা আকাসেনেব গন্ত্ভা হিমবন্তপদেসে অরএ্ণ্ণ-
কুটিকায় ওতরি ।

‘উপাসক, আমার এইগুণের প্রয়োজন নাই ।’

‘ভন্তে, বসাবাসিকের প্রাপ্য লাভ সংকার হিসাবে অন্তত গ্রহণ করুন ।’

‘উপাসক, আমি গ্রহণ করিব না ।’

‘ভন্তে, কেন গ্রহণ করিবেন না ?’

‘আমার নিকট কস্পিয়কারক শ্রামণের নাই ।’

‘তাহা হইলে, ভন্তে, আমার পুত্র মহাসদ্মন শ্রামণের হইবে ।’

‘উপাসক, আমার মহাসদ্মন দিয়া কাজ হইবে না ।’

‘তাহা হইলে, ভন্তে, চূলসদ্মনকে প্রব্রজিত করুন ।’

স্থবির ‘বেণ তাহাই হউক’ বলিয়া চূলসদ্মনকে প্রব্রজ্যা দিলেন । চূলসদ্মন ক্ষুরাগ্রেই অর্হত্ত লাভ করিলেন । স্থবির তাহার সহিত পঞ্চকাল সেখানে অবস্থান করিয়া ‘শান্তাকে দর্শন করিব’ বলিয়া চূলসদ্মনের জ্ঞাতীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে লইয়া আকাশপথে ঘাইয়া হিমবন্তপ্রদেশে এক অরণ্যকুটিতে অবতরণ করিলেন ।

থেরো পন পকতিষাপি আরদ্ধবীরয়ো, তস্স তথ পদ্ব-
রত্তাপররত্তং চক্ষমন্তস্স উদরবাতো সমুট্ঠিহি । অথ নং
কিলন্তরূপং দিম্বা সামণেরো পদ্বিচ্ছ—‘ভন্তে, কিং যো
রত্তজতী’তি ? ‘উদরবাতো মে সমুট্ঠিতো’তি । অং-
ঞদাপি সমুট্ঠিতপদ্বো, ভন্তে’তি ? ‘আমাব্দসো’তি ।
‘কেন ফাসদ্বকং হোতি, ভন্তে’তি ?’ ‘অনোতত্ততো পানীয়ে
লন্ধে ফাসদ্বকং হোতি, আব্দসো’তি । ‘তেন হি, ভন্তে,
আহরামী’তি । ‘সক্খিস্সসি সামণেরা’তি ? ‘আম,
ভন্তে’তি । ‘তেন হি অনোতত্তে পন্নগো নাম নাগরাজা মং
জানাতি, তস্স আচিক্খিত্বা ভেসজ্জথায় একং পানীয়-
বারকং আহরা’তি । সো সাধু’তি উপজ্জায়ং বন্দিত্বা
বেহাসং অবভুগ্গন্ত্বা পণ্ডযোজনসতং ঠানং অগমাসি । তং

*

*

*

স্ববির স্বভাবতই আরম্ভবীৰ্য । রাগির পূর্বার্থে এবং অপরার্থে চক্ষুঃ
করিতে করিতে তাঁহার উদরবায়ু কুপিত হইল । তাঁহাকে ক্রান্ত দেখিয়া
শ্রামণের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, আপনার কি কণ্ট হইতেছে ?’

‘আমার উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে ।’

‘ভন্তে, ইতিপূর্বেও কি হইয়াছিল ?’

‘হ্যাঁ, আব্দসো ।’

‘ভন্তে, কি করিলে স্বাস্থি পাওয়া যায় ?’

‘আব্দসো, অনোতত্ত (—হিমালয়ের অনবতপ্ত) হইতে পানীয় আনাইতে
পারিলে স্বাস্থি হইবে ।’

‘ভন্তে, তাহা হইলে আমি আনিতেছি ।’

‘শ্রামণের, তুমি পারিবে কি ?’

‘হ্যাঁ, ভন্তে ।’

‘তাহা হইলে যাও, অনোতত্তে পন্নগ নামক নাগরাজ আমাকে জানে,
তাহাকে বলিয়া ভৈষজ্যের জন্য একপাত্র জল লইয়া আইস ।’ তিনি ‘বেশ
তাহাই হউক’ বলিয়া উপাখ্যায়কে বন্দনা করিয়া আকাশে উঠিয়া পণ্ডশত

দিবসং পন নাগরাজা নাগনাটকপরিবদুতো উদককীলং
কীলিতুকামো হোতি । সো সামণেরং আগচ্ছন্তং দিস্বাব
কুষ্টিং, ‘অয়ং মদু’ডকসমণো অন্তনো পাদপংসুং মম মথকে
ওঁকিরন্তো বিচরতি, অনোতন্তে পানীয়থায় আগতো
ভবিম্সতি, ন দানিম্স পানীয়ং দম্সামী’তি পল্লাসযো-
জনিকং অনোতন্তদহং মহাপাতিয়া উক্খলিং পিদহন্তো
বিয় ফণেন পিদহিহ্বা নিপজ্জি । সামণেরো নাগরাজম্স
আকারং ওলোকেহাব ‘কুদ্ধো অয়’ন্তি এত্বা ইমং গাথমাহ—

‘সুগোহি মে নাগরাজ, উগতেজ মহম্বল ।

দেহি মে পানীয়ঘটং, ভেসজ্জথম্’হি আগতো’তি ॥

তং সুত্তা নাগরাজা ইমং গাথমাহ—

‘পদুরখিমস্মিং দিসাভাগে, গঙ্গা নাম মহানদী ।

মহাসমুদ্দমম্পেতি, ততো ত্বং পানীয়ং হরা’তি ॥

*

•

•

যোজন পথ অতিক্রম করিলেন । সেইদিন নাগরাজ নাগ-কুশীলবদের সঙ্গে
লইয়া উদককীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । তিনি শ্রামণেরকে আসিতে
দেখিয়াই রাগান্বিত হইয়া—‘এই মদু’ডক শ্রমণ নিজের পদরজঃ আমার মাথায়
ছড়াইতে ছড়াইতে বিচরণ করিতেছে । অনোতন্তে পানীয়জলের জন্য
আসিয়া থাকিবে । আমি ত তাহাকে তখন পানীয় দিব না ’ বলিয়া পঞ্চাশ
যোজন বিস্তৃত অনোতন্ত হৃদকে স্বীয় ফণার দ্বারা আবৃত করিয়া শূন্য
পাড়িলেন যেন একটি বড় ঢাকনার দ্বারা একটি পাত্রকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে ।
শ্রামণের নাগরাজের আকার দেখিয়াই ‘এ ত বুদ্ধ হইয়াছে’ জানিয়া এই
গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘হে উগতেজা মহাবলী নাগরাজ, শ্রবণ করুন । আমাকে এক পাত্র জল
দিন । আমি ভৈষজ্যের জন্য আসিয়াছি ।’

ইহা শুনিয়া নাগরাজ গাথায় বলিলেন—

‘পদু’দিকে গঙ্গা নামক মহানদী মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছে ।
তুমি সেই স্থান হইতে পানীয় লইয়া যাও ।’ ইহা শুনিয়া শ্রামণের

তং সুদ্বা সামণেরো ‘অয়ং নাগরাজা অন্তনো ইচ্ছায় ন
দম্ভসতি, অহং বলক্লারং কদ্বা আনুভাবং জানাপেদ্বা ইমং
অভিভাবিস্বাব পানীয়ং গণ্‌হিস্সামী’তি চিন্তেদ্বা, ‘মহারাজ,
উপজ্জায়ো মং অনোতত্তোব পানীয়ং আহরাপেতি,
তেনাহং ইদমেব হরিস্সামি, অপেহি, মা মং বারেহী’তি
বদ্বা ইমং গাথমাহ—

‘ইতোব পানীয়ং হাস্সং, ইমিনাবম্‌হি অথিকো ।
যদি তে থামবলং অথি, নাগরাজ নিবারয়া’তি ॥

অথ নং নাগরাজা আহ—

‘সামণের সচে অথি, তব বিক্কম পোরিসং ।
অভিনন্দামি তে বাচং, হরস্সদ্‌ পানীয়ং মমা’তি ॥

অথ নং সামণেরো ‘এবং, মহারাজ, হরামী’তি বদ্বা ‘যদি
সক্কোন্তো হরাহী’তি বদ্বন্তে—‘তেন হি সুট্‌ঠদ্‌ জানস্সদ্‌’তি

*

*

*

চিন্তা করিলেন—‘এই নাগরাজ স্বেচ্ছায় দিবে না ; আমি বলপ্রয়োগ
করিয়া স্বীয় প্রভাব দেখাইয়া ইহাকে বশীভূত করিব এবং পানীয় গ্রহণ করিব’
এবং বলিলেন—‘মহারাজ, আমার উপাধ্যায় অনোতত্ত হইতেই পানীয় আহরণ
করেন, অতএব, আমি এখান হইতেই পানীয় আহরণ করিব । আপনি
সরিয়া যান, আমাকে বাধা দিবেন না ।’ তারপর গাথায় বলিলেন—

‘এই স্থান হইতেই পানীয় হরণ করিব, ইহারই আমার প্রয়োজন । হে
নাগরাজ, যদি আপনার শক্তি থাকে, আমাকে বাধা দিন ।’ তখন নাগরাজ
তাঁহাকে বলিলেন—

‘হে শ্রামণের, যদি তোমার বিক্কম এবং পৌরুষ থাকে, আমি তোমার
কথাকে অভিনন্দন জানাই, আমার জল হরণ কর ত দেখি ।’ তখন শ্রামণের
তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ, এইভাবেই আমি হরণ করিব ।’

‘যদি পার, হরণ কর ।’

তিক্ত্বন্তুং পটিঞ্‌ঞং গহেত্বা 'বুদ্ধসাসনস্স আনুভাবং
 দস্সেত্বা ময়া পানীয়ং হরিতুং বটুতী'তি চিন্তেত্বা আকাশ-
 ট্ঠদেবতানং তাব সন্তিকং অগমাসি। তা আগন্ত্বা
 বন্দিত্বা 'কিং, ভন্তে'তি বত্বা অট্ঠংসু। 'এতস্মিং
 অনোতত্তদহপিট্ঠে পন্নগনাগরাজেন সন্ধিং মম সঙ্গামো
 ভবিষসতি, তথ গন্ত্বা জয়পরাজয়ং ওলোকেথা'তি আহ।
 সো এতেনেব নীহারেন চত্তারো লোকপালে সক্রসুযাম-
 সন্তুসিতপরিনিম্মিতবসবত্তী' চ উপসংকমিত্বা তমথং
 আরোচেসি। ততো পরং পটিপাটিয়া যাব ব্রহ্মলোকং
 গন্ত্বা তথ তথ ব্রহ্মোহি আগন্ত্বা বন্দিত্বা ঠিতৌহি 'কিং
 ভন্তে'তি পট্ঠো তমথং আরোচেসি। এবং সো অসংঞ্‌ঞ
 চ অরুপিব্রহ্মাণো চ ঠপেত্বা সম্বথ মদুহুত্তেনেব আহি'তি
 আরোচেসি। তস্স বচনং সুত্বা সম্বাপি দেবতা অনো-
 তত্তদহপিট্ঠে নালিয়ং পক্কিত্তানি পিট্ঠচুন্নানি বিস্স

*

*

*

'তাহা হইলে ভাল করিয়াই জানুন' বলিয়া তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া
 'বুদ্ধশাসনের প্রভাব দেখাইয়া আমাকে পানীয় জল লইয়া যাইতে হইবে' চিন্তা
 করিয়া আকাশবাসী দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া
 বন্দনা করিয়া 'ভস্কে, কি হইয়াছে' বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

'এই অনোতত্ত হুদের বুদ্ধে পন্নগ নাগরাজের সঙ্গে আমার সংগ্রাম হইবে।
 সেখানে যাইয়া জয়-পরাজয় প্রত্যক্ষ করুন।' এই উপায়েই তিনি চারি
 লোকপাল এবং শক্র-সুযাম-সন্তুষিত-পরিনিম্মিতবশবত্তী দেবগণের নিকট ঐ
 বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তারপর ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিলে ব্রহ্মগণ আসিয়া
 তাঁহাকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভস্কে, কি
 হইয়াছে?' তিনি তাই জ্ঞাপন করিলেন। এইভাবে তিনি অসংখ্য সত্ত্বগণ
 এবং অরুপি ব্রহ্মাদের বাদ দিয়া সর্বত্র মদুহুত্তর্মধ্যে ভ্রমণ করিয়া ঐ সংবাদ
 জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকল দেবতাগণ অনোতত্ত হুদের
 উপরিভাগে নলে প্রক্ষিপ্ত পাউডারের ন্যায় সমগ্র আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া

আকাশং নিরন্তরং পুরেহা সন্নিপতিংসু । সন্নিপতিতে
দেবসঙ্ঘে সামণেরো আকাশে ঠহা নাগরাজং আহ—

‘সুগোহি মে নাগরাজ, উগ্গতেজ মহাবল ।

দোহি মে পানীয়ঘটং, ভেসজ্জখম্‌হি আগতো’তি ॥

অথ নং নাগো আহ—

‘সামণের সচে অথি, তব বিক্রম পোরিসং ।

অভিনন্দামি তে বাচং, হরস্সু পানীয়ং মমা’তি ॥

সো তিক্‌খত্তুং নাগরাজস্স পটিঞ্‌ঞং গহেহা আকাশে
ঠিতকোব দ্বাদসযোজনিকং ব্রহ্মত্তভাবং মাপেহা আকাশতো
ওরুয্‌হ নাগরাজস্স ফণে অক্কমিত্তা অধোমুখং নিম্পীলেসি,
তাবদেব বলবতা পুরিসেন অক্কন্তঅল্লচস্সং বিয় নাগরাজস্স
ফণে অক্কন্তমত্তে ওগলিত্তা দম্বিমত্তা ফণপুটকা অহেসুং ।

*

*

*

অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবসঙ্ঘ সন্নিপতিত হইলে শ্রামণের আকাশে
স্থিত হইয়া নাগরাজকে বলিলেন—

“হে উগ্গতেজা মহাবলী নাগরাজ, শ্রবণ করুন । আমাকে এক ঘট
পানীয় দিন । আমি ভৈষজ্যের জন্য আসিয়াছি ।” নাগ তাহাকে
বলিলেন—

“হে শ্রামণের, আমি তোমার কথাকে অভিনন্দন জানাই । যদি তোমার
বিক্রম ও পৌরুষ থাকে আমার জল লইয়া যাও ।”

তিনি তিনবার নাগরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করিয়া শূন্যে
অবস্থানরত থাকিয়াই দ্বাদশযোজনিক ব্রহ্মার রূপ নির্মাণ করিয়া আকাশ
হইতে অবতরণ করিয়া নাগরাজের ফণাকে পায়ে চাপে অধোমুখী করিয়া
নিষ্পেষিত করিলেন । কোন বলবান পুরুষ একটি কাঁচা চামড়াকে পদদলিত
করিলে যে অবস্থা হয়, নাগরাজের ফণাকে পদদলিত করিলে ঠিক সেই অবস্থা
হইল, ফণাতে দবার আকারের অনেক গর্তের সৃষ্টি হইল । নাগরাজের

নাগরাজস্স ফণেহি মদন্তমদন্তট্টানতো তালক্খন্ধপমাণা
উদকবট্টিয়ো উগ্গাচ্ছংসু । সামণেরো আকাসেয়েব পানীয়-
বারকং পুরেসি । দেবসঙ্ঘো সাধুকারমদাসি । অথ
নাগরাজা লম্বিজ্জা সামণেরস্স কুণ্ডি, জয়কুসুমবল্লানিস্স
অক্খীনি অহেসুং । সো ‘অয়ং মং দেবসঙ্ঘং সন্নি-
পাতেহা পানীয়ং গহেহা লম্বজাপেসি, এতং গহেহা মদুথে
হথং পক্খিপিহা হৃদয়মংসং বাস্স মন্দামি, পাদে বা নং
গহেহা পারগঙ্গায়ং খিপামীণ্ঠি বেগেন অনুরুদ্ধি । অন-
বন্ধন্তোপি নং পাপদুগিতুং নাসক্খিষেব । সামণেরো
গন্তা উপম্বায়স্স হথে পানীয়ং ঠপেহা ‘পিবথ, ভন্তে’ণ্ঠি
আহ । নাগরাজাপি পচ্ছতো আগন্তা, ‘ভন্তে অনুরুদ্ধি,
সামণেরো ময়া অদিন্নমেব পানীয়ং গহেহা আগতো, মা
পিবিথা’ণ্ঠি আহ । ‘এবং কিং সামণেরা’ণ্ঠি । ‘পিবথ,
ভন্তে, ইমিনা মে দিনং পানীয়ং আহট’ণ্ঠি আহ । থেরো

*

*

*

ফণার প্রত্যেকটি গর্ত হইতে তালক্কন্ধ প্রমাণের উদকধারা নির্গত
হইতেছিল । শ্রামণের আকাশে অবস্থান করিয়াই পানীয়ঘট পূর্ণ করিলেন ।
দেবসঙ্ঘ সাধুবাদ প্রদান করিলেন । তখন নাগরাজ লম্বিজত হইয়া শ্রামণেরের
প্রতি ব্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার অস্থিযুগল জয়কুসুমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ।
নাগরাজ—‘দেবসঙ্ঘ একত্রিত করিয়া পানীয় গ্রহণ করিয়া এ আমাকে লম্বিজত
করিয়াছে । আমি ইহাকে ধরিয়া মূখে হাত ঢুকাইয়া তাহার হৃদয়মাংস মর্দিত
করিব, পা ধরিয়া গঙ্গার পারে নিক্ষেপ করিব’ বলিয়া দ্রুত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন
করিলেন । পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না । শ্রামণের
ষাইয়া উপাধ্যায়ের হাতে জল দিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, পান করুন ।’ নাগ-
রাজও পশ্চাতে আসিয়া বলিলেন—‘ভন্তে অনুরুদ্ধি, আমি জল না দিলেও
শ্রামণের জল লইয়া আসিয়াছে, এই জল পান করিষেন না ।’

‘হে শ্রামণের, এই কথা কি ঠিক ?’

‘ভন্তে, পান করুন, ইঁহার দ্বারা প্রদত্ত জলই আমি আনিয়াছি ।’

‘খীগাসবসামণেরস্স মূসাকথনং নাম নখীগীতি এত্বা
 পানীয়ং পিবি । তত্ত্বগণ্ণেবস্স আবোধো পটিপস্সম্ভি ।
 পদুন নাগো থেরং আহ — ‘ভন্তে, সামণেরেনম্হি সস্বং
 দেবগণং সন্নিপাতেত্বা লজ্জাপিতো অহমস্স হদয়ং বা
 ফালেস্সামি । পাদে বা নং গহেত্বা পারগঙ্গায় থিপি-
 স্সামীগীতি । ‘মহারাজ, সামণেরো মহানদুভাবো তুম্হে
 সামণেরেন সন্ধিং সঙ্গামেতুং ন সন্ধিখস্সথ, খমাপেত্বা
 নং গচ্ছথাতি । সো সয়স্পি সামণেরস্স আনদুভাবং
 জানাতিষেব, লজ্জায় পন অনদুবন্ধিত্বা আগতো । অথ
 নং থেরস্স বচনেন খমাপেত্বা তেন সন্ধিং মিত্তসস্বং
 কত্বা ‘ইতো পট্ঠায় অনোতত্তুউদকেন অথে সতি
 তুম্হাকং আগমনকিচ্চং নখি, মস্সংহং পহিণেয়্যাথ,
 অহমেব আহরিত্বা দস্সামীগীতি বত্তা পক্কামি ।

*

*

*

স্ববির—‘ক্ষীগাসব শ্রামণের মিথ্যা কথা বলিবে না’ জানিয়া জল পান
 করিলেন । তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার রোগ দূরীভূত হইল । পদুনরায় নাগরাজ
 স্ববিরকে বলিলেন—‘ভস্বে, শ্রামণের সমস্ত দেবগণের সস্মদুখে আমাকে লজ্জিত
 করিয়াছে, আমি তাহার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিব, তাহার পা ধরিয়া গঙ্গার
 তীরে নিক্ষেপ করিব ।’

‘মহারাজ, শ্রামণের মহা প্রভাবশালী, আপনি শ্রামণেরের সঙ্গে সংগ্রাম
 করিতে পারিবেন না, ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রস্থান করুন ।’ নাগরাজ স্বয়ং
 শ্রামণেরের মহা প্রভাব সম্বন্ধে ওয়াংকিবহাল, তবে লজ্জায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন
 করিয়াছেন । অনন্তর স্ববিরের কথায় নাগরাজ ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহার
 সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বলিলেন—

‘এখন হইতে অনোতত্তুহুদের জলের প্রয়োজন হইলে আপনার আসার
 প্রয়োজন নাই, আমাকে সংবাদ পাঠাইলেই আমি স্বয়ং জল আনিয়া দিব’
 এবং প্রস্থান করিলেন ।

থেরোপি সামণেরং আদায় পায়্যাসি । সথা থেরস্স আগ-
মনভাবং ঐহ্বা মিগারমাতুপাসাদে থেরস্স আগমনং ওলো-
কেন্তো নিসীদি । ভিক্ষুপি থেরং আগচ্ছন্তং দিম্বা
পচ্ছদুগ্গত্বা পত্তচীবরং পটিগ্গহেস্দুং । অথেকচে সামণেরং
সীসেপি কল্লেস্দুপি বাহার্যম্পি গহেহ্বা সণ্ণালেহ্বা ‘কিং,
সামণের চ্দলকনিট্ঠ, ন উক্কণ্ঠিতোসী’তি আহংসু । সথা
তেসং কিরিয়ং দিম্বা চিন্তেসি—‘ভারিয়ং বতিমেসং
ভিক্ষুদ্বং কম্মং আসীবিসং গীবায় গণ্হন্তা বিয়
সামণেরং গণ্হন্তি, নাস্স আনুভাবং জানন্তি, অজ্জ ময়া
সুমনসামণেরস্স গুণং পাকটং কাতুং বটুতী’তি । থেরোপি
আগন্ত্বা সথারং বন্দিহ্বা নিসীদি । সথা তেন সদ্ধিং পটি-
সন্হারং কহ্বা আনন্দথেরং আমন্তেসি—‘আনন্দ, অনোতন্ত-
উদকেনম্হি পাদে ধোবিতুকামো, সামণেরানং ঘটং দহ্বা

*

*

*

স্থবিরও শ্রামণেরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন । শান্তা স্থবিরের আগমনভাব
জানিয়া মিগারমাতুপাসাদে স্থবিরের আগমনের পথ চাহিয়া বসিয়া
রহিলেন । ভিক্ষুগণও স্থবিরকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদগমন করিয়া
পাত্তচীবর গ্রহণ করিলেন । তারপর ভিক্ষুদের কেহ কেহ শ্রামণেরের মাথায়
চাটি মারিয়া, কেহ কেহ তাহার কাণ টানিয়া এবং কেহ কেহ তাহার হাত
ধরিয়া মচকাইয়া দিয়া বলিলেন—‘কি হে, ছোট শ্রামণের, তোমার কণ্ঠ
হইতেছে না ?’ শান্তা তাহাদের কাষক্ষলাপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন—

‘এই ভিক্ষুরা অন্যায় কাজ করিতেছে ! শ্রামণেরের সঙ্গে ইহাদের
ব্যবহার সাপের গলায় হাত দিবার মত । ইহারা শ্রামণেরের প্রভাব সম্বন্ধে
ওয়াকিবহুল নহে, অদ্যই আমি সুমন শ্রামণেরের গুণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা
করিব ।’ স্থবিরও আসিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন ।
শান্তা তাহার সহিত স্বাগত ভাষণ করিয়া আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন—‘আনন্দ, আমার ইচ্ছা হইয়াছে অনোতন্ত হৃদয়ের জলের দ্বারা আমার
পদধৌত করিব । শ্রামণেরগণের হাতে পানীয় ঘট দিয়া জল আনয়ন করাও ।’

পানীয় আহরাপেহীতি। থেরো বিহারে পঞ্চমস্তানি
সামণেরসতানি সন্নিপাতেসি। তেসু সুমনসামণেরো
সম্বনবকো অহোসি। থেরো সম্বমহল্লকং সামণেরং
আহ—‘সামণের, সখা অনোতত্তদহউদকেন পাদে ধোবিতু-
কামো, ঘটং আদায় গম্বা পানীয়ং আহরা’তি। সো ‘ন
সক্কোমি, ভন্তে’তি ন ইচ্ছি। থেরো সেসেপি পটিপাটিয়া
পদুচ্ছি, তেপি তথৈব বজ্জা পটিক্খাপিসু। ‘কিং পনেথ
খীণাসবসামণেরো নখী’তি? অথি তে পন ‘নায়ং অম্-
হাকং বদ্ধো মালাপদুটো, সুমনসামণেরেস্সেব বদ্ধো’তি ন
ন ইচ্ছিংসু, পদুত্বজ্জনা পন অন্তনো অসমথতায়ৈব ন
ইচ্ছিংসু। পরিষোসানে পন সুমনস্স বারে সম্পত্তে,
‘সামণের, সখা অনোতত্তদহউদকেন পাদে ধোবিতুকামো,
কুটং আদায় কিং উদকং আহরা’তি আহ। সো

স্ববির বিহারস্থ পঞ্চশত শ্রামণেরকে একত্রিত করিলেন। ইহাদের মধ্যে সুমন
শ্রামণের সর্বকনিষ্ঠ। স্ববির সবাধিক বয়স্ক শ্রামণেরকে বলিলেন—‘শ্রামণের,
শাস্তা অনোতত্ত হৃদের জলে পা ধুইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ঘট লইয়া ঘাইয়া
জল আহরণ কর।’ সে ‘না ভন্তে, পারিব না’ বলিয়া ঘাইতে ইচ্ছা করিল
না। স্ববির বয়স অনুসারে পর পর সকলকে বলিলেন। সকলেই প্রত্যাখ্যান
করিল।

‘এখানে কি কোন ক্ষীণাস্রব (—অহং) শ্রামণের নাই?’

‘আছে, তবে তাহারা এইজন্যই ইচ্ছা করিতেছে না যেহেতু তাহারা জন্মে
যে এই পদুম্পস্তবক তাহাদের জন্য নির্মিত হয় নাই, সুমন শ্রামণেরের জন্যই
নির্মিত হইয়াছে।’ আর যাহারা পৃথগ্জন অর্থাৎ অহং নহে তাহারা
নিজেদের অসমর্থতার কারণে ইচ্ছা করে নাই। শেষে সুমন শ্রামণেরের পালা
আসিলে স্ববির তাহাকে বলিলেন—‘শ্রামণের, শাস্তা অনোতত্ত হৃদের জলের
দ্বারা পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তুমি একটি ঘট লইয়া জল আনয়ন
কর।’

‘সখ্যি আহরাপেত্তে আহরিস্সামী’তি সখ্যারং বন্দিহা,
 ‘ভন্তে, অনোতন্ততো কির মং উদকং আহরাপেথা’তি
 আহ। ‘আম, সদ্মনা’তি। সো বিসাখায় কারিতেসু
 ঘনসুবল্লকোটিমেসু সেনাসনকুটেসু একং সেটীঠকুট-
 উদকগণ্হনকং মহাঘটং হথেন গহেহা ‘ইমিনা মে
 উক্খিপিহা অংসকুটে ঠপিতেন অথো নখী’তি ওলম্বকং
 কহা বেহাসং অল্পুগল্লা হিমবন্তাভিমুখে পক্খান্দি।

নাগরাজা সামণেরং দূরতোব আগচ্ছন্তং দিম্বা পচ্ছুগল্লা
 কুটং অংসকুটেন আদায়, ‘ভন্তে, তুম্হে মাদিসে দাসে
 বিজ্জমাণে কস্মা সয়ং আগতা, উদকেনথে সতি কস্মা
 সাসনমত্তম্পি ন পহিগথা’তি কুটেন উদকং আদায় সয়ং
 উক্খিপিহা ‘পদুরতো হোথ, ভন্তে, অহমেব আহরি-
 স্সামী’তি আহ। ‘তিট্ঠথ তুম্হে, মহারাজ, অহমেব

*

*

*

সদ্মন শ্রামণের ‘শান্তা আহরণ করিতে বলিলে আহরণ করিব’ বলিয়া
 শান্তাকে বন্দনা করিয়া বলিল—‘ভন্তে, আপনি কি আমাকে দিয়া অনোতন্ত
 হইতে জল আহরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন?’

‘হ্যাঁ, সদ্মন।’

শ্রামণের তখন বিশাখা-নির্মিত ঘনসুবর্ণকোটিত বহু শয়নাসনকূট হইতে
 ষষ্টিকূট জল ধারণ করিতে পারে এমন একটি মহাঘট হাতে লইয়া চিন্তা
 করিলেন—‘ইহা তুলিয়া লইয়া আমার শ্বক্বে স্থাপিত করিয়া লইয়া যাইবার
 প্রয়োজন নাই’ এবং হাতে বদলাইয়া লইয়া শূন্যে উঠিয়া হিমবস্তাভিমুখে
 প্রস্থান করিলেন।

নাগরাজ দূর হইতে শ্রামণেরকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যাগমন করতঃ ঐ
 মহাঘটটি স্বীয় শ্বক্বে স্থাপিত করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমার মত সেবক
 থাকিতে আপনি স্বয়ং কেন আসিলেন, জলের প্রয়োজন হইলে আমাকে একটু
 সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না?’ এবং ঘট জলপূর্ণ করিয়া স্বয়ং শ্বক্বে
 ধারণ করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আপনি আগে ধান, আমিই এই পানীয়ঘট
 বহন করিয়া লইয়া যাইব।’

সম্মাসম্বন্ধে আনন্তো'তি নাগরাজানং নিবন্তাপেত্বা কুটং
মুখবটিয়ং হথেন গহেত্বা আকাসেনাগচ্ছি। অথ নং সথা
আগচ্ছতং ওলোকেত্বা ভিক্ষু আমন্তেসি—‘পস্সথ,
ভিক্ষবে, সামণেরস্স লীলং, আকাসে হংসরাজা বিয়
সোভতী'তি আহ। সোপি পানীয়ঘটং ঠপেত্বা সথারং
বন্দিত্বা অট্ঠাসি। অথ নং সথা আহ—‘কতিবস্সেসি
ত্বং, সুমনা'তি? ‘সত্তবস্সাম্হি, ভন্তে'তি। ‘তেন হি,
সুমন, অজ্জ পট্ঠায় ভিক্ষু হোহী'তি বত্বা দায়জ্জ-
উপসম্পদং অদাসি। ত্বেয়েব কির সামণেরা সত্তবস্সিকা
উপসম্পদং লভিৎসু—অয়ং সুমনো সোপাকো চাতি।

এবং তস্মিং উপসম্পদে ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদং,
‘অচ্ছরিয়ং আব্দসো, এবরূপো হি নাম দহরসামণেরস্স
আনুভাবো হোতি, ন নো ইতো পদুস্বে এবরূপো আনু-
ভাবো দিট্ঠপদুস্বো'তি। সথা আগত্বা ‘কায় নুত্থ,

‘মহারাজ, আপনি থামুন, আমিই সম্যক্সম্বন্ধের দ্বারা আদিষ্ট
হইয়াছি’—বলিয়া নাগরাজকে আসিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং পানীয় ঘটের
মুখপ্রান্ত হাতে ধরিয়া আকাশপথে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। শাস্তা
তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, দেখ,
শ্রামণেরের লীলা দেখ। আকাশে রাজহংসের মত শোভা পাইতেছে।’
তিনিও পানীয়ঘট নামাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন
শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—

‘হে সুমন, তোমার বয়স কত?’

‘ভন্তে, আমি সপ্তবর্ষীয়।’

‘সুমন, তাহা হইলে তুমি অদ্য হইতে ভিক্ষু হও।’ বলিয়া তাঁহাকে
উপসম্পদার উত্তরাধিকার প্রদান করিলেন। দুইজন মাত্র শ্রামণের সাত বৎসর
বয়সে উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন—এই সুমন এবং সোপাক।

এইভাবে তিনি উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলে ধর্মসভায় কথা উঠিল—‘আব্দসো,
কি আশ্চর্য, এইরূপ তরুণ শ্রামণেরের ঈদৃশ প্রভাব। আমরা ইতিপূর্বে
এইরূপ মহা ঋদ্ধি দেখি নাই।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে

ভিক্ষুবে, এতরুহি কথায় সম্মিসিমা'তি পদচ্ছিহ্মা 'ইমায়
নামা'তি বদুথে, ভিক্ষুবে, মম সাসনে দহরোপি সম্মা
পটিপন্নো এবরুপং সম্পত্তি লভতিষেবা'তি বহ্মা ধম্মং
দেসেস্ন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যো হবে দহরো ভিক্ষু, যুজ্জতি বুদ্ধসাসনে ।

সোমং লোকং পভাসেতি, অন্ভা মদন্তোব চন্দিমা'তি ॥ ৩৮২ ॥

তথ ‘যুজ্জতী'তি ঘটতি বায়মতি । ‘পভাসেতী'তি সো
ভিক্ষু অন্তনো অরহত্তমঙ্গএণেনে অন্ভাদীহি মদন্তো
চন্দিমা বিয় লোকং খন্ধাদিভেদং লোকং ওভাসেতি,
একালোকং করোতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

সুমনসামণেরবথু দ্বাদসমং ।

ভিক্ষুবগ্গবন্ননা নিট্ঠিতা ।

পণ্ডবীসতিমো বণ্ণো ।

*

*

*

ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে এখানে সমবেত
হইয়াছ ?

‘এই বিষয়ে, ভণ্টে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার শাসনে তরুণ হইলে ওসম্যক্ পথে চলিয়া এইরূপ
ঋদ্ধিসম্পত্তি লাভ করিতে পারে’ বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটী ভাষণ
করিলেন—

‘নিতান্ত তরুণ হইলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি
মেঘমদন্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে উদ্ভাসিত করেন ।’—ধর্মপদ, শ্লোক ৩৮২ ।

অন্বয় : ‘যুজ্জতি’ প্রয়াস করে, আত্মনিয়োগ করে । ‘পভাসেতি’—সেই
ভিক্ষু নিজের অহংভুমাগ-জ্ঞানের দ্বারা মেঘমদন্ত চন্দ্রের ন্যায় স্কন্ধাদিভেদযুক্ত
এই জগৎকে উদ্ভাসিত করে, বিশ্বকে একালোকে আলোকিত করে—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ সুমন শ্রামণেরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ভিক্ষুবগ্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

॥ পণ্ডবীসতিত্ত্ব বর্ণ ॥



গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। শৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছু তাঁহার মনঃপূত না হইলেও এই সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলেন না। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যথাসাধ্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। এই সুবাদে তিনি বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি পালি-হিন্দী অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়াছেন।

—পুস্তক তালিকা—

মহামানব গৌতমবুদ্ধ (দ্বিঃ সং)	ডঃ সূকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতম বুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ সূকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ সূকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুস্তলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘনিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
ধেরীগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাশগুপ্ত	১০০
ধম্মপদ (বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধম্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
অশোকচরিত	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	শ্রীশরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধম্মপদট্ঠকথা (১মঃ যমক বর্গ)	শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদট্ঠকথা (২য়ঃ অঙ্গমাদ বর্গ)	ধর্মকীর্ত্তি মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদট্ঠকথা (৩য়ঃ চিত্ত, পদ্প বর্গ)	ডঃ সূকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদট্ঠকথা (৪র্থঃ বাল, পিণ্ডিত বর্গ)	ঐ	১৫০
ধম্মপদট্ঠকথা (৫ঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ ও দণ্ডবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদট্ঠকথা (৬ঃ জরা, অস্ত, লোক ও বুদ্ধবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদট্ঠকথা (৭ঃ সুখ, প্রিয়, ক্রোধ, মল, ধম্মস্থ ও মঙ্গবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদট্ঠকথা (৮ঃ প্রকীর্ত্ত, নরক, নাগ, তৃষ্ণা ও ভিক্ষুবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদট্ঠকথা (৯ঃ ব্রাহ্মণ বর্গ)	ঐ	২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ (কাব্য)	শ্রীহরীকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সুত্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
সৌন্দর্যানন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ	১০০
কচ্ছায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বাকীচ	৭৫